৪

অর্পিত সম্পত্তি আইন

অর্পিত সম্পত্তি আইন

প্রথম অধ্যায়

পটভূমি

১৯৬৫ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে আকস্মিক যুদ্ধ শুরু হইলে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ৬-৯-৬৫ তারিখে ১৯৬২ সালের সংবিধানের ৩০(১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সমগ্র পাকিস্তানে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন। একই তারিখে যুদ্ধ অবস্থার মোকাবেলা, রাষ্ট্র ও জনগণের নিরাপত্তা ও স্বার্থ-রক্ষার্থে এবং পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা এবং কতিপয় অপরাধের বিচারের উদ্দেশ্যে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণকল্পে প্রেসিডেন্ট সংবিধানের (৩০(৪) ও তৎসহ ১৩১(২) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা অধ্যাদেশ (১৯৬৫ সালের ২৩ নং অধ্যাদেশ) জারী করেন। উক্ত অধ্যাদেশের ৩ ধারায় কেন্দ্রীয় সরকারকে রাষ্ট্র ও জনসাধারনের নিরাপত্তা ও স্বার্থ-রক্ষার্থে এবং পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা, দক্ষতার সহিত যুদ্ধ পরিচালনা, জন শৃংখলা বজায় রাখা এবং সমাজ জীবনে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর সরবরাহ ও সেবা কার্য নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণকল্পে প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করা হয়। উক্ত অধ্যাদেশে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার একই তারিখে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালা প্রণয়ন ও জারী করেন। এই বিধিমালার মধ্যে কতিপয় বিধি শত্রুর সহিত ব্যবসা, শত্রু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ এবং শত্রু সম্পত্তি প্রশাসনের উদ্দেশ্যে প্রণীত হইয়াছিল। ১৬১ বিধিতে 'শত্রু' ১৬৯ বিধিতে 'শত্রু নাগরিক' 'শত্রু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং 'শত্রু সম্পত্তির' সংজ্ঞা প্রদান করা হয়। ১৮১ বিধিতে কেন্দ্রীয় সরকারকে শত্রু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার জন্য প্রতিনিধি নিয়োগের ক্ষমতা দেওয়া হয়। ১৮২ (১) বিধিতে শত্রু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পাওনা আদায় এবং শত্রু সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা এবং হস্তান্তর বা অন্য প্রকারে বিলিবন্দোবস্ত বা উহার সহিত সংশ্লিষ্ট এবং আনুষংগিক বিষয়সমূহের বিধান করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার পাকিস্তানের জন্য শত্রু সম্পত্তির একজন তত্বাবধায়ক এবং নির্দিষ্ট স্থানীয় এলাকার জন্য এক বা একাধিক উপ-তত্বাবধায়ক এবং সহকারী তত্বাবধায়ক নিয়োগ করিতে এবং আদেশ দ্বারা কোন নির্দিষ্ট শত্রু সম্পত্তি নির্দিষ্ট উপ তত্বাবধায়কের উপর অর্পণ করিতে বা অর্পণের বিধান ও প্রবিধান প্রণয়ন করিতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

১৮২ বিধিতে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার ৯-১২-৬৫ তারিখে শত্রু সম্পত্তি (তত্বাবধান ও নিবন্ধীকরণ) আদেশ ১৯৬৫ প্রণয়ন ও জারী করেন। উক্ত আদেশের ৫ অনুচ্ছেদে দেওয়ানী আদালতে ডিক্রী জারীর মাধ্যমে শত্রু সম্পত্তির ক্রোক, বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হয়। ৩-১২-৬৫ তারিখে পূর্ব পাকিস্তানের গর্ভণর পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালার ১৮২ বিধিতে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ১১৯১ নং প্রজ্ঞাপন জারী করিয়া সকল শত্রু সম্পত্তি উক্ত তারিখ হইতে উপ-তত্বাবধায়কের উপর অর্পণ করেন এবং ঐ তারিখ হইতে কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন শত্রু সম্পত্তি যাহা উপ-তত্বাবধায়কের উপর অর্পিত হইয়াছিল বিক্রয়, বন্ধক, দান বা বিনিময়ের মাধ্যমে হস্তান্তর নিষিদ্ধ করেন। শত্রু সম্পত্তির প্রশাসন এবং বিলিবন্দোবস্তের উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর ১৮২(১) বিধিতে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ৮-১-৬৬ তারিখে পূর্ব পাকিস্তান শত্রু সম্পত্তি (ভূমি ও বাড়ীঘর) প্রশাসন এবং বিলিবন্দোবস্ত আদেশ ১৯৬৬ জারী করেন। উক্ত আদেশে উপ-তত্বাবধায়ক ও সহকারী তত্বাবধায়ককে শত্রু সম্পত্তির অবৈধ দখলদারকে উচ্ছেদ করিয়া উহার দখল গ্রহণের ক্ষমতা অর্পণ করা হয় এবং ইজারার মাধ্যমে শত্রু সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার নির্দেশ দেওয়া হয়। জরুরী অবস্থা ১৬-২-৬৯ তারিখে প্রত্যাহার করা হয়। ফলে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা অধ্যাদেশ ও তদধীনে জারীকৃত পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালা বাতিল হইয়া যায়। কিন্তু একই তারিখে শত্রুর সহিত ব্যবসা, শত্রু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ এবং শত্রু সম্পত্তির প্রশাসনের জন্য পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালার কতিপয় বিধান চালু রাখার জন্য ১৯৬৯ সালের শত্রু সম্পত্তি (জরুরী বিধানাবলী অব্যাহত) অধ্যাদেশ (১৬৯ সালের ১ নং অধ্যাদেশ) জারী করা হয়। এই আদেশের বলে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধ বিরাজমান অবস্থার অবসান ঘটিলেও শত্রু সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিধিসমূহ অব্যাহত বলবৎ রাখা হয়। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর ২৬-৩-৭২ তারিখে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ১৯৭২ সালের ২৯ নং আদেশ জারী করিলে পাকিস্তান সরকার বা কোন আইন দ্বারা গঠিত বোর্ডের উপর অর্পিত বা তৎকর্তৃক পরিচালিত এবং পূর্ব পাকিস্তান সরকারের উপর ন্যস্ত সকল সম্পত্তি ২৬-৩-৭১ তারিখ হইতে বাংলাদেশ সরকারের উপর ন্যস্ত হয়। ২-৯-৭২

৩ খে রাষ্ট্রপতির ১৯৭২ সালের ১৩৪ নং আদেশ জারী করিয়া ১৯৭২ সালের ২৯ নং আদেশ সংশোধন করা হয়। উক্ত সংশোধনী দ্বারা ১৯৭২ সালের ২৯ নং আদেশের ২(১) অনুচ্ছেদে পাকিস্তান সরকার কথার পরে "বা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কোন কর্মকর্তা" শব্দগুলি সংযোজন করা হইয়াছে। ফলে ১৯৭২ সালের ২৯ নং রাষ্ট্রপতির আদেশ দ্বারা পাকিস্তান সরকার বা তৎকর্তৃক নিযুক্ত কোন কর্মকর্তার উপর অর্পিত সকল সম্পত্তি ও পরিসম্পৎ বা কোন আইন দ্বারা গঠিত বোর্ডের উপর অর্পিত সকল সম্পত্তি ও পরিসম্পৎ অথবা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের উপর ন্যস্ত ছিল এইরূপ সকল সম্পত্তি ১৯৭১ সালের ৬শে মার্চ তারিখ হইতে বাংলাদেশ সরকারের উপর বর্তাইয়াছে। কাজেই পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালার অধীন যে সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়কের উপর অর্পিত হইয়াছিল বর্তমানে উহা বাংলাদেশ সরকারের উপর বর্তাইয়াছে।

২৩-৩-৭৪ তারিখে রাষ্ট্রপতি শত্রু সম্পত্তি (জরুরী বিধানাবলী অব্যাহত) (রহিত করণ) অধ্যাদেশ ১৯৭৪ (১৯৭৪ সালের ৪ নং অধ্যাদেশ) জারী করিয়া ১৯৬৯ সালের ১ নং অধ্যাদেশ রহিত করেন এবং এই অধ্যাদেশের ৩(১) অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধির অধীনে নিযুক্ত শত্রু সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়কের উপর অর্পিত সকল শত্রু সম্পত্তি সরকারের উপর অর্পিত হয়। একই তারিখে, অর্পিত ও অনিবাসী সম্পত্তির (প্রশাসন) অধ্যাদেশ ১৯৭৪, (১৯৭৪ সালের ৫ নং অধ্যাদেশ জারী করিয়া শত্রু সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা ওবিলিবন্দোবস্ত একটি কমিটির উপর অর্পণ করা হয়। ১-১-৭৪ তারিখে ৪ ও ৫ নং অধ্যাদেশ দুইটি সংসদ কর্তৃক গ্রহীত হইবার পর রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে ও ১৯৭৪ সালের ৪৫ ও ৪৬ নং আইন নামে অভিহিত হয়। উক্ত ৪৫ ও ৪৬ নং আইনে ৪ ও ৫ নং অধ্যাদেশ দুইটি রহিত করা হয়। রাষ্ট্রপতির ১৯৭২ সালের ২৯ নং আদেশ দ্বারা বাংলাদেশ সরকারের উপর শত্রু সম্পত্তির অর্পিত হইবার পর নতুন করিয়া সরকারের উপর সম্পত্তি অর্পনের কোন প্রয়োজন ছিলনা যাহা ১৯৭৪ সালের ৪৫ নং আইনের দ্বারা করা হইয়াছে। ২৭-১১-৭৬ তারিখে ৯২ নং অধ্যাদেশ জারী করিয়া ১৯৭৪ সালের অর্পিত ও নিবাসী সম্পত্তি (প্রশাসন) আইন (১৯৭৪ সালের ৪৬ নং আইন) রহিত করা হয়। একই তারিখ শত্রু সম্পত্তি (জরুরী বিধানাবলী অব্যাহত) (রহিতকরণ) (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ (১৯৭৬ সালের ৯৩ নং অধ্যাদেশ জারী করা হয়। ২৩-৩-৭৪ তারিখ হইতে উক্ত অধ্যাদেশ কার্যকর দেখানো হইয়াছে। এই অধ্যাদেশ দ্বারা ১৯৭৪ সালের শত্রু সম্পত্তি (জরুরী বিধানাবলী অব্যাহত) (রহিতকরণ) আইনের (১৯৭৪ সালের ৪৫ নং আইন) ৩ ধারা সংশোধন করিয়া "এবং সরকার বা সরকার নির্দেশিত বা ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষ প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণ এবং হস্তান্তর বা অন্যভাবে বিলিবন্দোবস্ত করিতে পারিবেন" শব্দ সমষ্টি সংযোজন করা হইয়াছে। উক্তরূপ সংশোধনের পর শত্রু সম্পত্তি (জরুরী বিধানাবলী অব্যাহত) (রহিতকরণ) আইন ১৯৭৪ এর ৩ ধারা যে রূপ দাঁড়ায়। "৩। হেফাজত -(১) উক্ত অধ্যাদেশ রহিতকরন স্বত্বেও এবং আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এইরূপ রহিত করণের ফলে,

(ক) উক্ত অধ্যাদেশ দ্বারা অব্যাহত বলবৎ রাখা পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালার বিধানের অধীনে নিযুক্ত শত্রু সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়কের উপর অর্পিত সকল শত্রু সম্পত্তি সরকারের উপর বর্তাইবে এবং সরকার বা সরকারের নির্দেশিত বা ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষ প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণ এবং হস্তান্তর বা অন্যভাবে বিলিবন্দোবস্ত করিতে পারিবেন।

(খ) উক্ত অধ্যাদেশ দ্বারা অব্যাহত বলবৎ রাখা পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালার বিধানের অধীনে ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত সকল শত্রু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা বা বানিজ্য সরকারের উপর বর্তাইবে এবং সরকার বা সরকার নির্দেশিত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষ প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণ এবং হস্তান্তর বা অন্যভাবে বিলিবন্দোবস্ত করিতে পারিবেন।"

১৯৭৬ সালের ৯৩ নং অধ্যাদেশ দ্বারা, ১৯৭৪ সালের ৪৫ নং আইন সংশোধন দ্বারা সরকার শত্রু সম্পত্তি ও শত্রু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকানা অর্জন করিয়াছেন এবং উক্ত সম্পত্তির প্রশাসন, নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা সরকারের উপর বর্তাইয়াছে এবং সরকার হস্তানর বা অন্য প্রকারে উক্ত সম্পত্তির বিলিবন্দোবস্ত বা বিক্রয় করিতে পারিবেন।

কজেই পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালার ১৮২(খ) বিধির আদেশ দ্বারা যে সকল শত্রু সম্পত্তি তত্ত্বাবধায়কের উপর অর্পিত হইয়াছিল ১৯৭৪ সালের ৪৫ নং আইন (১৯৭৬ সালের ৯৩ নং অধ্যাদেশ দ্বারা সংশোধন সহ) দ্বারা উহা বাংলাদেম সরকারের উপরে বর্তাইয়াছে এবং বাংলাদেশ সরকার তত্ত্বাবধায়কের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছেন। পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালার ১৬৯ বিধির সংজ্ঞানুসারে যাহা শত্রু সম্পত্তি হইয়াছিল ১৯৭৪ সালের ৪৫ নং আইনের (১৯৭৬ সালের ৯৩ নং অধ্যাদেশসহ পঠিতব্য) দ্বারা

উহা বর্তমানে অর্পিত সম্পত্তি সম্পত্তি হিসাবে গন্য হইয়াছে এবং সরকার উক্ত অর্পিত সম্পত্তির সম্পূর্ণ মালিকানা অর্জন করিয়াছেন। অর্পিত সম্পত্তির আইনের ক্রমবিবর্তন নিম্নলিখিত ছকের সাহায্যে প্রদর্শিত হইলঃ-

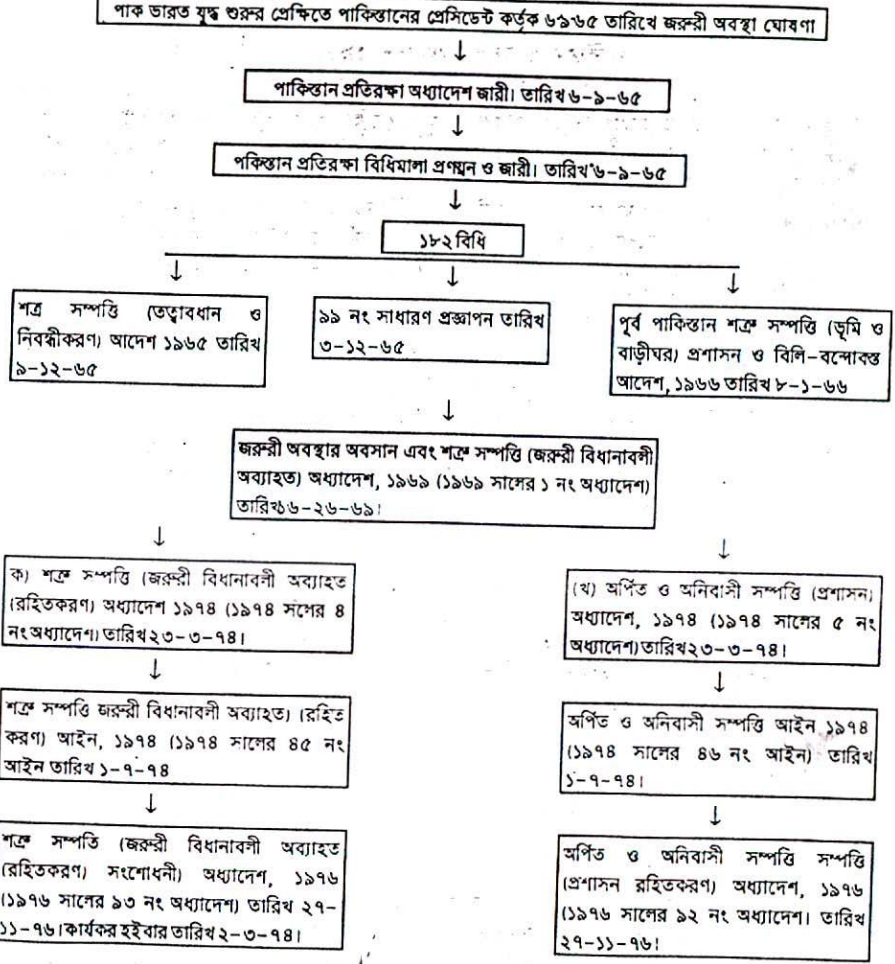

দ্বিতীয় অধ্যায়

পাকিস্তান প্রতিরক্ষা অধ্যাদেশ ১৯৬৫

১৯৬৫ সালের ২৩ নং অধ্যাদেশ

১৯৬৫ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হইলে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ৬-৯-৬৫ তারিখে ১৯৬২ সালের সংবিধানের ৩০(১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সমগ্র পাকিস্তানে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন। একই তারিখে যুদ্ধাবস্থার মোকাবেলা, রাষ্ট্র ও জনসাধারণের নিরাপত্তা ও স্বার্থ-রক্ষার্থে এবং পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা এবং কতিপয় অপরাধের বিচারের উদ্দেশ্যে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণকল্পে প্রেসিডেন্ট সংবিধানের ৩০(৪) ও তৎসহ ১৩১(২) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা অধ্যাদেশ (১৯৬৫ সনের ২৩ নং অধ্যাদেশ) জারী করেন। উক্ত অধ্যাদেশের ৩ ধারায় কেন্দ্রীয় সরকারকে রাষ্ট্র ও জনসাধারণের নিরাপত্তা ও স্বার্থ-রক্ষার্থে এবং পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ও দক্ষতার সহিত যুদ্ধ পরিচালনা এবং জনশৃংখলা বজায় রাখা এবং সমাজ জীবনে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর সরবরাহ ও সেবাকার্য নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণকল্পে প্রয়োজনীয় বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালা

পাকিস্তান প্রতিরক্ষা অধ্যাদেশ, ১৯৬৫ এর ৩ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার ৬-৯-১৯৬৫ তারিখে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালা প্রণয়ন ও জারী করেন। এই বিধিমালার মধ্যে কতিপয় বিধি শত্রুর সহিত ব্যবসা, শত্রু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ এবং শত্রু, শত্রুসম্পত্তি, শত্রু নাগরিক, শত্রু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছে এবংশত্রু সম্পত্তি ঘোষণা, উহার হেফাজত, নিয়ন্ত্রণ ও প্রশাসনের জন্য কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারকে প্রজ্ঞাপন ও আদেশ জারীর ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। শত্রু সম্পত্তি, শত্রু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও উহার নিয়ন্ত্রণ ও প্রশাসনের সহিত সংশ্লিষ্ট বিধিসমূহ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১৬১ বিধিঃ শত্রু বলিতে বুঝাইবেঃ

(ক) পাকিস্তানের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত যে কোন দেশ বা দেশের সার্বভৌম ক্ষমতা; বা

(খ) শত্রুদেশ বসবাসরত যে কোন ব্যক্তি; বা

(গ) যে কোন প্রতিষ্ঠান যাহা শত্রু দেশে গঠিত বা শত্রু দেশের আইনের দ্বারা নিগমবদ্ধ; বা

(ঘ) পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক শত্রু বলিয়া ঘোষিত যে কোন ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান; বা

(ঙ) নিগমবদ্ধ হউক বা না হউক শত্রু দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত যে কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান; বা

(চ) যে কোন ব্যক্তি বা সংস্থা যে শত্রু দেশে ব্যবসা পরিচালনা করিতেছে।

১৬৯ বিধিঃ (১) "শত্রু নাগরিক" বলিতে বুঝাইবেঃ

(ক) সেই ব্যক্তিকে যে পাকিস্তানের সহিত যুদ্ধেলিপ্ত কোন দেশের নাগরিক অথবা অতীতে যে কোন সময় ঐ দেশের নাগরিক ছিল কিন্তু অন্য কোন দেশের নাগরিকত্ব অর্জন না করিয়াই নাগরিকত্ব হারাইয়াছে, বা

(খ) শত্রু দেশের আইনে বা তদধীন গঠিত বা নিগমবদ্ধ কোন প্রতিষ্ঠান।

(২) "শত্রুব্যবসা প্রতিষ্ঠান" (Enemy firm) বলিতে বুঝাইবেঃ

(ক) যে কোন শত্রু নাগরিক যে পাকিস্তানে ব্যবসা পরিচালনা করিতেছে; বা

(খ) যে কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান উহা পাকিস্তানে গঠিত হউক বা না হউক যদি উহার কোন সদস্য বা কর্মকর্তা শত্রু নাগরিক হয় এবং সেই ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যদি পাকিস্তানে ব্যবসা পরিচালনা করিতে থাকে; বা

(গ) যে কোন কোম্পানী যাহা পাকিস্তানে নিগমবদ্ধহউক বা না হউক যদি উহার কোন অংশীদার বা কর্মকর্তা শত্রু নাগরিক হয় এবং উহা যদি পাকিস্তনে ব্যবসা পরিচালনা করিতে থাকে; বা

(ঘ) যে কোন ব্যক্তি বা সংস্থা উহা পাকিস্তানে নিগমবদ্ধ হউক বা না হউক উহার সম্পর্কে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে উক্ত ব্যক্তি বা সংস্থা-

(অ) কোন শত্রু নাগরিকের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণে পাকিস্তানে ব্যবসা পরিচালনা করিতেছে বা

(আ) সম্পূর্ণভাবে বা প্রধানতঃ শত্রু নাগরিক বা যে কোন শ্রেণীর শত্রু নাগরিক বা কোন শত্রুর কল্যাণের জন্য পাকিস্তানে ব্যবসা পরিচালনা করিতেছে।

(৩) 'শত্রু মুদ্রা' বলিতে যে কোন পত্র মুদ্রা বা ধাতব মুদ্রা বুঝাইবে যাহা বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার আদেশের দ্বারা শত্রু মুদ্রা হিসাবে ঘোষণা করিয়াছেন।

(৪) 'শত্রু সম্পত্তি" (Enemy property) বলিতে ১৯৫৭ সালের ১২ নং আইন অনুযায়ী বাস্তত্যাগী সম্পত্তি ব্যতীত ১৬১ বিধিতে প্রদত্ত সংজ্ঞানুসারে কোন শত্রু নাগরিক বা শত্রু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকানায়, অধিকারে বা ব্যবস্থাপনায় বর্তমানে যে সম্পত্তি রহিয়াছে সেই সকল সম্পত্তি বুঝাইবে।

অবশ্য যদি কোন শত্রু নাগরিক পাকিস্তানে মৃত্যুবরণ করে এবং তাহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে যদি কোন সম্পত্তি তাহার মালিকানাধীন বা দখলে থাকে অথবা তাহার পক্ষে পরিচালিত হইয়া থাকে তবে তাহার মৃত্যু সত্ত্বেও পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালার ১৮২ বিধি অনুসারে উহা শত্রু সম্পত্তি হিসাবে বহাল থাকিবে।

১৭০ বিধিঃ শত্রু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সহিত ব্যবসা এবং শত্রুর মুদ্রা খরিদ নিষিদ্ধ।

১৭১ বিধিঃ শত্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রক নিয়োগের ক্ষমতা।

১৭২ বিধিঃ শত্ত ব্যবসা পতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রকের ক্ষমতা ইত্যাদি।

১৭৩ বিধিঃ সন্দেহজনক ব্যবসায়ের তদারকি।

১৭৪ বিধিঃ সন্দেহযুক্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের তদারকি।

১৭৫ বিধিঃ নিয়ন্ত্রকের আদেশ পালনে ব্যর্থতার জন্য জরিমানা ইত্যাদি।

১৭৬বিধিঃ হিসাব বহি এবং দলিল দস্তাবেজ ধ্বংস ও গোপনের জন্য জরিমানা ইত্যাদি।

১৭৭ বিধিঃ শত্রু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সহিত চুক্তি।

১৭৮ বিধিঃ শত্রু ব্যবসা প্রতিষ্টান কর্তৃক বা উহার নিকট সম্পত্তির হস্তান্তর।– (১) এই অধ্যাদেশ প্রবর্তনের পূর্বে বা পরে ১৬১ বিধিতে প্রদত্ত সংজ্ঞানুসারে কোন শত্রু ব্যবসা প্রতিষ্টানের কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া থাকিলে বা তাহার নিকট হস্তান্তরিত হইলে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট যদি ইহা প্রতিয়মান হয় যে উক্ত হস্তান্তর জন-স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর বা এই অধ্যাদেশের বিধান এড়াইবার জন্য করা হইয়াছে তাহা হইলে কেন্দ্রীয় সরকার আদেশ দ্বারা উক্ত হস্তান্তর সম্পূর্ণ বা আংশিক বাতিল ঘোষণা করিতে পারিবেন অথবা উপযুক্ত মনে করিলে হস্তান্তর গ্রহীতার উপর যে কোন শর্ত আরোপ করিতে পারিবেন।

(২) উপবিধি (১) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ দ্বারা কোন সম্পত্তির হস্তান্তর, পরবর্তী হস্তান্তর বা উপ-হস্তান্তর বাতিল ঘোষিত হইলে ঘোষনার তারিখ হইতে ঐ সম্পত্তি মূল মালিকের নিকট পুনঃঅর্পিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১৭৯ বিধিঃ শত্রু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিকট বা তৎকর্তৃক জামানত হস্তান্তর এবং বন্টন।

১৮০ বিধিঃ শত্রু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক হস্তান্তরযোগ্য দলিল এবং আদায়যোগ্য দাবী হস্তান্তর।

১৮১ বিধিঃ (১) যদি কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ইহা প্রতীয়মান হয় যে, যুদ্ধ বিরাজমান অবস্থার দ্বারা কোন শত্রু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রন ও ব্যবস্থাপনা এমন ভাবে প্রভাবিত হইয়াছে বা হইবার সম্ভাবনা আছে যাহা ইহার ব্যবসা বা বাণিজ্য ফলপ্রসু চালু রাখার বিষয়ে হানিকর এবং জনস্বার্থে উক্ত ব্যবসা বা বাণিজ্য চালাইয়া যাওয়া উচিৎ তখন কেন্দ্রীয় সরকার আদেশ দ্বারা উক্ত ব্যবসা বা বাণিজ্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চালাইয়া যাইবার জন্য কোন ব্যক্তিকে প্রাধিকার অর্পণ করিতে পারিবেন.

(২) কোন ব্যক্তিকে উপবিধি (১) এর অধীনে কোন শ্রু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা প্রাধিকার অর্পণ করিয়ে–

(ক) এইরূপ প্রাধিকারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের একজন প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য হইবেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের আরোপিত বিধি নিষেধ সাপেক্ষে তাহার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিষয়াদির ব্যবস্তাপনা সংক্রান্ত সকল প্রকার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব থাকিবে। তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তির সহিত প্রাধিকারীর কোন বানিজ্যিক, অর্থনৈতিক বা অন্য কোন সম্পর্ক বা আদান প্রদান থাকিলে

শুধুমাত্র এইরূপ সম্পর্ক বা আদান প্রদান থাকার কারণে তাহার সহিত প্রাধিকারীর আদান প্রদান ১৬২ ও ১৭০ বিধির লংঘন বলিয়া গণ্য হইবে না।

(খ) ব্যবসা প্রতিষ্টানের পক্ষে কার্যরত অন্য যে কোন ব্যক্তিকে বাদ দিয়া প্রাধিকারী ব্যবসা পতিষ্ঠানের সকল বিষয়ের ব্যবস্থাপনা করার অধিকারী হইবেন এবং এইরূপ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত মনে করিলে যে কোন কর্মচারী বা অন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে পারিবেন;

(গ) কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশ দ্বারা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে কোন আইন দলিল বা চুক্তির দ্বারা বা তদধীনে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পতিনিধি হিসাবে তাহার উপর আরোপিত দায়িত্ব ও সীমাবদ্ধতার জন্য প্রাধিকারীকে বাধ্য করা যাইবে না;

(ঘ) ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি হইতে প্রাধিকারী সকল খরচা, ব্যবস্থাপনার আনুসংগিক ব্যয় ও তাহার জন্য নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক রাখিতে পারিবেন; এবং

(ঙ) ব্যবসা বা বাণিজ্য চালানোর বিষয়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটির কোন নিয়ন্ত্রণ অধিকার থাকিবে না।

(৩) শত্রু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা বা বাণিজ্য পরিচালনার জন্যে উপবিধি (১) এর অধীনে প্রাধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে এইরূপ ব্যবসা বা বাণিজ্যের ব্যবস্থাপনার সময় সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করা যাইবে না।

(৪) এই বিধির বিধান সমূহ যে কোন সংস্থা উহা নিগমবদ্ধ হউক বা না হউক যাহা ১৬১ বিধিতে প্রদত্ত সংজ্ঞানুযায়ী শত্রু এবং পাকিস্তানে ব্যবসা পরিচালনা করিতেছে তাহার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

১৮২ বিধিঃ শত্রু ব্যবসা পতিষ্ঠানের পাওনা আদায় এবং শত্রু সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা।— (১) শত্রু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে অর্থ প্রদান করা হইতে নিবারণ করার উদ্দেশ্য এবং শত্রু সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা এবং হস্তান্তর বা অন্যভাবে বিলিবন্দোবস্ত বা উহার সহিত সংশ্লিষ্ট ও আনুষংগিক বিষয়সমূহের বিধান করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার পাকিস্তানের জন্য শত্রু সম্পত্তির একজন তত্বাবধায়ক এবং নির্দিষ্ট স্থানীয় এলাকার জন্য এক বা একাধিক উপ-তত্বাবধায়ক এবং সহকারী তত্বাবধায়ক নিয়োগ করিতে পারিবেন এবং আদেশ দ্বারা–

(ক) শত্রু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে বা উহার কল্যাণে প্রদেয় অর্থ বা ১৭৭ এবং ১৮০ বিধির উদ্দেশ্যে অন্য যে কোন ব্যক্তিকে প্রদেয় অর্থ নির্দিষ্ট তত্বাবধায়কের নিকট পরিশোধের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং উক্ত পরিশোধিত অর্থ নির্দিষ্ট তত্বাবধায়কের নিকট অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হইবে।

(খ) কোন নির্দিষ্ট শত্রু সম্পত্তি নির্দিষ্ট তত্বাবধায়কের নিকট অর্পণ বা অর্পণের বিধান ও প্রবিধান করিতে পারিবেন;

(গ) এইরূপ অন্য কোন শত্রু সম্পত্তি যাহা শত্রু সম্পত্তি হিসাবে নির্দিষ্ট করা যাইতে পারে কিন্তু উহা তত্বাবধায়কের নিকট অর্পিত হয় নাই বা আদেশের দ্বারা তত্বাবধায়কের নিকট অর্পনের প্রয়োজন নাই উহার হস্তান্তর অধিকার তত্বাবধায়কের নিকট অর্পণ করিতে পারিবেন;

(ঘ) তত্বাবধায়ক বা অন্য যে কোন ব্যক্তির উপর নিম্ন বর্ণিত সম্পত্তির বিষয়ে যে কোন নির্দিষ্ট ক্ষমতা ও অধিকার প্রদান এবং কর্তব্য বা দায়িত্ব আরোপ করিতে পারিবেন;

(অ) যে সম্পত্তি কোন তত্বাবধায়কের নিকট অর্পিত হইয়াছে বা উহা আদেশের দ্বারা বা তদধীন তত্বাবধায়কের নিকট অর্পন করা প্রয়োজন;

(আ) যে সম্পত্তির হস্তান্তর অধিকার তত্বাবধায়কের নিকট অর্পিত হইয়াছে বা আদেশের দ্বারা বা তদধীন তত্বাবধায়কের নিকট উক্ত অধিকার অর্পণ করা প্রয়োজন;

(ই) অন্য যে কোন শত্রু সম্পত্তি যাহা তত্বাবধায়কের নিকট অর্পিত হয় নাই এবং তাহার নিকট অর্পনের প্রয়োজন নাই।

(ঈ) যে অর্থ কোন তত্বাবধায়কের নিকট প্রদান করা হইয়াছে বা তাহার নিকট প্রদানের আদেশ করা হইয়াছে;

(ঙ) তত্বাবধায়কের নিকট কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ ফি প্রদান করিতে এবং এইরূপ ফি সংগ্রহের হিসাব নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন;

(চ) কোন ব্যক্তিকে তত্বাবধায়কের কার্য সম্পাদনে প্রয়োজনীয় এইরূপ যে কোন বিবরণী হিসাব ও অন্যান্য তথ্য প্রদান করিতে এবং দলিল দস্তাবেজ উপস্থাপন করিতে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন; এবং

(ছ) আদেশের উদ্দেশ্য পুরণকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় ও সমীচীন প্রতীয়মান হইলে যে কোন আদেশে সম্পূরক ও আনুষংগিক বিধান অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবেন।

(২) যখন কোন অর্থ বা সম্পত্তির বিষয়ে তত্বাবধায়ক কোন ব্যক্তিকে সার্টিফিকেটসহ কোন আদেশ প্রদান করেন যে উক্ত অর্থ ও সম্পত্তির ক্ষেত্রে (১) উপ-বিধির অধীনে প্রদত্ত আদেশ প্রযোজ্য তখন উক্ত সার্টিফিকেট উহাতে বর্ণিত ঘটনার সাক্ষ্য হিসাবে গণ্য হইবে এবং সেই ব্যক্তি তত্বাবধায়কের আদেশ পালন করিলে তাহার বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা অন্য কোন আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা হইবে না।

(৩) যখন উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ বলে-

(ক) তত্বাবধায়ককে কোন অর্থ প্রদান করা হয়, বা

(খ) কোন সম্পত্তি বা কোন সম্পত্তির হস্তান্তর অধিকার তত্বাবধায়কের নিকট অর্পিত হয়, বা

(গ) তত্বাবধায়ক কোন ব্যক্তিকে কোন সম্পত্তি সম্পর্কে আদেশ প্রদান করেন যে তত্বাবধায়কের নিকট প্রতীয়মান হইয়াছে যে উক্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে উপ-বিধি (১) এর আদেশ প্রযোজ্য সে ক্ষেত্রে কোন অর্থ প্রদান, অর্পণ বা তত্বাবধায়কের আদেশ অথবা উহার ফলে কোন কার্যক্রম কোনটিই অবৈধ বা প্রভাবিত হইবে না, এই কারণে যে সংশ্লিষ্ট সময়-

(অ) উক্ত অর্থ ও সম্পত্তিতে যে ব্যক্তির স্বার্থ ছিল সে মারা গিয়াছে বা যাহা শত্রু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছিল তাহা শত্রু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হওয়া থেকে অব্যাহতি পাইয়াছে, বা

(আ) যাহাদের অনুরূপ স্বার্থ ছিল এবং তত্বাবধায়কের ধারনায় তাহারা শত্রু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছিল, প্রকৃতপক্ষে তাহারা শত্রু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছিল না।

(৪) যখন উপ-বিধি (১) এর ক্ষমতাবলে কোন আদেশ দ্বারা কোন কোম্পানীর সম্পত্তি তত্বাবধায়কের নিকট অর্পিত হয় তখন তত্বাবধায়কের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ১৯১৩ সালের কোম্পানী আইনের (১৯১৩ সালের ৭নং আইন) অধীনে কোম্পানী বা উহার কোন পরিচালক, ব্যবস্থাপক বা উহার যে কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামালা দাখিল করা যাইবে না।

(৫) উপ-বিধি (১), (২), (৩), এবং (৪) এ "তত্বাবধায়ক" বলিতে শত্রু সম্পত্তির উপ-তত্বাবধায়ক এবং শত্রু সম্পত্তির সহকারী তত্বাবধায়ক ইহার অন্তর্ভুক্ত এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে শত্রু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বলিতে ১৬১ বিধিতে শত্রুর যে সংজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছে তাহাই বুঝাইবে।

(৬) যে পাওনা অর্থ ও সম্পত্তির ক্ষেত্রে উপ-বিধি (১) এর কোন আদেশ প্রযোজ্য সেক্ষেত্রে এই বিধির বিধান ব্যতীত অন্য ভাবে কোন ব্যক্তি যদি উক্ত পাওনা পরিশোধ করে বা সম্পত্তি বিক্রয় করে তাহা হইলে উহাকে ৬ মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা যাইবে এবং অর্থ পরিশোধ বা বিক্রয় বাতিল হইবে।

১৮৩ বিধিঃ কতিপয় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ ও বিলোপ সাধনের ক্ষমতা।

১৮৪ বিধিঃ কতিপয় উদ্দেশ্যে বোর্ড গঠন।- (১) সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য সধানের জন্য যেরূপ সংখ্যক উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ সংখ্যক সদস্য লইয়া এক বা একাধিক বোর্ড গঠন করিতে পারিবেন।

(২) ১১১ বিধির অধীন প্রাধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তি বা ১৮২ বিধির অধীন নিয়োজিত তত্বাবধায়ক বা ১৮৩ বিধির অধীনে নিয়োজিত পরিদর্শক কোন শত্রু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলী সম্পাদন করিতে পারিবেন কেন্দ্রীয় সরকার বোর্ডের উপর উহার যে কোন কার্য সম্পাদনের ও ক্ষমতা প্রয়োগের প্রাধিকার অর্পণ করিতে পারিবেন।

(৩) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে বোর্ড ইহার কার্য সম্পাদন ও ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন।

মন্তব্যঃ

১৬১ বিধির (ক) দফায় প্রদত্ত সংজ্ঞানুসারে 'শত্র' বলিতে পাকিস্তানের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত কোন দেশ বা দেশের সার্বভৌম ক্ষমতা বা শত্রু দেশে বসবাসরত কোন ব্যক্তিকে বুঝায়। 'শত্রু নাগরিক' বলিতে ১৬৯ '১' বিধিতে প্রদত্ত সংজ্ঞানুযায়ী সেই ব্যক্তিকে বুঝায় যে পাকিস্তানের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত কোন দেশের নাগরিক অথবা অতীতে যে কোন সময় ঐ দেশের নাগরিক ছিল

কিন্তু অন্য কোন দেশের নাগরিকত্ব অর্জন না করিয়াই যে নাগরিকত্ব হারাইয়াছে। "শত্রু সম্পত্তি" বলিতে শত্রু নাগরিক বা শত্রু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকানায়, অধিকারে বা ব্যবস্থাপনায় যে সম্পত্তি রহিয়াছে সেই সকল সম্পত্তি বুঝাইবে। (৩৩ ডি, এল, আর (আঃ বিঃ) ৩০)।

সাধারণ অর্থে ১৬১ (খ) বিধিতে বলা হইয়াছে যে, শত্রু এলাকায় বসবাসকারী ব্যক্তিই শত্রু। শত্রু এলাকা সেই দেশ যাহা পাকিস্তানের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে বা সামরিক সংঘাতে লিপ্ত আছে। ১৯৬৫ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে ভারতের সহিত আকস্মিক যুদ্ধ শুরুর প্রেক্ষিতে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয় এবং তখন উহা একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে প্রত্যাহার করা হয়। ১৯৬৬ সালের মে মাসে যখন আপীলকারীদের সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি বলিয়া ঘোষণা করা হয় তখন জরুরী অবস্থা বলবৎ ছিল এবং তজ্জন্য যুদ্ধ বিরাজমান অবস্থা বিদ্যমান ছিল। সংশ্লিষ্ট সময়ে আপীলকারীরা একাধিক্রমে ৬ বৎসরের অধিককাল ভারতে বসবাস করিতেছিল কাজেই তাহারা বিদেশী শত্রু। (২৮ ডি, এল, আর (আঃ বিঃ) ১৩৩)।

শত্রু রাষ্ট্রের যে কোন নাগরিক ১৬১ বিধির আওতায় একজন শত্রু। (ঐ) 'শত্রু রাষ্ট্রের একজন নাগরিক' বলিতে যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় শত্রু রাষ্ট্রে বসবাস করিতেছে তাহাকে বুঝায়। শত্রু রাষ্ট্রে স্বেচ্ছায় বসবাস করিলে সেই ব্যক্তি 'শত্রু' বা বিদেশী 'শত্রু' হিসাবে গণ্য হইবে। (ঐ)।

নাগরিক স্থায়ী বা অস্থায়ী হইতে পারে। তবে যুদ্ধ বিরাজমান অবস্থা বিদ্যমান থাকিলে নাগরিক বলিতে কখনই স্থায়ী নাগরিক বুঝাইবে না। (ঐ)।

১৯৬৫ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে জরুরী অবস্থা ঘোষণার পূর্ব হইতে আপীলকারীরা ভারতে বসবাস করিতেছিল এবং ১৯৬১ সালে রীট দাখিলের সময় পর্যন্ত তাহারা একাধিক্রমে সেই দেশে বসবাস করিতেছিল আপীলকারীদের নিজস্ব বক্তব্য হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে তাহারা যুদ্ধ বিরাজমান অবস্থার সময় স্বেচ্ছায় ভারতে বসবাস করিতেছিল। শত্রু রাষ্ট্রে স্বেচ্ছায় বসবাস করায় আপীলকারীরা বিদেশী শত্রু এবং সে কারণে তাহারা পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টে দাখিল করিতে অধিকারী নহেন। (ঐ)।

ভিসা প্রদান করিয়া ভারত সরকার আপীলকারীদের সেই দেশে (ভারতে) অবস্থানের অনুমতি দিয়াছেন, পাকিস্তানে নহে। সংশ্লিষ্ট সময়ে ভারত সরকার শত্রু সরকার ছিলেন। ভিসার জন্য ভারত সরকারের নিকট আবেদন ও উহা গ্রহণ করিয়া আপীলকারীরা শত্রু সরকারের সহিত সহযোগিতা করিয়াছিলেন এবং শত্রু রাষ্ট্রে বসবাসের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সুতরাং শত্রু হওয়ার অপকারিতা হইতে রেহাই পাইবার জন্য আপীলকারীরা দেওয়ানী কার্যবিধির ৮৩ ধারার ব্যাখ্যার আশ্রয় পাইবেন না। (ঐ)।

১৬১ বিধির সংজ্ঞানুযায়ী যদি কোন ব্যক্তি শত্রু রাষ্ট্রে বসবাস করেন তাহা হইলে তিনি 'শত্রু' এবং তাহার সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তির কর্তৃপক্ষের উপর বর্তাইবে। ১৬৯ বিধিতে শত্রু নাগরিক বলিতে সেই ব্যক্তিকে বুঝানো হইয়াছে যিনি শত্রু রাষ্ট্রে চিরস্থায়ীভাবে বসতিস্থাপন করিয়াছেন। এই বিধি আরও ব্যক্ত করে যে, কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কোন শত্রু নাগরিকের অংশ থাকিলে ঐ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান শত্রু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বলিয়া গণ্য হইবে এবং তাহার মালিকি সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি হিসাবে শত্রু সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়কের উপর বর্তাইবে। (২৭ ডি, এল, আর (আঃ বিঃ) ১৬৫)।

তত্ত্বাবধায়কের উপর শত্রু সম্পত্তি অর্পনের ক্ষমতা এমনকি ১৬-২-৬৯ তারিখের পরেও অক্ষুন্ন ছিল। ১৯৬৯ সালের ১নং অধ্যাদেশের ২নং ধারার অধীনে 'শত্রু' "শত্রু নাগরিক" "শত্রু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান" ও "শত্রু সম্পত্তি" প্রভৃতি শব্দগুলির অর্থ অপরিবর্তিত থাকে। (২৭ ডি, এল, আর (আরঃ বিঃ) ৫২)।

জীবনানন্দ ভট্টাচার্য, রামলাল ভট্টাচার্য এবং কমলাসেন গুপ্ত তিন ব্যক্তির মধ্যে কেহ শত্রু কি না, তাহাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান শত্রু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কি না এবং ঐ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি ও পরিসম্পৎ শত্রু কিনা তাহা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে অর্পনের আদেশের তারিখে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ বিরাজমান অবস্থা বিদ্যমান ছিল কি না এবং ১৬১ বিধিতে 'শত্রু' ১৬৯ বিধিতে 'শত্রু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান' এবং 'শত্রু সম্পত্তি শব্দগুলির যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে তাহার উপর নির্ভরশীল। (২৭ ডি, এল, আর (আঃ বিঃ) ৫২)।

আইন প্রণয়ন পদ্ধতি এখন স্পষ্ট যে প্রথমে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধির অভিপ্রায় ছিল শান্তি স্থাপনের সময় পর্যন্ত শত্রু সম্পত্তি সংরক্ষণ করা। কিন্তু সরকার ২-১১-৬৫ তারিখে সংশোধন দ্বারা উক্ত নীতির পরিবর্তন করিয়া "শান্তি স্থাপনের পর

—৫৫

ব্যবসা গ্রহণের উদ্দেশ্যে শত্রু সম্পত্তি সংরক্ষণের জন্য" শব্দগুলি বিলুপ্ত করিয়া উহার পরিবর্তে " শত্রু সম্পত্তির প্রশাসন এবং হস্তান্তর বা অন্যভাবে বিলিবন্দোবস্ত বা উহার সহিত সংশ্লিষ্ট ও আনুষংগিক বিষয় সমূহের বিধান করার জন্য" এই নতুন বিধান প্রতিস্থাপন করিয়াছেন। (৪০ ডি, এল, আর (আঃ বিঃ) ২৩- বি, সি, আর ১৯৮৪ (আঃ বিঃ) ৪২৪ - ১৯৮৫বি, এস, ডি (আঃ বিঃ)১৫৫)।

৬-৯-৬৫ তারিখে যেদিন পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালা জারী করা হয় তখন ১৮২ বিধি যেরূপ ছিল, "182. Collection of debt of enemy firms and custody of property-(1) with a view to preventing the payment of money to an enemy firm. and preserving enemy property in contemplation of arrangement to be made at the conclusion of peace, the central Government may appoint a Custodian of Enemty Property for Pakistan and one or more Deputy-Custodians or Assistant Custodians of Enemy property for such local areas as may be prescribed and may by order

(a) .....

(b) Vest or provide for and regulate vesting in the prescribed Custodian such enemy property as may be prescribed.

২-১১-৬৫ তারিখে সংশোধনের পর সংশ্লিষ্ট বিধি "Rule 182. Collection of debt of enemy firms and management of property-(1) with a view to preventing the payment of money to an enemy firm and to provide for administration and disposal by way of transer or otherwise of enemy property or matters concerned or incidental tereto, the Central Government may appoint a Custodian of enemy property for Pakistan and one or more Deputy Custodians and Assistant Custodians of such local areas as may be prescribed and may by order-

(a) .....

(b) Vest or provide for and regulate the vesting in the prescribed Custom, such enemy property as may be prescribed." (৪০ ডি, এল, আর (আঃ বিঃ) ২৩-৪ বি, সি, আর ১৯৮৪ (আঃ বিঃ) ৪২৪ - ৫ বি, এল ডি (আঃ বিঃ) ১৫৫; ৩৯ ডি, এল, আর ৩৭৭)।

১৮২ (১) বিধির অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার তত্ত্বাবধায়ক ও সহকারী তত্ত্বাবধায়কদের নিয়োগ এবং একটি উপযুক্ত আদেশে শত্রু সম্পত্তি নির্ধারিত তত্ত্বাবধয়কের উপর অর্পন করার আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (৩৯ ডি, এল, আর ৩৭৭-৮ বি, এল, ডি, ১৩১)।

পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধির ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধ বিরাজমান অবস্থা অব্যাহত থাকা অপরিহার্য ছিল (ঐ)।

যুদ্ধ বিরাজমান অবস্থার অবসান হইবার পর কোন সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তিতে পরিণত হওয়া বন্ধ হইয়া যায় এবং যুদ্ধ বিজামান অবস্থার অবসানের পর এই বিধির অধীনে কোন সম্পত্তি অর্পনের আদেশ দেওয়া যাইবে না (ঐ)।

কার্যতঃ যুদ্ধ বিরাজমান অবস্থা বিদ্যমান থাকা কালে যদি কোন শত্রু সম্পত্তি একটি উপযুক্ত আদেশ দ্বারা অর্পিত হইয়া থাকে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ঐ সময়ে সরজমিনে দখল গ্রহণ না করিলেও পরবর্তীকালে ঐ সম্পত্তির দখল গ্রহণ অনুমোদনযোগ্য (ঐ)।

বিরোধীয় সম্পত্তির মালিক ঋষিকেস রায় ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বর ডিক্রী দ্বারা তাহার স্বত্ব ও দখল হারায় এবং তখন হইতে দরখাস্তকারী এবং পারুলবালা রায় যাহারা কখনও ভারতে যায় নাই বিরোধীয় সম্পত্তিতে স্বত্ববান ও দখলকার থাকায় উহা শত্রু সম্পত্তি বা অর্পিত সম্পত্তির আওতায় আসেনা। কাজেই ১৯৮২ সালে বিরোধীয় সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তির তালিকাভুক্তকরণ ও অর্পিত সম্পত্তি ঘোষণা সম্পূর্ণ বেআইনী (৩৯ এল ডি ৩৮৯-১৯৮৮ বি এল, ডি, ৬)।

আপীলকারী জমি খরিদের পর উহার দখল আছেন– ঐ সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি হিসাবে গণ্য করিতে হইলে সংশ্লিষ্ট কর্তপক্ষকে অবশ্যই প্রমাণ করিতে হইবে যে, ১৯৬৫ সালে শত্রু সম্পত্তি আইন কার্যকর হওয়ার পূর্বেই আপীলকারী বা তাহার পূর্বাধিকারী ভারত গমন করিয়াছিলেন (৩২ ডি, এল আর (আঃ বিঃ) ২৯)।

শত্রু সম্পত্তির তত্বাবধায়ক আইনের সমর্থন ব্যতিরেকে কোন সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে গণ্য করিলে এইরূপ কার্য এবং অন্যের বরাবর উহার ইজারা প্রদান অবৈধ অননুমোদিত (৩১ডি, এল, আর ৩৫৯)।

শত্রু সম্পত্তির সাধারণ প্রজ্ঞাপন

প্রজ্ঞপন নং ১১৯৯–সাধারণ–৩রা ডিসেম্বর, ১৯৬৫

যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারকে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালার ১৮২ বিধির ক্ষমতা ও কর্তব্য প্রয়োগ করিতে নির্দেশ দিয়াছেন;

সেহেতু, এখন পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালার ১৮২ (১) বিধির (খ) দফায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গভর্ণর আদেশ জারী করিলেন যে–

(ক) সকল ভূমি ও বাড়ীঘর যাহা উক্ত বিধিমালার ১৬৯ (৪) বিধির অর্থে "শত্রু সম্পত্তি" এবং যাহা উক্ত বিধির উপ–বিধি (২) –এ প্রদত্ত সংজ্ঞানুসারে "শত্রু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান" এর সহিত সংশ্লিষ্ট নয় এই আদেশের তারিখ হইতে শত্রু সম্পত্তির (ভূমি ও বাড়ীঘর) উপ–তত্বাবধায়কের উপর অর্পিত হইবে; এবং

(খ) এই আদেশের তারিখ হইতে কোন ব্যক্তি ভূমি বা বাড়ীঘর যাহা উপ–তত্বাবধায়কের উপর অর্পিত হইয়াছে, বিনিময়, দান, উইল, বন্ধক, ইজারা, উপ–ইজারা বা অন্য কোন প্রকারে হস্তান্তর করিতে পারিবে না এবং এই আদেশ লংঘন করিয়া কোন ভূমি বা বাড়ীঘর হস্তান্তর করিলে বাতিধল বলিয়া গণ্য হইবে।

মন্তব্যঃ

পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালার ১৬৯ (৪) বিধির অর্থে সে সকল সম্পত্তি ৩–১২–৬৫ তারিখে শত্রু সম্পত্তি ছিল এবং যাহা ১৬৯ (২) বিধির সংজ্ঞানুসারে 'শত্রু ব্যবসা প্রতিষ্ঠাণ' এর সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল না তাহাই কেবলমাত্র ১১৯৯ নং প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঐ তারিখ হইতে শত্রু সম্পত্তির (ভূমি ও বাড়ীঘর) উ–তত্বাবধায়কের উপর অর্পিত হইয়াছিল। ৩–১২–৬৫ তারিখের পর সে সকল সম্পত্তি ১৬৯ (৪) বিধির আওতায় শত্রু সম্পত্তি গণ্য হইতে পারিত সেই সকল সম্পত্তি সম্পর্কে পরবর্তীকালে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালার ১৮২ (১) (খ) বিধির অধীন প্রয়োজনীয় অর্পনের আদেশ প্রদান করা হয় নাই (৩৯ ডি, এল আর ৩৭৭=১৯৮৮ বি, এল ডি ১৩১)।

কোন বিশেষ সম্পত্তি শত্রু কিনা তাহা নিষ্পত্তির নির্ণায়ক হইতেছে উহা ১৬৯ (৪) বিধির অর্থে ৩–১২–৬৫ তারিখে শত্রু সম্পত্তি ছিল কিনা। ৩–১২–৬৫ তারিখের ১১৯৯ নং প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে সকল সম্পত্তি উপ–তত্বাবধায়কের উপর অর্পিত হইয়াছিল উহাই কেবলমাত্র শত্রু সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হইবে। শত্রু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট নয় এমন যে সখল সম্পত্তি ৩–১২–৬৫ তারিখের পর ১৬৯ (৪) বিধির আওতায় শত্রু সম্পত্তি গণ্য হইতে পারিত উহা তত্বাবধায়কের উপর অর্পিত হইবার আর কোন সুযোগ ছিল না কারণ ঐ তারিখের পরে পাকিস্তানের প্ররিক্ষা বিধিমালার ১৮২ (১) (খ) বিধির অধীন প্রয়োজনীয় অর্পনের আদেশ দেওয়া হয় নাই। উক্ত সম্পত্তি স্বাভাবিকভাবেই ১৬–২–৬৯ তারিখে যুদ্ধ বিরাজমান অবস্থার অবসানের পর হইতে শত্রু সম্পত্তির বৈশিষ্ট হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে (ঐ)।

১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ তারিখে বাংলাদেশের অভ্যূদয়ের ফলে দুই দেশের মধ্যে (ভারত ও বর্তমান বাংলাদেশ) যুদ্ধ বিরাজমান অবস্থার অবসান ঘটিয়েছিল। সেই কারণে সম্পত্তির মালিক বিভূতি–বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকালে এই দেশ ত্যাগ করিয়া ভারতে গেলে তাহার সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তির উপ–তত্বাবধায়কের উপর অর্পনের কোন সুযোগ ছিল না। কারণ বিভূতি পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালার ১৬১ (ক) বিধিতে প্রদত্ত সংজ্ঞানুসারে ৩–১২–৬৫ তারিখে শত্রু ছিল না (ঐ)।

শত্রু সম্পত্তি (তত্ত্বাবধান ও নিবন্ধকরণ) আদেশ, ১৯৬৫

পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালার ১৮২ (১) বিধিতে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কেন্দ্রীয় সরকার নিম্নোক্ত আদেশ জারী করিলেনঃ

১। এই আদেশ শত্রু সম্পত্তি (তত্ত্বাবধান এবং নিবন্ধীকরণ) আদেশ ১৯৬৫ নামে অভিহিত হইবে।

২। বিষয় ও প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে এই আদেশে।—

(অ) "তত্ত্বাবধায়ক" বলিতে ১৮২ বিধির অধীন নিযুক্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত উপ-তত্ত্বাবধায়ক ও সহকারী তত্ত্বাবধায়ক ইহার অন্তর্ভুক্ত;

(আ) "শত্রু প্রজা" 'শত্রু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান' "শত্রুসম্পত্তি" ও "জামানত" শব্দ সমষ্টি ১৬৯ বিধিতে প্রদত্ত অর্থ বহন করিবে;

(ই) "শত্রু" বলিতে সেই ব্যক্তিকে বুঝায় ১৮২ (১) বিধির অধীন প্রদত্ত আদেশে যাহার সম্পত্তি আপাততঃ তত্ত্বাবধায়কের উপর অর্পিত হইয়াছে;

(ঈ) "ফরম" বলিতে এই আদেশে সংযোজিত ফরমকে বুঝায়;

(উ) "ব্যক্তি" বলিতে যে কোন কোম্পানী বা সমিতি বা সংস্থা উহা নিগমবদ্ধ হউক বা না হউক ইহা অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঊ) "বিধি" বলিতে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালার বিধি বুঝায়।

৩। (১) যুদ্ধ বিরাজমান অবস্থা বিদ্যমান না থাকিলে কোন ব্যক্তি কর্তৃক শত্রুকে প্রদেয় কারবারের লভ্যাংশ বা তাহার হিতার্থে দেয় অন্য কিছু, কেন্দ্রীয় সরকার অন্যরূপে আদেশ না দিলে তত্ত্বাবধায়ককে বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত ব্যক্তিকে প্রদান করিতে হইবে এবং আদেশের শর্ত মোতাবেক তত্ত্বাবধায়ক বা উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক উহা রক্ষিত হইবে;

(২) যুদ্ধ বিরাজমান অবস্থা বিদ্যমান থাকার কারণে যে সমস্ত ক্ষেত্রে শত্রু ব্যক্তিকে অথবা তাহার হিতার্থ বৈদেশিক মুদ্রায় দেয় অর্থ ঐ ক্ষেত্র ব্যতীত যেখানে চুক্তির শর্ত অনুসারে নির্দিষ্ট বিনিময় হারে বৈদেশিক মুদ্রায় দিতে হইবে, উক্ত অর্থ পাকিস্তানের ষ্টেট ব্যাংকের ধার্যকৃত বিনিময় হার অনুসারে পাকিস্তানী টাকায় তত্ত্বাবধায়ককে দিতে হইবে;

৪। (১) যখন ১৮২ (১) বিধির অধীন প্রদত্ত আদেশ দ্বারা কোন শত্রুর সম্পত্তি তত্ত্বাবধায়কের উপর অর্পিত হয় তত্ত্বাবধায়ক ঐ সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ ও উহার ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন এবং শত্রু প্রজার মালিকানার সম্পত্তি হইলে তত্ত্বাবধায়ক উক্ত ব্যক্তি বা পাকিস্তানে বসবাসরত তাহার পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য সম্পত্তির আয় হইতে প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করিতে পারিবেন।

(২) পূর্ববর্তী বিধানের সাধারণত্ব ক্ষুন্ন না করিয়া উক্ত উদ্দেশ্যে তত্ত্বাবধায়ক বা তৎকর্তৃক বিশেষভাবে এই ক্ষেত্রে ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তি,

(অ) শত্রুর ব্যবসা পরিচালনা করিতে পারিবেন;

(আ) শত্রুর নিকট প্রাপ্ত অর্থ আদায়ের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন;

(ই) শত্রুর নামে এবং তাহার পক্ষে চুক্তি করিতে বা দলিল সম্পাদন করিতে পারিবেন;

(ঈ) কোন মোকদ্দমা বা আইনগত কার্যধারা রুজু করিতে, চালাইতে বা প্রতিযোগীতা করিতে, কোন বিরোধ বিবেচনার জন্য সালিসে প্রেরণ করিতে অথবা কোন পাওনা দাবী অথবা দেনার বিষয়ে আপোষ নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন;

(উ) সম্পত্তির জামানত হইতে প্রয়োজনীয় ঋণ তুলিতে পারিবেন;

(ঊ) সরকার অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে দেয় কর, শুল্ক যেমন স্থানীয় করসহ যে কোন প্রকার খরচ করিতে এবং শত্রুর কর্মচারীর প্রাপ্য পারিশ্রমিক, মাহিনা, পেনশন, প্রভিডেন্ট ফান্ডের অর্থ প্রদান করিতে পারিবেন এবং শত্রুর ঋণের টাকা শত্রু ব্যক্তি ছাড়া অন্য কোন পাওনাদারকে পরিশোধ করিতে পারিবেন,

(ঋ) বিক্রয়, বন্ধক বা অন্য প্রকারে বিলিবন্দোবস্তের দ্বারা কোন সম্পত্তি বা উহার কোন কর, সুদ, লাভ বা বর্তমান বা ভবিষ্যতে উদ্ভব হইতে পারে এমন অধিকার বা উহার আনুষংগিক বিষয় হস্তান্তর করিতে পারিবেন।

(৩) কোন পাকিস্তানী নাগরিক বা দলীয় রাষ্ট্রের প্রজার শাসক এবং যিনি ১৬১ (খ) বিধির আওতায় একজন শত্রু তাহার সম্পত্তি সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ (২) এ উল্লেখিত ক্ষমতা ছাড়াও তত্ত্বাবধায়কের নিম্নলিখিত ক্ষমতা থাকিবে, যথা–

(অ) তাহার পক্ষে বা উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের পক্ষে অর্থ পরিশোধের ক্ষমতা;

(আ) শত্রু ঘোষিত হইবার দিন ঐ ব্যক্তির ১৬১ বিধির আওতায় শত্রু ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তির ব্যক্তির নিকট যে অনাদায়ী দেনা ছিল তাহার পক্ষে উহা পরিশোধের ক্ষমতা; এবং

(ই) কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশক্রমে এইরূপ ব্যক্তির তহবিল হইতে অন্যান্য যে কোন অর্থ পরিশোধের ক্ষমতা।

৫। তত্ত্বাবধায়কের উপর অর্পিত সকল সম্পত্তি দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী জারী বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের আদেশে ক্রোক, আটক বা বিক্রয় হইতে অব্যাহতি পাইবে।

৬। (১) এই আদেশের অনুচ্ছেদ ৪–এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে তত্ত্বাবধায়ক যদি কোন কোম্পানী বিলিকৃত শত্রুর মালিকি কোন জামানত বিক্রয়ের প্রস্তাব দেন তাহা হইলে কোম্পানী আইনে বা অন্য কোন আইনে বিপরীত যাহা কিছুই থাকুকনা কেন তত্ত্বাবধায়কের সম্মতি লইয়া কোম্পানী ঐ জামানত খরিদ করিতে পারিবে এবং যখনই ইচ্ছা কোম্পানী ক্রীত জামানত পুনরায় বিলি করিতে পারিবে।

(২) যখন তত্ত্বাবধায়ক কোম্পানী কর্তৃক বিলিকৃত কোন জামানতের হস্তান্তর সম্পাদন করেন কোম্পানী তত্ত্বাবধায়কের নিকট হইতে উক্ত হস্তান্তর গ্রহণ করিয়া হস্তান্তর গ্রহীতার নামে রেজিষ্ট্রি করিবে যদিও কোম্পানী আইনে হস্তান্তরিত জামানতের স্বত্ব সংক্রান্ত প্রমাণপত্র, পাণ্ডুলিপি বা অন্যান্য প্রমাণাদি ছাড়া এইরূপ রেজিষ্ট্রিকরণ অনুমোদন করে না। (তবে শর্ত থাকে যে কোম্পানী অনুকূলে কোন স্বত্ব বা চার্জ এবং অন্য যে কোন পূর্বস্বত্ব বা চার্জ সম্পর্কে তত্ত্বাবধায়ক কোম্পানীকে যে প্রকাশ্য নোটিশ দিয়াছে তাহা ক্ষুন্ন না করিয়া এইরূপ রেজিষ্ট্রিকরণ হইতে হইবে।)।

৭। (১) তত্ত্বাবধায়ক যদি বিশ্বাস করেন শত্রু সম্পত্তি বিষয়ে কোন ব্যক্তি কোন তথ্য দিতে সক্ষম তাহাকে লিখিত নোটিশ দ্বারা নোটিশে বর্ণিত সময়ে ও স্থানে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইবার জন্য নির্দেশ দিতে এবং উক্ত ব্যক্তিকে উক্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন এবং তাহার বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিতে এবং তাহাতে সহি করিতে নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(২) তত্ত্বাবধায়ক যদি বিশ্বাস করেন যে কোন ব্যক্তির দখলে অথবা নিয়ন্ত্রণে কোন শত্রু সম্পত্তির বিষয়ে হিসাবের বহি, পত্রবহি, মালের চালান, রসিদ অথবা অন্যান্য দলিলাদি আছে তাহাকে লিখিত নোটিশ দ্বারা ঐ সমস্ত দলিল দস্তাবেজ তাহার নিকট নোটিশে উল্লেখিত সময়ে এবং স্থানে উপস্থাপন করিবার অথবা উপস্থাপনের ব্যবস্থা করিতে এবং ঐ সমস্ত দলিল দস্তাবেজ তাহার পরীক্ষার জন্য পেশ করার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং তাহাতে লিপিবদ্ধ কোন বিষয় অথবা তাহার অংশ বিশেষের অনুলিপি গ্রহণ করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

৮। (১) পাকিস্তানে ব্যবসারত প্রতিটি ব্যাংক যাহার নিকট কোন শত্রুর হিসাবে উদ্বৃত্ত বা আমানত আছে ঐ শত্রুর সম্পত্তি তত্ত্বাবধায়কের উপর অর্পিত হইবার দুই মাসের মধ্যে 'ক' ফরমে উদ্বৃত্তের বা আমানতের পূর্ণ বিবরণসহ তত্ত্বাবধায়ককে অবগত করিবে এবং এই অবগতকরণের দুই সমাসের মধ্যে 'খ' ফরমে পূর্ণ বিবরণসহ শত্রুর নিকট ব্যাংকের ঋন পাওনা থাকিলে অবগত করিতে হইবে।

(২) পাকিস্তানে নিগমবদ্ধ প্রতিটি কোম্পানী এবং পাকিস্তানে নিগমবদ্ধ নহে এমন প্রতিটি কোম্পানী যাহার পাকিস্তানের শেয়ারবদলি ও শেয়ার নিবন্ধ অফিস আছে, উক্ত কোম্পানীর জামানতের অধিকারী কোন শত্রুর সম্পত্তি অর্পিত হইবার দুই মাসের মধ্যে উক্ত কোম্পানী 'গ' ফরমে এইরূপ শত্রুর অধিকৃত ঋণপত্রের পূর্ণ বিবরণ তত্ত্বাবধায়ককে প্রদান করিবে।

(৩) পাকিস্তানের ব্যবসারত প্রতিটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যাহার এক বা অধিক অংশীদার শত্রু তাহার বা তাহাদের সম্পত্তি অর্পিত হইবার দুই মাসের মধ্যে এবং পরবর্তীতে তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক নির্ধারিত বিরতিতে 'ঘ' ফরমে উক্ত শত্রুর প্রাপ্য লভ্যাংশের এবং সুদ সংক্রান্ত পূর্ণ বিবরণ তত্ত্বাধায়ককে প্রদান করিবেন।

(৪) পাকিস্তানে বসবাসকারী অথবা ব্যবসা পরিচালনকারী প্রতিটি ব্যক্তি, যুদ্ধ বিরাজমান অবস্থা না থাকিলে যিনি

কারবারের লভ্যাংশ, সুদ অথবা লাভ হিসাবে শত্রুকে প্রদান অথবা পরিশোধ করিতেন তাহার সম্পত্তি অর্পিত হইবার দুইমাসের মধ্যে অথবা উক্ত সময়ের পর এইরূপ পরিশোধযোগ্য হইলে পরিশোধযোগ্য হইবার একমাসের মধ্যে 'ঙ' ফরমে উক্ত অর্থের পূর্ণ তথ্যাদিসহ তত্ত্বাবধায়ককে অবগত করিবেন।

(৫) ব্যাংক ব্যতীত পাকিস্তানে বসবাসকারী অথবা ব্যবসা পরিচালনকারী প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি শত্রুর নিকট ঋণী আছেন, সম্পত্তি অর্পিত হইবার দুই মাসের মধ্যে উক্ত ঋণের পূর্ণ তথ্যাদিসহ 'চ' ফরমে তত্ত্বাবধায়ককে অবগত করিবেন।

(৬) পাকিস্তানে বসবাসকারী অথবা ব্যবসা পরিচালনকারী প্রত্যেক ব্যক্তি যাহার দখলে অথবা নিয়ন্ত্রণে পাকিস্তানের অবরোধ ক্যাম্পে আটক শত্রুর মালিকি, দখলীয় বা তাহার পক্ষে পরিচালিত কোন শত্রু সম্পত্তি আছে, যাহা পূর্ববর্তী উপ-অনুচ্ছেদ সমূহের আওতাভুক্ত নহে, উক্ত সম্পত্তি অর্পিত হইবার দুই মাসের মধ্যে অথবা উক্ত সময়ের পরে যদি ঐ সম্পত্তি তাহার দখলে বা নিয়ন্ত্রণে আসে তাহা হইলে এইরূপ দখলের নিয়ন্ত্রণে আসিবার এক মাসের মধ্যে নিরাপদ জিম্মার সম্পত্তির ক্ষেত্রে 'ছ' ফরমে এবং অন্যভাবে দখলীয় সম্পত্তি হইলে 'জ' ফরমে সম্পত্তির পূর্ণ বিবরণ তত্ত্বাবধায়ককে প্রদান করিবেন।

৭। কোন শত্রু সম্পত্তির ত্রৈমাসিক বিবরণী 'ছ' বা 'জ' ফরমে তত্ত্বাবধায়কের নিকট প্রদান করা হইলে উক্ত সম্পত্তি হইতে ঐ সময়ে অর্জিত আয় এবং পরবর্তী প্রতি ত্রৈমাসিক আয়ের পূর্ণ বিবরণ তিন মাস উত্তীর্ণ হইবার ১ মাসের মধ্যে 'ঝ' ফরমে তত্ত্বাবধায়কের নিকট প্রদান করিতে হইবে। যদি কোন ত্রৈমাসিক কালে কোন সময়ে আয় না হয় তাহা হইলে একই ফরমে উক্ত তথ্য একই সময়ের মধ্যে তত্ত্বাবধায়ককে জানাইতে হইবে।

(৮) তত্ত্বাবধায়কের নিকট 'ছ' ফরমে শত্রু সম্পত্তি বাবদ কোন রিটার্ন দাখিল করা হইলে রিটার্ন দাখিলকারী কোন ব্যক্তি কর্তৃক দাবীকৃত উক্ত সম্পত্তির উপর কোন পূর্ব স্বত্বের পরিবর্তন হইলে উক্ত ফরমে এইরূপ পরিবর্তন সাধনের অথবা কার্যকর হইবার এক মাসের মধ্যে তত্ত্বাবধায়ককে অবগত করিতে হইবে।

(৯) পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে যাহাই থাকুক না কেন তত্ত্বাবধায়ক উপযুক্ত বিবেচনা করিলে-

(ক) কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি গোষ্ঠীকে বিবরণী দাখিল করা হইতে অব্যাহতি দান করিতে পারিবেন, এবং

(খ) বিশেষ ক্ষেত্রে অথবা ক্ষেত্র সমূহে বিবরণী দাখিলের নির্ধারিত সময় সীমা বর্দ্ধিত করিতে পারিবেন;

(৯) কোম্পানীর প্রত্যেক পরিচালক, ব্যবস্থাপক, ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি ও সেক্রেটারী এবং অংশীদারী কারবারের প্রত্যেক অংশীদার ৮ অনুচ্ছেদে নির্দিষ্ট বিষয়সমূহে তত্ত্বাবধায়ককে অবগত করানোর জন্য দায়ী থাকিবেন।

(১০) (১) অনুচ্ছেদ ৮ অনুসারে তত্ত্বাবধায়কের নিকট দাখিলকৃত শত্রু সম্পত্তি সংক্রান্ত সকল বিবরণী তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক নির্দিষ্ট রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(২) তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক আরোপিত যুক্তিসংগত বিধি নিষেধ সাপেক্ষে প্রতি পৃষ্ঠা বা উহার অংশের জন্য এক টাকা ফি প্রদান করিয়া এই সকল রেজিষ্টার শত্রু সম্পত্তির পাওনাদার বা অন্য যে কোন প্রকার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি পরিদর্শন করিতে পারিবেন এবং তাহারা প্রতি পৃষ্ঠা বা উহার অংশের জন্য এক টাকা হিসাবে ফি প্রদান করিয়া রেজিষ্টারের প্রয়োজনীয় অংশের অনুলিপি গ্রহণ করিতে পারিবেন।

১২ (১) তত্ত্বাবধায়ক নিম্নবর্ণিত বিষয় সমূহের শতকরা দুইভাগ হারে ফি রাখিতে পারিবেন-

(ক) যে অর্থ তাহার নিকট প্রদান করা হইয়াছে;

(খ) বিক্রয় লব্ধ অর্থ অথবা তাঁহার নিকট অর্পিত সম্পত্তির হস্তান্তর বাবদ অথবা যাহার হস্তান্তরের অধিকার তাহার নিকট অর্পিত হইয়াছে; এবং

(গ) মূল মালিকের নিকট হস্তান্তর কালে কোন সম্পত্তির অবশিষ্টাংশের মূল্য (যদি থাকে) শর্ত সাপেক্ষে যে সমস্ত ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক তাঁহার পক্ষে বিশেষ ভাবে ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি দ্বারা শত্রু সম্পত্তির পরিচালনার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন, সেক্ষেত্রে তদারকি ব্যয় এবং সরকার কর্তৃক গৃহীত পরিচালনার ঝুকি বাবদ মোট আয়ের শতকরা দুইভাগ হারে অথবা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বিশেষভাবে নির্ধারিত কম ফি নিরূপিত হইবে।

(২) ফি নির্ধারণের জন্য কোন সম্পত্তির মূল্য কেন্দ্রীয় সরকারের মতে খোলা বাজারে বিক্রয় করিলে যাহা হইতে পারে তাহাই হইবে।

(৩) কোন সম্পত্তি সংক্রান্ত ফি উহার হস্তান্তরে বা বিক্রয় লব্ধ অর্থ বা উহা হইতে অর্জিত কোন আয় অথবা একই শত্রু ব্যক্তির মালিকি অন্য যে কোন সম্পত্তি যাহা তত্ত্বাবধায়কের উপর অর্পিত হইয়াছে তাহা হইতে রাখা যাইতে পারে।

মন্তব্যঃ

পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালার ১৮২ (১) বিধিতে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কেন্দ্রীয় সরকার ৯-১২-৬৫ তারিখে শত্রু সম্পত্তি (তত্ত্বাবধান ও নিবন্ধীকরণ) আদেশ, ১৯৬৫ জারী করেন। উক্ত আদেশের ৪ (১) অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, যখন ১৮২ (১) বিধির অধীন প্রদত্ত আদেশ দ্বারা কোন শত্রুর সম্পত্তি তত্ত্বাবধায়কের উপর অর্পিত হয়, তত্ত্বাবধায়ক ঐ সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষনে জন্য তাহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করিতে বা উহার ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন, এবং উক্ত সম্পত্তি কোন শত্রু প্রজার মালিকি সম্পত্তি হইলে তত্ত্বাবধায়ক উক্ত শত্রু বা পাকিস্তানে বসবাসরত তাহার পরিবারের ভরন পোষণের জন্য ঐ সম্পত্তির আয় হইতে প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করিতে পারিবেন। সুতরাং ইহা সুস্পষ্ট যে, প্রতিরক্ষা বিধিমালার ১৮২ (১) (খ) বিধি ও শত্রু সম্পত্তি (তত্ত্বাবধান ও নিবন্ধীকরণ) আদেশ ১৯৬৫-এর ৪ (১) অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে একমাত্র সরকারের উপযুক্ত আদেশ দ্বারা কোন শত্রু সম্পত্তি নির্দিষ্ট তত্ত্বাবধায়কের উপর অর্পণ করা যাইতে পারে (৩৯ ডি, এল, আর ৩৭৭ (নিঃপ্রিষ্ঠা ৩৮৫)=১৯৮৮ বি, এল, ডি ১৩১)।

শত্রু সম্পত্তি (তত্ত্বাবধান ও নিবন্ধীকরণ) আদেশ ১৯৬৫-এর ৫ অনুচ্ছেদে তত্ত্বাবধায়কের উপর অর্পিত সকল শত্রু সম্পত্তি দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী জারীর মাধ্যমে আটক, ক্রোক বা বিক্রয় হইতে রেহাই দেওয়া হইয়াছে (২৯ ডি, এল, আর ৩২)।

নং ২২ সাধারণ-৮ই জানুয়ারী, ১৯৬৬; - পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালার ১৮২ (১) বিধিতে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর নিম্নোক্ত আদেশ জারী করিলেন, যথাঃ

পূর্ব পাকিস্তান শত্রু সম্পত্তি (ভূমি ও বাড়ীঘর) প্রশাসন এবং বিলিবন্দোবস্ত আদেশ, ১৯৬৬

পূর্ব পাকিস্তান শত্রু সম্পত্তি (ভূমি ও বাড়ীঘর) প্রশাসন এবং বিলিবন্দোবস্ত আদেশ, ১৯৬৬

১। সংক্ষিপ্ত শিরনামা; ব্যাপ্তি এবং প্রবর্তন।- (১) এই আদেশ পূর্ব পাকিস্তান শত্রু সম্পত্তি (ভূমি ও বাড়ীঘর) প্রশাসন এবং বিলিবন্দোবস্ত আদেশ, ১৯৬৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় ও প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে এই আদেশে,-

(ক) "তত্ত্বাবধায়ক" বলিতে ১৮২ (১) বিধির অধীন প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত শত্রু সম্পত্তির উপ-তত্ত্বাবধায়ক এবং সহকারী তত্ত্বাবধায়ক ইহার অন্তর্ভুক্ত

(খ) "শত্রু সম্পত্তি" বলিতে ১৬৯ (৪) বিধির সংজ্ঞানুসারে যে কোন ভূমি বা বাড়ীঘর বা উহার উপর অবস্থিত অস্থাবর সম্পত্তি কিন্তু শত্রু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকি বা দখলিয় বা ইহার পক্ষে পরিচালিত কোন ভূমি বা বাড়ীঘর অথবা উহার উপর অবস্থিত কোন অস্থাবর সম্পত্তি কিন্তু শত্রু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকি বা দখলিয় বা ইহার পক্ষে পরিচালিত কোন ভূমি বা বাড়ীঘর অথবা উহার উপর অবস্থিত অস্থাবর সম্পত্তি কিন্তু শত্রু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকি বা দখলিয় বা ইহার পক্ষে পরিচালিত কোন ভূমি বা বাড়ীঘর অথবা উহার উপর অবস্থিত কোন অস্থাবর সম্পত্তি ইহার অন্তর্ভুক্ত নয়;

(গ) "শত্রু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান" বলিতে ১৬৯ (২) বিধিতে প্রদত্ত সংজ্ঞানুসারে যে কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়; এবং

(ঘ) "বিধি" বলিতে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালার বিধি বুঝায়।

৩। তত্ত্বাবধায়কের ক্ষমতা ও কর্তব্য।- ১৮২ (১) (খ) বিধির অধীনে যখন কোন শত্রু সম্পত্তি তত্ত্বাবধায়কের উপর অর্পিত হয়,-

(ক) এইরূপ সম্পত্তির মালিকের সকল অধিকার, ক্ষমতা, কর্তব্য এবং দায়দায়িত্ব তত্ত্বাবধায়কের থাকিবে;

(খ) যে কোন ব্যক্তির নিকট এইরূপ সম্পত্তি সংক্রান্ত যাবতীয় পাওনা অর্থ তত্ত্বাবধায়কের থাকিবে;

(খ) যে কোন ব্যক্তির নিকট এইরূপ সম্পত্তি সংক্রান্ত যাবতীয় পাওনা অর্থ তত্ত্বাবধায়ক বা তাহার পক্ষে প্রাধিকার প্রাপ্ত অন্য যে কোন ব্যক্তির নিকট পরিশোধ করিতে হইবে এবং এই বিধান লংঘন করিয়া অর্থ পরিশোধ করিলে উহা বৈধ পরিশোধ বলিয়া গণ্য হইবে না;

(গ) এইরূপ সম্পত্তির প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ এবং উহার উপর স্বত্ব প্রতিষ্ঠা, দখল গ্রহণ বা দখল বজায় রাখার জন্য তত্ত্বাবধায়ক প্রয়োজনীয় সকল প্রকার কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন এবং তদুদ্দেশ্যে যে কোন প্রকারের পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন ও প্রয়োজনীয় বা আনুষঙ্গিক ব্যয় নির্বাহ করিবেন;

(ঘ) যে ক্ষেত্রে শত্রু সম্পত্তির মালিক কোন শত্রু প্রজা বা শত্রু রাষ্ট্রে বসবাসকারী কোন শত্রু নাগরিক সেক্ষেত্রে শত্রু সম্পত্তির আয় হইতে ঐ শত্রু প্রজা বা পাকিস্তানে বসবাসকারী তাহার পরিবারের ভরনপোষণের জন্য তত্ত্বাবধায়ক তাহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতে পারিবেন;

(ঙ) তত্ত্বাবধায়ক তাহার উপর অর্পিত প্রত্যেক শত্রু বা শত্রু গোষ্ঠির সম্পত্তির জন্য পৃথক হিসার রাখিবেন এবং উহাতে সকল আদান প্রদান লিপিবদ্ধ করিবেন; এবং

(চ) প্রাদেশিক সরকারের নিযুক্ত যে কোন ব্যক্তি (ঙ) দফার অধীন রক্ষিত হিসাব সময় সময় পরিদর্শন ও নিরীক্ষা করিবেন।

৪। সম্পত্তির বিলিবন্দোবস্ত।- (১) উপ-অনুচ্ছেদ (২) এ বর্ণিত বিধান ব্যতীত তত্ত্বাবধায়ক তাহার উপর অর্পিত সম্পত্তি প্রাদেশিক সরকারের পূর্বানুমোদন ছাড়া হস্তান্তর বা অন্য প্রকারে বিলিবন্দোবস্ত করিতে পারিবেন না;

(২) তত্ত্বাবধায়ক এইরূপ শত্রু সম্পত্তি একসাথে অনুর্ধ এক বৎসরের জন্য ইজারা বা লীজ দিতে পারিবেন;

(৩) কোন চুক্তি বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর অধীনে

ইজারা বা ভাড়া দেওয়া অর্পিত সম্পত্তিতে ইজারা গ্রহীতা বা ভাড়াটিয়া ব্যক্তি কোন দখল স্বত্ব মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর উহা দখলে রাখার কোন অধিকার অর্জন করিবে না।

(৪) কোন চুক্তি বা আপাততঃ বলবৎ যে কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর অধীন ইজারা বা ভাড়া দেওয়া অর্পিত সম্পত্তি হইতে ইজারা গ্রহীতা বা ভাড়াটিয়া ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর বিনা নোটিশে উচ্ছেদযোগ্য হইবেন।

৫। শত্রু সম্পত্তির অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ।— (১) (ক) কোন অর্পিত সম্পত্তি কাহারও বেআইনী দখলে থাকিলে তত্ত্বাবধায়ক সংশ্লিষ্ট জেলার জেলার প্রশাসককে উক্ত সম্পত্তির দখল উদ্ধার করিয়া তত্ত্বাবধায়কের দখলে আনার নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(খ) তত্ত্বাবধায়কের নিকট হইতে নির্দেশ পাওয়ার পর জেলা প্রশাসক শত্রু সম্পত্তি ঐ বেআইনী দখলদারকে কেন উচ্ছেদ করা হইবে না তাহার কারণ দর্শাইবার জন্য অনধিক সাত দিনের একটি নোটিশ প্রদান করিবেন শুনানীর সুযোগ দিবার পর তাহাকে তত্ত্বাবধায়কের নিকট ঐ সম্পত্তির দখল ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করিতে পারিবেন। জেলা প্রশাসক বা তাহার পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন অফিসার এইরূপ সম্পত্তির দখল গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

*(গ) তত্ত্বাবধায়কের নির্দেশ সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ (খ) এর অধীন জেলা প্রশাসক তাহার সকল ক্ষমতা প্রয়োগ এবং কর্তব্য সম্পাদনের জন্য মহকুমা প্রশাসকের নীচে নয় এমন পদমর্যাদার যে কোন কর্মকর্তাকে ক্ষমতা অর্পন করিতে পারিবেন।

(২) যদি কোন শত্রু সম্পত্তি তত্ত্বাবধায়কের উপর অর্পিত হইবার পর কোন ব্যক্তির অবৈধ দখলে আসে তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক বা তাহার পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা তত্ত্বাবধায়কের নিকট ছাড়িয়া দিতে অবৈধ দখলদারকে বাধ্য করিতে পারিবেন এবং জেলা প্রশাসক বা তাহার পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন কর্মকর্তা এইরূপ সম্পত্তির দখল গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

(৩) অর্পিত সম্পত্তির বেআইনী দখলদার বেআইনীভাবে ভোগ দখলের জন্য তত্ত্বধায়ক কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দান করিতে বাধ্য থাকিবে এবং ক্ষতিপূরণের টাকা সরকারী দাবীর মত আদায়যোগ্য হইবে।

৬। নিয়ন্ত্রণ।— এই আদেশের অধীন ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্তব্য সম্পাদনকালে তত্ত্বাবধায়ক প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক সময়ে জারীকৃত নির্দেশাবলীর দ্বারা পরিচালিত হইবেন।

**৬ ক। ফি-তত্ত্বাবধায়কের উপর অর্পিত সকল সম্পত্তি হইতে আদায়কৃত মোট অর্থের শতকরা দুই ভাগ অর্থ তত্ত্বাবধায়কের ফি হিসাবে কাটিয়া রাখিবেন।

৭। হিসাব।— (১) কোন ব্যক্তি কর্তৃক তত্ত্বাবধায়ককে প্রদেয় সকল অর্থ সরকারী দাবী হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

(২) তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক গৃহীত ও ব্যয়িত সকল অর্থ সরকারের নির্দেশিত হিসাবে জমা ও খরচ দেখাইতে হইবে।

৮। ক্রোক এবং বিক্রয় হইতে অব্যাহতি।— তত্ত্বাবধায়কের উপর অর্পিত শত্রু সম্পত্তি দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী বা ১৯১৩ সালের বেঙ্গল সরকারী দাবী আদায় আইনের অধীনে সহিকৃত কোন সার্টিফিকেট জরীর মাধ্যমে ক্রোক বা বিক্রয় করা যাইবে না।

৯। প্রবেশ ও জরিপের ক্ষমতা।— অর্পিত সম্পত্তি জরিপ ও পরিমাপের জন্য তত্ত্বাবধায়ক দখলদারকে কমপক্ষে ৬ ঘন্টার নোটিশ প্রদান করিয়া যে কোন কর্মকর্তা ও কর্মচারী সংগে লইয়া সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মধ্যে যে কোন সময় ঐ সম্পত্তিতে প্রবেশ করিয়া জরিপ, পরিমাপ বা এই আদেশের অধীন কর্তব্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন কার্য করিতে পারিবেন।

১০। বিবরণী এবং দলিল দস্তাবেজ ইত্যাদি দাখিল করিতে বাধ্য করার ক্ষমতা।— (১) কোন অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত কোন নথি বা দলিল দস্তাবেজ কোন ব্যক্তির দখল বা নিয়ন্ত্রণে আছে এইরূপ ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক এই আদেশের উদ্দেশ্যে লিখিত নোটিশ প্রদান করিয়া নোটিশে উল্লেখিত স্থানে ও সময়ে তাহার নিকট বিবৃতি প্রদান করিতে বা নথি বা দলিল দস্তাবেজ উপস্থাপন করিতে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

*১০-১২-৬৬ তারিখের ১৩৩৪নং সাধারণ প্রজ্ঞাপন দ্বারা সংযোজিত হইয়াছে।

**৮-২-৬৬ তারিখের ১১৬নং সাধারণ প্রজ্ঞাপন দ্বারা সংযোজিত হইয়াছে।

(২) কোন অর্পিত সম্পত্তি সম্পর্কে কেহ কোন তথ্য সরবরাহ করিতে সক্ষম বলিয়া প্রতীয়মান হইলে, তত্ত্বাবধায়ক লিখিত নোটিশ প্রদান করিয়া ঐ ব্যক্তিকে তাঁহার নিকট নোটিশে উল্লেখিত সময়ে ও স্থানে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ প্রদান করিতে, ঐ ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে বা তাহার বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিতে এবং উহাতে তাহার স্বাক্ষর প্রদানে বাধ্য করিতে পারিবেন।

১১। অব্যাহতি প্রদান ও মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষমতা।– পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদসমূহে যাহা কিছুই থাকুক না কেন তত্ত্বাবধায়ক উপযুক্ত মনে করিলে–

(ক) যে কোন নির্দিষ্ট মামলায় বা শ্রেণীর মামলায় তথ্য প্রদান বা তাহার সম্মুখে হাজির হওয়ার নির্ধারিত সময় সীমা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

মন্তব্যঃ

নালিশী ভূমি বেআইনী ও যোগসাজসীভাবে অর্পিত সম্পত্তির তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে মর্মে ঘোষণা ও নালীশী এজমালী ভূমিতে একচেটিয়া দখলদার শরীক বিধায় তাহাকে যেন নালিশী ভূমি হইতে বিবাদীরা বেদখল করিতে না পারে সেজন্য চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনাসহ বাদী মামলা দাখিল করিয়াছেন– নালিশী ভূমিতে আপীলকারী বাদীর ন্যায্য অংশ কতটুকু তাহা যেমন নির্ণীত নহে, তেমনি তাহার দাবীকৃত $\frac{১}{৩}$ অংশ ভূমি অর্পিত সম্পত্তি কেসে অন্তর্ভূক্ত হইয়াছে কিনা তাহাও অস্পষ্ট। নালিশী ভূমিতে বাদীর আইনসংগত অংশ নিরূপণ করা এই মামলার বিচার্য বিষয় নহে। নালিশী সম্পূর্ণ ভূমিতে বাদীর স্বত্ব নাই। উহার অধিকাংশ প্রকৃতপক্ষে শত্রু ও অর্পিত সম্পত্তি বিধায় তাহার প্রার্থীত ডিক্রী পাইতে অধিকারী নহেন। বাটোয়ারা মামলা দাখিল করিয়া তিনি উপযুক্ত প্রতিকার পাইতে পারেন (৯ বি; এল ডি (আঃ বিঃ) ৯)।

বাটোয়ারা না হওয়া পর্যন্ত একচেটিয়া দখলদার শরীকগণ এজমালি সম্পত্তি দখলে রাখার অধিকারী (৩৯ ডি, এল, আর ৩৭৭ – ১৯৮৮ বি, এল, ডি ১৩১)।

বিরোধীয় সম্পত্তির মালিক ঋশিকেষ রায় ১৯৬২ সালের সোলে ডিক্রী দ্বারা তাহার স্বত্ব ও দখল হারায় এবং তখন দরখাস্তকারী এবং পারুল বালা রায় যাহারা কখনও ভারতে যায় নাই, বিরোধীয় সম্পত্তিতে স্বত্ববান ও দখলদার থাকায় উহা শত্রু সম্পত্তি বা অর্পিত সম্পত্তির আওতায় আসে না। কাজেই ১৯৮৫ সালে বিরোধীয় সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তির তালিকাভুক্তকরণ ও অর্পিত সম্পত্তি ঘোষণা পূর্বক ৬–৯–নং প্রতিবাদীদের নিকট ইজারা দেয়ার প্রস্তাব অবৈধ ও এখতিয়ার বহির্ভূত (৩৯, ডি, এল, আর ৩৮৯–১৯৮৮ বি, এল, ডি, ৬)।

নালিশী জমি শত্রু সম্পত্তি হইয়াছে মর্মে প্রতিবাদীদের দাবীর সমর্থনে আদালতে কোন সাক্ষ্য উপস্থাপন করা হয় নাই। অপরদিকে বাদী পক্ষের ৪নং সাক্ষী পুতুল রাণী পাল যাহার তত্ত্বাবধানে ঐ সম্পত্তি ছিল, আদালতে হাজির হইয়া বলেন যে, তিনি কখনও এই দেশ ত্যাগ করেন নাই। দেখা যাইতেছে যে, নিজদলীয় লোকের নামে ইজারার মাধ্যমে ঐ সম্পত্তি গ্রাস করিতে আগ্রহী জনৈক মোসলেহ্ উদ্দিনের কথায় স্থানীয় ইউনিয়ন কাউন্সিলের ভারপ্রাপ্ত সদস্য কর্তৃপক্ষকে জানান যে, নালিশী জমি শত্রু সম্পত্তি। স্বত্বের প্রশ্নটি যেভাবে জড়িত তাহাতে উহা আপিলকারী কর্তৃক প্রাপ্ত ১৯৪/৬১ অন্য প্রকার মামলার ডিক্রীটি চ্যালেঞ্জ করিয়া একটি পৃথক মামলায় নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে (বি, সি, আর ১৯৮৫ (আঃ বিঃ) ১৮৫)।

আপীলকারী জমি খরিদের পর উহার দখলে আছেন–ঐ সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি গণ্য করিতে হইলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই প্রমাণ করিতে হইবে যে, ১৯৬৫ সালে শত্রু সম্পত্তি আইন কার্যকর হওয়ার পূর্বেই আপীলকারী বা তাহার পূর্বাধিকারী ভারতে গমন করিয়াছিলেন (৩২ ডি, এল, আর (আঃ বিঃ) ২৯)।

শত্রু সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক আইনের সমর্থন ব্যতীত কোন সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে গণ্য করিয়া অন্যের বরাবর উহা ইজারা [illegible] করিলে এইরূপ কার্য অবৈধ ও অননুমোদিত। ৩১ ডি, এল, আর ৩৫৯।

[illegible] জমিতে যে শরীক একচেটিয়া দখলে আছেন– তাহার দখল অবৈধ নয় এবং সেই কারণে এজমালি সম্পত্তির বন্টনের জন্য বাটোয়ারার মামলা আনায়ন ব্যতিরেকে তাহাকে ঐ সম্পত্তি হইতে উচ্ছেদ করা যাইবে না (৩০ডি, এল, আর (সুপ্রীম কোর্ট) ১৪২)।

একচিটিয়া দখলীয় এজমালি জমির আংশিক প্রকৃত মালিকের এবং আংশিক শত্রু মালিকের। তত্ত্বাবধায়ক ঐ জমি হইতে প্রকৃত মালিককে বেদখল করিতে পারিবেন না। তত্ত্বাবধায়কের একমাত্র প্রতিকার হইল প্রকৃত মালিকের অংশ হইতে শত্রু অংশ পৃতক করার জন্য বাটোয়ারার মামলা করা (ঐ)।

মহকুমা প্রশাসক, সহকারী তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে শত্রু মালিকানা অংশের প্রতিনিধিত্ব করিয়া বিভাগ বন্টন ছাড়া শরীকের বেদখল পূর্বক এজমালি সম্পত্তির দখলে যাইতে পারেন না বা তিনি স্বেচ্ছায় শত্রু মালিকানার অংশবিশেষ নির্দিষ্ট করিয়া তাহা বন্দোবস্ত দিতে পারিবেন না। নালিশী জমির মধ্য হইতে ০৪ একর জমি ৩ নং বিবাদীকে বন্দোবস্ত দেওয়াসহ ২ নং বিবাদীর সমস্ত কার্যক্রম বেআইনী ও এখতিয়ার বহির্ভূত। অতএব স্বত্ব সাব্যস্ত পূর্বক দখল উদ্ধারের প্রার্থনা ছাড়াও মামলাটি রক্ষণীয় হইবে (১৯৮৭ বি, এল, ডি ২৫৯)।

বাদী অবৈধভাবে কোন শত্রু সম্পত্তি দখলে না রাখিলে তাহাকে উল্লেখিত আদেশের ৫ ধারার অধীন উচ্ছেদ করা যাইবে না (২৯ ডি, এল, আর ২৩৯)।

একটি শত্রু সম্পত্তি কোন ব্যক্তির অবৈধ দখলে আছে মর্মে ঘোষণা দেওয়ার পূর্বে তাহাকে অবশ্যই এই মর্মে নোটিশ দিতে হইবে যে তিনি বিরোধীয় সম্পত্তির অবৈধ দখলে আছেন এবং তাহাকে কেন উচ্ছেদ করা হইবেনা তাহার কারণ দর্শাইবার সুযোগ দিতে হইবে। যদি ঐ ব্যক্তি হাজির হন তবে তাহার শুনানী গ্রহণ করিয়া উচ্ছেদের আদেশ দিতে হইবে। এইরূপ নোটিশ ব্যতিরেকে তাহার বিরুদ্ধে জারীকৃত আদেশ বৈধ নহে (২৮ ডি, এল, আর, ৪৩৭)।

শত্রু সম্পত্তি হইতে কেন উচ্ছেদ করা হইবে না এই মর্মে দরখাস্তকারীকে কোন নোটিশ প্রদান না করিয়া ২ নং প্রতিবাদী (সহকারী তত্ত্বাবধায়ক) ঐ সম্পত্তির দখল গ্রহণ করিতে পারিবেন না। অবৈধ দখলদারের দখল হইতে সম্পত্তির দখল গ্রহণ করার পূর্বে অত্রাদেশের ৫ অনুচ্ছেদের অধীন নোটিশ প্রদান করা বাধ্যতামূলক (ঐ)।

ইহা স্বীকৃত যে দরখাস্তকারী নালিশী ভূমির দখলে আছেন নালিশি ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়ার পূর্বে ২ নং প্রতিবাদীকে (সহকারী তত্ত্বাবধায়ক) অবশ্যই ঐ সম্পত্তির দখল গ্রহণ করিতে হইবে। দরখাস্তকারীর নিকট হইতে দখল গ্রহণ না করিলে ঐ সম্পত্তি অন্য কাহারও নিকট বন্দোবস্ত দেওয়ার ক্ষমতা ২ নং প্রতিবাদীর নাই (ঐ)।

কোন ব্যক্তির সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি হিসাবে তত্ত্বাবধায়কের উপর অর্পিত হইলে তাহার বিবাহিতা কন্যাকে যিনি ঘরজামাই এর স্ত্রী হিসাবে পিতার সম্পত্তি ভোগদখল করিতেছেন ঐ সম্পত্তি হইতে উচ্ছেদ করা যাইবেনা কারণ তিনি ঐ সম্পত্তিতে বৈধ দখলদার (৩১ ডি, এল, আর ১৮৬)।

শত্রু সম্পত্তি (ভূমিও বাড়িঘর) প্রশাসন ও বিলিবন্দোবস্ত আদেশ, ১৯৬৬-এর ৪ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে একই সময়ে এক বৎসরের বেশি সময়ের জন্য কোন শত্রু সম্পত্তি ইজারা দেওয়া যাইবেনা এবং ইজারা গ্রহীতা উক্ত সম্পত্তিতে কোন দখল বা স্বত্ব অর্জন করিবেনা এবং ইজারার মেয়াদ শেষ হইলে তাহাকে বিনা নোটিশে উক্ত সম্পত্তি হইতে উচ্ছেদ করা যাইবে (৩১ ডি, এল, আর ১০৭)।

শত্রু সম্পত্তি আইন কার্যকর হওয়ার পূর্ব হইতে আপীলকারী নালিশী সম্পূর্ণ সম্পত্তিতে একচেটিয়া দখলদার আছেন। এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে আপীলকারীর দুই কাকা ভূপেন্দ্র ও রুহিনীর অংশ বিভাগ বন্টনের কোন সাক্ষ্য বা প্রমাণ নাই। আপীলকারী তাহার পিতার মত একচেটিয়াভাবে নালিশী সম্পত্তি দখল করিতেছেন। ইহা সত্য যে আপীলকারীর স্বত্বের দাবী সম্পর্কে প্রতিবাদীরা বিতর্কের সৃষ্টি করিয়াছেন। এমনকি আপীলকারীর স্বত্বের দাবী যদি গৃহীত নাও হয় এবং সম্পত্তিটি যদি ১৯৬৫ সাল হইতে শত্রু সম্পত্তিও হয় তথাপি আপীলকারীর অবিসংবাদিত দখলের প্রেক্ষিতে শত্রু সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক বাটোয়ারা ব্যতীত নালিশী সম্পত্তির দখল গ্রহণ করিতে পারিবেন না। কাজেই নালিশী সম্পত্তি ১-২ নং প্রতিবাদীর অনুকূলে ইজারা দেওয়া তর্কিত আদেশ বেআইনী (১৯৮১বি, সি, আর ১৯৮১ (আঃ বিঃ) ১০৯)।

দরখাস্তকারী ১৭-৭-৬৩ তারিখে রেজিষ্ট্রীকৃত বায়নাপত্রের ভিত্তিতে নালিশী সম্পত্তিতে দখলদার আছেন। সম্পত্তির মালিক পরবর্তীকালে ভারত চলিয়া যান এবং ১২-২-৬৪ তারিখে ১৯৬৪ সালের ১নং অধ্যাদেশ [পূর্ব পাকিস্তান বিতাড়িত ব্যক্তি (পুনর্বাসন) অধ্যাদেশ ১৯৬৪] জারী হওয়ার কারণে দরখাস্তকারী দলিল রেজিষ্ট্রী করাইতে পারেন নাই। ১৯৬৯ সালে উক্ত অধ্যাদেশ অপনা হইতেই বাতিল বাতিল হইয়া যায় এবং দরখাস্তকারী চুক্তি প্রবলের মামলা দাখিল করিয়া ২৪-১১-৭০ তারিখে ডিক্রী পান এবং ২৪-৭-৭১ তারিখে ডিক্রী- জারীর মাধ্যমে রেজিষ্ট্রিকৃত কবলা পান। ১৬-১১-৭০ তারিখে ২নং প্রতিবাদী নালিশী জমি শত্রু সম্পত্তি ঘোষনা করিয়া দরখাস্তকারী ভাড়াটিয়াকে উহার দখল সহকারী তত্ত্বাবধায়কের নিকট সমর্পনের জন্য নোটিশ জারী করেন। পরবর্তীকালে ২নং প্রতিবাদী নালিশী সম্পত্তিতে বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট ইজারা প্রদান করিয়াছেন-

২নং প্রতিবাদী কর্তৃক ১৬-১১-৭০ তারিখে শত্রু সম্পত্তি ঘোষণা ও নালিশী সম্পত্তি ইজারা প্রদানসহ তাহার যাবতীয় কার্য বৈধ কর্তৃত্ববিহীন এবং অবৈধ (বি, সি, আর ১৯৮১ ৪০১)।

কোন ব্যক্তি বৈধ চুক্তির ভিত্তিতে সম্পত্তিতে দখলদার থাকিলে যত সময় তাহার দখল অবৈধ না হইবে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইবে না (২০ডি, এল, আর (ঢাকা) ৪৯৩; বি, সি, আর ১৯৮১ ৪০১)।

তত্ত্বাবধায়কের উপর শত্রু সম্পত্তি অর্পনের ফলে প্রকৃত মালিকের স্বত্ব বা অধিকার ক্ষুন্ন হয় না এবং কোন ব্যক্তি যদি অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিপূর্ণ দলিল বলে কোন শত্রু সম্পত্তির দখলে থাকে তবে তাহাকে অনধিকার প্রবেশকারী গণ্য করা যাইবে না এবং তত্ত্বাবধায়ক তাহাকে ঐ সম্পত্তি হইতে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না (২০ডি, এল, আর (ঢাকা) ৯৭৬; বি, সি, আর ১৯৮১ ৪০১)।

তৃতীয় অধ্যায়

শত্রু সম্পত্তি (জরুরী বিধানাবলী অব্যাহত) অধ্যাদেশ, ১৯৬৯।

(১৯৬৯ সালের ১নং অধ্যাদেশ)।

শত্রুর সহিত ব্যবসা, শত্রু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ এবং শত্রু সম্পত্তি প্রশাসনের জন্য পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালার কতিপয় বিধান অব্যাহত রাখার জন্য অধ্যাদেশ।

যেহেতু শত্রুর সহিত ব্যবসা এবং শত্রু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ এবং শত্রু সম্পত্তি প্রশাসনের জন্য পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালার কতিপয় বিধান অব্যাহত রাখা প্রয়োজনীয়;

এবং যেহেতু সংসদ অধিবেশনে নাই এবং প্রেসিডেন্টের নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

যেহেতু এখন সংবিধানের ২৯নং অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রেসিডেন্ট নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেনঃ-

১। সংক্ষিপ্ত শিরনামা, ব্যাপ্তি এবং প্রবর্তনা।- (১) এই অধ্যাদেশ ১৯৬৯ সালের শত্রু সম্পত্তি (জরুরী) বিধানাবলী অব্যাহত অধ্যাদেশ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র পাকিস্তান, পাকিস্তানের সকল নাগরিক এবং সরকারী কর্মচারীর ক্ষেত্রে তাহারা যেখানেই থাকুক না কেন, প্রযোজ্য হইবে।

(৩) সংবিধানের ৩০নং অনুচ্ছেদের ৭ দফার অধীনে ১৯৬৫ সালের পাকিস্তান প্রতিরক্ষা অধ্যাদেশ (১৯৬৫ সালের ২৩নং অধ্যাদেশ) অকার্যকর হইবার তারিখ হইতে ইহা কার্যকর হইবে।

২। কতিপয় জরুরী বিধান অব্যাহত থাকিবে।-১৯৬৫ সালের প্রতিরক্ষা অধ্যাদেশের (১৯৬৫ সালের ২৩নং অধ্যাদেশ) অকার্যকর হওয়া সত্ত্বেও ;

(ক) এই অধ্যাদেশের তপশীলের প্রথম ঘরে উল্লেখিত পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালার বিধানাবলী বলবৎ থাকিবে এবং দ্বিতীয় ঘরে উল্লিখিত পরিবর্তন সাপেক্ষে উহা কার্যকর থাকিবে;

(খ) এই অধ্যাদেশ প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে বলবৎ পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালার যে কোন বিধান দ্বারা প্রদত্ত কোন আদেশ বা তদনুসারে প্রণীত কোন দলিল এই ধারার দ্বারা অব্যাহত বলবৎ রাখা বিধানাবলীর বিপরীত না হইলে উহা এইরূপ অব্যাহত বলবৎ থাকিবে যেন এই বিধানাবলীর দ্বারা বা তদনুসারে প্রদত্ত বা প্রণীত হইয়াছে।

৩। অধ্যাদেশের প্রধান্য।- আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন বা কোন চুক্তি বা দলিল দস্তাবেজে বিপরীত যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই অধ্যাদেশের ২ ধারার অধীনে অব্যাহত বলবৎ রাখা পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালার বিধানসমূহ বা তদধীন প্রদত্ত আদেশসমূহ কার্যকর থাকিবে।

৪। ক্ষমতাপর্ণ।- কেন্দ্রীয় সরকার আদেশ দ্বারা ২ ধারার দ্বারা অব্যাহত বলবৎ রাখা যে কোন বিধির অধীনে বা উহার সকল বা যে কোন ক্ষমতা বা দায়িত্ব উহার অধীনস্ত যে কোন কর্মকর্তা, প্রাদেশিক সরকার বা উহার অধীনস্ত কর্মকর্তা বা যে কোন কর্তৃপক্ষের নিকট অর্পণ করিতে পারিবেন।

৫। আদেশের হেফাজত।- (১) পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালার (১৯৬৫ সালের ২৩ নং অধ্যাদেশ) কার্যকারিতা বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও এবং আপাততঃ বলবৎ অন্য যে কোন আইন, সন্ধি, চুক্তি বা আইনের মর্যদা সম্পন্ন যে কোন দলিলে যাহা কিছুই থাকুক না কেন এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে নৌ, স্থল ও রেলপথে একদেশ হইতে অন্য দেশে প্রবেশ, বহিরাগমন বা মালামাল পরিবহন সংক্রান্ত জারিকৃত সকল আদেশ, প্রজ্ঞাপন এবং গৃহীত ব্যবস্থা এমনভাবে বলবৎ এবং কার্যকর থাকিবে যেন উহা এই অধ্যাদেশের অধীনে জারীকৃত বা গৃহীত হইয়াছে।

(২) এই অধ্যাদেশের ২ ধারার দ্বারা অব্যাহত বলবৎ রাখা বিধানাবলীর দ্বারা বা অধীন অর্পিত ক্ষমতাবলে প্রদত্ত কোন আদেশ সম্পর্কে কোন আদালতে কোন প্রশ্ন উপস্থাপন করা যাইবে না।

(৩) যে ক্ষেত্রে উপরোল্লিখিত বিধানাবলীর দ্বারা বা অধীন অর্পিত ক্ষমতাবলে কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন আদেশ প্রদান বা স্বাক্ষর করা হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হয়, সেক্ষেত্রে আদালত ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইনের (১৮৭২ সালের ১নং আইন) অর্থ অনুযায়ী উক্ত আদেশকে উক্ত কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত বা স্বাক্ষরিত বলিয়া ধরিয়া লইবেন।

৬। বিধিমালার অধীনসম্পাদিত কার্যাবলীর দায়মুক্তি।– (১) এই অধ্যাদেশের ২ ধারার দ্বারা অব্যাহত বলবৎ রাখা কোন বিধির অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ মোতাবেক সরল বিশ্বাসকৃত কোন কিছুর জন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা চলিবে না।

(২) এই অধ্যাদেশের ২ ধারার দ্বারা অব্যাহত বলবৎ রাখা কোন বিধানের অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ মোতাবেক সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কিছুর ফলে সংঘটিত কোন ক্ষতির জন্য সরকারের বিরুদ্ধে দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যপদ্ধতি চলিবে না।

তপশীল

(২ ধারা দ্রষ্টব্য)

অব্যাহত বলবৎ রাখা পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালার বিধানাবলী

নম্বর এবং বিধির শিরনামা	পরিবর্তন
১। সংক্ষিপ্ত শিরনাম ঃ	
২। ব্যাখ্যা----------২ এবং ৩ উপবিধি বাদযাইবে	
৩। এই সকল বিধি এবং ইহার অধীনে আদেশসমূহ পালন না করা।	
১৬১ সংজ্ঞা।	
১৬২। শত্রুর সহিত বাণিজ্য নিষিদ্ধ।	
১৬৩ শত্রুর সহিত বাণিজ্য সংক্রান্ত অধিকার ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ	
১৬৪ শত্রু বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রক নিয়োগের ক্ষমতা ইত্যাদি।	
১৬৫ শত্রু বাণিজ্যে নিয়ন্ত্রকের ক্ষমতা ইত্যাদি	
১৬৬ সন্দেহযুক্ত ব্যবসায়ের তদারকি।	
১৬৭ নিয়ন্ত্রকের আদেশ পালনে ব্যর্থতার জন্য জরিমানা ইত্যাদি।	
১৬৮ বইপত্র বা দলিল দস্তাবেজ ধ্বংস ও গোপনের জন্য জরিমানা ইত্যাদি।	
১৬৯ সংজ্ঞাসমূহ।	
১৭০ শত্রু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সহিত ব্যবসা এবং শত্রুর মুদ্রা যরিদ নিষিদ্ধ	
১৭১। শত্রু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রক নিয়োগের ক্ষমতা।	
১৭২ শত্রু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রকের ক্ষমতা ইত্যাদি।	
১৭৩ সন্দেহজনক ব্যবসায়ের তদারকি।	
১৭৪ সন্দেহযুক্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের তদারকি।	
১৭৫। নিয়ন্ত্রকের আদেশ পালনে ব্যর্থতার জন্য জরিমানা ইত্যাদি।	
১৭৬ হিসাব বহি এবং দলিল দস্তাবেজ ধ্বংস ও গোপনের জন্য জরিমানা ইত্যাদি	
১৭৭ শত্রু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সহিত চুক্তি।	
১৭৮। শত্রু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিকট বা তৎকর্তৃক সম্পত্তি হস্তান্তর।	
১৭৯ শত্রু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিকট বা তৎকর্তৃক জামানত হস্তান্তর এবং বন্ধন।	
১৮০। শত্রু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক হস্তান্তরযোগ্য দলিল এবং আদায়যোগ্য দাবী হস্তান্তর।	
১৮১। শত্রু বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা পরিচালনা ক্ষমতা।	
১৮২ শত্রু বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের পাওনা আদায় এবং শত্রু সম্পত্তির পরিচালনা	
১৮৩ কতিপয় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ ও বিলোপ সাধনের ক্ষমতা।	

১৮৪ কতিপয়উদ্দেশ্যে বোর্ড গঠন।

১৮৫ তথ্য সংগ্রহের ক্ষমতা।

১৮৬ মিথ্যাবিবরণী।

১৮৭ বইপত্র প্রদর্শনের জন্য নির্দেশপ্রদানের ক্ষমতা।

১৯৪ বিধিসমূহ লংঘনের প্রচেষ্টা ইত্যাদি।

১৯৫ করপোরেশানেরঅপরাধাসমূহ।

১৯৭ কতিপয় ক্ষেত্রে প্রমাণের দায়িত্ব।

২০৫ বিধি সমূহের লংঘন আমলে নেওয়া----------৩ ও ৪ উপবিধি বাদ যাইবে।

মন্তব্য :

১৬ইং ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ ইং তারিখে সমগ্র পাকিস্তান হইতে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করা হয়। কিন্তু একই তারিখে ১৯৬৯ সালের ১নং অধ্যাদেশ জারী করিয়া শত্রু সম্পত্তির প্রশাসন ও বিলিবন্দোবস্ত সংক্রান্ত কতিপয় বিধান চালু রাখা হয় (৩৯ ডি, এল, আর, (আঃ বিঃ) ১৭৮)।

১৬-২-৬৯ তারিখে জরুরী অবস্থা বাতিল ঘোষণা করা হয়। কিন্তু শত্রু সম্পত্তি (জরুরী বিধানাবলী অব্যাহত) আদেশ, ১৯৬৯ দ্বারা শত্রুর সহিত বাণিজ্য ও শত্রু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ এবং শত্রুর মালিকানার সম্পত্তি প্রশাসন সংক্রান্ত পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালার কতিপয় বিধি অব্যাহত বলবত রাখা হয় (৩৯ ডি, এল, আর, ৩৭৭- ৮বি, এল, ডি, ১৩১)।

যুদ্ধ বিরাজমান অবস্থার অবসান হইবার পর কোন সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি হিসাবে পরিণত হওয়া বন্ধ হইয়া যায় (ঐ)।

১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ তারিখে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ফলে দুই দেশের মধ্যে (ভারত ও বাংলাদেশ) যুদ্ধ বিরাজমান অবস্থার অবসান ঘটিয়াছিল। সেই কারণে সম্পত্তির মালিক বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ কালে এইদেশ ত্যাগ করিয়া ভারতে গেলে তাহার সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তির উপ-তত্ত্বাবধায়কের উপর অর্পণের কোন সুযোগ ছিল না (ঐ)।

জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার এবং পাকিস্তান প্রতিরক্ষা অধ্যাদেশের কার্যকারিতা থামিয়া গেলেও অধ্যাদেশের (১৯৬৯ সালের ১নং অধ্যাদেশ) উদ্দেশ্য ছিল শত্রুর সহিত বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ ও শত্রু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ এবং তাহাদের সম্পত্তি অর্পণ ও উহার প্রশাসন সম্পর্কিত পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধির কতিপয় বিধান চালু রাখা (৩৩ ডি, এল, আর (আঃ বিঃ)- ৩০ - ১৯৮১বি, এল, ডি, (আঃ বিঃ)১)

১৬-২-৬৯ ইং তারিখের পরে কোন সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি বলিয়া কোন কার্য করার মনস্থ করা হইলে ঐ সম্পত্তি ৬-৯-৬৫ তারিখ হইতে ১৬-২-৬৯ তারিখের মধ্যে অর্থাৎ জরুরী অবস্থার ঘোষণা ও তাহা প্রত্যাহার করার মধ্যবর্তী সময়ে শত্রু সম্পত্তি ছিল কিনা তাহা দেখা কর্তব্য। পাকিস্তান প্রতিরক্ষা অধ্যাদেশ বিদ্যমান থাকাকালেও উহার বিধিমালা পুরাপুরি কার্যকর থাকাবস্থায় যদি কোন স্পত্তি শত্রু সম্পত্তির সংজ্ঞাভুক্ত হয় তবে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরেজমিনে উহার দখল লওয়া না হইলেও উহা শত্রু সম্পত্তি হিসাবেই পরিগণিত হইবে। এই কারণে কতৃপক্ষ অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়ক বা অতিরিক্ত তত্ত্বাবধায়ক বা সহকারী তত্ত্বাবধায়ক বা বোর্ড পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালার ১৮১ বা ১৮২ বিধির আওতায় উহার রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ এবং অর্পণ বা হস্তান্তরের কাজ করিতে পারিবেন। উল্লেখ্য যে, পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালার সংশ্লিষ্ট শর্তসমূহ পূরণ সাপেক্ষে আইনের দ্বারা একজন ব্যক্তি বা একটি সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তিতে পরিণত হইবে। এই জন্য কর্তৃপক্ষ বা কোন কর্মকর্তার আনুষ্ঠানিক ঘোষণার আর প্রয়োজন হইবে না। ৬-৯-৬৫ হইতে ১৬-২-৬৯ তারিখ সময়কালের মধ্যে একবার কোন সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি সংজ্ঞাভুক্ত হইলে পরবর্তীকালে ঐ সম্পত্তির দখল গ্রহণ অনুমোদনযোগ্য (ঐ)।

১৯-২-৬৯ ইং তারিখ হইতে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা অধ্যাদেশের কার্যকারিতা বন্ধ হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালা চালু থাকিবে মর্মে ১৯৫৯ সালের ১নং অধ্যাদেশের ২ ধারা বিধান রাখা হয় (২৭ ডি, এল, আর (আঃ বিঃ) ৫২)।

পাকিস্তান প্রতিরক্ষা অধ্যাদেশের কার্যকারিতা সমাপ্ত হইলেও ১৯৬৯ সালের ১নং অধ্যাদেশের ২ ধারাসহ উহার তফশিলের অধীন শত্রু সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করার জন্য সম্পত্তি অর্পণের আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা বিদ্যমান ছিল (ঐ)।

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশ (সম্পত্তি ও পরিসম্পৎ অর্পিতকরণ) ১৯৭২ রাষ্ট্রপতির ১৯৭২ সালের ২৯ নং আদেশ।

যেহেতু পাকিস্তান এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের মালিকানাধীন ও পরিচালিত বা কোন আইনের দ্বারা গঠিত কোন বোর্ডের উপর অর্পিত ও তৎকর্তৃক পরিচালিত সকল সম্পত্তি ও পরিসম্পৎ বাংলাদেশ সরকারের অধিকারে ন্যস্ত করা প্রয়োজন;

সেহেতু এক্ষণ রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ফরমান এবং তৎসহ ১৯৭২ সালের অস্থায়ী সংবিধান এবং এইক্ষেত্রে তাঁহার অন্যান্য সকল ক্ষমতাবলে নিম্নরূপ আদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেনঃ- ১। (১) এই আদেশ বাংলাদেশ (সম্পত্তি ও পরিসম্পৎ অর্পিত করণ) আদেশ ১৯৭২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা বাংলাদেশের সর্বত্র প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা, অবিলম্বে বলবৎ হইবে এবং ১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। (১) আপাততঃ বলবৎ অন্য যে কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন পাকিস্তান সরকার, বা তৎকর্তৃক নিযুক্ত কোন অফিসারের উপর অর্পিত সকল সম্পত্তি ও পরিসম্পৎ বা যে কোন আইনের দ্বারা গঠিত বোর্ডের উপর অর্পিত বা তৎকতৃক পরিচালিত অথবা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের উপর ন্যস্ত ছিল এইরূপ সকল সমস্তি ১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চ তারিখ হইতে বাংলাদেশ সরকারের উপর বর্তায়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যাঃ—"সম্পত্তি" বলিতে স্থাবর ও অস্থাবর সকল প্রকার সম্পত্তি বুঝাইবে এবং এই সকল সম্পত্তিতে যে কোন অধিকার ও স্বার্থ ইহার অন্তর্ভুক্ত এবং যে কোন পাওনা, বা আদায়যোগ্য দাবী যে কোন জামানত বা হস্তান্তরযোগ্য দলিল, চুক্তির অধীনে সৃষ্ট যে কোন অধিকার এবং যে কোন শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বুঝাইবে।

"জামানত" বলিতে শেয়ার প্রমাণপত্র, ষ্টক বণ্ড, ঋণপত্র ষ্টক, বা একই জতীয় অন্যান্য বিপনীয় জামানত বা যে কোন সংস্থা বা সরকারী জামানত ইহার অন্তর্ভুক্ত বুঝাইবে।

৩। এই আদেশের অন্তর্ভুক্ত কোন কিছুর জন্য কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

মন্তব্য ঃ

রাষ্ট্রপতির ১৯৭২ সালের ১৩৪ নং আদেশ দ্বারা ১৯৭২ সালের ২৯নং আদেশ সংশোধন করিয়া উক্ত আদেশের ২ (১) নং অনুচ্ছেদে পাকিস্তান সরকার কথার পরে "বা তৎকর্তৃক নিযুক্ত কোন অফিসারের উপর" শব্দগুলি অন্তভুক্ত কর হইয়াছে।

পাকিস্তান সরকার বা তৎকর্তৃক নিযুক্ত কোন অফিসারের উপর অর্পিত সকল সম্পত্তি ও পরিসম্পৎ বা যে কোন আইনের দ্বারা গঠিত বোর্ডের উপর অর্পিত বা তৎকর্তৃক পরিচালিত অথবা তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান সরকারের উপর ন্যস্ত ছিল এইরূপ সকল সম্পত্তি রাষ্ট্রপতির ১৯৭২ সালের ২৯নং আদেশ দ্বারা ১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চ হইতে বাংলাদেশ সরকারের উপর বর্তাইয়াছে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালার অধীনে যে সম্পত্তি তত্ত্বাবধায়কের উপর অর্পিত হইয়াছিল বর্তমানে উহা আইনের প্রয়োগক্রমে বাংলাদেশ সরকারের উপর বর্তাইয়াছে (৪০ ডি, এস, আর (আঃ বিঃ) ২৩ - বি, সি, আর ১৯৮৪ (আঃ বিঃ) ৪২৪ - ১৯৮৫ বি, এল, ডি (আঃ বিঃ) ১৫৫)।

১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির ২৯ নং আদেশ ও ১৯৭৪ সালের ৪৫ নং আইন দ্বারা সরকার স্বয়ং তত্ত্বাবধায়কের স্থান দখল করিয়াছেন এবং সে কারণে এইরূপ বলা যাইবে না যে, সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষমতা সরকারের নাই। ঐ সম্পত্তিতে তত্ত্বাবধায়কের আর কোন দাবী নাই (ঐ)।

পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালার ১৮২ (১) (খ) বিধির অধীন যে সকল সম্পত্তি ইতিপূর্বেই তত্ত্বাবধায়কের উপর অর্পিত হইয়াছিল, বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর কেবলমাত্র ঐ সকল সম্পত্তি সরকারের উপর বর্তাইয়াছে (৩৯ ডি, এল, আর, ৩৭৭ - ১৯৮৮বি, এল ডি, ১৩১)।

যে সকল সম্পত্তি ও পরিসম্পৎ পূর্বে পাকিস্তান সরকারের উপর অর্পিত হইয়াছিল তাহা ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির ২৯ নং আদেশের ২ (১) অনুচ্ছেদ অনুসারে ২৬/৩/৭১ তারিখ হইতে বাংলাদেশ সরকারের উপর বর্তাইয়াছে (২৯ ডি, এল, আর, ১৭২)।

শত্রু সম্পত্তি সম্পর্কিত অধিকারসমূহ বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের উপর ন্যস্ত হওয়ায় শত্রু সম্পত্তির উপ- তত্ত্বাবধায়ক ও সহকারী তত্ত্বাবধায়কের পদসমূহ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে (ঐ)।

পাকিস্তান সরকারের আমলে যে সকল সম্পত্তি ঐ সরকারের উপর বর্তাইয়াছিল তাহার সমুদয় ২৬-৩-৭১ তারিখ হইতে বাংলাদেশ সরকারের উপর অর্পিত হইয়াছে (২৭ ডি, এস, আর (আঃ বিঃ)-৫২)।

যে অংশীদারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান শত্রু সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়কের উপর অর্পিত হইয়াছিল তাহা ২৬-৩-৭১ তারিখ হইতে বাংলাদেশ সরকারের উপর বর্তাইয়াছে এবং সেকারণে ঐরূপ অংশীদারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত মামলায় বাংলাদেশ সরকার আবশ্যকীয় পক্ষ (ঐ)।

পঞ্চম অধ্যায়

শত্রু সম্পত্তি (জরুরী বিধানাবলী অব্যাহত) (রহিতকরণ) আইন, ১৯৭৪

১৯৭৪ সালের ৪৫ নং আইন।

১৯৬৯ সালের শত্রু সম্পত্তি (জরুরী বিধানাবলী অব্যাহত) অধ্যাদেশ রহিত করার জন্য একটি আইন।

যেহেতু ১৯৬৯ সালের শত্রু সম্পত্তি (জরুরী বিধানাবলী অব্যাহত) অধ্যাদেশ (১৯৬৯ সালের ১নং অধ্যাদেশ) রহিত করা সমীচীন এবং এইরূপ রহিতকরণের সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের বিধান করা প্রয়োজনীয় সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ-

১। সংক্ষিপ্ত শিরনামা ও প্রবর্তনা।- (১) এই আইন ১৯৭৪ সালের শত্রু সম্পত্তি (জরুরী বিধানবলী অব্যাহত) (রহিতকরণ) আইন নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ১৯৭৪ সালের ২৩ শে মার্চ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। ১৯৬৯ সালের ১নং অধ্যাদেশ রহিতকরণ।-১৯৬৯ সালের শত্রু সম্পত্তি (জরুরী বিধানাবলী অব্যাহত) অধ্যাদেশ (১৯৬৯ সালের ১নং অধ্যাদেশ) অতপরঃ উক্ত অধ্যাদেশ বলিয়া উল্লেখ করা হইবে, এতদ্বারা রহিত করা হইল।

৩। হেফজত।- (১) উক্ত অধ্যাদেশ রহিতকরণ সত্ত্বেও এবং আপততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এইরূপ রহিতকরণের ফলে,-

(ক) উক্ত অধ্যাদেশ দ্বারা অব্যাহত বলবৎ রাখা পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালার বিধানের অধীনে নিযুক্ত শত্রু সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়কের উপর অর্পিত সকল শত্রু সম্পত্তি সরকারের উপর বর্তাইবে।

(খ) উক্ত অধ্যাদেশ দ্বারা অব্যাহত বলবৎ রাখা পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালার বিধানের অধীনে ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত সকল শত্রু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা বা বাণিজ্য সরকারের উপর বর্তাইবে।

ব্যাখ্যা-এই উপধারায়ঃ-

(অ) উক্ত অধ্যাদেশ দ্বারা অব্যাহত বলবৎ রাখা পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালার অধীনে নিয়োগকৃত শত্রু সম্পত্তির অতিরিক্ত তত্ত্বাবধায়ক উপ-তত্ত্বাবধায়ক এবং সহকারী তত্ত্বাবধায়ক "শত্রু সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক" এর অন্তর্ভুক্ত হইবে, এবং

(আ) উক্ত অধ্যাদেশ দ্বারা অব্যাহত বলবৎ রাখা পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালায় যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে "শত্রু সম্পত্তি" এবং "শত্রু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান" সেই একই অর্থ বহন করিবে।

(২) উপধারা (১) এর বিধান সাপেক্ষে উক্ত অধ্যাদেশ রহিতকরণ দ্বারা,-

(ক) কোন কিছুই পুনরুজ্জীবিত হইবে না যাহা রহিতকরণ কার্যকরণের সময় বলবৎ বা বিদ্যমান ছিল না;

(খ) উক্ত অধ্যাদেশের পূর্ববর্তী কোন কাজকর্ম বা উক্ত অধ্যাদেশ দ্বারা অব্যাহত বলবৎ রাখা পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালার বিধানাবলী বা উহার অধীনে প্রদত্ত কোন আদেশ উক্ত অধ্যাদেশের অধীনে বা বিধানসমূহে বা আদেশে যথাযথভাবে কৃত বা ক্ষতিগ্রস্ত কোন কিছুই প্রভাবিত হইবে না;

(গ) উক্ত অধ্যাদেশ দ্বারা অব্যাহত লববৎ রাখা পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালার বিধানাবলী বা উহার অধীনে প্রদত্ত কোন আদেশ বা উক্ত অধ্যাদেশের অধীনে অর্জিত, উপচিত কোন অধিকার, স্বত্ব, বিশেষ সুবিধা বা সৃষ্টদায় বা দায়িত্ব প্রভাবিত হইবে না;

(ঘ) উক্ত অধ্যাদেশ দ্বারা অব্যাহত বলবৎ রাখা পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালার বিধানাবলীর বা উহার অধীনে প্রদত্ত কোন আদেশের ব্যাপারে কোন অপরাধ সংঘটনের জন্য দেওয়া দণ্ড, বাজেয়াপ্তকরণ বা শাস্তি প্রভাবিত হইবে না; বা

(ঙ) উপরোল্লিখিত এইরূপ যে কোন অধিকার, বিশেষ সুবিধা, দায়দায়িত্ব, বাজেয়াপ্তকরণ বা শাস্তির ব্যাপারে কোন তদন্ত, আইনগত কার্যধারা, বা প্রতিকার রুজু, চালানো বা বলবৎ করা যাইতে পারে এবং এইরূপ যে কোন দণ্ড বাজেয়াপ্তকরণ বা শাস্তি আরোপ করা যাইতে পারে; যেন উক্ত অধ্যাদেশ রহিত হয় নাই।

৪। দায়মুক্তি।— উক্ত অধ্যাদেশ বা উক্ত অধ্যাদেশের দ্বারা অব্যাহত বলবৎ রাখা পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালার বিধান বা তদধীন প্রদত্ত কোন আদেশ মোতাবেক সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কিছুর ফলে সংঘটিত কোন ক্ষতির জন্য বা অন্য কোন কিছুর জন্য কোন ব্যক্তি বা সরকারের বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী, ফৌজদারী বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা চলিবে না।

৫। রহিতকরণ।— ১৯৭৪ সালের শত্রু সম্পত্তি (জরুরী বিধানাবলী অব্যাহত) (রহিতকরণ) অধ্যাদেশ (১৯৭৪ সালের ৪৫নং অধ্যাদেশ) এতদ্বারা রহিত করা হইল।

মন্তব্য :

২৩-৩-৭৪ তারিখে ১৯৭৪ সালের শত্রু সম্পত্তি (জরুরী বিধানাবলী অব্যাহত) (রাহিতকরণ) অধ্যাদেশ (১৯৭৪ সালের ৪নং অধ্যাদেশ জারী করিয়া ১৯৬৯ সালের শত্রু সম্পত্তি (জরুরী বিধানাবলী অব্যাহত)

অধ্যাদেশ (১৯৬৯) সালের ১নং অধ্যাদেশ) রহিত করা হয়। উক্ত অধ্যাদেশ সংসদ কর্তৃক গৃহীত হইবার পর ১-৭-৭৪ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়া আইনের মর্যাদা লাভ করে ও ১৯৭৪ সালের ৪৫নং আইন নামে অভিহিত হয় এবং উহা দ্বারা ১৯৭৪ সালের শত্রু সম্পত্তি (জরুরী বিধানাবলী অব্যাহত) রহিতকরণ অধ্যাদেশ (১৯৭৪ সালের ৪নং অধ্যাদেশ) রহিত করা হয়।

১৯৭৪ সালের ৪নং অধ্যাদেশ দ্বারা পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালার ১৮২ নং বিধি রহিত করিয়া তত্ত্বাবধায়কের উপর অর্পিত সম্পত্তি সরকারের উপর ন্যাস্ত করা হইয়াছে (৪০ ডি, এল, আর (আঃ বিঃ) ২৩ - বি, সি, আর, ১৯৮৪ (আঃ বিঃ) ৪২৪ - ১৯৮৫ বি, এল, ডি, (আঃ বিঃ) ১৫৫)।

১৯৭৪ সালের শত্রু সম্পত্তি (জরুরী বিধানাবলী অব্যাহত) (রহিতকরণ) আইন (১৯৭৪ সালের ৪৫নং আইন) জারী করিয়া শত্রু সম্পত্তি (জরুরী বিধানাবলী অব্যাহত) অধ্যাদেশ ১৯৬৯ (১৯৬৯ সালের ১নং অধ্যাদেশ) রহিত করা হয় এবং উক্ত আইনের ৩ (১) (ক) ধারার দ্বারা পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালার বিধানের অধীনে নিযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক ও উপ-তত্ত্বাবধায়কের উপর যে সকল শত্রু সম্পত্তি অর্পিত হইয়াছিল তাহা বাংলাদেশ সরকারের উপর ন্যস্ত করা হয়। রাষ্ট্রপতির ১৯৭২ সালের ২৯ নং আদেশ দ্বারা সম্পত্তি অর্পনের পর আইনতঃ নূতন করিয়া সরকারের উপর সম্পত্তি অর্পণের কোন প্রয়োজন ছিল না যাহা কিনা ১৯৭৪ সালের ৪৫ নং আইনের দ্বারা করা হইয়াছে। ইহা আইনের সঠিক অবস্থানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে (৩৯ ডি, এল, আর ৩৭৭ - ১৯৮৮ বি, এল, ডি, ১৩১)।

শত্রু সম্পত্তি (জরুরী বিধানাবলী অব্যাহত) (রহিতকরণ) (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৭৬

১৯৭৬ সালের ৯৩ নং অধ্যাদেশ।

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ১৯৭৪ সালের শত্রু সম্পত্তি (জরুরী বিধানাবলী অব্যাহত) (রহিতকরণ) আইনের (১৯৭৪ সালের ৪৫ নং আইন) সংশোধন করা সমীচীন,

সেইহেতু এক্ষণে রাষ্ট্রপতি ১৯৭৫ সালের ২০ শে আগষ্ট এবং ১৯৭৫ সালের ৮ই নভেম্বর তারিখের ফরমান এবং এই ক্ষেত্রে তাঁহার অন্যান্য সকল ক্ষমতা বলে নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেনঃ-

১। সংক্ষিপ্ত শিরনামা ও প্রবর্তন।— (১) এই অধ্যাদেশ শত্রু সম্পত্তি (জরুরী বিধানাবলী অব্যাহত) (রহিতকরণ) (সংশোধনী) অধ্যাদেশ ১৯৭৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ১৯৭৪ সালের ২৩ শে মার্চ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। ১৯৭৪ সালের ৪৫ নং আইনের ৩ ধারার সংশোধন।— ১৯৭৪ সালের শত্রু সম্পত্তি (জরুরী বিধানাবলী অব্যাহত) (রহিতকরণ) আইনের (১৯৭৪ সালের ৪৫ নং আইন) ৩ (১) ধারায় দুইবার বর্ণিত "সরকার" শব্দের পর উভয় ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত শব্দসমূহ ও কমা বসিবে, যথাঃ-

"এবং সরকার বা সরকারের নির্দেশিত বা ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষ প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণ এবং হস্তান্তর বা অন্যভাবে বিলিবন্দোবস্ত করিতে পারিবেন।"

মন্তব্য ঃ

১৯৭৬ সালের ৯৩ নং অধ্যাদেশ দ্বারা ১৯৭৪ সালের ৪৫ নং আইনের ৩ ধারার সংশোধনের পর উক্ত ধারাটি যেরূপ হইবেঃ- ৩ (১) (ক) উক্ত অধ্যাদেশ দ্বারা অব্যাহত বলবৎ রাখা পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালার বিধানের অধীনে নিযুক্ত শত্রু সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়কের উপর অর্পিত সকল শত্রু সম্পত্তি সরকারের উপর বর্তাইবে এবং সরকার বা সরকারের নির্দেশিত বা ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষ প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণ এবং হস্তান্তর বা অন্য প্রকারে বিলিবন্দোবস্ত করিতে পারিবেন।

(খ) উক্ত অধ্যাদেশ দ্বারা অব্যাহত বলবৎ রাখা পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালার বিধানের অধীনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা বোর্ড কতৃক পরিচালিত সকল শত্রু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা বা বাণিজ্য সরকারের উপর বর্তাইবে এবং সরকার বা সরকারের নির্দেশিত বা ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষ প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণ এবং হস্তান্তর বা অন্যপ্রকারে বিলিবন্দোবস্ত করিতে পারিবেন (৪০ ডি, এল, আর (আঃ বিঃ) ২৩-বি, সি, আর ১৯৮৪ (আঃ বিঃ) ৪২৪-১৯৮৫ বি, এল, ডি (আঃ বিঃ) ১৫৫)।

আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া এখন স্পষ্ট যে প্রথমে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালার অভিপ্রায় ছিল শান্তি স্থাপনের সময় পর্যন্ত শত্রু সম্পত্তি সংরক্ষণ করা কিন্তু সরকার ২-১১-৬৫ তারিখের সংশোধন দ্বারা উক্ত নীতি পরিবর্তন করিয়া "শান্তি স্থাপনের পর ব্যবস্থা গ্রহণের অভিপ্রায় শত্রু সম্পত্তি সংরক্ষণের জন্য" শব্দগুলি বিলুপ্ত করিয়া উহার পরিবর্তে "শত্রু সম্পত্তির প্রশাসন এবং হস্তান্তর বা অন্যভাবে বিলিবন্দোবস্ত বা উহার সহিত সংশ্লিষ্ট ও আনুসংগিক বিষয়সমূহের বিধান করার জন্য" এই নূতন বিধান প্রতিস্থাপন করিয়াছেন। পরবর্তীকালে রাষ্ট্রপতির ১৯৭২ সালের ২৯ নং আদেশ ৫ নং অধ্যাদেশ দ্বারা উক্ত সম্পত্তি একটি কমিটির তত্ত্বাবধানে রাখা হয়, এই সময় একজন অনিবাসী এই কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষ তাহার সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারিতেন। ১৯৭৬ সালের ৯৩ নং অধ্যাদেশ দ্বারা এই অবস্থার বিলোপ সাধন করিয়া সরকারকে শত্রু সম্পত্তির প্রশাসন, ও হস্তান্তর বা অন্যভাবে বিলিবন্দোবস্তের ক্ষমতা দেওয়া হয় (ঐ)।

১৯৭৬ সালের ৯৩ নং অধ্যাদেশ দ্বারা ১৯৭৬ সালেই সরকার শত্রু সম্পত্তিতে নিরঙ্কুশ অধিকার অর্জন করিয়াছেন এবং উহার বিলিবন্দোবস্ত ও হস্তান্তরের ক্ষমতা পাইয়াছেন (ঐ)।

১৯৭৬ সালের ৯৩ নং অধ্যাদেশ বলে শত্রু সম্পত্তি হস্তান্তর করার ক্ষমতা সরকার পাইয়া থাকিলে চুক্তি প্রবলের ডিক্রী অনুসারে দলিল সম্পাদন করিতে সরকারের কোন বাধানাই (ঐ)।

১৯৭৬ সালের ৯৩ নং অধ্যাদেশটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আইন প্রণয়নকারীর অভিপ্রায় সম্বলিত সর্বশেষ আইন যাহা অস্থায়ী আইনের আরোপিত বাধার অপসারণ করিয়াছে এবং সে কারণে ডিক্রী জারী করা যাইবে (৩৯ ডি, এল, আর (আঃ বিঃ) ১৭৮)

১৯৭৪ সালের ৪৫ নং আইনের ৩ (১) ধারা ১৯৭৬ সালের ৯৩ নং অধ্যাদেশ দ্বারা সংশোধনের ফলে তত্ত্বাবধায়কের উপর অর্পিত সকল শত্রু সম্পত্তি সরকারের উপর বর্তাইয়াছে (ঐ)।

১৯৭৪ সালের ৪৫ নং আইনের (১৯৭৬ সালের ৯৩ নং অধ্যাদেশ দ্বারা সংশোধিত) ফলে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালার বলে যে সকল সম্পত্তি তত্ত্বাবধায়ক, অতিরিক্ত তত্ত্বাবধায়ক বা বোর্ডের উপর অর্পিত হইয়াছিল উহা বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের উপর বর্তাইয়াছে (ঐ)।

শত্রু সম্পত্তি সম্পর্কিত অধিকার সমূহ বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের উপর ন্যাস্ত হওয়ার (১৯৬৯ সালের ১নং অধ্যাদেশ সহ সঠিতব্য। শত্রু সম্পত্তির উপ-তত্ত্বাবধায়ক ও সহকারী তত্ত্বাবধায়কের পদসমূহ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে (ঐ)।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলায় সিদ্ধান্তসমূহঃ

১। নালিশী ভূমি বে-আইনী ও যোগসাজসী ভাবে অর্পিত সম্পত্তির তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে মর্মে ঘোষণা ও নালিশী একমালী ভূমিতে একচেটিয়া দখলদার শরীক বিধায় তাহাকে যেন নালিশী ভূমি হইতে বিবাদীরা বেদখল করিতে না পারে সেজন্য চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনাসহ বাদী মামলা দায়িল করিয়াছেন-নালিশী ভূমিতে আপীলকারী বাদীর ন্যায্য অংশ কতটুকু তাহা যেমন নির্ণীত নহে, তেমনি তাহার দাবীকৃত $\frac{১}{৩}$ অংশ ভূমি অর্পিত সম্পত্তি কেসে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে কি না তাহাও অস্পষ্ট নালিশী ভূমিতে বাদীর আইসংগত অংশ নিরূপন করা এই মামলার বিচার্য বিষয় নহে। নালিশী সম্পূর্ণ ভূমিতে বাদীর স্বত্ব নাই। উহার অধিকাংশ প্রকৃতপক্ষে শত্রু ও অর্পিত সম্পত্তি বিধায় তাহার প্রার্থীত ডিক্রী পাইতে অধিকারী নহেন। বাটোয়ারার মামলা দায়িল করিয়া তিনি উপযুক্ত প্রতিকার পাইতে পারেন। (নুরুজ্জামান সরকার বনাম সিরাজ মিয়া এবং অন্যান্য, ১৯৮৯ বি, এল ডি, (আঃ বিঃ) ৯)।

২। বাংলাদেশ সম্পত্তি ও পরিসম্পদ অর্পণের আদেশ (রাষ্ট্রপতির ১৯৭২ সালের ২৯ নং আদেশ)। অনুচ্ছেদ ২(১)।

১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির ২৯ নং আদেশে তত্ত্বাবধায়ককে অপসারণ করিয়া তাহার উপর অর্পিত সম্পত্তি সরকারের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে (রহিমা আকতার বনাম অসিম কুমার বোস, ৪০ ডি, এল, আর (আঃ বিঃ ২৩ - বি, সি, আর ১৯৮৪ (আঃ বিঃ) ৪২৪ - ১৯৮৫ বি, এল, ডি (আঃ বিঃ) ১৫৫)।

২ক। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এবং সহকারী তত্ত্বাবধায়ক অর্পিত সম্পত্তি চাঁদপুর বনাম তফুরন্নেছা মোকদ্দমায় (৪১ ডি, এল, আর (আঃ বিঃ) ১২৪ - ১৯৮৯ বি, এল, ডি (আঃ বিঃ) ১২০) ১-৩নং বিবাদী কর্তৃক নালিশী সম্পত্তি ইজারা প্রদান বেআইনী, ক্ষমতা বর্হিভূত, যোগসাজশী এবং বাদীর উপর বাধ্যকর নহে মর্মে ঘোষণাসহ ৩নং বিবাদীকে যাহাতে নালিশী সম্পত্তির দখল প্রদান করিতে না পারে সেইজন্য চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনাসহ বাদিনী মামলা দায়িল করেন। বাদিনী ৭-২-৭৫ তারিখে সম্পাদিত এবং ১৯-৫-৭৫ তারিখে রেজিষ্ট্রিকৃত কবালামূলে গোপালচন্দ্র শীলের নিকট হইতে নালিশী সম্পত্তি খরিদ করিয়া দখলে আছেন ২নং বিবাধী অবৈধ উপায়ে নালিশী সম্পত্তি গ্রাস করার জন্য ১ নং বিবাদীর নিকট একটি মিথ্যা দরখাস্ত দায়িল করিয়া নালিশী সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি গণ্য করার জন্য আবেদন করেন যাহার ফলে ১নং বিবাদী নালিশী সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি গণ্য করিয়া ২৪/১৯৭৮-৭৯ নং অর্পিত সম্পত্তি কেস রুজু করেন এবং ২ নং বিবাদীকে ইজারা দেন। বাদিনী উক্ত ইজারা আদেশ অবৈধ বলিয়া চ্যালেঞ্জ করেন। নিম্ন আদালত নালিশী জমিতে বাদীর দখল নাই ও তাহার কবালা জাল ও যোগসাজশী বলিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া মামলাটি খারিজ করিয়া দেন।

নিম্ন আপীল আদালত নিম্ন আদালতের রায় উল্টাইয়া দেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে ৭-২-৭৫ তারিখের কবালা দ্বারা খরিদের পর হইতে বাদী নালিশী সম্পত্তি দখলে আছেন। বিবাদীগণ যাহাতে নালিশী সম্পত্তি ইজারা দিতে না পারেন সেইজন্য চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুরসহ নিম্ন আপীল আদালত মন্তব্য করেন যে ১৯৭৫ সনে কবালা সম্পাদন দ্বারা অনুমিত হইবে যে দলিল রেজিষ্ট্রীর সময় দাতা গোপালচন্দ্র শীল শারীরিকভাবে বাংলাদেশে উপস্থিত ছিলেন।

বিবাদী কর্তৃক দাখিলী বিরডিশনে হাইকোর্টে বিভাগ নিম্ন আপীল আদালতের ডিক্রী বহাল করেন এবং তৎসহ মন্তব্য করেন যে, ১৬-২-৬৯ তারিখে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করার ফলে নালিশী সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি গণ্য করিয়া ২৪/৭৮-৭৯ নং অর্পিত সম্পত্তি কেস রুজু বেআইনী।

সুপ্রিম কোর্ট (আপীল বিভাগ) উক্ত ডিক্রী বহাল করেন এবং পুনঃ বিচারের প্রার্থনায় মামলাটি নিম্ন আদালতে ফেরত পাঠানোর প্রার্থনা নামঞ্জুর করেন এই মন্তব্য করিয়া, "পুনঃ বিচারের আদেশ কর্তব্য কর্মের ধারা হিসাবে গৃহীত হইবে না (২৯ এলাহাবাদ ১৮৪, প্রিঃ কাঃ এবং ১৭ এলাহাবাদ ১৯২ প্রিঃ কাঃ) প্রামানিক প্রশ্ন হইতেছে কবালাদাতার শারীরিক উপস্থিতি। রেজিষ্ট্রেশন আইনের ৬০ ধারার অধীন অনুমান হইতেছে যে, আইনানুসারে দলিল রেজিষ্ট্রি হইয়াছে এবং আইনের আবশ্যকতা পুরণ করা হইয়াছে। ইহা নিঃসন্দেহে একটি খণ্ডনীয় অনুমান কিন্তু মামলার বিচারকালে বিবাদী পক্ষ যথেষ্ট সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও এইরূপ কোন খণ্ডনীয় সাক্ষ্য প্রদান করেন নাই। সুতরাং পুনঃ বিচারের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করা হইল।

২।খ। হাজী ওয়াজিউল্লাহ বনাম অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) নোয়াখালী এবং সহকারী তত্ত্বাবধায়ক অর্পিত ও অনিবাসী সম্পত্তি মোকদ্দমায় (১৯৮৯ বি, এল, ডি, (আপীল বিঃ) ১৩৫ - ৪১ ডি, এল, আর (আঃ বিঃ) ৯৭), ফেনীর

মহকুমার প্রশাসক ইং ১৮/৪/৭৮ তারিখে বাদী ওয়াজিউল্লাহর উপর এই মর্মে নোটিশ জারী করেন যে নালিশী সম্পত্তি অর্পিত ও অনিবাসী সম্পত্তি এবং উহার দখল ত্যাগের নির্দেশ প্রদান করেন। বাদী উক্ত নোটিশ অবৈধ ও বেআইনী দাবী করিয়া সম্পত্তিতে স্বত্ব প্রচারের প্রার্থনায় মোকদ্দমা দাখিল করেন। মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে নালিশী জমির মূল মালিক ছিলেন শশীভূষণ মজুমদার। তিনি ৬ পুত্র রাখিয়া ১৯৪৩ সনে মারা যান। শশীভূষণের মৃত্যুর পর তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি ছয় পুত্র নিজেদের মধ্যে আপোষ বাটোয়ারা করিয়া নেন এবং নালিশী ভূমি সম্পূর্ণ হেমন্দ্র মজুমদারের অংশে পড়ে, নারায়নগঞ্জের সম্পত্তি ধীরেন্দ্রর অংশে পড়ে এবং কলিকাতার সম্পত্তি অপর ৪ ভাই এর অংশ পড়ে। হেমন্দ্র ৪টি রেজিষ্ট্রিকৃত কবালায় নালিশী জমি বাদীর অনুকূলে হস্তান্তর করিয়া দখল প্রদান করেন। কিন্তু ফেনীর মহকুমা প্রশাসক নালিশী সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি গণ্য করিয়া বাদীর উপর নোটিশ জারী করিলে বাদী উক্ত নোটিশ বেআইনী ও অবৈধ দাবী করিয়া মামলা দাখিল করেন। বিজ্ঞ সাবজজ উভয় পক্ষের মৌখিক ও দলিলমূলক সাক্ষ্য, প্রদর্শনী ১৬ (২/৪/৬৩ তারিখে কলিকাতা নিবাসী শশীভূষণের ৪ পুত্র কর্তৃক ঘোষণা পত্র) এবং প্রদর্শনী ৭ঘ (একই জমি লইয়া আপোস বাটোয়ারা দাবীর ভিত্তিতে পূর্ববর্তী মামলার রায়) বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্ত দেন যে আপোষ বাটোয়ারার ভিত্তিতে হেমন্দ্র নালিশী জমিতে একচেটিয়া দখলকার হিসাবে এই দেশে ছিল এবং বাদীদের অনুকূলে তাহার হস্তান্তর সঠিক এবং বাদীদের অনুকূলে তিনি ডিক্রী প্রদান করেন।

বিবাদীগণ উক্ত ডিক্রীর বিরুদ্ধে আপীল দাখিল করিলে হাইকোর্ট বিভাগ মন্তব্য করেন যে প্রদর্শনী ১৬ এবং ৭ঘ গ্রহণযোগ্য এবং শশীভূষণের ৫ ছেলে ভারতীয় নাগরিক বিধায় বাদী শুধুমাত্র হেমন্দ্রর $\frac{১}{৬}$ অংশের নালিশী জমির বাবদ ডিক্রী পাইবেন। মাননীয় সুপ্রিমকোর্ট হাইকোর্ট বিভাগের সিদ্ধান্তের সহিত ভিন্নমত পোষণ করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, "একই সম্পত্তি লইয়া পূর্ববর্তী মামলার রায়, আরজী এবং তৎপ্রেক্ষিতে গৃহীত অন্যান্য পদক্ষেপ ডিক্রীদারের স্বত্ব অর্জনের দাবীর বর্ণনার সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য এবং প্রদর্শনী ১৬ ফটোকপি বিধায় দাখিলকারী পক্ষ মূল ঘোষণা পত্র কেন দাখিল করা হয় নাই তাহা ব্যাখ্যা করিতে বাধ্য, তবে প্রদর্শনী ১৬ বাদ দিলেও বাদী পক্ষের আপোষ বন্টন প্রমাণিত হইয়াছে কারণ ভাই শরীকদের মধ্যে আপোষ বাটোয়ারার জন্য রেজিষ্ট্রীকৃত দলিলের প্রয়োজন নাই।"

৩। ১৯৭৪ সালের ৪নং অধ্যাদেশ দ্বারা পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালার ১৮২ নং বিধি রহিত করিয়া তত্ত্বাবধায়কের উপর অর্পিত সম্পত্তি সরকারের উপর ন্যাস্ত করা হইয়াছে। (ঐ)।

৪। ১৯৭৪ সালের ৪৫নং আইনের ৩ ধারার সংশোধন করিয়া শত্রু সম্পত্তির সমগ্ররূপ পরিবর্তন করা হইয়াছে এবং ১৯৭৬ সালের ৯৩ নং অধ্যাদেশে সরকারকে উহার বিলিবন্দোবস্ত বা হস্তান্তরের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। (ঐ)।

৫। আইন প্রনয়ন পদ্ধতি এখন স্পষ্ট যে প্রথমে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালার অভিপ্রায় ছিল শান্তি স্থাপনের সময় পর্যন্ত শত্রু সম্পত্তি সংরক্ষণ করা কিন্তু সরকার ২-১১-৬৫ তারিখের সংশোধন দ্বারা উক্ত নীতি পরিবর্তন করিয়া 'শান্তি স্থাপনের পর ব্যবস্থা গ্রহণের অভিপ্রায় শত্রু সম্পত্তি সংরক্ষণের জন্য" শব্দগুলি বিলুপ্ত করিয়া উহার পরিবর্তে "শত্রু সম্পত্তি প্রশাসন এবং হস্তান্তর বা অন্যভাবে বিলিবন্দোবস্ত বা উহার সহিত সংশ্লিষ্ট ও আনুষঙ্গিক বিষয় সমূহের বিধান করার জন্য" এই নূতন বিধান প্রতিস্থাপন করিয়াছেন। পরবর্তীকালে রাষ্ট্রপতির ১৯৭২ সালের ২৯নং আদেশ দ্বারা এই সম্পত্তি বাংলাদেশ সরকারের উপর ন্যস্ত করা হয় এবং ১৯৭৪ সালের ৪ ও ৫ নং অধ্যাদেশ দ্বারা উক্ত সম্পত্তি একটি কমিটির তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। এই সময় একজন অনিবাসী এই কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে তাহার সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারিতেন। ১৯৭৬ সালের ৯৩ নং অধ্যাদেশ দ্বারা এই অবস্থার বিলোপ সাধন করিয়া সরকারকে শত্রু সম্পত্তির প্রশাসন ও হস্তান্তর বা অন্যভাবে বিলিবন্দোবস্তের ক্ষমতা দেওয়া হয় (ঐ)।

৬। ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির ২৯ নং আদেশ ও ১৯৭৪ সালের ৪৫ নম্বর আইন দ্বারা সরকার স্বয়ং তত্ত্বাবধায়কের স্থান দখল করিয়াছেন এবং সে কারণে এইরূপ বলা যাইবে না যে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষমতা সরকারের নাই। ঐ সম্পত্তিতে তত্ত্বাবধায়কের কোনদাবী নাই (ঐ)।

৭। ১৯৭৬ সালের ৯৩ নং অধ্যাদেশ দ্বারা ১৯৭৬ সালেই সরকার শত্রু সম্পত্তিতে একক অধিকার অর্জন করিয়াছেন এবং উহার বিলিবন্দোবস্ত ও হস্তান্তরের ক্ষমতা পাইয়াছেন। (ঐ)।

৮। ১৯৭৬ সালের ৯৩ নং অধ্যাদেশ বলে শত্রু সম্পত্তি হস্তান্তর করার ক্ষমতা সরকার পাইয়া থাকিলে চুক্তি প্রবলের ডিক্রী অনুসারে দলিল সম্পাদন করিতে সরকারের কোন বাধা নাই (ঐ)।

৯। ১৯৭৬ সালের ৯৩ নং অধ্যাদেশটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আইন প্রনয়নকারী কর্তৃপক্ষের অভিপ্রায় সর্বশেষ আইন যাহা অস্থায়ী আইনে আরোপিত বাধার অপসারণ করিয়াছে এবং সে কারণে ডিক্রীজারী করা যাইবে।প্রিয়তোষ তালুকদার বনাম সহকারী তত্ত্বাবধায়ক, ৩৯ডি, এল, আর (আঃ বিঃ) ১৭৮)।

১০। ১৯৬৯ সালের ১নং অধ্যাদেশ–

১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ তারিখে সমগ্র পাকিস্তান হইতে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করা হয়। কিন্তু একই তারিখে ১৯৬৯ সালের ১নং অধ্যাদেশ জারী করিয়া শত্রু সম্পত্তির প্রশাসন ও বিলিবন্দোবস্ত সংক্রান্ত কতিপয় বিধান চালু রাখা হয় (ঐ)।

১১। ১৯৭৪ সালের ৪৫নং আইনের ৩ (১) ধারা ১৯৭৬ সালের ৯৩ নং অধ্যাদেশ দ্বারা সংশোধনের ফলে তত্ত্বাবধায়কের উপর অর্পিত সকল শত্রু সম্পত্তি সরকারে বর্তাইয়াছে (ঐ)।

১২। কোন রদকৃত আইনের "আগেকার কৃতকর্ম" অর্থে ও ব্যাপ্তিতে বিগত ও সমাপ্ত সকল ক্রিয়াকে বুঝায়। একটির দ্বারা বিক্রয় নিষিদ্ধ করা এবং অপরটির দ্বারা বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়ার মত দুইটি পরস্পর বিরোধী আইন থাকিতে পারে না (ঐ)।

১৩। ১৯৭৬ সালেল ৯৩ নং অধ্যাদেশ–

দৃশ্য হইতে তত্ত্বাবধায়ক অপসারিত হইয়াছেন এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সরকারের উপর ন্যস্ত হইয়াছে (ঐ)।

১৪। পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালার ১৮২ (১) নং বিধি–

কেন্দ্রীয় সরকার তত্ত্বাবধায়ক, উপ–তত্ত্বাবধায়ক ও সহকারী তত্ত্বাবধায়কদের নিয়োগ এবং একটি উপযুক্ত আদেশে শত্রু সম্পত্তি নির্ধারিত তত্ত্বাবধায়কের উপর ন্যাস্ত করার আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (সুনীল কুমার ঘোষ বনাম বাংলাদেশ, ৩৯ ডি এল, আর ৩৭৭ – ১৯৮৮ বি, এল, ডি; ১৩১)।

১৫। ১৯৬৯ সালের ১নং অধ্যাদেশ–

১৬-২-৬৯ তারিখে জরুরী অবস্থা বাতিল ঘোষণা করা হয় কিন্তু শত্রু সম্পত্তি (জরুরী বিধানাবলী অব্যাহত) অধ্যাদেশ ১৯৬৯ দ্বারা শত্রুর সহিত বাণিজ্য ও শত্রু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ এবং শত্রু মালিকানার সম্পত্তির প্রশাসন সংক্রান্ত পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালার কতিপয় বিধি অব্যাহত চালু রাখা হয় (ঐ)।

১৬। পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালার ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধ বিরাজমান অবস্থা থাকা অপরিহার্য ছিল (ঐ)।

১৭। বিধি ১৮২ (১) (খ)–

যুদ্ধ বিরাজমান অবস্থার অবসান হইবার পর কোন সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি হিসাবে পরিণত হওয়া বন্ধ হইয়া যায় এবং যুদ্ধ বিরাজমান অবস্থার অবসানের পর এই বিধির অধীন কোন সম্পত্তি অর্পণের আদেশ দেওয়া যাইবে না (ঐ)।

১৮। কার্যত যুদ্ধ বিরাজমান অবস্থর বিদ্যমান থাকাকালে যদি কোন শত্রু সম্পত্তি একটি উপযুক্ত আদেশ দ্বারা অর্পিত হইয়া থাকে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ঐ সময়ে সরজমিনে দখল গ্রহণ না করিলেও পরবর্তীকালে ঐ সম্পত্তির দখল গ্রহণ অনুমোদনযোগ্য (ঐ)।

১৯ ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির ১৩৪ নং আদেশ দ্বারা সংশোধিত ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির ২৯ নং আদেশের ২ (১) নং অনুচ্ছেদ–

পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালার ১৮২ (১) (খ) বিধির অধীন যে সকল সম্পত্তি ইতিপূর্বেই তত্ত্বাবধায়কের উপর অর্পিত হইয়াছিল, বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর কেবল মাত্র ঐ সকল সম্পত্তি সরকারের উপর বর্তাইয়াছে (ঐ)।

২০ ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির ২৯নং আদেশ দ্বারা সম্পত্তি অর্পনের পর আইনতঃ নুতনভাবে ইহা বাংলাদেশ সরকারের উপর অর্পন করার প্রয়োজন ছিল না যাহা কিনা ১৯৭৪ সালের ৪৫নং আইনে করা হইয়াছে। ইহা আইনের সঠিক অবস্থানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে (ঐ)।

২১। ঐ সম্পত্তিই কেবল মাত্র অর্পিত সম্পত্তি হইবে যদি তাহা ১৯৬৫ সালের পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালার ১৬৯ (৪) বিধির সংজ্ঞানুযায়ী ৩–১২–৬৫ তারিখে শত্রু সম্পত্তি হইয়া থাকে এবং পরের তারিখে নহে (ঐ)।

২২। ১৯৬৯ সালের ১নং অধ্যাদেশের ৩ ধারা।–

১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ তারিখে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ফলে দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ বিরাজমান অবস্থার অবসান ঘটিয়া ছিল। সেই কারণে সম্পত্তির মালিক বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকালে এই দেশ ত্যাগ করিয়া ভারতে গেলে তাহার সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তির উপ-তত্ত্বাবধায়কের উপর অর্পনের কোন সুযোগ ছিল না (ঐ)।

২৩খ। বাটোয়ারা না হওয়া পর্যন্ত একচেটিয়া দখলদার শরীকগণ এজমালি সম্পত্তি দখলে রাখার অধিকারী (ঐ)।

২৪। যে সকল সম্পত্তি ও পরিসম্পৎ পূর্বে পাকিস্তান সরকারের উপর অর্পিত হইয়াছিল তাহা ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির ২৯ নং আদেশের ২ (১) অনুচ্ছেদ অনুসারে ২৬/৩/৭১ তারিখ হইতে বাংলাদেশ সরকারের উপর বর্তাইয়াছে (সাবিত্রী বাড়ৈ বনাম শত্রু সম্পত্তির সহকারী তত্ত্বাবধায়ক-৩৯ ডি, এল, আর, ১৭২)।

২৫। ১৯৭৪ সালের ৪৫ নং আইনের ৩ (১) ধারা এবং ১৯৭৬ সালের ৯৩ নং অধ্যাদেশ।–

১৯৭৪ সালের ৪৫ নং আইনের (১৯৭৬ সালের ৯৩ নং অধ্যাদেশ দ্বারা সংশোধিত) ফলে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালার বলে যে সকল সম্পত্তি তত্ত্বাবধায়ক, অতিরিক্ত তত্ত্বধায়ক বা বোর্ডের উপর অর্পিত হইয়াছিল উহা বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের উপর বর্তাইয়াছে (ঐ)।

২৬। শত্রু সম্পত্তি সম্পর্কিত অধিকারসমূহ বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের উপর ন্যাস্ত হওয়ায় (১৯৬৯ সালের ১নং অধ্যাদেশসহ পঠিতব্য) শত্রু সম্পত্তির উপতত্ত্বাবধায়ক ও সহকারী তত্ত্বাবধায়কের পদসমূহ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে (ঐ)।

২৭। দেওয়ানী কার্যবিধির ৭৯ ধারা এবং ২৭ আদেশের বিধান অনুযায়ী শত্রু সম্পত্তি সম্পর্কে মামলা দায়ের করার জন্য বাংলাদেশ সরকারই উপযুক্ত ব্যক্তি।

১৯৬৯ সালের ১নং অধ্যাদেশ রহিতকরণের সাথে সাথেই পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিতে সৃষ্ট শত্রু সম্পত্তির উপ-তত্ত্বাবধায়ক ও সহকারী তত্ত্বাবধায়কের পদসমূহ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

বাদী নিজেকে সহকারী তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে চিহ্নিত করিয়া ১৯৬৯ সালের ২৪ শে ডিসেম্বর তারিখের একতরফা ডিক্রী প্রতারণামূলক মর্মে ঘোষনার প্রার্থনাসহ মামলার বিষয়বস্তু শত্রু সম্পত্তির উপ-তত্ত্বাবধায়কের উপর অর্পিত হইয়াছে বলিয়া দাবী করেন কিন্তু মামলাটি সরকার কর্তৃক আনীত না হওয়ায় উহা অচল বটে (ঐ)।

২৮। বিধি ১৮২ (১) (খ)–

বিরোধীয় সম্পত্তির মালিক ঋশিকেস রায় ১৯৬২ সালের সেলে ডিক্রী দ্বারা তাহার স্বত্ব ও দখল হারায় এবং তখন হইতে দরখাস্তকারী এবং পারুল বালা রায় যাহারা কখনও ভাবতে যায় নাই, বিরোধীয় সম্পত্তিতে স্বত্ববান ও দখলদার থাকায় উহা শত্রু সম্পত্তি বা অর্পিত সম্পত্তির আওতায় অসে না। কাজেই ১৯৮৫ সালে বিরোধী সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তির তালিকাভূক্তকরণ ও অর্পিত সম্পত্তি ঘোষণা সম্পূর্ণ বে-আইনী (শ্রীমতি পারুল কুসুম রায় বনাম বাংলাদেশ। ৩৯ ডি, এল, আর, ৩৮৯ = ১৯৮৮ বি, এল, ডি, ৬)।

২৯। একটি দানপত্র দলিলের ভিত্তিতে বাদী নালিশী জমিতে স্বত্ব দাবী করেন। অতএব, স্বত্ব প্রমাণের প্রাথমিক দায়িত্ব যে বাদীর উপর তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ৩২ ডি, এল, আর, (আঃ বিঃ) ২৯, নজীরের কোন সুবিধা আপিলকারী -বাদী পাইবেন না, কেন না স্বত্বের দলিল প্রমাণের প্রাথমিক দায়িত্ব পালনে তিনি ব্যর্থ হইয়াছেন। যদি তিনি এইরূপ দায়িত্ব সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইতেন তবেই কেবল বাদীর দলিলের সম্পাদনকারীরা অর্থাৎ সুরেন্দ্র মোহন সাহার পুত্রেরা সংশ্লিষ্ট সময়ে যে শত্রু দেশে বসবাস করিয়াছিলেন তাহা প্রমাণের ভার শত্রু সম্পত্তি কর্তৃপক্ষের উপর ন্যাস্ত হইত (অবনী মোহন সাহা বনাম সহকারী তত্ত্বাবধায়ক, ৩৯ ডি, এল, আর (আঃ বিঃ) ২২৩ - বি, সি, আর ১৯৮৬ (আঃ বিঃ) ৪৩৬)।

৩০। নালিশী জমি শত্রু সম্পত্তি হইয়াছে মর্মে প্রতিবাদীদের দাবীর সমর্থনে আদালতে কোন সাক্ষ্য উপস্থাপন করা হয় নাই। অপরদিকে বাদী পক্ষের ৪নং সাক্ষী পুতুলরানী পাল যাহার তত্ত্বাবধানে ঐ সম্পত্তি ছিল, আদালতে হাজির হইয়া বলেন যে, তিনি কখনও এই দেশ ত্যাগ করেন নাই। দেখা যাইতেছে যে, নিজ দলীয় লোকের নামে ইজারার মাধ্যমে ঐ সম্পত্তি গ্রাস করিতে আগ্রহী জনৈক মোসলেহ উদ্দীনের কথায় স্থানীয় ইউনিয়ন কাউন্সিলের ভারপ্রাপ্ত সদস্য কর্তৃপক্ষকে জানান যে, নালিশী জমি শত্রু সম্পত্তি। স্বত্বের প্রশ্নটি যেভাবে জড়িত তাহাতে উহা আপীলকারী কর্তৃক প্রাপ্ত ১৯৬/৬১ অন্য প্রকার মামলার ডিক্রীটি

চ্যালেঞ্জ করিয়া একটি পৃথক মামলা কর যাইতে পারে (মনীন্দ্র সেন শর্মা বনাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ-বি, সি, আর, ১৯৮৫ (আঃ বিঃ) ৮৫)।

৩১। স্বত্ব প্রচার, চিরস্থায়ী বিবেধাজ্ঞা এবং দখল কায়েম বা খাস দখলের মামলা।- মূল মালিক বসন্ত তাহার ভগ্নী বিদুমুখীকে ১৯৪৭ সালের পূর্বে নালিশী জমি পত্তন দেওয়ায়, পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালা ১৯৬৫, কার্যকর হওয়ার সময় মূল মালিক ও তাহার ওয়ারিশগণ এই দেশে ছিলেন না বলিয়া নালিশী সম্পত্তি অবশ্যই শত্রু সম্পত্তি বলিয়া ধরিয়া লওয়া ভুল-মূল মালিক কর্তৃক তাহার ভগ্নী বরাবর নালিশী জমি পত্তনের সিদ্ধান্তটি হাইকোর্ট ডিভিশন কর্তৃক পরিবর্তিত না হওয়ায়, ইহা বলা সঠিক নয় যে, মূল মালিক বসন্ত বা তাহার ওয়ারিশদের এখনও স্বত্ব আছে। সম্পত্তির মালিক সংশিষ্ট সময়ে এই দেশেই ছিলেন এবং নালিশী সম্পত্তি তাহারই (বিমল চন্দ্র অধিকারী বনাম সৈয়দ মকবুল হোসেন ও অন্যান্য। বি, সি, আর ১৯৮৫ (আঃ বিঃ) ৪২১)।

৩২। শত্রু সম্পত্তির তালিকা হইতে কোন সম্পত্তিকে মুক্তি দেওয়া হইলে, শত্রু সম্পত্তি আইনের সীমাবদ্ধন, বিধি ও প্রবিধানের কার্যকারিতা থাকে না (মোসাঃ আফতাবুন্নেহা বনাম হক তালুকদার ও অন্যান্য-বি, সি, আর, ১৯৮৪ (আঃ বিঃ) ২৬৪ = ৩৬ ডি, এল, আর (আঃ বিঃ) ২৬৪)।

৩৩। ১৯৬৯ সনের ১নং অধ্যাদেশ-জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার এবং পাকিস্তান প্রতিরক্ষা অধ্যাদেশের কার্যকারিতা থামিয়া গেলেও অধ্যাদেশের (১৯৬৯ সালের ১নং অধ্যাদেশ) উদ্দেশ্য ছিল শত্রুর সহিত বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ ও শত্রু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ এবং তাহাদের সম্পত্তি অর্পণ ও উহার প্রশাসন সম্পর্কিত পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালার কতিপয় বিধান চালু রাখা (মেসংর্স দুলিচান্দ ওমরাওলাল বনাম বাংলাদেশ-৩৩ ডি, এল, আর, (আঃ বিঃ) ৩০ = ১৯৮১ বি, এল, ডি, (আঃ বিঃ১)।

৩৪। ১৬-২-৬৯ ইং তারিখের পরে কোন সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি বলিয়া কোন কার্য করার মনস্থ করা হইলে ঐ সম্পত্তি ৬-৯-৬৫ তারিখ হইতে ১৬-২-৬৯ তারিখের মধ্যে অর্থাৎ জরুরী অবস্থার ঘোষণা ও তাহা প্রত্যাহার করার মধ্যবর্তী সময়ে শত্রু সম্পত্তি ছিল কি না তাহা দেখা কর্তব্য। পকিস্তান প্রতিরক্ষা অধ্যাদেশ বিদ্যমান থাকা কালে ও উহার বিধান পুরোপুরি কার্যকর থাকাবস্থায় যদি কোন সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তির সংজ্ঞাভূক্ত হয় তবে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরেজমিনে দখল লওয়া না হইলেও উহা শত্রু সম্পত্তি হিসাবেই পরিগণিত হইবে। এই কারণে কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়ক বা অতিরিক্ত তত্ত্বাবধায়ক বা সহকারী তত্ত্বাবধায়ক বা বোর্ড পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালার ১৮১ বা ১৮২ বিধির আওতায় উহার রক্ষণাবেক্ষন ও নিয়ন্ত্রণ এবং অর্পন বা হস্তান্তরের কাজ করিতে পারেন। উল্লেখ্য যে, পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালার সংশ্লিষ্ট শর্তসমূহ পূরণ সাপেক্ষে আইনের দ্বারা একজন ব্যক্তি শত্রুতে বা একটি সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তিতে পরিণত হইবে। এইজন্য কর্তৃপক্ষ বা কোন কর্মকর্তার আনুষ্ঠানিক ঘোষনার আর প্রয়োজন হইবে না (৬-৯-৬৫ হইতে ১৬-২-৬৯ তারিখ সময়কালের মধ্যে একবার কোন সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তির আওতাভূক্ত হইলে, পরবর্তীকালে ঐ সম্পত্তির দখল গ্রহণ অনুমোদনযোগ্য (ঐ)।

৩৫। বিধি ১৬১-পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালার আওতায় "শত্রু সম্পত্তি" একটি ভুল ধারণার উদয় হইয়া থাকে এই মর্মে যে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালার অধীনে কোন সম্পত্তিকে শত্রু সম্পত্তি হইতে হইলে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধ বিরাজমান অবস্থা বা বাস্তাবিক সামরিক সংঘাত বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন এবং এই অবস্থার অস্তিত্ব প্রকৃত পক্ষে নির্বাহী সরকারের কর্মক্ষেত্রে থাকিতে হইবে এবং নির্বাহী সরকার অন্যরূপ না বুঝাইলে উহা ঐরূপ রহিয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে (ঐ)।

৩৬। আপীলকারী জমি খরিদের পর উহার দখলে আছেন-ঐ সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি হিসাবে গণ্য করিতে হইলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই প্রমাণ করিতে হইবে যে, ১৯৬৫ সালে শত্রু সম্পত্তি আইন কার্যকর হওয়ার পূর্বেই আপীলকারী বা তাহার পূর্বাধিকারী ভারত গমন করিয়াছিলেন (আবুল খায়ের মিঞা বনাম বাংলাদেশ-৩২ ডি, এল, আর, (আঃ বিঃ) ২৯)।

৩৭। ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশে কবালা সম্পাদিত ও রেজিষ্ট্রী হইয়াছে- যেহেতু ১৯৭৫ সালে কোন ভারতীয় নাগরিক বাংলাদেশে কোন সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারিতেন না সেইহেতু আইনের অনুমান হইবে যে, সম্পাদনকারী বাংলাদেশের নাগরিক (সুলতানউদ্দিন চৌধুরী বনাম বাংলাদেশ সরকার-৩২ ডি, এল, আর, ২৫২)।

৩৮। ১৯৭৮ সালে সৃষ্ট শত্রু সম্পত্তির কেসের ভিত্তিতে কোন সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি হিসাবে গণ্য করা আইনে বৈধ নয় (নিত্যগোপাল রাধ বর্মন বনাম পরান গোপাল বন্দী ও অন্যান্য–৩২ ডি, এল, আর, ১২)।

৩৯। শত্রু সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক আইনের সমর্থন ব্যতিরেকে কোন সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি গণ্য করিয়া অন্যের বরাবর উহার ইজারা প্রদান করিলে এইরূপ কার্য অবৈধ ও অননুমোদিত বটে (হিরালাল আগরওয়াল্লা বনাম ডেপুটি কমিশনার–৩১ ডি, এল, আর, ৩৫৯)।

৪০। পূর্ব পাকিস্তান শত্রু সম্পত্তি (ভূমি ও বাড়িঘর) প্রশাসন ও বিলিবন্দোবস্ত আদেশ, ১৯৬৬।–অনুচ্ছেদ ৫ঃ

এজমালি জমিতে যে শরীক একচেটিয়া দখলে আছেন–তাহার দখল অবৈধ নয় (শত্রু সম্পত্তি আইনের অর্থে) এবং সেই কারণে এজমালি সম্পত্তি বন্টনের জন্য বাটোয়ারার মামলা আনায়ন ব্যতিরেকে তাহাকে ঐ সম্পত্তি হইতে উচ্ছেদ করা যাইবে না (বিনয়ভূষন বনাম মহকামা প্রশাসক, বাক্সনবাড়িয়া, ৩০ডি,এল আর (সুপ্রিম কোর্ট) ১৪২)।

৪১। একচেটিয়া দখলীয় এজমালি জমির আংশিক প্রকৃত মালিকের এবং আংশিক শত্রু মালিকের। তত্ত্বাবধায়ক ঐ জমি হইতে প্রকৃত মালিককে বেদখল করিতে পারেন না। তত্ত্বাবধায়কের একমাত্র প্রতিকার হইল প্রকৃত মালিকের অংশ হইতে শত্রু অংশ পৃথক করার জন্য বাটোয়ারার মামলা করা (ঐ)।

৪২। মহকুমা প্রশাসক, সহকারী তত্ত্বধায়ক হিসাবে শত্রু মালিকানা অংশের প্রতিনিধিত্ব করিয়া বিভাগ বন্টন ছাড়া শরীককে বেদখল পূর্বক এজমালি সম্পত্তির দখলে যাইতে পারেন না বা তিনি স্বেচ্ছায় শত্রু মলিকানার অংবিশেষ নির্দিষ্ট করিয়া তাহা বন্দোবস্ত দিতে পারেন না। নালিশী জমির মধ্য হইতে ·০৪ একর জমি ৩নং বিবাদীকে বন্দোবস্ত দেওয়া সহ ২নং বিবাদীর সমগ্র কার্যক্রম বেআইনী ও এখতিয়ার বহির্ভূত। অতএব স্বত্ব সাব্যস্ত পূর্বক দখল উদ্ধারের প্রার্থনা ছাড়াও মামলাটি রক্ষনীয় হইবে (প্রমোদ রঞ্জন পাল ও অন্যান্য বনাম বাংলাদেশ সরকার ও অন্যান্য ১৯৮৭ বি, এল ডি ২৫৯)।

৪৩। পূর্ব পাকিস্তান শত্রু সম্পত্তি (ভূমি ও বাড়িঘর) প্রশাসন ও বিলিবন্দোবস্ত আদেশ, ১৯৬৬ অনুচ্ছেদ ৫।

বাদী কোন শত্রু সম্পত্তির অবৈধ দখলদার না হইলে তাহাকে উল্লেখিত আদেশের অনুচ্ছেদ ৫ বলে উচ্ছে করা যাইবে না (খলিলুর রহমান বনাম পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশ ২৯ ডি, এল, আর ২৩৯)।

৪৪। বিধি ১৬১ (খ)– সাধারণ অর্থে ১৬১ (খ) বিধিতে বলা হইয়াছে যে, শত্রু এলাকায় বসবাসকারী ব্যক্তিই শত্রু। শত্রু এলাকা সেই দেশ যাহা পাকিস্তানের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে বা সামরিক সংঘাতে লিপ্ত আছে। ১৯৬৫ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে ভারতের সহিত আবিস্কক যুদ্ধ শুরুর প্রেক্ষিতে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয় এবং এই জরুরী অবস্থা ১৯৬৯ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে এবং তখন উহা একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে প্রত্যাহার করা হয়। ১৯৬৬ সালের মে মাসে যখন আপীলকারীদের সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি বলিয়া ঘোষণা করা হয় তখন জরুরী অবস্থা অব্যাহত বলবৎ ছিল এবং তজজন্য যুদ্ধ বিরাজমান অবস্থা বিদ্যমান ছিল। সংশ্লিষ্ট সময়ে আপীলকারীদ্বয় একাধিক্রমে ৬ বৎসরের অধিকাল ভারতে বসবাস করিতেছিল। কজেই তাহারা বিদেশী শত্রু (গুরুদাস সাহা বনাম অতিরিক্ত তত্ত্বাবধায়ক, শত্রু সম্পত্তি; ২৮ডি, এল, আর, (আঃ বিঃ) ১৩৩)।

৪৫। শত্রু রাষ্ট্রের যে কোন নাগরিক ১৬১ বিধির আওতায় একজন শত্রু (ঐ)।

৪৬। "শত্রু রাষ্ট্রের একজন নাগরিক" বলিতে যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় শত্রু রাষ্ট্র বসবাস করিতেছে তাহাকে বুঝায়। শত্রু রাষ্ট্রে স্বেচ্ছায় বসবাস করিলে সে শত্রু বা বিদেশী শত্রু হিসাবে গণ্য হইবে (ঐ)।

৪৭। নাগরিক স্থায়ী এবং অস্থায়ী হইতে পারে। তবে যুদ্ধ বিরাজমান অবস্থা হইলে নাগরিক বলিতে কখনও স্থায়ী নাগরিক বুঝাইবে না (ঐ)।

৪৮। ১৯৬৫ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে জরুরী অবস্থা ঘোষণার পূর্ব হইতে আপীলকারীরা ভারতে বসবাস করিতেছিল এবং ১৯৬৭ সালে রীট দাখিলের সময় পর্যন্ত তাহারা একাধিক্রমে সেই দেশে বসবাস করিতেছিল। আপীলকারীদের নিজস্ব বক্তব্য হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে তাহারা যুদ্ধ বিরাজমান অবস্থার সময় স্বেচ্ছায় ভারতে বসবাস করিতেছিল। শত্রু রাষ্ট্রে স্বেচ্ছায় বসবাস করায় আপীলকারীরা বিদেশী শত্রু এবং সে কারণে তাহারা পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টে রীট দাখিল করিতে অধিকারী নহেন (ঐ)।

৪৯। ভিসা প্রদান করিয়া ভারত সরকার আপীলকারীদের সেই দেশে (ভারত) অবস্থানের অনুমতি দিয়াছেন, পাকিস্তান নহে। সংশ্লিষ্ট সময়ে ভারত সরকার শত্রু সরকার ছিলেন। ভিসার জন্য ভারত সরকারের নিকট আবেদন ও উহা গ্রহণ করিয়া আপীলকারীরা শত্রু সরকারের সহিত সহযোগিতা করিয়াছিলেন এবং শত্রু রাষ্ট্রে বসবাসের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সুতরাং শত্রু হওয়ার অপকারীতা হইতে রেহাই পাইবার জন্য আপীলকারীরা দেওয়ানী কার্যবিধির ৮৩ ধারার ব্যাখ্যার আশ্রয় পাইবেননা। (ঐ)।

৫০। ১৬১ বিধির সংজ্ঞানুযায়ী যদি কোন ব্যক্তি শত্রু রাষ্ট্রে বসবাস করেন তাহা হইলে তিনি শত্রু এবং তাহার সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি কর্তৃপক্ষের উপর বর্তাইবে। ১৬৯ বিধিতে শত্রু নাগরিক বলিতে সেই ব্যক্তিকে বুঝানো হইয়াছে যিনি শত্রু রাষ্ট্রে চিরস্থায়ী ভাবে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। এই বিধি আরও ব্যক্ত করে যে কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কোন শত্রু নাগরিকের অংশ থাকিলে ঐ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান শত্রু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বলিয়া গণ্য হইবে এবং উহার মালিকানা শত্রু সম্পত্তি হিসাবে শত্রু সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়কের উপর বর্তাইবে (ভাইস চেয়ারম্যান, পূর্ব পাক শত্রু সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা বোর্ড বনাম গোলাম ননী ২৫৬ ডি, এল, আর, (আঃ বিঃ) ১৫)।

৫১। পূর্ব পাক শত্রু সম্পত্তি (ভূমি ও বাড়িঘর) পশাসন বিলিবন্দোবস্ত, আদেশ ১৯৬৬।

অনুচ্ছেদ ৫ (১) (ক) (খ)– একটি শত্রু সম্পত্তি কোন ব্যক্তির অবৈধ দখলে আছে মর্মে ঘোষণা দেওয়ার পূর্বে তাহাকে অবশ্যই এই মর্মে নোটিশ দিতে হইবে যে তিনি বিরোধীয় সম্পত্তির অবৈধ দখলে আছেন এবং তাহাকে কেন উচ্ছেদ করা হইবে না তাহার কারণ দর্শাইবার সুযোগ দিতে হইবে। যদি ঐ ব্যক্তি হাজির হন তবে তাহার শুনানী গ্রহণ করিয়া উচ্ছেদের আদেশ দিতে হইবে। এইরূপ নোটিশ ব্যাতিরেকে তাহার বিরুদ্ধে জারীকৃত আদেশ বৈধ নহে (নরেশচন্দ্র নন্দী বনাম ডেপুটি কমিশনার, ঢাকা ২৮ ডি, এল, আর ৪৩৭)।

৫২। বাংলাদেশ সম্পত্তি ও পরিসম্পৎ অর্পণের আদেশ (১৯৭২ সালের ২৯নং আদেশ)।

অনুচ্ছেদ ২ (১)

পাকিস্তান সরকারের আমলে যে সকল সম্পত্তি ঐ সরকারের উপর বর্তাইয়াছিল তাহার সমুদয় ২৬-৩-৭১ ইং তারিখ হইতে বাংলাদেশ সরকারের উপর অর্পিত হইয়াছে বাংলাদেশ শত্রু সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা বোর্ড বনাম আব্দুল মজিদ ২৭ ডি, এল, আর, (আঃ বিঃ) ৫২)।

৫৩। রাষ্ট্রপতির ১৯৭২ সালের ২৯ নং আদেশ–অনুচ্ছেদ ২ (১)–

যে অংশীদারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান শত্রু সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়কের উপর অর্পিত হইয়াছিল তাহা ২৬-৩-৭১ ইং তারিখ হইতে বাংলাদেশ সরকারের উপর বর্তাইয়াছে এবং সেই কারণে ঐরূপ অংশীদারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত মামলায় বাংলাদেশ সরকার আবশ্যকীয় পক্ষ (ঐ)।

৫৪। ১৯৬৯ সালের ১নং অধ্যাদেশ–

১৯-২-৬৯ ইং তারিখ হইতে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা অধ্যাদেশের কার্যকারিতা বন্ধ হইয়া যাওয়া স্বত্বেও পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালা চালু থাকিবে মর্মে ১৯৬৯ সালের ১নং অধ্যাদেশের ২ ধারায় বিধান রাখা হয় (ঐ)।

৫৫। ১৯৬৯ সালের ১নং অধ্যাদেশ–

পাকিস্তান প্রতিরক্ষা অধ্যাদেশের কার্যকারিতা সমাপ্ত হইলেও ১৯৬৯ সালের ১নং অধ্যাদেশের ২ ধারা সহ উহার তফসিলের অধীন সম্পত্তি হিসাবে গণ্য করার জন্য সম্পত্তি অর্পণের আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা বিদ্যমান ছিল (ঐ)।

৫৬। পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালার ১৮২, ১৬১ ও ১৬৯ বিধি।– তত্ত্বাবধায়কের উপর শত্রু সম্পত্তি অর্পণের ক্ষমতা এমনকি ১৬-২-৬৯ তারিখের পরেও অক্ষুন্ন ছিল। ১৯৬৯ সালের ১নং অধ্যাদেশের ২ ধারার "অধীনে শত্রু" "শত্রু নাগরিক" "শত্রু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান" ও "শত্রু সম্পত্তি" প্রভৃতি শব্দগুলির অর্থ অপরিবর্তিত থাকে (ঐ)।

৫৭। যুদ্ধ বিরাজমান অবস্থার অবসানের পূর্বে বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের কোন পরিচালক ভারতে যাইয়া বসতি স্থাপন করিলে বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানটি শত্রু বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়কের উপর অর্পনের আদেশ অবৈধ হইবে না (ঐ)।

৫৮। জীবনান্দ ভট্টাচার্য, রামলাল ভট্টাচার্য এবং কমলাসেন গুপ্ত তিন ব্যক্তির মধ্যে কেহ শত্রু কিনা, তাহাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান শত্রু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কিনা এবং ঐ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি ও পরিসম্পৎ শত্রু সম্পত্তি কিনা তাহা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে অর্পনের আদেশের তারিখে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ বিরাজমান অবস্থা বিদ্যমান ছিল কিনা এবং ১৬১ বিধিতে "শত্রু" ১৬৯ বিধিতে "শত্রু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান" এবং "শত্রু সম্পত্তি" শব্দগুলির যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে তাহার উপর নির্ভরশীল। ঐ।

৫৯ শত্রু সম্পত্তি (তত্ত্বাবধান এবং নিবন্ধীকরণ) আদেশ ১৯৬৫ অনুচ্ছেদ ৫-তত্ত্বাবধায়কের উপর অর্পিত সকল শত্রু সম্পত্তি দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী জারীর মাধ্যমে আটক, ক্রোক বা বিক্রয় হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে (এন, বি, পি, বনাম কুষ্টিয়া সুগারকেন মিলস লিঃ২৯ ডি, এল, আর, ৩২)।

৬০ পূর্ব পাকিস্তান শত্রু সম্পত্তি (ভূমি ও বাড়িঘর) প্রশাসন ও বিলিবন্দোবস্ত আদেশ-অনুচ্ছেদ ৫ঃ

কোন অর্পিত সম্পত্তি কাহারও বেআইনী দখলে থাকিলে তত্ত্বাবধায়ক সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসককে উক্ত সম্পত্তির দখল উদ্ধার করিয়া তত্ত্বাবধায়কের দখল স্থাপনের নির্দেশ দিতে পারেন। জেলা প্রশাসক উক্ত নির্দেশ প্রাপ্তির পর শত্রু সম্পত্তির ঐ বেআইনী দখলদারকে কেন উচ্ছেদ করা হইবে না তাহার কারণ দর্শাইবার জন্য নোটিশ প্রদান করিবেন এবং শুনানীর সুযোগ দিবার পর ঐ সম্পত্তির দখল গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবেন (নরেশ চন্দ্র বনাম জেলা প্রশাসক, ঢাকা-২৮ ডি,এল, আর ৪৩৭)।

৬১ শত্রু সম্পত্তি হইতে কেন উচ্ছেদ করা হইবেনা এই মর্মে দরখাস্তকারীকে কোন নোটিশ প্রদান না করিয়া ২নং প্রতিবাদী (সহকারী তত্ত্বাবধায়ক) ঐ সম্পত্তির দখল গ্রহণ করিতে পারিবেন না। অবৈধ দখলদারের দখল হইতে সম্পত্তির দখল গ্রহণ করার পূর্বে অত্রাদেশের ৫ অনুচ্ছেদের অধীন নোটিশ প্রদান করা বাধ্যতামূলক (ঐ)।

৬২ ইহা স্বীকৃত যে দরখাস্তকারী নালিশী ভূমির দখলে আছেন। নালিশী ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়ার পূর্বে ২নং প্রতিবাদীকে (সহকারী তত্ত্বাবধায়ক) অবশ্যই ঐ সম্পত্তির দখল গ্রহণ করিতে হইবে। দরখাস্তকারীর নিকট হইতে দখল গ্রহণ না করিলে ঐ সম্পত্তি অন্য কাহারও নিকট বন্দোবস্ত দেওয়ার ক্ষমতা ২নং প্রতিবাদীর নাই (ঐ)।

৬৩ কোন ব্যক্তির সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি হিসাবে তত্ত্বাবধায়কের উপর অর্পিত হইলে তাহার বিবাহিতা কণ্যাকে যিনি ঘরজামাই এর স্ত্রী হিসাবে পিতার সম্পত্তি ভোগ দখল করিতেছেন ঐ সম্পত্তি হইতে উচ্ছেদ করা যাইবে না। কারণ তিনি ঐ সম্পত্তিতে বৈধ দখলদার শ্রীমতি তৃপ্তী লতা বনাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ-৩১ ডি, এল, আর ১৮৬)।

৬৪ শত্রু সম্পত্তি (ভূমি ও বাড়ি ঘর) প্রশাসন ও বিলিবন্দোবস্ত আদেশ, ১৯৬৬ এর ৪ অনচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, একই সময়ে এক বৎসরের বেশি সময়ের জন্য কোন শত্রু সম্পত্তি ইজারা দেওয়া যাইবে না এবং ইজারা গ্রহীতা উক্ত সম্পত্তিতে কোন দখল স্বত্ব অর্জন করিবেনা এবং ইজারার মেয়াদ শেষ হইলে তাহাকে বিনা নোটিশে উক্ত সম্পত্তি হইতে উচ্ছেদ করা যাইবে (সাইফুদ্দিন আহম্মদ সিদ্দিকী বনাম উপ তত্ত্বাবধায়ক, শত্রু সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা বোর্ড, ৩১ ডি, এল, আর ১০৭)।

৬৫ শত্রু সম্পত্তি আইন কার্যকর হওয়ার পূর্ব হইতে আপীলকারী নালিশী সম্পূর্ণ সম্পত্তিতে একচেটিয়া দখলদার আছেন। এই আইন প্রবর্তনের পূর্ব আপীলকারীর দুই কাকা ভূপেন্দ্র ও রুহিনীর অংশ বিভাগ বন্টনের কোন সাক্ষ্য বা প্রমাণ নাই। আপীলকারী তাহার পিতার মত একচেটিয়াভাবে নালিশী সম্পত্তি দখল করিতেছেন। ইহা সত্য যে আপীলকারীর স্বত্বের দাবি সম্পর্কে প্রতিবাদিরা বিতর্কের সৃষ্টি করিয়াছেন। এমনকি আপীলকারীর স্বত্বের দাবি যদি গৃহীত নাও হয় এবং সম্পত্তিটি যদি ১৯৬৫ সাল হইতে শত্রু সম্পত্তিও হয় তথাপি আপীলকারীর অবিসংবাদিত দখলের প্রেক্ষিতে শত্রু সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক বাটোয়ারা ব্যতীত নালিশী সম্পত্তির দখল গ্রহণ করিতে পারিবেনন কাজেই নালিশী সম্পত্তি ১-২নং প্রতিবাদীর অনুকূলে ইজারা দেওয়ার তর্কিত আদেশ বেআইনী (নৃপেন্দ্র নাত ধর বনাম উপ তত্ত্বাবধায়ক, শত্রু সম্পত্তি (ভূমি ও বাড়িঘর) ঢাকা বি, সি, আর, ১৯৮১ (আঃ বিঃ) ১০৯)।

৬৬। দরখাস্তকারী ১৭-৭-৬৩ তারিখে রেজিষ্ট্রীকৃত বায়নাপত্রের ভিত্তিতে নালিশী সম্পত্তিতে দখলকার আছেন। সম্পত্তির মালিক পরবর্তীকালে ভারতে চলিয়া যান এবং ১১-২-৬৪ তারিখে ১৯৬৪ সালের ১নং অধ্যাদেশ (পূর্ব পাকিস্তান বিতাড়িত ব্যক্তি (পূণর্বাসন) অধ্যাদেশ, ১৯৬৪ জারী হওয়ার কারণে দরখাস্তকারী দলিল রেজিষ্ট্রী করাইতে পারেন নাই। ১৯৬৯ সালে উক্ত অধ্যাদেশ আপনা হইতেই বাতিল হইয়া যায় এবং দরখাস্তকারী চুক্তি প্রবলের মামলা দাখিল করিয়া ২৪-১১-৭০ তারিখে ডিক্রী পান এবং ২৪-৭-৭১ তারিখে ডিক্রী জারীর মাধ্যমে রেজিষ্টীকৃত কবলা পান। ১৬-১১-৭০ তারিখে ২নং প্রতিবাদী নালিশী জমি শত্রু সম্পত্তি ঘোষণা করিয়া দরখাস্তকারীর ভাড়াটিয়াকে উহার দখল সহকারী তত্ত্বাবধায়কের নিকট সমর্পণের জন্য নোটিশ জারী করেন। পরবর্তীকালে ২নং প্রতিবাদী নালিশী সম্পত্তি বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট ইজারা প্রদান করিয়াছেন।

২নং প্রতিবাদী কর্তৃক ১৬-১১-৭০ তারিখে শত্রু সম্পত্তি ঘোষণা ও নালিশী সম্পত্তি ইজারা প্রদানসহ তাহার যাবতীয় কার্য বৈধ কতৃত্ব বিহীন এবং অবৈধ (আবুল হোসেন সর্দার বনাম বাংলাদেশ সরকার ও অন্যান্য, বি, সি, আর (১৯৮১) ৪০১)।

৬৭। পূর্ব পাকিস্তান শত্রু সম্পত্তি (ভূমিও বাড়ি ঘর) প্রশাসন ও বিলিবন্দোবস্ত আদেশ, ১৯৬৬, অনুচ্ছেদ-৫ঃ

কোন ব্যক্তি বৈধ চুক্তির ভিত্তিতে সম্পত্তিতে দখলদার থাকিলে যত সময় তাহার দখল অবৈধ না হইবে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইবে না (মেসার্স এম এম ইস্পাহানী লিঃ বনাম শত্রু সম্পত্তির উপ-তত্ত্বাবধায়ক ২০ ডি, এল, আর ঢাকা ৪৯৩; বি, সি, আর, (১৯৮১) ৪০১)।

৬৮। তত্ত্বাবধায়কের উপর শত্রু সম্পত্তি অর্পণের ফলে প্রকৃত মালিকের স্বত্ব বা অধিকার ক্ষুন্ন হয় না এবং কোন ব্যক্তি যদি কোন অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিপূর্ণ দলিল বলে কোন শত্রু সম্পত্তির দখলে থাকে তবে তাহাকে অনধিকার প্রবেশিকারী গন্য করা যাইবে না এবং তত্ত্বাবধায়ক তাহাকে ঐ সম্পত্তি হইতে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না (আনন্দ মোহন কুণ্ডু বনাম পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশ, ২০ ডি, এল, আর (ঢাকা) ৯৭৬; বি, সি, আর (১৯৮১) ৪০১)।

সপ্তম অধ্যায়

অর্পিত সম্পত্তি প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও বিলিবন্দোবস্ত সম্পর্কিত পরিপত্রাবলী।

স্মারক নং ৫৫ (১৭-৯-২২/৬৫ ই, পি,) তারিখ ১৪-৩-৬৬

প্রাপকঃ জেলা প্রশাসক ও সহকারী তত্ত্বাবধায়ক, শত্রু সম্পত্তি।

বিষয়: শত্রু সম্পত্তির দখল গ্রহণ এবং ইহার ব্যবস্থাপনা।

বোর্ডের ২১-১২-৬৫ ইং তারিখের ৪০ (১৬) ২৩-নং স্মারক অনুসরণে নিম্ন স্বাক্ষরকারী অনুরোধ জানাইতেছেন যে, পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধির ১৬১ বিধিতে বর্ণিত শত্রুর দখলীয় মালিকী সম্পত্তি বা তাহার পক্ষে অন্য কাহারো ব্যবস্থাপনার রক্ষিত সম্পত্তি প্রয়োজনীয় তদন্তের পর ইতিপূর্বে দখল গ্রহণ না করা হইয়া থাকিলে অবিলম্বে দখলের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। এইরূপ দখল গ্রহণকৃত সম্পত্তির একটি তালিকা সংরক্ষণ ও রেফারেন্সের জন্য অত্র অফিসে প্রেরণ করিতে হইবে।

২। সম্পত্তি দখল গ্রহণের পর মৌজা ওয়ারী ১নং রেজিষ্টার সংযুক্ত ছকে ইহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৩। শত্রু সম্পত্তি কাহারও বেআইনী দখলে থাকিলে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক এনিমি প্রপারটি (ল্যাণ্ড এ্যাণ্ড বিল্ডিং) এডমিনিষ্ট্রেশন এণ্ড ডিসপোজাল অর্ডার, ১৯৬৬ এর ৫ অনুচ্ছেদ মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন। ঐ অনুচ্ছেদে প্রেরিত নোটিশ জারীর জন্য একটি ছক এতদসংগে সংযুক্ত করা হইলে।

৪। শত্রু সম্পত্তি দখল নেওয়ার পর স্থানীয় আদায়কারী কর্মচারীরগণ উপযুক্ত প্রার্থীর নিকট একসনা ইজারার প্রস্তাব দাখিল করিবেন শত্রু জমি এবং ঘর বাড়ি অস্থায়ী ইজারা দেওয়ার ব্যাপারে ভারত হইতে আগত বাস্তত্যাগীগণকে অগ্রাধিকার দিতে হইবে। সহকারী তত্ত্বাবধায়ক এককালীন অনধিক এক বৎসরের জন্য শত্রু সম্পত্তি ইজারা বা ভাড়া দিতে পারিবেন এবং তিনি সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে হস্তান্তর বা অন্য কোন প্রকার বিলিবন্দোবস্ত করিতে পারিবেন না। গ্রামঞ্চলে বিভিন্ন শ্রেণীর কৃষি জমি নিম্নোক্ত হারে ইজারা প্রদান করা যাইবেঃ

(ক) পাটের জমি- একর প্রতি বাৎসরিক ৬০ টাকা হইতে ২০০ টাকা হারে।

(খ) ধানী জমি-একর প্রতি বাৎসরিক ৩০ টাকা হইতে ৬০ টাকা।

(গ) বাস্তভিটা বাগান পুকুরসহ ভিটা ইত্যাদি-

কৃষি জমি ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে রাজস্ব বিভাগের ১৯-১০৬৩ ইং তারিখের আই সি/ ১৯/৫৯৬/৩ আর, এল স্মারক মোতাবেক অগ্রাধিকারের নীতি অনুরসরণ করিতে হইবে।

ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে ইহা নিশ্চিত করিতে হইবে যে, ইজারা প্রদত্ত জমি এবং ইতিপূর্বে ইজারা গ্রহীতার বা তাহার পরিবারের দখলীয় মোট জমির পরিমাণ যেন কোন অবস্থাতেই চর এলাকায় আট একর এবং অন্যান্য এলাকায় পাঁচ একর এর বেশি না হয়

ভারত হইতে প্রত্যাগত বাস্তত্যাগী ব্যতীত অন্যান্য ইজারা গ্রহীতার বেলায় বাৎসরিক ইজারার টাকা ইজারা প্রদানের সময় সংবৎসরের জন্য একসংগে অগ্রীম আদায় করিতে হইবে। ভারত হইতে প্রত্যাগত বাস্তত্যাগীদের ক্ষেত্রে ইজারা টাকা অগ্রীম পরিশোধের ক্ষমতা না থাকিলে ফসল অব্যবহিত পরেই আদায় করিতে হইবে। শহরাঞ্চলের অকৃষি জমির ক্ষেত্রে ১৯৫৮ সনের জি কাটার ই ম্যানুয়েলের বর্ণিত মেয়াদি ইজারার নিয়মাবলী যথাসম্ভব অনুসরণ করিতে হইবে এবং এরূপ প্রতিটি ক্ষেত্রে উপ-তত্ত্বাবধায়ক এর পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

৫। ফলের বাগান ও মৎস্য চাষোপযোগী দিঘী পুকুর প্রকাশ্য নিলামে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ ডাককারীর নিকট একসনা ইজারা দিতে হইবে নিলাম কার্যসূচী এমনভাবে প্রণয়ন করিতে হইবে যাহাতে নিলামের জন্য নির্ধারিত তারিখের অন্ততঃ ১৫ দিন পূর্বে ইহা স্থানীয়ভাবে প্রাকাশের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং ইহার প্রকাশ প্রচার নিশ্চিত করিতে হইবে। নিলাম ডাক বন্ধ হওয়ার সংগে সংগে নিলাম স্থানে সর্বোচ্চ ডাককারীর নিকট হইতে নিলামের টাকা আদায় করিতে হইবে।

৬। গ্রাম ও শহর এলাকায় অবস্থিত বাসাবাড়ী যুক্তি সংগত এবং উপযুক্ত ভাড়ার হার নির্ধারণ করিয়া ইজারা দিতে হইবে

এবং মাসিক কিস্তিতে এই ভাড়ার টাকা অগ্রীম আদায় করিতে হইবে। শহর অঞ্চলে বাসাবাড়ীর মাসিক ভাড়া পৌরসভার মূল্যায়ন এবং ঐ এলাকায় একই শ্রেণীর বাড়ীর জন্য প্রচলিত হারে নির্ধারণ করিতে হইবে। এইরূপ হারের বিবরণ পাওয়া না গেলে প্রেমিসেস রেন্ট কন্ট্রোল অর্ডিন্যান্স, ১৯৬৩ এবং প্রেমিসেস রেন্ট কন্ট্রোল রুলস ১৯৬৪ বর্ণিত নিয়ম মোতাবেক ভাড়ার হার নির্ধারণ করিতে হইবে গ্রাম অঞ্চলে ঐ এলাকায় অবস্থিত একই ধরনের বাড়ী ঘরের জন্য প্রচলিত ভাড়ার হার এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় বিবেচনা করিয়া ভাড়ার হার নির্ধারণ করিতে হইবে এবং এই ভাড়া অগ্রীম আদায় করিতে হইবে।

৭। প্রত্যেক ইজারা কেসের জন্য একটি পৃথক নম্বরযুক্ত পৃথক নথি সংরক্ষণ করিতে হইবে। ইজারা প্রদান করার পর ইজারার বিবরণ ২ নং রেজিষ্টারে মৌজাওয়ারি লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং ইহার হক এতদ্ সংগে সংযুক্ত করা হইল। অকৃষি জমির বন্দোবস্তের ইজারা দলিল রেজিষ্ট্রি করিতে হইবে। ১৯৫৮ সালের জি, ই, ম্যানুয়েলের ৪র্থ সংযোজনীতে অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্তের জন্য নির্ধারিত হক প্রয়োজনীয় সংশোধনীসহ ব্যবহার করা যাইবে। আবাসিক বা অন্যান্য ইমারতের ক্যাপিটাল কষ্ট (বাজার মূল্য) সহকারী তত্বাবধায়ক নির্ধারণ করিবেন।

৮। আইনে বর্ণিত শত্রু এবং পাকিস্তানী নাগরিক যদি কোন সম্পত্তির যৌথভাবে মালিক থাকেন তবে শত্রুর অংশ সঠিকভাবে চিহ্নিত করিতে হইবে এবং উহার দখল গ্রহণ করিতে হইবে। ভারতীয় মুসলমান এবং পাকিস্তানী নাগরিক যৌথভাবে কোন সম্পত্তির বেশিরভাগের মালিক হইলে তাহা শত্রু সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করা যাইবে না। ভারতীয় মুসলমান এবং পাকিস্তানী নাগরিকের যৌথ মালিকানা সংখ্যালঘিষ্ঠ থাকিলে, সংখ্যা গরিষ্ঠ অংশ শত্রু সম্পত্তি বলিয় গণ্য হইবে; কিন্তু ভারতীয় মুসলমানদের অংশ শত্রু সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করা যাইবে না। এবং ইহাকে পাকিস্তানী নাগরিকদের অংশের মত গণ্য করিতে হইবে।

৯। ইজারা প্রদানযোগ্য সম্পত্তি ইজারা গ্রহীতার নিকট দখল দেওয়ার পূর্বে ঐ সম্পত্তির উপর অবস্থিত ঘরবাড়ী বা মূল্যবান বৃক্ষের একটি তালিকা নির্ধারিত ছকে ২ কপি করিয়া প্রণয়ন করিতে হইবে এবং ইহা ইজারা গ্রহীতা ও সহকারী তত্বাবধায়কের প্রতিনিধি উভয়ে স্বাক্ষর করিবেন

এই তালিকার এক কপি সহকারী তত্বাবধায়কের অফিসে সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং অন্য কপি ইজারা গ্রহীতাকে প্রদান করিতে হইবে ঘরবাড়ী বৃক্ষের এই তালিকা ৫নং রেজিষ্টারে সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং অন্য কপি ইজারা গ্রহীতাকে প্রদান করিতে হইবে। ঘরবাড়ী বৃক্ষের এই তালিকা ৫নং রেজিষ্টারে সংরক্ষণ করিতে হইবে যাহার একটি হক এতদসংগে সংযুক্ত করা হইল। ফলের বাগানের ক্ষেত্রে বৃক্ষের সংখ্যা এবং অবস্থা যত্নের সংগে তালিকায় লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং বৃক্ষের ডালপালা যাহাতে ব্যক্তিগত ব্যবহার বা বিক্রির জন্য কর্তিত না হয় তাহার জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

১০। প্রত্যেকটি শত্রু বা শত্রু গোষ্ঠীর সম্পত্তির হিসাবে সহকারী তত্বাবধায়ক ২নং রেজিষ্টারে সংরক্ষণ করিবেন এবং ইহাতে সকল প্রকার আয় ব্যয় লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

১১। সরকার বা স্থানীয় সংস্থার প্রাপ্য শত্রু সম্পত্তি সংক্রান্ত খাজনা এবং করের পরিমাণ জানিয়া নিতে হইবে এবং মেয়াদের মধ্যে নিয়মিত ইহা পরিশোধের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। এই সংক্রান্ত হিসাব সংযুক্ত ছকে ৩নং রেজিষ্টারে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

১২। ৩৭৬নং ফরমে ৬নং রেজিষ্টারে প্রত্যেক সহকারী তত্বাবধায়ক এর অফিসে ক্যাশ বহি সংরক্ষণ করিতে হইবে. ইহাতে যাবতীয় আয় ব্যয় লিপিবদ্ধ করিতে হইবে

১৩। আর, ও আর,- এর মন্তব্য কলামে উপ-তত্বাবধায়কের উপর ন্যস্ত সকল সম্পত্তির বিবরণ লাল কালিতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে যাহাতে বাকী খাজনার দায়ে কোন সার্টিফিকেট জারী না হয়।

১৪। ১৯৫৭ সালে পাকিস্তান বাস্তত্যাগী সম্পত্তি প্রশাসন আইন বলে অধিগৃহীত সম্পত্তি প্রতিরক্ষা বিধির ১৬৯ (৪) নং বিধির সংগায় শত্রু সম্পত্তি নহে। এরূপ সম্পত্তি পূর্ব পাকিস্তানে নাই। যে সমস্ত বাস্তত্যাগী ইষ্ট বেঙ্গল ইভাকুয়ী (এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন অব ইমমোভেবল প্রপার্টি) এ্যাক্ট ১৯৫১ মোতাবেক শত্রু সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইবে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার খাতিরে সহকারী তত্বাবধায়ক এরূপ সম্পত্তি দখল গ্রহণ করিবেন।

১৫। শত্রুর মালিকানাধীন যে সকল সম্পত্তি জরুরী হুকম দখল আইন মোতাবেক সরকার কর্তৃক হুকুম দখল করা হইয়াছে সেইগুলি শত্রু সম্পত্তি এবং সহকারী তত্বাবধায়ক ইহার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন.

১৬। শত্রুর মালিকানাধীন দেবোত্তর সম্পত্তির বেলায়, সহকারী তত্ত্বাবধায়ক ইহার দখল গ্রহণ করিবেন, কিন্তু এই সম্পত্তির আয় হইতে যাহাতে ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা দান দক্ষিনার কার্যাদি নিয়মিতভাবে পরিচালিত হয় তাহার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। এইরূপ সম্পত্তির সেবায়েতগণকে সহকারী তত্ত্বাবধায়কের নিকট নিয়মিতভাবে আয় ব্যায়ের হিসাব দাখিল করার জন্যে নির্দেশ জারী করিতে হইবে।

১৭। ইজারার অগ্রগতি বা শত্রু সম্পত্তি বিলি বন্টন সংক্রান্ত একটি বিবরণী সংযুক্ত হকে মাসের ৫ তারিখের মধ্যে সহকারী তত্ত্বাবধায়কগণ নিয়মিভাবে দাখিল করিবেন।

স্বাক্ষরঃ টি হোসেন
উপ-তত্ত্বাবধায়ক, শত্রু সম্পত্তি এবং
পরিচালক, জমি রেকর্ড ও জরিপ
পূর্ব পাকিস্তান তেজগাঁও, ঢাকা।

পূর্ব পাকিস্তান সরকার
উপ-তত্ত্বাবধায়কের কার্যালয়, শত্রু সম্পত্তি
(ভূমি ও বাড়িঘর)
ই, পি, সেক্রেটারীয়েট বিল্ডিং ঢাকা।

স্মারক নং ১৪৭৩।১৬।১৩-৮৮৪/৬৭ই, পি, তারিক৫-৬-৬৮ইং।

প্রাপকঃ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) যুগ্ম জেলা প্রশাসক এবং সহকারী তত্ত্বাবধায়ক শত্রু সম্পত্তি (ভূমি ও বাড়িঘর)

বিষয়ঃ শত্রু সম্পত্তি (ভূমি ও বাড়িঘর) সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে নির্দেশনা।

শত্রু সম্পত্তি হিসাবে ঘরবাড়ি ও ইমারত দখল নেওয়ার বিষয়ে যে সকল বাড়িঘর বাসপোযোগী করার জন্য মেরামতের প্রয়োজন সেই সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নেওয়া হইবে, তাহা সরকার বিবেচনা করিয়াছেন। কিন্তু বাড়ি ঘর জরাজীর্ণ অবস্থায় থাকিতে পারে এবং নিয়মিত ক্ষয়ক্ষতির জন্য মেরামতের প্রয়োজন হইতে পারে। এধরনের অবস্থা মোকাবেলা করার জন্য সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, সহকারী তত্ত্বাবধায়ক বাস্তত্যাগী সম্পত্তির মেরামতের নিয়মানুযায়ী শত্রু সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত আয়ের শতকরা ১৬% ভাগ মেরামতের জন্য ব্যয় করিতে পারিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সহকারী তত্ত্বাবধায়ক প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে মেরামতের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নিশ্চিত হইবেন এবং মেরামতের আনুমানিক ব্যয় উপ-তত্ত্বাবধায়কের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিবেন। এই অনুমতি গ্রহণ করিবার সময় সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি দখল নেওয়ার তারিখ, পর্যন্ত আদায়কৃত ভাড়ার পরিমাণ এবং মেরামতের প্রাক্কলন ব্যয় ইত্যাদি তথ্য উপতত্ত্বাবধায়কের নিকট প্রেরণ করিবেন।

জরাজীর্ণ বাড়ির ক্ষেত্রে সহকারী তত্ত্বাবধায়ক এইরূপ বাড়িঘর সম্পূর্ণ বিনষ্ট না করিয়া বাসোপযোগী করা সম্ভব কিনা তাহা নির্ধারণ করিবেন এবং মেরামত করা সম্ভব হইলে কত টাকা ব্যয় হইবে তাহা উল্লেখ করিয়া এবং সংশ্লিষ্ট বাড়িঘর হইতে প্রাপ্ত আয়ের পরিমাণ উল্লেখ করিয়া মেরামতের প্রস্তাব প্রেরণ করিবেন। পুনঃ নির্মাণ ব্যতীত যদি কোন জরাজীর্ণ বাড়ি বাসোপযোগী করা সম্ভব না হয়, তবে এইরূপ ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ ভাংগিয়া দিয়া প্রাপ্ত মালমসল্লা নিলামে বিক্রয় করিবেন। বাড়িঘর ভাংগিয়া নেওয়ার সিদ্ধান্ত সরকারের অনুমোদনক্রমে উপ তত্ত্বাবধায়ক গ্রহণ করিবেন।

বাড়িঘর ভাংগিয়া দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট পৌরসভার নিকট কনডেমনেশন সার্টিফিকেট গ্রহণ করিতে হইবে। গ্রাম অঞ্চলে বাড়ি ঘরের ক্ষেত্রে সহকারী তত্ত্বাবধায়ক তাঁহার অধীনস্থ কর্মকর্তাগণের সহায়তায় যথাযথ নিরিক্ষা করিয়া কনডেমনেশন সার্টিফিকেট প্রদান করিবেন

স্বাক্ষরঃ এস, আহমেদ
৫-৬-৬৮
উপ-তত্ত্বাবধায়ক
শত্রু সম্পত্তি (ভূমি ও বাড়ি ঘর)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়

স্মরক নং ৮৯০ (১৮) ই, পি, ৮৯/৭২ তারিক২৮-৮-৭২ইং।

প্রাপকঃ সহকারী তত্ত্বাবধায়ক,
শত্রু সম্পত্তি (ভূমি ও বাড়িঘর)

বিষয়ঃ দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর মাধ্যমে শত্রু সম্পত্তি বেহাত হওয়া প্রসংগে।

ইহা অতিরিক্ত তত্ত্বাবধায়কের নজরে আসিয়াছে যে, যে সকল দেওয়ানী মামলার উপ-তত্ত্বাবধায়ককে বা সহকারী তত্ত্বাবধায়ককে পক্ষভুক্ত করা হইয়াছে এবং আদালত কর্তৃক জারীকৃত নোটিশ যথারীতি সহকারী তত্ত্বাবধায়কগণ গ্রহণ করিয়াছেন সেই সব মামলায়ও সহকারী তত্ত্বাবধায়কগণ কোন প্রকার মামলার তদবির করেন নাই। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের গাফিলতির ফলে এক তরফা শুনানী হইয়া স্বত্বদখলের দাবীদার পক্ষের অনুকূলে একতরফা ডিক্রী হইয়া যাইতেছে। ফলে শত্রু সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়কের স্বার্থ সংরক্ষিত হইতেছে না।

এই বিষয়ে শত্রু সম্পত্তি প্রশাসন ও বিলিবন্দোবস্ত আদেশ, ১৯৬৬-এর ৮ম অনুচ্ছেদের প্রতি তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে। উক্ত অনুচ্ছেদে বিধান রাখা হইয়াছে যে, তত্ত্বাবধায়কের উপর ন্যস্ত সম্পত্তি আদালত কর্তৃক ক্রোকযোগ্য নয় বা সার্টিফিকেট বা অন্য কোন দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী মূলে বিক্রয়যোগ্য নয়। সুতরাং সার্টিফিকেট বা আদালতের ডিক্রী মূলে শত্রু সম্পত্তি বিক্রয় হওয়ার প্রশ্ন উঠে না। অইনগত অবস্থা এই যে, সরকারের পুর্বানুমোদনক্রমে, কেবল মাত্র তত্ত্বাবধায়কই শত্রু সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারেন এবং অন্য কোন কর্তৃপক্ষ ও উপ-তত্ত্বাবধায়কের উপর ন্যস্ত শত্রু সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারেন না। তদপুরি, আদালতের নোটিশ গোপন করিয়া বা অন্যবিধ উপায়ে আদালত হইতে একতরফা ডিক্রী গ্রহণ করা হইতেছে। এই ধরনের বেআইনী কাজ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে, নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইলঃ

(১) যে সকল ক্ষেত্রে উপ-তত্ত্বাবধায়ককে বা সহকারী তত্ত্বাবধায়ককে পক্ষভুক্ত করা হইয়াছে এবং শত্রু সম্পত্তি জড়িত আছে, যে সকর দেওয়ানী মামলায় অবশ্যই প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিতে হইবে এবং প্রয়োজনে আপীল দায়ের করিতে হইবে। যদি শত্রু সম্পত্তি সেলের বা কর্মচারীর গাফিলতিতে দেওয়ানী আদালত একতরফা ডিক্রী প্রদান করেন, তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দায়িত্ব নির্ধারণ করিয়া সরকারী ক্ষয়ক্ষতি উদ্ধারের জন্য তাহার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) উপ-তত্ত্বাবধায়ক বা সহকারী তত্ত্বাবধায়ককে পক্ষভুক্ত না করিয়া যে সকল ক্ষেত্রে দেওয়ানী আদালত হইতে একতরফা ডিক্রী প্রদান করা হইয়াচে, উপ-তত্ত্বধায়ক এইরূপ একতরফা ডিক্রী মানিতে বা প্রয়োগ করিতে বাধ্য নহেন।

স্বাক্ষরঃ এস, এ, হালিম
উপ-তত্ত্বাবধায়ক,
শত্রু সম্পত্তি (ভূমি ও বাড়িঘর)
ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়

মেমো নং ৩২১ (১৮) ই, পি, ২৯১/৭২ তারিখ:২১-৩-৭৩ইং

প্রাপক: সহকারী তত্ত্বাবধায়ক

শত্রু সম্পত্তি (ভূমি ও বাড়িঘর)

বিষয়ঃ শত্রু সম্পত্তির তালিকা হইতে সম্পত্তির অবমুক্তি প্রসংগে।

সূত্র- মহ অফিসের ১৭-১২-৭২ তারিখের ২৯৫৬ (১৮)-১৩-৪৮০/৬৯ই

নিম্নস্বাক্ষরকারী আদিষ্ট হইয়া জানাইতেছেন যে, শত্রু সম্পত্তির তালিকা হইতে সম্পত্তি অবমুক্তির প্রস্তাবসমূহ যথাযথ নিরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় কাগজাদি ব্যতিরেকে সহকারী তত্ত্বাবধায়কগণ হইতে উপ-তত্ত্বাবধায়কের অফিসে প্রেরণ করা হইতেছে। ইহাতে উপ-তত্ত্বাবধায়কের পক্ষে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে অসুবিধা হইতেছে এবং অযথা বিলম্ব ঘটিতেছে। এই সকল অসুবিধা দূরীকরণার্থে উপ-তত্ত্বাবধায়ক এতদ্বারা নির্দেশ প্রদান করিতেছেন যে সহকারী তত্ত্বাবধায়কগণ অবমুক্তির প্রস্তাব সুপারিশসহ প্রেরণ করার সময় নিম্নোক্ত দলিলাদি সংযুক্ত করিয়া পাঠাইবেনঃ

(ক) জমির সম্পূর্ণ বিবরণসহ কেন ইহা শত্রু সম্পত্তি হিসাবে গণ্য করা হইল বা ইজারা দেওয়া হইল তাহার কারণ সম্বলিত একটি পূর্ণাংগ প্রতিবেদন।

(খ) শত্রু সম্পত্তি নয় এই মর্মে দেওয়ানী আদালতের কোন রায় বা ডিক্রী থাকিলে, তাহার সত্যায়িত কপি, আরজীর কপি, সংশ্লিষ্ট পক্ষ হইতে সংগ্রহ করিয়া সংযুক্ত করিতে হইবে। এরূপ একতরফা ডিক্রী থাকিলে কেন সহকারী তত্ত্বাবধায়ক মামলায় যথাযথ পদক্ষেপ নেন নাই এবং কাহার গাফিলতি বা বিচ্যুতিতে একতরফা ডিক্রী হইল তাহার বিবরণ সম্বলিত প্রতিবেদন

(গ) সার্টিফিকেট মামলায় নিলামে সম্পত্তি ক্রয় করা হইয়া থাকিলে সংশ্লিষ্ট আদেশের সত্যায়িত কপি। এই সম্পর্কিত আইনের ব্যাখ্যা শত্রু সম্পত্তি (ভূমি ও বাড়িঘর) প্রশাসন ও বিলিবন্দোবস্ত আদেশ, ১৯৬৬ দ্রষ্টব্য

(ঘ) সংশ্লিষ্ট সি, এস/ আর, এস/ এস, এ, খতিয়ানের সত্যায়িত কপি।

(ঙ) কোন সম্পত্তির অংশ বিশেষ অবমুক্তির প্রস্তাব করা হইলে সম্পত্তির একটি নকশা তৈয়ার করিয়া যে সম্পত্তির অংশ শত্রু সম্পত্তির গণ্য করা হইয়াছে এবং যে অংশ অবমুক্ত করা হইবে তাহা ভিন্ন রং-এ দেখাইতে হইবে।

(চ) অবমুক্তির প্রার্থী সংক্রান্ত জমি খরিদ সূত্রে মালিক হইলে কবলার সত্যায়িত কপি।

(ছ) সরকারী কৌশলী বা শত্রু সম্পত্তি কৌশলীর মতামত।

(জ) সহকারী তত্ত্বাবধায়কের রায় ও সুপারিশ

(ঝ) সংশ্লিষ্ট শত্রু সম্পত্তি কেইসের নথি যাহা ক্রমানুসারে সজ্জিত থাকিবে।

(ইহা দ্বারা পটুয়াখালীর সহকারী তত্ত্বাবধায়কের ২০-৭-৭২ ইং তারিখের ২৯৯ ই, পি, নং মেমো নিষ্পত্তি করা হইল)।

স্বাক্ষর-এস, এ, হালিম
উপ-তত্ত্বাবধায়ক
শত্রু সম্পত্তি (ভূমি ও বাড়িঘর)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়

শাখা-১

মেমো নং-৬ই ১০/৭৩/৭১০ (১৯) সংস্থাপন তারিখঃ ২৯-১১-৭৩ ইং।

প্রাপকঃ জেলা প্রশাসক---

বিষয়ঃ ভারত হইতে বিতাড়িত/বাস্তুহারা মুসলমানদের সহিত দেশত্যাগীদের স্থাবর সম্পত্তি বিনিময় সংক্রান্ত।

নিম্নস্বাক্ষরকারী আদিষ্ট হইয়া জানাইতেছে যে, বাংলাদেশ হইতে দেশত্যাগী হিন্দু এবং ভারত হইতে বিতাড়িত/বাস্তুত্যাগী মুসলমানদের মধ্যে স্থাবর সম্পত্তি বিনিময় কেইসমূহ নিয়মিত করার বিষয়ে অত্র মন্ত্রণালয়ের ১৫-১১-৬৮ তারিখের ১৫৭৮ সাধারণ এবং ২৩-১২-৬৯ তারিখের ১৯৩৬-সাধারণ নম্বর স্মারক দ্বয়ে বিস্তারিত নির্দেশ জারী করা হইয়াছিল। ৬-৯-৬৫ ইং তারিখের পূর্বে সম্পাদিত সকল বিনিময় দলিলাদি নিয়মিতকরণের জন্য বিবেচিত হইবে এবং এই সকল বিনিময় কেইস দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইবে। যথা-(১) ১০-১০-৬৪ ইং তারিখের পূর্বে সম্পদিত বিনিময় কেইসসমূহ যাহা শত্রু সম্পত্তিতে পরিগণিত হইয়াছে এবং (২) ১০-১০-৬৪ হইতে ৫-৯-৬৫ পর্যন্ত সময়ে সম্পদিত বিনিময় কেইসসমূহ যাহা ১৯৬৪ সালের ডিষ্টারর্ভড় পারসন্স (রিহেবিলেটেশন) অধ্যাদেশের ৬৪ ধারা মোতাবেক সরকারের বাজেয়াপ্ত হইয়াছে।

২। উভয় শ্রেণীর বিনিময় ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক নিয়মিতকরণের আবেদন গ্রহণ করিবেন। প্রথম শ্রেণীর বিনিময় ক্ষেত্রে বিনিময় স্বত্ত্ব যথার্থ হইয়াছে বলিয়া জেলা প্রশাসক সন্তুষ্ট হইলে তিনি এই মর্মে একটি প্রত্যায়নপত্র প্রদান করিবেন এবং এই প্রত্যায়ন ভিত্তিতে শত্রু সম্পত্তির সহকারী তত্ত্বাবধায়ক (জমি ও বাড়িঘর) বিনিময় নিয়মিত করিয়া দেশত্যাগীদের পক্ষে বিতাড়িত/বাস্ত্যাগীদের অনুকূলে হস্তান্তর দলিল সম্পাদন করিয়া দিবেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর বিনিময় ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক বিনিময় কার্য যথার্থ ও সত্য বলিয়া সন্তুষ্ট হইলে বিনিময়কৃত সম্পত্তি নিয়মিতভাবে সরকারে বাজেয়াপ্ত করার আদেশ জারী করিবেন এবং বাস্তহারা প্রত্যাগত মুসলমানদের সহিত বন্দোবস্ত প্রদান করিবেন। তবে কোন ক্ষেত্রেই ভূমির খাজনা ব্যতীত অন্য কোন সেলামী/মূল্য আদায় করা যাইবে না। সরকারী নির্দেশে জেলা প্রশাসক প্রদত্ত বিনিময়ের সত্যতা প্রত্যায়নের বিরুদ্ধে আপীল/রিভিশন-এর ব্যবস্থা করার কোন বিধান রাখা নাই। জেলা প্রশাসক প্রদত্ত এরূপ নির্বাহী আদেশের বিরুদ্ধে আপীল/রিবিশন-এর ব্যবস্থা করার কোন ইচ্ছা ও সরকারের নাই।

৩। এতৎসত্ত্বেও দেখা যায় যে, কিছু সংখ্যক বিনিময়কারী জেলা প্রশাসকের বিনিময় সত্যতা সম্পর্কিত প্রত্যায়নের বিরুদ্ধে বিভাগীয় কমিশনার, সাবেক রেভিনিউ বোর্ড, এমনকি মন্ত্রণালয়ের নিকট আপীল/ রিভিশন আবেদন দাখিল করিয়াছে। রেভিনিউ বোর্ড এমনকি ইতিমধ্যে বিলুপ্ত করা হইয়াছে এবং বিভাগীয় কমিশনারের রাজস্ব সংক্রান্ত ক্ষমতা ও এখতিয়ার প্রত্যাহার করা হইয়াছে। এই কারণেই এই জাতীয় আবেদন মন্ত্রণালয়ে পেশ করা হইতেছে।

৪। এই অবস্থা বিশদভাবে নিরীক্ষা করিয়া সরকার নিম্নোক্ত নির্দেশ জারী করিলেনঃ-যদি জেলা প্রশাসক নিজে দেখেন বা তাহার নজরে আনা হয় যে, ইতিপূর্বে প্রদত্ত বিনিময় সত্যতা নিরুপনে বা প্রত্যায়ন প্রদানে কোন ভুলত্রুটি হইয়াছে তবে তিনি নিজে স্বকীয় ক্ষমতা বলে তাহার পূর্বের আদেশ/প্রত্যায়ন পুনর্বিবেচনা করিয়া যথাযোগ্য নূতন আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং এই পরিবর্তিত আদেশের প্রেক্ষিতে সহকারী তত্ত্বাবধায়ক নিয়মিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।

৫। জেলা প্রশাসকের প্রদত্ত আদেশ দ্বারা সম্পাদিত কাহারও স্বার্থ ক্ষুন্ন হইলে বা বিঘ্ন ঘটিলে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি দেওয়ানী আদালতে যথাযথ প্রতিকারের জন্য মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

এই সরকারী আদেশের প্রাপ্তি স্বীকার করার জন্য অনুরোধ করা হইল।

স্বাক্ষরঃ এম, এ, তাহের
সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার বিভাগ।

সার্কুলার নং ১,এ, ১/ ৭৭/১৫৬-আর, এল, তারিখঃ- ২৩শে মে, ১৯৭৭ ইং

অর্পিত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা, প্রশাসন ও বিলিবন্দোবস্ত সংক্রান্ত নির্দেশাবলী।

সরকার এতদ্বারা নির্দেশ জারী করিতেছেন যে, শত্রু সম্পত্তি (জরুরী বিধানাবলী অব্যাহত) (রহিতকরণ) (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ (১৯৭৬ সালের ৯৩ নং অধ্যাদেশ) বলে সংশোধিত শত্রু সম্পত্তি (জরুরী বিধানাবলী অব্যাহত) (রহিতকরণ) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সালের ৪৫নং আইন) মোতাবেক যে সকল ভূমি ও বাড়িঘর শত্রু সম্পত্তি হিসাবে সরকারে অর্পিত হইয়াছে তাহার প্রশাসন, নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা ও পদ্ধতি নিম্নরূপ হইবেঃ-

১ (১) ভূমি ও বাড়িঘর সংক্রান্ত যাবতীয় শত্রু সম্পত্তি (যাহা পরবর্তীতে অর্পিত সম্পত্তি বলিয়া উল্লেখ করা হইবে) সরকারের ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার বিভাগের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হইবে।

(২) এরূপ সম্পত্তির প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ এবং উহার স্বত্ব প্রতিষ্ঠা, দখল গ্রহণ বা দখল বজায় রাখার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় সকল প্রকার কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন এবং তদুদ্দেশ্যে যে কোন প্রকারের পদক্ষেপ গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করিবেন।

২। জেলা প্রশাসক ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এর সার্বিক তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে মহকুমা প্রশাসকগণ তাহাদের নিজস্ব এলাকায় অবস্থিত সকল অর্পিত সম্পত্তির দায়িত্বে থাকিবেন এবং সময় সময় সরকার প্রদত্ত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)-কে সাহায্য করার জন্য একজন তত্ত্বাবধায়ক থাকিবে এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কর্মচারী নিয়োগ করা হইবে

৩। (১) মহকুমা প্রশাসক অর্পিত সম্পত্তির অনুসন্ধান, দখল গ্রহণ, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পাদন করিবেন তিনি অর্পিত সম্পত্তির ভাড়া বা ইজারা দেওয়ার এবং তদুদ্দেশ্যে নিলাম অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিবেন।

(২) ইজারা গ্রহীতা ইজারার কোন শর্ত ভঙ্গ করিলে বা ইজারার বা অন্যকোন প্রকার প্রদেয় টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হইলে অর্পিত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের হানিকর কোন কাজ করিলে, মহকুমা প্রশাসক যে কোন সময়ে ইজারা বাতিল করিতে বা ইহার নবায়ন স্থগিত রাখিতে পারিবেন।

৪। (১) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে নিজে অথবা যে এলাকায় অবস্থিত সেই এলাকার মহকুমা প্রশাসকের মাধ্যমে অর্পিত সম্পত্তি হস্তান্তর বা অন্যভাবে বিলিবন্দোবস্ত করিতে পারিবেন।

(২) একই সময়ে অনধিক এক বৎসরের জন্য অর্পিত সম্পত্তি ইজারা বা ভাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন প্রয়োজন হইবে না।

৫ উপরোক্ত ৪ (২) নম্বর নির্দেশ বলে প্রদত্ত ইজারা গ্রহীতা বা ভাড়াটিয়া ইজারা বা ভাড়া করা অর্পিত সম্পত্তিতে কোন দখল স্বত্ব বা মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর উহা ধরিয়া রাখার কোন অধিকার অর্জন করিবে না।

৬। ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ইজারা গ্রহীতা বা ভাড়াটিয়া ইজারা দেওয়া অর্পিত সম্পত্তি হইতে উচ্ছেদযোগ্য হইবে।

৭। কোন অর্পিত সম্পত্তি কাহারও বেআইনী দখলে থাকিলে, সংশ্লিষ্ট এলাকার মহকুমা প্রশাসক ঐ বেআইনী দখলদারকে কেন উচ্ছেদ করা হইবে না, তাহার কারণ দর্শাইবার জন্য অনধিক সাত দিনের একটি নোটিশ প্রদান করিবেন শুনানীর সুযোগ দেওয়ার পর তাহাকে ঐ সম্পত্তির দখল ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করিতে পারিবেন। এই উদ্দেশ্যে মহকুমা প্রশাসক প্রয়োজনীয় শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

৮। অর্পিত সম্পত্তির বেআইনী দখলদার বেআইনীভাবে ভোগ দখলের জন্য সরকারকে মহকুমা প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে এবং এই ক্ষতিপূরণের টাকা সরকারী দাবীর মত আদায়যোগ্য হইবে

৯। কোন অর্পিত সম্পত্তির জরীপ বা পরিমাপের জন্য বা ইহার ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের স্বার্থে কোন কাজ করা প্রয়োজন

মনে করিলে, মহকুমা প্রশাসক সম্পত্তির দখলকারকে কমপক্ষে ৬ঘন্টার নোটিশ প্রদান করিয়া যে কোন অফিসারকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মধ্যে যে কোন সময়ে ঐ সম্পত্তিতে প্রবেশ করার এবং জরীপ, পরিমাপ বা ঐ জাতীয় কোন কার্য সম্পাদন করার জন্য ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

১০। কোন অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত কোন নথি বা দলিল দস্তাবেজ কোন ব্যক্তির দখল বা নিয়ন্ত্রণে আছে এরূপ ব্যক্তিকে মহকুমা প্রশাসক লিখিত নোটিশ প্রদান করিয়া নোটিশে উল্লেখিত স্থানে ও সময়ে তাঁহার বা তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসারের নিকট একটি বিবৃতি প্রদান করিতে বা নথি দলিল দস্তাবেজ উপস্থাপন করিতে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

১১। কোন অর্পিত সম্পত্তি সম্পর্কে কেহ কোন তথ্য সরবরাহ করিতে সক্ষম বলিয়া প্রতীয়মান হইলে, মহকুমা প্রশাসক লিখিত নোটিশ প্রদান করিয়া ঐ ব্যক্তিকে তাঁহার নিকট বা তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসারের নিকট নোটিশে উল্লেখিত সময়ে ও স্থানে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন। মহকুমা প্রশাসক বা তাঁহার ক্ষমতা প্রাপ্ত অফিসার ঐ ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে বা তাহার বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিতে এবং উহাতে তাঁহার স্বাক্ষর প্রদানে বাধ্য করিতে পারিবেন।

২য় অংশ

১২। ভূমি বা বাড়িঘর সম্পর্কিত অর্পিত সম্পত্তি নিম্নোক্ত শ্রেণীভুক্ত হইবেঃ

(ক) কৃষি জমি;

(খ) পতিত অকৃষি জমিঃ

(গ) বাড়িঘর, গ্রাম অঞ্চলের কাঁচা পাকা ঘর।

(ঘ) বাড়িঘর, শহর অঞ্চলের কাঁচা পাকাঘর;

(ঙ) দোকান, গুদাম ঘর ইত্যাদি;

(চ) ফলের/ ফুলের বাগান ইত্যাদি।

(ছ) পুকুর, দিঘি, বিল, ডাংগা ইত্যাদি;

(জ) অস্থাবর সম্পত্তি এবং অর্পিত সম্পত্তির সহিত সংযুক্ত বা বন্ধনযুক্ত অন্যান্য সম্পত্তি

১৩। সময় সময় প্রদত্ত সরকারী নির্দেশ ও সরকার নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে এবং নিম্নলিখিত শর্তাধীনে অর্পিত কৃষি জমি বাৎসরিক ভিত্তিতে ইজারা প্রদান করা হইবেঃ-

(ক) ইজারা চুক্তি বলবৎ হওয়ার পূর্বেই বাৎসরিক ইজারার সমুদয় অর্থ ইজারা গ্রহীতাকে অগ্রিম পরিশোধ করিতে হইবে

(খ) ইজারা গ্রহীতা জমির প্রকৃতি নষ্ট বা কোনরূপ পরিবর্তন করিতে পারিবেন না

(গ) যাহাই হউক না কেন কোন ক্ষতিপূরন ব্যতিরেকে যে কোন সময় ইজারা বাতিল করা যাইবে।

(ঘ) ইজারা গ্রহীতা ইজারা দেওয়া জমি কোন প্রকারের দায়বদ্ধ করিতে পারিবে না বা কাহারও নিকট পুনঃ ইজারা (সাবলীজ) দিতে পারিবে না।

১৪। ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও নারায়নগঞ্জ উন্নয়ন এলাকা বহির্ভূত পতিত অকৃষি জমি যথাযোগ্য ব্যক্তির নিকট আবাসিক ব্যবহারের জন্য দীর্ঘ বা মেয়াদী ইজারা প্রদান করা হইবে। এই ক্ষেত্রে প্রচলিত বাজার দরে সম্পূণ সেলামী আদায় করিয়া এবং উপযুক্ত বাৎসরিক খাজনার হার নির্ধারণ করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিকে অনধিক দশ কাঠা জমি দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে।

১৫। ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও নারায়নগঞ্জ উন্নয়ন এলাকার অন্তর্গত পতিত অকৃষি জমি এই সকল এলাকার জন্য পযোজ্য খাস জমি বন্দোবস্তের নিয়মে ও শর্তে বাৎসরিক ভিত্তিতে ব্যবহারের জন্য লাইসেন্স দেওয়া যাইবে তবে কোন ব্যক্তিকে পাঁচ কাঠার বেশি জমির জন্য লাইসেন্স দেওয়া হইবে না।

১৬। ঘরবাড়ি (কাঁচা ও পাকা উভয় শ্রেণীর, দোকান ও গুদামঘর অন্য কোন রকম নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বাৎসরিক ভিত্তিতে ইজারা দেওয়া হইবে।

১৭। (১) জরাজীর্ণ বাড়িঘর সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে নীলাম ডাকে সর্বোচ্চ ডাককারীর নিকট বিক্রয় করা হইবে। বিদ্যমান ইজারা গ্রহীতা এরূপ নিলামে অংশগ্রহণ করিতে পারিবে এবং তাহাকে নিলামের সময়, তারিখ ও স্থান জানাইয়া নোটিশ দিতে হইবে।

(২) সদর মহকুমার পৌর এলকায় অবস্থিত অর্পিত এরূপ সম্পত্তির নিলাম অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এবং অন্য এলাকায় অবস্থিত সম্পত্তির নিলাম সংশ্লিষ্ট মহকুমা প্রশাসক পরিচালনা করিবেন। তবে প্রত্যেক ক্ষেত্রে ৫০,০০০। টাকা পর্যন্ত ডাক মূল্য বিভাগীয় কমিশনার এবং তদূর্ধ ডাক মূল্য সরকার অনুমোদন করিবেন।

(৩) নিলাম বিজ্ঞপ্তী অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রকাশ করা ছাড়াও প্রধান প্রধান দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করিতে হইবে।

১৮। অকৃষি খাস জমি দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্তের জন্য জি, ই, ম্যানুয়েলের নির্ধারিত ফরম প্রয়োজীয় সংশোধন করিয়া অর্পিত সম্পত্তি দীর্ঘ মেয়াদী ইজারা চুক্তির জন্য ব্যবহার করিতে হইবে এবং চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে।

১৯। অর্পিত বাগান, বিল, দীঘি, পুকুর ও ডাংগা নিলামের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ডাককারীর নিকট এক সঙ্গে তিন বৎসরের জন্য ইজারা দেওয়া হইবে। ইজারার শর্তাবলী সরকারের অধিগ্রহণকৃত শায়রাত মহাল নীলামের জন্য প্রযোজ্য শর্তবলীর অনুরূপ হইবে।

২০। (১) অর্পিত যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি প্রকাশ্য নিলামে সর্বোচ্চ ডাককারীর নিকট বিক্রয় করা হইবে।

(২) কোন অর্পিত অস্থাবর সম্পত্তি বা বই প্রত্নতাত্বিক বস্তু হিসাবে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন মনে হইলে, ইহা জাতীয় যাদুঘর বা জাতীয় গ্রন্থাগারের নিকট হস্তান্তর করিতে হইবে। জাতীয় যাদুঘর বা গ্রন্থাগারের পছন্দ বা ইচ্ছানুসারে ইহা হস্তান্তর কর হইবে এরূপ বস্তু বা বই গ্রহণে জাতীয় গ্রন্থাগার বা যাদুঘর অনিচ্ছুক হইলে, তাহা নিলামে সর্বোচ্চ ডাককারীর নিকট বিক্রয় করিতে হইবে।

২১। বাগান, দীঘি, পুকুর, বিল, ডাংগা ইত্যাদির ইজারার নিলাম সংশ্লিষ্ট এলাকার মহকুমা প্রশাসক অথবা লিখিতভাবে তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট সার্কেল অফিসার (রাজস্ব) পরিচালনা করিবেন। ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত ডাক মূল্য অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক এবং ততোধিক মূল্যের ডাক বিভাগীয় কমিশনার অনুমোদন করিবেন।

২২। (১) মহকুমা প্রশাসকের আদেশের বিরুদ্ধে আদেশ জারীর ৩০ দিনের মধ্যে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এর আদেশের বিরুদ্ধে আদেশ জারীর ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট আপীল করা যাইবে। বিভাগীয় কমিশনারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) প্রাথমিক আদেশ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) প্রদান করিয়া থাকিলে, উক্ত আদেশ প্রদানের ৩০ দিনে মধ্যে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট এবং বিভাগীয় কমিশনারের আদেশের বিরুদ্ধে উক্ত আদেশ দানের ৩০ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট আপীল করা যাইবে

(৩) সরকার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বা ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষের আবেদনক্রমে যে কোন সময়ে এই নির্দেশাবলীর আওতায় প্রদত্ত যেকোন অফিসারের যেকোন আদেশ পরিবর্তন করিতে পারিবন।

২৩। যে তালিকাভুক্ত বা অন্য কোন সংগত কারণ দেখাইয়া অনধিক পাঁচ বিঘা পর্যন্ত অর্পিত কৃষি জমি অবমুক্তির জন্য বিভাগীয় কমিশনারের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে এবং তদূর্ধ কৃষি জমি ও যে কোন পরিমাণ অকৃষি জমি অবমুক্তির জন্য সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন হইবে।

৩য় অংশ

হিসাব

২৪। অর্পিত সম্পত্তির (ভূমি ও বাড়িঘর) ডেপুটি কাস্টডিয়ান এর নামে ইতিপূর্বে দেশের বিভিন্ন ট্রেজারীতে যে সকল পারসোনেল ডিপোজিট হিসাব খোলা হইয়াছে, তাহা এখন হইতে সরকারী গেজেটে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার বিভাগের একজন উপ-সচিব পরিচালনা করিবেন

২৫। অর্পিত সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত সকল প্রকার আয় অর্পিত সম্পত্তি (ভূমি ও বাড়িঘর)-এর পারসোনেল ডিপোজিট একাউন্টে জমা দিতে হইবে

২৬। অর্পিত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় এই পারসোনেল ডিপোজিট একাউন্ট হইতে মিটাইতে হইবে

২৭। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) তাহার জেলার অর্পিত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত যাবতীয় ব্যয়ের একটি ত্রৈমাসিক হিসাব ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার বিভাগে প্রেরন করিবেন এবং সময় সময় সরকারের নিকট হইতে তহবিল সংগ্রহ করিবেন

২৮ পারসোনেল ডিপোজিট একাউন্ট হইতে বিভিন্ন ব্যাংকে যে সকল মেয়াদী হিসাব খোলা হইয়াছে তাহা অব্যাহত থাকিবে এবং মেয়াদ শেষে প্রাপ্ত সুদ পারসোনেল ডিপোজিট একাউন্টে জমা দিতে হইবে।

চতুর্থ অংশ

ব্যবস্থাপনা

২৯। অর্পিত সম্পত্তি সুষ্ঠ ও কার্যকরী ব্যবস্থাপনার স্বার্থে ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার বিভাগের সহিত সংযুক্ত সেল ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার বিভাগের একটি বিশেষ সেকশন বলিয়া গণ্য হইবে।

৩০। জেলা পর্যায়ে অর্পিত সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়কের নেতৃত্বে গঠিত সেল অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এর অধীনে জেলা অর্পিত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার একটি বিশেষ সেকশান বলিয়া গণ্য হইবে।

৩১। মহকুমা পর্যায়ে অর্পিত সম্পত্তির সহকারী তত্ত্বাবধায়কের নেতৃত্বে গঠিত সেলটি মহকুমা প্রশাসকের অধীনে মহকুমা অর্পিত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার একটি বিশেষ সেল হিসেবে গণ্য হইবে।

৩২। আয়ের পরিমাণের উপর নির্ভর করিয়া কমিশনের ভিত্তিতে নিযুক্ত এক বা দুইজন তহশীলদার সমন্বয়ে থানা পর্যায়ে অফিসার (রাজস্ব) এর অধীনে একটি বিশেষ সেল গঠিত হইবে।

৩৩। অর্পিত সম্পত্তির থানা তহশীলদারগণ অর্পিত সম্পত্তির অনুসন্ধান, তহশীলওয়ারী রেজিষ্টার সংরক্ষণ, ইজারা প্রস্তাব প্রণয়ন, ইজারা নবায়ন, ইজারার অর্থ আদায় ও তাহা পারসোনাল ডিপোজিট একাউন্টে জমা প্রদান এবং সার্কেল অফিসার (রাজস্ব) এর নিকট যথাযথ হিসাব প্রদান ইত্যাদির দায়িত্বে থাকিবেন।

৩৪। অর্পিত সম্পত্তির থানা তহশীলদারগণ সার্কেল অফিসার (রাজস্ব) এর সার্বিক নিয়ন্ত্রণে কাজ করিবেন, অর্পিত সম্পত্তির অনুসন্ধান করিবেন এবং সার্কেল অফিসার (রাজস্ব) কর্তৃক প্রদত্ত/নির্দেশিত যে কোন কাজ/ দায়িত্ব পালন করিবেন।

৩৫। অর্পিত সম্পত্তির অনুসন্ধান ও সুষ্ঠ প্রশাসনের খাতিরে প্রয়োজনবোধে সার্কেল অফিসার (রাজস্ব) তহশীল কর্মচারীগণকে অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত রাখিতে পারিবেন।

৩৬। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা শহরে বেতনভোগী তহশীলদার নিয়োগ করা হইবে, এবং তাহাদের সংখ্যা সরকার নির্ধারণ করিবেন।

৩৭। রাজস্ব তহশিলদার/ কর্মচারী প্রদত্ত কোন তথ্য বা অনুসন্ধানের ফলে কোন অর্পিত সম্পত্তি নতুনভাবে চিহ্নিত হইলে বা গোপন অর্পিত সম্পত্তি আবিষ্কৃত হইলে, সরকারের নির্ধারিত নিয়মে তাহাকে পুরস্কৃত করা হইবে।

৩৮। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ও মহকুমা প্রশাসক, সার্কেল অফিসার (রাজস্ব) এবং ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার বিভাগের অফিসারগণকে অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত অতিরিক্ত দায়িত্বের জন্য নির্ধারিত হারে সম্মানীভাতা দেওয়া হইবে।

স্বঃ এম, কেরামত আলী
সচিব,

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়
ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার বিভাগ
শাখা নং–৯

মেমো নং ১ এল ৭/৮২/২৯৮৪ (১৯ ডি, পি/ এপি তারিখঃ১৩-৯-৮২

প্রাপকঃ জেলা প্রশাসক

বিষয়ঃ অর্পিত ও পরিত্যক্ত সম্পত্তি বিলি বন্দোবস্ত সংক্রান্ত নীতিমালা।

নিম্নস্বাক্ষরকারী আদিষ্ট হইয়া জানাইতেছে যে, ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়ের কার্যকরী নিয়ন্ত্রণাধীন অর্পিত ও পরিত্যক্ত সম্পত্তির বিলি বন্দোবস্ত বিষয়ে সরকার নিম্নোক্ত নীতিমালা প্রনয়ন করিয়াছেনঃ

১। সরকারী অফিস বা অফিসার ও কর্মচারীদের আবাসিক স্থান সংকুলানের জন্য যে সকল অর্পিত ও পরিত্যক্ত বাড়ি বরাদ্দ করা হইয়াছে এবং যেগুলি ভাল অবস্থায় আছে সেই বাড়িগুলি যেভাবে ব্যবহারের জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছে সেইভাবে ব্যবহার অব্যাহত থাকিবে। এরূপ বাড়িগুলি সঠিক সংরক্ষণ ও মেরামতের জন্য গণপূর্ত বিভাগের নিকট হস্তান্তর করিতে হইবে।

২। জরাজীর্ণ ও কাঁচা ঘরবাড়ি এবং যে সকল বাড়ি সরকারী কাজে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন নাই, সেইগুলি বর্তমানে ইজারা গ্রহীতার নিকট নির্ধারিত মূল্যে বিক্রয়ের প্রস্তাব দিতে হইবে। তবে শর্ত থাকিবে যে এরূপ ইজারা গ্রহীতার নিজের বা স্ত্রী বা তাহার কোন পোষ্যের নামে দেশের কোন শহর এলাকায় বাড়ি বা আবাসিক জমি নাই। যদি বর্তমান ইজারা গ্রহীতা এই বিক্রয় প্রস্তাব গ্রহণ না করে বা গ্রহণ করিতে অক্ষম হয় বা গ্রহণের অযোগ্য হয়, তবে শীলমোহরকৃত টেণ্ডারে প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে বিক্রয় করিতে হইবে। এই ক্ষেত্রেও যাহারা নিজের বা পোষ্যের নামে দেশের কোন শহর এলাকায় বাড়ি বা জমি আছে তাহারা এই নিলামে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে না। এই শর্ত ভংগ করিলে বা বেনামীতে ক্রয় করা হইলে, বিক্রয় অবৈধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং তিনি আইনগত শাস্তিযোগ্য হইবেন।

৩। শহর এলাকায় অর্পিত খালি জমি সরকারের কোন কাজে প্রয়োজ না হইলে, তাহা প্রকৃত প্রতিষ্ঠান যথা– স্কুল,কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ ইত্যাদির নামে দীর্ঘ মেয়াদী ইজারা প্রদান করা যাইবে। কিন্তু যদি এরূপ খালি জমি আবাসিক ব্যবহারেরযোগ্য হয়, তবে তাহা সরকারের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী আবাসিক এলাকা হিসাবে উন্নয়ন ও বরাদ্দ করার জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ যথা–ডি, আই টি; সি; ডি; এ, কে, ডি এ, গৃহনির্মাণ পরিদপ্তর এর নিকট সমর্পণ করিতে হইবে।

৪। শহর এলাকার কোন অর্পিত সম্পত্তি বাড়িঘর অথবা খালি জমি যাহাই হোক না কেন সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে বিক্রয়, দীর্ঘ মেয়াদী ইজারা বা পুজি প্রত্যার্পণ করা যাইবে না।

৫। সরকারের বিবেচনাধীন থানা প্রশাসন পূর্ণবিন্যাস ব্যবস্থা চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত থানা সদরে অবস্থিত কোন অর্পিত বাড়ি বা খালি জমি অস্থায়ী বিলিবন্দোবস্ত বন্ধ রাখিতে হইবে। থানা প্রশাসন পুনর্বিন্যাস চূড়ান্তকরণের পর শহর এলাকা বহির্ভূত থানা সদরে অবস্থিত এরূপ অর্পিত বাড়ি ও খালি জমি বিলি বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে।

৬। (ক) সরকারের কার্যকরী নিয়ন্ত্রণাধীন এবং দেওয়ানী মামলা বা অন্যভাবে তর্কমুক্ত অর্পিত এবং পরিত্যক্ত কৃষি জমি সরকারী খাস জমি বন্দোবস্তের নিয়মে ভূমিহীন বা প্রায় ভূমিহীন চাষীদের নিকট বন্দোবস্ত প্রদান করা হইবে।

(খ) বিনিময় বা মামলাভুক্ত সম্পত্তির বিষয় সমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। জেলা প্রশাসকগণ ১৯৮২ সালের ৩১ শে ডিসেম্বরের মধ্যে বিনিময় কেইসসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং যাহাতে বিচারের বিলম্ব না হয় এবং সরকারের বিরুদ্ধে অনুপস্থিত বা তদবীর অভাবে যাহাতে এক তরফা ডিক্রী না হয় তাহা নিশ্চিত করিবেন। দেওয়ানী মামলা বা অন্য কোন বিরোধ নিষ্পত্তি বা বিনিময় কেইস নিষ্পত্তির পর অথবা ১৯৮২ সালের ১৫নং সামরিক আইন বিধি বলে দখল পুনরুদ্ধারের পর যে সম্পত্তি সরকারের কার্যকরী নিয়ন্ত্রণে থাকিবে তাহা উপরোক্ত বন্দোবস্তের নিয়মে বিক্রয় বন্দোবস্ত প্রদান করিতে হইবে।

স্বাক্ষরঃ–এম, এম, বড়ুয়া
উপসচিব

গণপ্রজতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি প্রশাসন বোর্ড
বাংলাদেশ সচিবালয়

বিষয়ঃ অর্পিত সম্পত্তি বিলিবন্দোবস্ত।

১৭-৭-৮৩ইং তারিখের কেবিনেট সভায় সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে, অর্পিত সম্পত্তি (জমি ও বাড়িঘর) ৩১-১২-৮৩ তারিখের মধ্যে বিলি বন্দোবস্ত করিতে হইবে। এই সংক্রান্ত সরকারী সার্কুলার ২৬-১-৮৩ ইং তারিখে পাওয়ার পর পূর্ণাংগ বোর্ড সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে যে সকল কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) গণকে অর্পিত সম্পত্তি বিলিবন্দোবস্ত ব্যাপারে সম্ভাব্য সকল কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন।

২। অর্পিত সম্পত্তির স্থায়ী বিলিবন্দোবস্তের উদ্দেশ্যে প্রাথমিক কাজকর্ম সম্পাদন করার জন্য সকল কর্মকর্তাগণকে নির্দেশ প্রদান করিয়া ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার বিভাগ ১৩-৯-৮২ তারিখে একটি সার্কুলার জারী করিয়াছেন।

ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন যে ভূমিস্বত্ব, স্বার্থ ও দখল সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করা বিলিবন্দোবস্ত কার্যক্রম গ্রহণের পূর্বশর্ত। জমিঘরবাড়ি সংক্রান্ত পূর্ব বৃত্তান্ত ও দখল, অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে পূর্ণাংগ ও সঠিক তথ্য সংগৃহীত না হইলে অর্পিত সম্পত্তি বিলিবন্দোবস্তে নানা জটিলতা দেখা দিতে পারে।

৩। সরজমিনে ঘটনা ও বিষয়াবলী সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়ার জন্য আমরা মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন ও জেলা পর্যায়ে রাজস্ব অফিসারের সহিত বৈঠকে মিলিত হওয়ার কর্মসূচী গ্রহণ করিতেছি। ঘটনা ও তথ্যাবলী সংগ্রহ ছাড়াও, এই পরিদর্শন ও বৈঠকের মাধ্যমে আইনগত অবস্থা স্থানীয় কর্মকর্তাগণের নিকট ব্যাখ্যা করাও এই প্রকার বৈঠকের অন্যতম উদ্দেশ্য। ইতিমধ্যে রংপুর, দিনাজপুর, চট্টগ্রাম, খুলনা, যশোহর, ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলায় জেলা রাজস্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই সকল সম্মেলনে রাজস্ব অফিসারগণ অর্পিত সম্পত্তি বিলি বন্দোবস্ত বিষয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে করনীয় দায়িত্বসমূহ উল্লেখ করিয়া রাজস্ব অফিসারগণের সুবিধার্থে একটি বিস্তারিত নির্দেশনামা জারীর অনুরোধ জানাইয়াছেন। তদনুসারে এই সার্কুলার জারী করা হইল।

১৯৬৫ সনের ৬ই সেপ্টেম্বর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার প্রেক্ষিতে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা অধ্যাদেশ ১৯৬৫-এর বিধান বলে সারাদেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়। উক্ত অধ্যাদেশে এবং পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধির ১৬৯ (৪) বিধির "শত্রু সম্পত্তি" নিম্নোক্ত সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে ব্যতত্যাগী সম্পত্তি ব্যতীত প্রতিরক্ষা বিধির ১৬১ বিধিতে শত্রু হিসাবে বর্ণিত ব্যক্তি বা শত্রু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় বা ব্যবস্থাপনায় বা অধিকারে বর্তমানে যে সম্পত্তি রহিয়াছে তাহা শত্রু সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে

পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধির ১৮২ (১) বিধি মোতাবেক তদানিন্তন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট শত্রু সম্পত্তি (জমি ও বাড়িঘর) বিলিবন্দোবস্ত আদেশ ১৯৬৬ জারী করিয়াছিলেন. এই আদেশ প্রতিরক্ষা বিধির ১৬৯ (৪) বিধির সংজ্ঞা মোতাবেক জমি বা উহার উপর অবস্থিত বাড়িঘর বা অস্থাবর সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি হিসাবে বর্ণিত তাহাই শত্রু সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু শত্রু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকি, দখলিয়, অধিকৃত বা তৎপক্ষে পরিচালিত ভূমি ও বাড়িঘর শত্রু সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইবে না শত্রু সম্পত্তি দখল নেওয়া, ব্যবস্থাপনা বা নিয়ন্ত্রণের জন্য নিযুক্ত তত্ত্বাবধায়কগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য উক্ত আদেশে বর্ণনা করা হইয়াছে। ১৯৭৪ সালের ৪৫নং আইন বলে শত্রু সম্পত্তি (জরুরী বিধানসমূহ অব্যাহত) অধ্যাদেশ, ১৯৬৯ বাতিল করা হইয়াছে এই আইনের ৩নং ধারা নিম্নরূপঃ-

উপরোক্ত অধ্যাদেশ বাতিল স্বত্বেও এবং আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন উক্ত অধ্যাদেশ বলে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধির অব্যাহত বিধানসমূহ বলে চিহ্নিত শত্রু সম্পত্তি সরকারে ন্যাস্ত করা হইল।

এই বিধান ১৯৭৬ সালের অধ্যাদেশ দ্বারা সম্পূরক করা হইল। সংশোধিত ২নং ধারা নিম্নরূপঃ

শত্রু সম্পত্তি (জরুরী বিধানসমূহ অব্যাহত) আইন, ১৯৭৪-এর ৩ (১) ধারায় দুইবার বর্ণিত "সরকার" শব্দের পর এবং সরকার বা সরকারের নির্দেশিত বা ক্ষমতা প্রাপ্ত অফিসার কর্তৃপক্ষ, নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা ও বিলিবন্দোবস্ত করিতে পারিবেন" এই শব্দগুলি সংযোজন করা হইবে সকলের সুবিধার জন্য ধারাটি নিম্নে পুনরুল্লেখ করা হইলঃ-

পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধির অব্যাহত বিধানসমূহ মোতাবেক শত্রু সম্পত্তি তত্ত্বাবধায়কের নিকট সমর্পিত সকল শত্রু সম্পত্তি সরকারের উপর বর্তাইবে এবং উহার নিয়ন্ত্রন, ব্যবস্থাপনা প্রশাসন ও বিলিবন্টন সরকার বা সরকার নির্দেশিত বা ক্ষমতা প্রাপ্ত অফিসার বা কর্তৃপক্ষ পরিচালিত হইবে।

শত্রু সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা ও বিলিবন্দোবস্তের উপরোক্ত আইনগত অবস্থার প্রেক্ষিতে যে সকল শত্রু সম্পত্তি এখনও সরকারের দখলে আসে নাই তাহার দখল ও নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করিতে হইবে এবং সরকারের সাম্প্রতিক নীতিমালা অনুযায়ী দখল গ্রহণ ও বিলি বন্দোবস্তের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

জরুরী করণীয় পদক্ষেপঃ

জেলা, উপজেলা পর্যায়ের অফিসারগণের গ্রহণীয় পদক্ষেপ নিম্নে বর্ণনা করা হইলঃ–

(ক) অর্পি সম্পত্তি চিহ্নিতকরণ, পুনঃ পরীক্ষাকরণ ও অর্পি সম্পত্তি বলিয়া ঘোষণা করা।

(খ) সম্পত্তি অর্পিত ঘোষণার পুনরাবৃত্তি এবং সরকারী নীতিমালার আলোকে ন্যায় ও নিরপেক্ষভাবে অর্পিত সম্পত্তির বিলিবন্দোবস্ত করা।

(গ) অংশীদারীভুক্ত অর্পিত সম্পত্তি ঝামেলা মুক্তকরণ।

(ঘ) অর্পিত সম্পত্তি ইতিমধ্যে দখল গ্রহণ না করা হইয়া থাকিলে উহার দখল গ্রহণ।

(ঙ) ন্যায় ও সমতার ভিত্তিতে অর্পিত সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ।

নিম্নোক্ত শ্রেণীর সম্পত্তির সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রণয়ন পেশ করা ও চূড়ান্ত করণঃ–

(১) শহর এলাকার অকৃষি জমি,

(২) কৃষি জমি, এবং

(৩) পতিত জমি।

মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রত্যেক জমি ও ঘরবাড়ির প্রকৃত মূল্য নির্ধারণের সহায়ক হইবে। মূল্যায়ন প্রতিবেদনে প্রত্যেক ভূমি খণ্ডের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ বাজার মূল্য প্রতিফলিত হইবে। মূল্যায়ন প্রতিবেদন সম্পত্তির তালিকা প্রণয়নের পর উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও বোর্ড পর্যায়ে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিতে হইবে।

(চ) নির্ধারিত কমিটি কর্তৃক প্রতিটি পর্যায়ে মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন।

(ছ) দীর্ঘ মেয়াদী বা একসনা ইজারা বা বিক্রয়ের জন্য টেণ্ডার আহবান। বিচারাধীন সম্পত্তির বেলায় একসনা ইজারা দেওয়ার প্রয়োজন হইবে।

(জ) পূর্ববর্তী বৎসরের বকেয়া ইজারার টাকা আদায় এবং তহশিল অফিসে ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ঝ) সরকারী নিয়মানুযায়ী অর্পিত সম্পত্তির ক্রেতাদের নির্বাচন অনুমোদন।

(ঞ) বিক্রয় বা ইজারা মূল্য আদায় এবং ক্রেতা বা ইজারা গ্রহীতাকে সম্পত্তি দখল প্রদান।

(ট) সরকারী নীতি নির্দেশের খেলাফ হইলে বা ইজারা/বিক্রয় চুক্তিমত কাজ করিতে ব্যর্থ হইলে স্থায়ী দখলদারকে সম্পত্তির দখল হইতে উচ্ছেদকরণ।

(ঠ) উপরোক্ত নিয়মে বিলিবন্টন না হইলে এরূপ অর্পিত সম্পত্তির বিলিবন্টন

বিভিন্ন স্তরে কমিটি গঠন

উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে অর্পিত সম্পত্তি বিলিবন্দোবস্ত–এর জন্য কমিটি গঠন করার প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে। বিষয়টি চূড়ান্ত হওয়ার পর সরকারী সিদ্ধান্ত সকলকে জানাইয়া দেওয়া হইবে। ইতিমধ্যে অন্যান্য পর্যায়ের কাজ সম্পাদন আরম্ভ করিতে হইবে

কাজ আরম্ভ করা

অর্পিত সম্পত্তির সংখ্যা ও পরিমাণ বিপুল রাজস্ব সম্মেলন ও আমাদের সরেজমিনে পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা দৃষ্টে মনে হয়, অর্পিতসম্পত্তির $\frac{১}{৩}$ (এক তৃতীয়াংশ)–ও এখনও সরকারের দখলে বা নিয়ন্ত্রণে আনা হয় নাই। এই সম্পত্তি বিভিন্ন মৌজায় ও তহশিলে অবস্থিত। যেহেতু নির্দিষ্ট কর্মসূচী দ্বারা সকল অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত কাজ সমাধা করিতে হইবে, সেহেতু সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে এখনই পূর্ণ উদ্যোগে কাজ করার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। অর্পিত সম্পত্তি চিহ্নিতকরণ, পরীক্ষা ও মূল্যায়ন কাজে অর্পিত সম্পত্তি তহশিলদারগণকে রাজস্ব তহশিলদারগণের সহিত সহযোগিতা ও সমন্বয় বজায় রাখিয়া কাজ করিতে হইবে। এই সকল কাজে রাজস্ব তহশিলদার ও ভি,পি তহশিলদার যুগ্ম–ভাবে কাজ করিবে এবং প্রয়োজনীয় নিরীক্ষার পর উপজেলা রাজস্ব অফিসার তাহা প্রতিস্বাক্ষর করিবেন। অর্পিত সম্পত্তির ২নং রেজিষ্টারে ৮টির ঘর থাকিবে এবং এই রেজিষ্টারে মূল হোল্ডিং–এর উল্লেখ থাকিবে।

অবমুক্তির কেইছ

অর্পিত সম্পত্তির তালিকা বা ঘোষণা হইতে অবমুক্তির জন্য হাজার হাজার আবেদন বর্তমানে বোর্ডের নিকট নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আছে। দেখা যায় যে, ভুল তথ্য ও কাগজাদির ভিত্তিতে স্থানীয় অইন উপদেষ্টা ভুল ও অস্পষ্ট মতামত প্রদান করিয়াছেন, ফলে অবমুক্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নানা জটিলতা দেখা দিয়াছে। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পর সম্পাদিত দলিল দস্তাবেজ উল্লেক করিয়া অবমুক্তির আবেদন করা হইতেছে। এই সকল সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তির পর্যায়ভুক্ত। সুতারং এই ধরনের অবমুক্তির প্রস্তাব যথাযত ভাবে নিরীক্ষা করা হয় নাই বলিয়া মনে হয়। কৌশলীগণ এরূপ ক্ষেত্রে শুনানীর দাবী করিতেছেন অথচ শুনানী দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নাই বা থাকে না। যে সকল ক্ষেত্রে সহকারী তত্ত্বাবধায়ক কোন সিদ্ধান্ত প্রদান করেন নাই সেইসব ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত প্রশ্নের আলোকে অবমুক্তির প্রস্তাব পুনঃনিরীক্ষার প্রয়োজন দেখা দিয়াছেঃ

(ক) জমির পূর্ণ বিবরণ যথা খতিয়ান নং, দাগ নং, পরিমাণ ও জমির শ্রেণী ইত্যাদি।

(খ) সি, এস এবং এস, এ রেকর্ডের ভিত্তিতে সম্পত্তি হস্তান্তরের ইতিহাস।

(গ) কেন অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে ঘোষণা বা গণ্য করা হইল?

(ঘ) অবমুক্তির পক্ষে কারণ ও যুক্তি।

(ঙ) সম্পত্তির বর্তমান অবস্থা ও দখলদার।

(চ) রেকর্ডীয় মালিক বা পূর্বতন মালিকের বর্তমান অবস্থান।

(ছ) কখনও লীজ দেওয়া হইয়াছিল কি না এবং হইয়া থাকিলে লীজের টাকা আদায় করা হইয়াছে কিনা।

(জ) ইহা অর্পিত সম্পত্তি কিনা এবং অবমুক্তির যোগ্য কিনা এই সম্পর্কে সুস্পষ্ট মতামত।

(ঝ) মূল হেডিং- এর দাবী ও আদায় সংক্রান্ত তথ্য।

অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত দেওয়ানী মামলাসমূহ ত্বরান্বিত করার ব্যবস্থা করিতে হইবে। একজন কানুনগো ও একজন করণিককে আদালতে প্রেরণ করিয়া সরকার পক্ষে যে সকল পয়েন্ট- এ যুক্তি, কাগজ/ প্রমাণ দাখিল করা প্রয়োজন হইতে পারে তাহা লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভূয়া দলিল সম্পর্কে আদালতকে অবহিত করার ব্যবস্থা নিতে হইবে। প্রত্যেক উপজেলায় সরকারী কৌশলী নিয়োগের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

অর্পিত সম্পত্তির বিষয়ে দ্রুত ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তাদের পুনরায় অনুরোধ জানানো হইল। এই বিষয়ে একটি মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন পরবর্তী মাসের ৭ (সাত) তারিখের মধ্যে অত্র বোর্ডের বরাবরে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হইল। এই প্রতিবেদনে পেন্ডিং কাজ এবং আগামীতে করণীয় কাজ ও সমাপ্ত কাজের বিবরণী থাকিতে হইবে।

স্বাক্ষর- মোঃ খানে আলম খান
চেয়ারম্যান,
২২/১০/৮৩।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি প্রশাসন বোর্ড
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

স্মরক নং-২৪৭৬/৬৮৫/৮৩-ভি,পি, তারিখঃ ৫-১২-৮৩ইং।

প্রাপকঃ জেলা প্রশাসক,
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)

বিষয়ঃ অর্পিত সম্পত্তি বিলিবন্দোবস্ত বিষয়ে বিভিন্নস্তরের কমিটির ক্ষমতাবলী।

অর্পিত সম্পত্তির স্থায়ী বিলিবন্দোবস্তের ব্যাপারে সরকার ইতিমধ্যে গঠিত কমিটির ক্ষমতা বর্ণনা করিয়া নির্দেশ জারী করিয়াছেন অর্পিত সম্পত্তি চিহ্নিতকরণ, সরজমিনে নিরীক্ষা ও দখল গ্রহণ সম্পর্কিত সরকারী নীতিমালা জারী কর হইয়াছে। সংশ্লিষ্ট এলাকার একই শ্রেণীর জমির ১২ মাসের গড় বাজার মূল্যের ভিত্তিতে অর্পিত সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণের জন্য আদেশ জারী করা হইয়াছে। গণপূর্ত বিভাগের নির্ধারিত হার মোতাবেক ঘরবাড়ির মূল্যায়ন করিতে হইবে।

বিভিন্ন কমিটির সরকার প্রদত্ত ক্ষমতা নিম্নে উল্লেখ করা হইলঃ-

(ক) উপজেলা কমিটির ক্ষমতাঃ

উপজেলা রাজস্ব অফিসার কর্তৃক প্রণীত ১·৫০ লাখ টাকা মূল্যের সম্পত্তি উপজেলা কমিটি নিরীক্ষা করিবেন। উপজেলা কমিটির পূর্বানুমোদনক্রমে উক্ত অনুমোদন পাওয়ার পর সরকারের ১৩-৯-৮২ তারিখের ১-এল ৭/৮২/২৯৮ (১৯) ডিপি/এপি নং সার্কুলার মোতাবেক উপজেলা রাজস্ব অফিসার সম্পত্তির বিক্রয় বা বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করিবেন। উক্ত সার্কুলারের ২নং অনুচ্ছেদ নিম্নে উল্লেক করা হইলঃ

"জরাজীর্ণ ও কাঁচা বাড়িঘর এবং যেসব ঘরবাড়ি সরকারী কাজের জন্য প্রয়োজন হইবে না তাহার মূল্য নির্ধারণ করিয়া বর্তমান ইজারা গ্রহীতাদের নিকট বিক্রয়ের প্রস্তাব দেওয়া হইবে। তবে শর্ত থাকিবে যে এরূপ ইজারা গ্রহীতার নিজের বা স্ত্রীর বা পোষ্য-এর নামে দেশের কোন শহরাঞ্চলে কোন বাড়ি বা জমি থাকিবে না; যদি বর্তমান ইজারা গ্রহীতা কোন কারণে ক্রয় করিতে অসমর্থ হন বা অনিচ্ছুক হন বা ক্রয়ের অযোগ্য হন, তবে উপযুক্ত প্রচারক্রমে সীলমোহরযুক্ত টেণ্ডারের মাধ্যমে এরূপ ব্যক্তির নিকট সর্বোচ্চ মূল্য বিক্রয় করিতে হইবে যাহাদের নিজের বা পোষ্য-এর নামে শহরাঞ্চলে কোন জমি বা বাড়ি নাই শর্ত ভংগ করিলে টেণ্ডার বিক্রয় বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং তদুপরি তিনি শাস্তিযোগ্য হইবেন।

(খ) জেলা কমিটির ক্ষমতাঃ

জেলা কমিটি প্রত্যেকটি সম্পত্তির তালিকা ও বিবরণ নিরীক্ষা করিবেন এবং প্রস্তাবিত বিক্রয়যোগ্য সম্পত্তির মূল্যায়ন পুনঃপরীক্ষা করিয়া নির্ধারিত মূল্যে উপজেলা রাজস্ব অফিসার কর্তৃক মূল্য যাচাই/নিরীক্ষা করিয়া প্রতি ক্ষেত্রে ৭·৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মূল্যায়ন অনুমোদন করিবেন অনুমোদনের পর জেলা কমিটির পূর্ব সম্মতিক্রমে জেলা প্রশাসন সম্পত্তি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবেন

(গ) বিভাগীয় কমিটির ক্ষমতাঃ

বিভাগীয় কমিটি থানা রাজস্ব অফিসার কর্তৃক প্রণীত এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার অতিরিক্ত জেলা প্রশাস (রাজস্ব) কর্তৃক প্রতি স্বাক্ষরিত বিক্রয়যোগ্য সম্পত্তির তালিকা ও মূল্যায়ন নিরীক্ষা করিবেন এবং ১৫·০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রতিটি সম্পত্তির মূল্যায়ন অনুমোদন করিবেন। অনুমোদনের পর কমিটির পূর্ব সম্মতিক্রমে জেলা প্রশাসক সম্পত্তি বিক্রয়ের ব্যবস্থ করিবেন.

(ঘ) ভূমি প্রশাসন বোর্ডঃ

ভূমি প্রশাসন বোর্ড বিক্রয়যোগ্য সম্পত্তির তালিকা এবং উপজেলা রাজস্ব অফিসার কর্তৃক প্রণীত এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত মূল্যায়ন নিরীক্ষা করিয়া প্রতি ক্ষেত্রে ৩০·০০ লক্ষ্য টাকা পর্যন্ত মূল্যায়ন অনুমোদন করিবেন। এই অনুমোদনের পর বোর্ডের পূর্ব সম্মতিক্রমে জেলা প্রশাসক সম্পত্তি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবেন.

সরকার যে সকল ক্ষেত্রে সম্পত্তির মূল্য ৩০·০০ লক্ষ টাকা অধিক সেই সকল ক্ষেত্রে সরকার তালিকা এবং উপজেলা রাজস্ব অফিসার কর্তৃক প্রণীত ও জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রতি স্বাক্ষরিত মূল্যায়ন নিরীক্ষা করিয়া প্রতি ক্ষেত্রে ভূমি প্রশান ও ভূমি সংস্কার বিভাগ সরকারের অনুমোদন জ্ঞাপন করিবেন। এরূপ ক্ষেত্রে অনমোদনের প্রস্তাবসমূহ ভূমি প্রশাসন বোর্ড পরীক্ষা

করিয়া সুপারিশসহ সরকারের নিকট পেশ করিবেন। সরকারী অনুমোদন পাওয়ার পর জেলা প্রশাসন উহা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবেন।

৩। উপজেলা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত বিক্রয়যোগ্য সম্পত্তির ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বিক্রয় দলিল সম্পাদন করিবেন এবং দখল বুঝাইয়া দিবেন। অন্যান্য সম্পত্তির ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক দলিল সম্পাদন করিবেন এবং বিক্রিত সম্পত্তির দখল প্রদান করিবেন।

৪। যে সকল এলাকায় এখনও উপজেলা ঘোষণা করা হয় নাই, সেই এলাকায় অবস্থিত অর্পিত সম্পত্তি বিক্রয়ের ব্যাপারে জেলা কমিটি প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন করিবেন।

৫। ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকা এবং নারায়নগঞ্জ পৌর এলাকায় অর্পিত সম্পত্তি বিক্রয় ব্যাপারে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (ভূমি অধিগ্রহণ) ঢাকা জেলা কমিটির সদস্য সচিব হিসাবে কাজ করিবেন।

৬। পরিত্যক্ত সম্পত্তির মূল্যায়ন গণপূর্ত বিভাগ নিরীক্ষা করিবে। একই এলাকার অবস্থিত অর্পিত ও পরিত্যক্ত সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণে যাহাতে কোন অসংগতি না থাকে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির মূল্য নিরীক্ষা কাজে ভূমি প্রশাসন বোর্ড গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করিবে।

৭। সংযোজনী 'ক' তে বর্ণিত কমিটিসমূহ গঠন করার প্রেক্ষিতে ৬-১-৭৯ তারিখের মেমো নং-৬৪ (৩৮) ভি পি-৬৮৭/৭ এবং ২৩-৬-৮২ তারিখের ২১০০(১৯)-ভি পি স্মারকে বর্ণিত কমিটি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

সরকার ও বোর্ড আশা করেন যে, এখন হইতে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে অর্পিত ও পরিত্যক্ত সম্পত্তির বিক্রয়ের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাইবেন। সরকার এই ইচ্ছা পোষণ করেন যে, আগামী ৩১-১২-৮২ ইং তারিখের মধ্যে বিক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হইবে।

স্বক্ষরঃ মোঃ খানে আলম খান
চেয়ারম্যান।

সংযোজনী-----'ক'

কমিটিসমূহের গঠন প্রণালী

১। উপজেলা কমিটিঃ
(ক) উপজেলা নির্বাহী অফিসার---------- চেয়ারম্যান
(খ) উপজেলা রাজস্ব অফিসার----------সদস্যসচিব
(গ) সহকারী কমিশনার----------সদস্য
(ঘ) প্রয়োজনবোধে কারিগরী জ্ঞান সম্পূর্ণ ১ বা ২ জন ব্যক্তিকে কোঅপ্ট করা যাইবে।

২। জেলা কমিটিঃ
(ক) জেলা প্রশাসক---------- চেয়ারম্যান
(খ) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)---------- সদস্য সচিব
(গ) চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত একজন প্রকৌশলী----------সদস্য
(ঘ) ১ বা ২ জন মেম্বর কো-অপট করা যাইতে পারে।

৩। বিভাগীয় কমিটিঃ
(ক) বিভাগীয় কমিশনার---------- চেয়ারম্যান
(খ) অতিরিক্ত কমিশনার----------সদস্যসচিব
(গ) চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত একজন প্রকৌশলী----------সদস্য
(ঘ) ১ বা ২ জন মেম্বর কো-অপট করা যাইতে পারে।

৪। ভূমি প্রশাসন বোর্ডঃ
আইন বা অন্য কোন বিষয়ে জটিলতা দেখা দিলে তাহা পূর্ণ বোর্ডের সভায় নিষ্পত্তি করা হইবে। প্রয়োজনে নীতিগত প্রশ্নে বোর্ডকে সরকারের নিকট হইতে সিদ্ধান্ত/ স্পষ্টীকরণ গ্রহণ করিতে হইবে।

স্বাক্ষরঃ মোঃ খানে আলম খান
চেয়ারম্যান।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি প্রশাসন বোর্ড
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অর্পিত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা ও হস্তান্তর সম্বন্ধে বিশেষ নির্দেশাবলী।

১। অর্পিত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা ও হস্তান্তর প্রসংগে যে যে নির্দেশ বাংলাদেশ সরকার ভূমি প্রশাসন বোর্ড কর্তৃক ইতিপূর্বে দেওয়া হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে নির্দেশাবলী পুনঃ ইস্যু করার নিমিত্ত বিভিন্ন জেলা থেকে অনুরোধ করা হয়েছে।

২। অর্পিত সম্পত্তি সম্বন্ধে যে অধ্যাদেশ সরকার জারী করেছিলেন তা হলোঃ--

(১) ইং ১৯৭৪ সনের ৪৫ নং অধ্যাদেশ ও

(২) ইং ১৯৭৬ সনের ৯৩ নং অধ্যাদেশ।

৩। অর্পিত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে বাংলাদেশ সরকার ২৩ শে মে ১৯৭৭ সনে যে নির্দেশ জারী করেছিলেন (সার্কুলার নং-১-এ-১/৭৭/১৫৬-আর, এল, তাং-২৩-৫-৭৭ এতে প্রতীয়মান হয় যে, অর্পিত সম্পত্তি নিম্ন প্রকারেরঃ-

(১) কৃষি জমি,

(২) পতিত জমি,

(৩) বাড়িঘর কাঁচা/পাকা (গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত),

(৪) শহর অঞ্চলে কাঁচা/পাকা বাড়িঘর ও তৎসংলগ্ন জমি,

(৫) দোকান, গুদামঘর ইত্যাদি,

(৬) ফলের বাগান ইত্যাদি,

(৭) পুকুর, জলাশয়, বিল, ডাংগা ইত্যাদি।

অস্থাবর অর্পিত সম্পত্তি অথবা অর্পিত সম্পত্তিতে অবস্থিত অন্যান্য দ্রব্যাদি ব্যবস্থাপনা ও হস্তান্তরের নিমিত্ত বাংলাদেশ সরকারের আদেশক্রমে বিভিন্ন কার্যালয়ে যে সকল কমিটিগুলি গঠিত হয়েছে তা নিম্নরূপঃ-

৪। কমিটি গঠনঃ

(ক) উপজেলা পর্যায়ে (উপজেলা কমিটি) কমিটির ক্ষমতা ও কার্যক্রমঃ

ক্রমিক নং	কমিটি গঠন
১ সভাপতিঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার	(ক) অর্পিত সম্পত্তি কিনা তাহা নির্ধারণ ও তাহার তফসিল বর্ণনা।
২ সদস্য সচিবঃ উপজেলা রেভিনিউ অফিসার	(খতিয়ান নং, দাগ নং জমি শ্রেণী, এরিয়া, পূর্ব মালিকের নাম ইত্যাদি ইউনিটওয়ারী)
৩ সদস্যঃ সহকারী কমিশনার	
৪ সদস্যঃ কমিটি কর্তৃক ১/২ জন ব্যক্তি কো-অপটকরণ (টেকনিক্যাল)	(খ) সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ, (গ) সংশ্লিষ্ট দরখাস্তকারী/দাবীদারের দাবী বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ, (ঘ) সম্পত্তির মূল্য আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ, (ঙ) সম্পত্তি হস্তান্তরের চূড়ান্তকরণের বিষয়ে কার্যক্রম।

(খ) জেলা পর্যায়ের জেলা কমিটিঃ

১। সভাপতি---------- জেলা প্রশাসক

২। সদস্য সচিব---------- অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)

৩। সদস্য----------সভাপতি কর্তৃক মনোনীত কোন ইঞ্জিনিয়ার

৪। সদস্য----------কমিটি কর্তৃক ১/২ জন ব্যক্তি কো-অপটকরণ।

(গ) বিভাগীয় পর্যায়ে (বিভাগীয় কমিটি)ঃ

১। সভাপতি----------বিভাগীয়কমিশনার

২। সদস্য সচিব----------অতিরিক্ত কমিশনার

৩। সদস্য----------সভাপতি কর্তৃক মনোনীত কোন ইঞ্জিনিয়ার

৪। সদস্য----------কমিটি কর্তৃক ১/২ জন ব্যক্তি কো-অপটকরণ

৫। কমিটির কার্যক্রমঃ

অর্পিত সম্পত্তি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে যে যে করণীয় কাজ রয়েছে সংক্ষেপে নিম্নে তার বর্ণনা দেওয়া হইলঃ

(১) প্রতি ইউনিট সম্পত্তি পরিদর্শন ও সম্পত্তিতে অবস্থিত যাবতীয় বিষয় সম্বন্ধে নোট গ্রহণ,

(২) প্রতি ইউনিট সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ,

(৩) প্রয়োজনবোধে জমা বিভক্তিকরণ,

(৪) অবৈধ দখলকারীকে উচ্ছেদকরণ,

(৫) প্রতিটি ইউনিট সম্পত্তি সম্বন্ধে একটি ফাইলে সমস্ত বিষয়ে নোট লিখিয়া কমিটি সমীপে উপস্থাপন,

অর্পিত সম্পত্তি সম্পর্কীয় কোন মোকদ্দমা কোন কোর্টে বিচারাধীন থাকাকালে তদ্‌বিষয়ে সবিশেষ যত্নসহকারে তদবির তদারক করে ঝুড়ান্তকরণের ব্যবস্থা করতে হবে। অতঃপর মোকদ্দমা নিষ্পত্তিকরণের পর বিভিন্ন পর্যায়ে কমিটির সমীপে পেশ করতেহবে

৬। কমিটি সমীপে উপস্থাপনঃ

প্রতিটি কেস উপজেলা কমিটি সমীপে উপস্থাপন করতে হবে। যে যে সম্পত্তির মূল্য ১৫০ (দেড়লাখ) টাকা পর্যন্ত সেই সম্পত্তি সম্পর্কে চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন উপজেলা কমিটি। ১৫০ (দেড়লাখ) টাকার উপর যে ইউনিট সম্পত্তির মূল্য নির্ধারিত হবে সে সম্পর্কে উপজেলা কমিটি কেবলমাত্র নিম্নলিখিত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন:

(ক) উক্ত সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি কি না?

(খ) সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ ঠিক হয়েছে কি না?

(গ) আনুসংগিক অর্থাৎ কোন্ কমিটিতে কোন কেস উপস্থাপিত হওয়া উচিত ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ে কার্যক্রম।

(ঘ) অতঃপর উপজেলা কমিটি সম্পত্তি বরাদ্দ ও সম্পত্তির মূল্য সম্পর্কীয় সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করিবেন।

(ঙ) জেলা কমিটি ও বিভাগীয় কমিটি যে যে কাজ করবেন তা ৪ নং অনুচ্ছেদে সংক্ষেপে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

৭। জমি হস্তান্তর সম্বন্ধে যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণের দায়িত্ব থাকবে সদস্য সচিবএর উপর, এবং তাকে সর্ববিষয়ে সক্রিয় সহযোগীতা প্রদান করবেন ডি, পি, সুপারইন্টনডেন্ট/সহকারীসুপারইনটেনডেন্ট।

৮। জমি রেজিষ্টি খরচা ইত্যাদি বহন করবেন জমি বরদ্দাপ্রাপ্ত ব্যক্তি।

৯। বড় বড় শহর যেমন-ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী শহরে বা অন্যান্য থানায় যেখানে উপজেলা গঠিত হয়নি সেই সমস্ত এলাকায় কার্যাদির সূচনা ও পরিচালনা করবেন জেলা কমিটি।

১০। বিভাগীয় কমিশনার/ভূমি প্রশাসন বোর্ড পর্যায়ে উপরোক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিমিত্ত অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এবং ডি, পি, সুপারইন্টনডেন্ট/সহকারী সুপারইনটেনডেন্ট অনুষ্ঠিতব্য সভাগুলিতে উপস্থিত থাকবেন যাতে প্রতিটি কেসের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অবহিত করতে পারবেন। বলা বাহুল্য যে তারা কেসের নথিগুলি নির্ধারিত তারিখে কমিটি সমীপে উপস্থাপন করবেন.

১১। কার্যবিবরণী বহি সংরক্ষণঃ প্রতিটি কমিটির সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করার নিমিত্ত একটি মজবুত বহি বা রেজিষ্টার খুলতে হবে এবং যত্নসহকারে তা সংরক্ষণ করতে হবে। কমিটি গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি সহজ ও সরল ভাষায় করতে হবে। পরবর্তীকালে

কমিটির সিদ্ধান্তগুলি দিন দিন যেরূপভাবে বাস্তবায়ন হয় তৎসম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত নোট রাখতে হবে। অতএব প্রসিডিং লেখার সময় দুই দিকে যাতে 'মারজিন' থাকে তৎপতি দৃষ্টি রাখতে হবে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে প্রতিটি কেসের জন্য পৃথক পৃথক কেস রেকর্ড এবং প্রতি কেসে ও কমিটির সিদ্ধান্তের একটি অনুলিপি সংযোজন করতে হবে।

১২। নির্ধারিত মূল্য একযোগে আদায় করতে হবে। এতে সুবিধা এই যে টাকা আদায়ের সংগে সংগে রেজিষ্ট্রি কার্য সম্পাদন করা যায় এবং প্রয়োজনবোধে নতুন একটি হোল্ডিং বা খতিয়ান খুলে দেওয়া যায়। যে যে ক্ষেত্রে আবেদনকারী একযোগে সম্পূর্ণ টাকা দিতে অপারগ হন তার জন্য দুই বা অনুর্ধ চারি কিস্তিতে টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা রাখতে হবে। কমিটির সিদ্ধান্ত কেবলমাত্র কমিটিই 'রিবিউ' করতে পারবেন, অন্যথায় কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করতে হবে।

১৩। প্রতি কমিটির একটি মাসিক রিপোর্ট ভূমি প্রশাসন বোর্ডে দাখিল করে কাজের অগ্রগতির ব্যাখ্যা প্রদান করবেন। এই রিপোর্ট প্রাপ্তির পর উপজেলা/ জেলা ও বিভাগওয়ারী কেস চূড়ান্তকরণের অগ্রগতির একটি তালিকা বোর্ড কর্তৃক প্রতি মাসে প্রকাশিত হবে।

এ ছাড়া প্রতিটি জেলা/উপজেলা থেকে নিয়মমাফিক নির্ধারিত ফরমে অর্পিত সম্পত্তির রিটার্ণ দাখিল করতে হবে।

১৪। যে যে সম্পত্তি আগামী ৩০ শে জুনের মধ্যে নিস্পত্তি/হস্তান্তর হবেনা তার কারণ ব্যাখ্যা করে প্রতিটি জেলা/ উপজেলা থেকে ব্যাখ্যা দাখিল করতে হবে।

১৫। প্রতিটি জেলার ডি, পি, সেলের কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে ব্যবস্থাকরণের নিমিত্ত এক একটি বাস্তবায়ন কমিটি করলে ভাল হয়। যে কোন বিষয়ে অসুবিধার সম্মুখীন হলে বোর্ডের সেক্রেটারী অথবা সহকারী সেক্রেটারীর সংগে ৪০৪৮৮৬ নং টেলিফোনে আলোচনা করা যেতে পারে।

স্বাক্ষরঃ মোঃ খানে আলম খান
চেয়ারম্যান,
ভূমি প্রশাসন বোর্ড
তারিখ৯-৪-৮৪ইং।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রনালয়
শাখা-৫

স্মারক নং-৫-২৩/৮৩ (অংশ-১)/৩৩৮ (৬৪)। তারিখঃ ২৩-১১-৮৪ইং।

প্রাপকঃ জেলা প্রশাসক,

বিষয়ঃ অর্পিত সম্পত্তি।

নিম্নস্বাক্ষরকারী অদিষ্ট হইয়া জানাইতেছে যে, অর্পিত সম্পত্তি নিস্পত্তি করণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম এবং নতুন করিয়া কোন সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে ঘোষণা করা ২১-০৬-৮৪ তারিখ হইতে স্থগিত করা হইয়াছে। উক্ত ২১-০৬-৮৪ তারিখের পরে অর্পিত সম্পত্তি সম্পর্কে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ঘোষনাবলীর পরিপন্থী কোন আদেশ জারী করা হইলে তাহা বাতিল বলিয়া গণ্য করা হইবে।

এ প্রসঙ্গে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সচিব মহোদয়ের ০৬-০৮-৮৪ তারিখের স্মারক নং সি, এম, টি ৭২ (২)/৮৪-৮১ (৭)-এর সংশ্লিষ্ট অংশের উদ্ধৃতি তাঁহার জ্ঞাতার্থে ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য অত্র সংগে সংযোজিত করা হইল।

স্বাক্ষরঃ এম, এল, বড়ুয়া
উপ-সচিব(প্রশাসন)

রাষ্ট্রপতির সচিবালয়
পাবলিক বিভাগ
বঙ্গভবন ঢাকা।

নম্বর সি এস টি ৭২ (২)/৮৪-৮১ (৭) তারিখ ০৬-০৮-৮৪ ইং।

বিষয়ঃ মহামান্য রাষ্ট্রপতির ঘোষণাবলী।

গত ৩১ শে জুলাই, ১৯৮৪ ঢাকায় শিল্পকলা একাডেমীতে অনুষ্ঠিত হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের মহা-সম্মেলনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি নিম্নলিখিত প্রতিশ্রুতিসমূহ ঘোষণা করেন। এগুলির বাস্তবায়নের জন্য পার্শ্বে কর্তৃপক্ষকে দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে।---

ঘোষণাবলী	বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ
১। 'অর্পিত সম্পত্তি' হস্তান্তর এবং নূতন করে কোন সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি ঘোষণা করা বন্ধ করা হলো।	ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়।
২। আইনগত দিক থেকে কোন বাধা না থাকলে অর্পিত সম্পত্তি সাধারণ হিন্দু উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী পরিচালিত হবে।	-ঐ-
৩। দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি সরকারের বিনা অনুমতিতে হস্তান্তর করা যাবে না।	-ঐ-
৪।----------	
৫। শ্মশান ঘাট ও অনুরূপ স্থান সরকারের বিনা অনুমতিতে হস্তান্তর নিষিদ্ধ করা হলো।	-ঐ-
৬।----------	
৭।----------	

মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে
স্বাক্ষরঃ এ, এম, নূর মোহাম্মদ
সচিব।

বিতরণঃ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ,
সচিব, ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রনালয়
--- ----------
--- ----------

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেম সরকার ভূমি প্রশাসন বোর্ড
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

স্মারক নং ১২/৮৪/৫২-বি, এস, এ, তারিখঃ ১-১-৮৫ ইং।

প্রাপকঃ কমিশনার/ জেলা প্রশাসক,

বিষয়ঃ অর্পিত সম্পত্তি।

"স্মারক নং ৫-২০/৮৪ (অংশ-১)/৩৮৫, তারিখ ২৯-১২-৮৪ ইং সূত্রে উল্লেখিত স্মরকের ধারাবাহিকতায় নিম্নস্বাক্ষরকার আদিষ্ট হইয়া জানাইতেছি যে, অর্পিত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় যাহাতে অচলাবস্থায় সৃষ্টি না হয় সেজন্য সমস্ত অর্পিত সম্পত্তি সরকারের আয়ত্বাধীন ও ব্যবস্থাপনায় আছে, সেগুলির ব্যবস্থাপনা, লিজ নবায়ন ইত্যাদি অর্পিত সম্পত্তি চূড়ান্ত নিস্পত্তিকরণ সম্পর্কে সরকারের সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত পূর্বের ন্যায় চলিত থাকিবে।"

স্বাক্ষরঃ মোঃ হাবিবুর রহমান
উর্দ্ধতন শাখাপ্রধান।
ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রনালয়।

মন্ত্রনালয় হইতে প্রাপ্ত উপরোক্ত নির্দেশ সকল সংশ্লিষ্ট অফিসারের নিকট বিতরণের জন্য প্রেরিত হইল।

সরকারের পুনরাদেশ না পাওয়া পর্যন্ত অর্পিত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা যথারীতি চালাইয়া যাইতে হইবে। যে সমস্ত অর্পিত সম্পত্তিতে মোকদ্দমা রুজু ছিল এবং যাহা ইতিমধ্যেই নিস্পত্তি হইয়া গিয়াছে তাহাও সক্রিয় ব্যবস্থাপনায় আনায়ন করিতে হইবে।

অনেক কৃষি জমি আছে যাহাতে একসনা লিজ মাঝে মাঝে নবায়ন করা হইয়াচে, কোন কোন সময়ের টাকা বকেয়া পড়িয়াছে। অতএব অর্পিত সম্পত্তির পর্যালোচনায় যে যে সম্পত্তির বকেয়া টাকা অনাদায় রহিয়াছে তাহা অতিসত্বর আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। অর্পিত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় প্রচলিত (prevailing) রেট মোতাবেক আদায় করিতে হইবে। খাস জমির রেটের সহিত অর্পিত সম্পত্তির রেটের কোন সম্পর্ক নাই।

অর্পিত সম্পত্তি সম্বন্ধে যে বিবরণ চাওয়া হইয়াছিল তাহা সকল জেলা হইতে পাওয়া যায় নাই। উহা অবিলম্বে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ জানানো হইল। বলা বাহুল্য আপনার জেলা হইতে এ পর্যন্ত আদায়ী টাকার আয়, ব্যয় ও অবশিষ্ট (Balance) টাকার হিসাবও এতদসংগে পাঠাইতে হইবে।

স্বাক্ষরঃ শামসুদ-দীন আহামদ
সচীব,
ভূমিপ্রশাসন বোর্ড।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি প্রশাসন বোর্ড
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

মেমো নং এস, এস,-১২/৮৪-ডি, পি/৯৪, তারিখঃ ৯/১/৮৫ ইং

প্রাপকঃ জেলা প্রশাসক।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)---।

বিষয়ঃ অর্পিত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা।

২৪/১১/৮৪ ইং তারিখের ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়ের ৫-২৩/৮৩ (অংশ) (১) ৯৩৮ (৬৮) নম্বর স্মারকের অনুসরণে নিম্ন স্বাক্ষরকারী আদিষ্ট হইয়া জানাইতেছে যে, সরকারের কার্যকরী নিয়ন্ত্রণে এবং ব্যবস্থাপনায় আনীত অর্পিত সম্পত্তির প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসরণ করিতে হইবেঃ

(ক) চূড়ান্ত বিনিবেশন নীতিমালা প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত সরকারী কার্যকরী নিয়ন্ত্রণে আনীত অর্পিত সম্পত্তি প্রচলিত আইন অনুযায়ী ইজারা প্রদান করা এবং ইজারা নবায়ন করা অব্যাহত থাকিবে।

(খ) ভূমি প্রশাসন বোর্ডের পূর্বানুমোদন ব্যতীত বর্তমান ইজারা গ্রহীতাকে ত্যক্ত (ডিষ্টার্বড) করা যাইবে না।

(গ) ভূমি প্রশাসন বোর্ডের অনুমোদন ব্যতীত এবং সরজমিনে নিরীক্ষা না করিয়া কাহাকেও উৎখাত করা যাইবে না।

অর্পিত সম্পত্তির মাসিক আয়ের বিবরণ নিয়মিতভাবে বোর্ডের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। অর্পিত সম্পত্তির সঠিক তালিকা সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং ইহার কপি বোর্ডের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

ইহা জরুরী বলিয়া গন্য করিতে হইবে।

স্বাক্ষর-শামসুদ্দীন আহমেদ
সচিব,

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেম সরকার
ভূমি প্রশাসন বোর্ড
বাংলাদেশ সচিলয়, ঢাকা।

স্মারক নং এ, এস, ১২/৮৪/৭০ ডি, পি, তারিখ ৩০/৪/৮৫ ইং।

প্রাপকঃ জেলা প্রশাসক---

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)

বিষয়ঃ অর্পিত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা।

সূত্রঃ অত্র বোর্ডের ৯-১-৮৫ ইং তারিখের এ, এস, ১২/৮৪ ডি, পি/ ৯৪ নং স্মারক।

নিম্নস্বাক্ষরকারী নির্দেশিত হইয়া জানাইতেছে যে, সূত্রে উল্লেখিত স্মারক সংশোধন করা হইয়াছে। সংশোধনের পর স্মারকটি নিম্নরূপ হইবেঃ

২৪/১১/৮৪ ইং তারিখের ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়ের ৫২৩/৮৩ (অংশ)-(১) ৯৩-(৬৮) নম্বর স্মরকের অনুসরণে নিম্নস্বাক্ষরকারী আদিষ্ট হইয়া জানাইতেছে যে, সরকারের কার্যকরী নিয়ন্ত্রণে এবং ব্যবস্থাপনায় আনীত অর্পিত সম্পত্তির প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসরণ করিতে হইবেঃ

(ক) চূড়ান্ত বিনিবেশন নীতিমালা প্রনীতনা হওয়া পর্যন্ত সরকারী কার্যকরী নিয়ন্ত্রণে আনীত অর্পিত সম্পত্তি প্রচলিত আইন অনুযায়ী ইজারা প্রদান করা এবং ইজারা নবায়ন অব্যাহত থাকিবে।

(খ) বর্তমান ইজারা গ্রহীতাদের ত্যক্ত করা যাইবে না যদি তাহারা নিয়মিতভাবে তাহাদের পাওনা পরিশোধ করে এবং ইজারার শর্ত ও চুক্তি পালন করে।

(গ) সরজমিনে নিরীক্ষা না করিয়া কাহাকেও উৎখাত করা যাইবে না।

অর্পিত সম্পত্তির মাসিক আয়ের বিবরণী নিয়মিতভাবে বোর্ডের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। অর্পিত সম্পত্তির সঠিক তালিকা সংরক্ষন করিতে হইবে এবং ইহার কপি বোর্ডের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

ইহা জরুরী বলিয়া গণ্য করিতে হইবে

স্বাক্ষর-শামসুদ্দীন আহমেদ
সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়

স্মারক নং -৫-৭-৮৫ (অংশ) এপি/৫৭১ (৬৪), ১৩-৪-১৩৯৪ বাং / ৩০-৭-৮৭ ইং

প্রাপকঃ জেলা প্রশাসক,

সার্কুলার

বিষয়ঃ ভারত হইতে প্রকৃত (Bonafide) বাস্তুচ্যুত মুসলিম এবং বাংলাদেশ (তদানীন্তন পাকিস্তানের) বাস্তত্যাগী হিন্দুদের সম্পত্তি বিনিময় কেস নিয়মিতকরণ এবং রেজিষ্ট্রীকরণ সমর্কে।

ভারত হইতে প্রকৃত (Bonafide) বাস্তুচ্যুত মুসলিম এবং বাংলাদেশ (তদানীন্তন পাকিস্তানের) বাস্তত্যাগী হিন্দুদের মধ্যে ৬-৯-১৯৬৫ ইং তারিখের পূর্বে সম্পাদিত সম্পত্তি বিনিময় দলিল নিয়মিতকরণ এবং যথাযথ তদন্তের মাধ্যমে দলিলগুলির সত্যতা যাচাই করিয়া ৩০-৯-৭০ইং তারিখ বা তৎপূর্বে জেলা প্রশাসকের নিকট পেশাকৃত কেসগুলি পূর্ববঙ্গ জমিদারী উচ্ছেদ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ এবং রাষ্ট্রপতির আদেশ ৯৮/১৯৭২-এর সংশ্লিষ্ট বিধি অনুযায়ী ব্যক্তি বিশেষের সর্বোচ্চ রক্ষণীয় (Retainab.) জমির সীমা বিধি সাপেক্ষে রেজিষ্ট্রি করিবার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক জেলা প্রশাসকদের বিভিন্ন সময়ে আদেশ ও সার্কুলার এর মাধ্যমে কর্তৃত্ব প্রদান করা হইয়াছিল। কিন্তু ইতিপূর্বে মন্ত্রণালয়ের স্মরক নং ৫-৭-৮৫ (অংশ) /৯৮২ (৬৪) তারিখ ৬-১০-৮৫ এর মধ্যে জেলা প্রশাসক/অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)গণের পরিবর্তে দেওয়ানী আদালত কর্তৃক নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত জারী করা হইয়াছিল। পরবর্তীতে ঐ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের আইনগত জটিলটা দেখা দেওয়ায় বিনিময় দলিল রেজিষ্ট্রি করার ব্যাপারে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়।

এ সংক্রান্ত উদ্ভূত সমস্যার নিরসনকল্পে ও জনসাধারণের দুর্ভোগ লাঘবের উদ্দেশ্যে বর্তমানে বিষয়টি সম্পর্কে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে, প্রচলিত আইন ও নীতি অনুযায়ী ভারত হইতে প্রকৃত বাস্তুচ্যুত মুসলিম এবং বাংলাদেশের (তদানীন্তন পাকিস্তানের) বাস্তত্যাগী হিন্দুদের মধ্যে ৬-৯-৬৫ ই তারিখের পূর্বে সম্পাদিত বিনিময় সম্পত্তির দলিল নিয়মিতকরণ এবং যথাযথ তদন্তের মাধ্যমে দলিলগুলির সত্যতা ও যথার্থতা যাচাই করিয়া ৩০-৯-৭০ ইং পূর্বে বা তৎপূর্বে জেলা প্রশাসকদের নিকট যে সমস্ত বিনিময় কেইস অনিষ্পত্তিকৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে তাহা ব্যক্তি বিশেষের সর্বোচ্চ রক্ষনীয় (Retainable) জমির সীমা বিধি সাপেক্ষে রেজিষ্ট্রি করিবার ক্ষমতা ও দায়িত্ব জেলা প্রশাসক ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)গণের উপর ন্যস্ত হইল।

জেলা প্রশাসকদের নির্দেশ দেওয়া হইতেছে যে, তাহারা যেন জরুরী ভিত্তিতে এই সকল কেস নিষ্পন্ন করার কাজ অবিলম্বে হাতে নেন যাহাতে দীর্ঘ দিন ধরিয়া যে সকল কেস নিয়মিতকরণের অপেক্ষায় রহিয়াছে সেগুলির আশু নিষ্পত্তিতে সহায়ক হইয়া সংশ্লিষ্ট জনগণের সমস্যার সমাধান নিশ্চিত হয়।

ইতিপূর্বে মন্ত্রণালয়ের স্মরক নং -৫-৭/৮৫ (অংশ)/ ৯৮২ (৬৪) তারিখ ৬/১০/৮৫ ইং এর মাধ্যমে জারীকৃত নিষেধাজ্ঞা এতদ্বারা বাতিল করা হইল

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরঃ এম, মোকাম্মেল হক

সচিব ,

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা–২

স্মারক নং ভূঃ মঃ (রেকর্ড)–২–১০৮/৮৭/৭২২

তারিখ ১–১১–৮৭ইং / ১৪–৭–৯৪বাং

পরিপত্র

বিষয়ঃ জরিপের সময় খাস ও অন্যান্য সরকারী জমির সঠিক খতিয়ান প্রণয়নের জন্য রাজস্ব অফিসারগণ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট রেকর্ড ও তথ্য সরবরাহ প্রসংগে।

বর্তমানে দেশের ৮টি জেলায় ভূমি জরিপ ও রেকর্ড–অব–রাইট বা খতিয়ান সংশোধন কার্যক্রম চলিতেছে এবং প্রতি বৎসর কয়েকটি জেলায় এই কার্যক্রম সম্প্রসারণ করার কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে। সঠিক মৌজা ম্যাপ এবং খতিয়ান প্রণয়ন ও প্রকাশনার মাধ্যমে সরকারী ও ব্যক্তি মালিকানাধীন জমির উপর মালিকের অধিকার ও দখল স্বত্বের প্রামান্য দলিল সৃষ্টি করাই এই কার্যক্রমের উদ্দেশ্য। উল্লেখ্য যে, সুপ্রীম কোর্টের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত মোতাবেক জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০–এর ১৪৪ (৭) ধারা মোতাবেক প্রণীত ও চূড়ান্তবাবে প্রকাশিত রেকর্ড –অব–রাইট মালিকানা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট না হইলেও ইহা দখল স্বত্বের প্রমাণ্য দলিল এবং মালিকানা প্রমাণের ক্ষেত্রে ও এই খতিয়ানে বর্ণিত দখল স্বত্বের গুরুত্ব কম নয়। সাক্ষ্য প্রমাণের মাধ্যমে ভিন্নরূপ প্রমাণিত হইলে চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত খতিয়ানে বর্ণিত তথ্যই দখলস্বত্বের চূড়ান্ত প্রমাণ বলিয়া আদালত গ্রহণ করিয়া থাকে। সুতরাং ব্যক্তিমালিকানাধীন জমির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ জরিপ চলাকালে, তাহাদের দখলস্বত্ব সংরক্ষণ ও রেকর্ডভুক্তির জন্য যেমন সক্রিয় ও সচেষ্ট থাকেন, অনুরূপভাবে খাস ও অন্যান্য সরকারী জমি যাহাতে সরকার বা তাহার প্রতিনিধি কালেক্টরের নামে খতিয়ানভুক্ত হয় তাহার জন্য সরকারী জমি ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত রাজস্ব অফিসারগণকে অবশ্যই সচেষ্ট ও দায়িত্ব সচেতন থাকা প্রয়োজন।

২। জরিপ কাজে নিয়োজিত অফিসারগণ রাজস্ব অফিসার শ্রেণীভুক্ত হইলেও, তাহাদের দায়িত্ব ও কার্য পরিমণ্ডল ভূমি ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কালেক্টর ও তাহার অধীনস্থ রাজস্ব কর্মকর্তাগণের হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। জমি সম্পর্কিত সঠিক তথ্যাদি খতিয়ানভুক্ত করা যেমন জরিপ কর্মকর্তাগণের অর্পিত দায়িত্ব, তেমনি ভূমি ব্যবস্থাপনার সহিত সংশ্লিষ্ট কালেক্টর বা তাহার অধীনস্থ রাজস্ব অফিসারগণের দায়িত্ব জরিপ চলাকালে এবং রেকর্ড প্রণয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে খাস ও সরকারী জমির তালিকা/তথ্য যথা সময়ে জরিপ কর্মকর্তাগণকে সরবরাহ করা এবং আপীল/আপত্তি দায়েরের মাধ্যমে সঠিক রেকর্ড প্রণয়নে যথাযথ যোগাযোগ রক্ষা করা এবং সহায়তা প্রদান করা।

৩। সম্প্রতি ৫–৭ অক্টোবর, ১৯৮৭ ইং ঢাকায় অনুষ্ঠিত তিন দিনব্যাপী সেটেলমেন্ট অফিসারগণের বার্ষিক সম্মেলনে সুপারিশ রাখা হইয়াছে যে, (১) খাস জমির রেকর্ড/ রেজিষ্টার, (২) অর্পিত সম্পত্তির তালিকা/বিবরণ ও (৩) হাট–বাজারসহ সয়রাত মহলের তথ্য যথাসময়ে সরবরাহ করা না হইলে এবং আপীল/ আপত্তি পর্যায়ে দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করা না হইলে খাস ও সরকারী সম্পত্তির ত্রুটিমুক্ত ও জরিপ অফিসারগণের মধ্যে যোগাযোগ ও সহযোগিতা আর ও ঘনিষ্ঠ এবং জোরদার হওয়া বাঞ্ছনীয়

৪। উপরোক্ত অবস্থার আলোকে খাস ও অন্যান্য সরকারী জমির সঠিক খতিয়ান প্রণয়নের জন্য নিম্নোক্ত সরকারী নির্দেশাবলী জারী করা হইলঃ

(ক) খাস জমিঃ

একটি জরিপ কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত খতিয়ান সংশ্লিষ্ট কালেক্টরের নিকট প্রত্যার্পন করা হয়। জমিদারী দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০–এর ১৪৩ ধারা মোতাবেক কালেক্টরগণ উত্তরাধিকার/হস্তান্তর/নতুন বন্দোবস্তি/ নদীগর্ভে বিলীন/নতুন চর/ জমা খারিজ বা জমা একত্রীকরণজনিত কারণে নাম জারী (মিউটেশন) করিয়া হাল সংশোধিত খতিয়ান সংরক্ষণ করিয়া থাকেন। সুতরাং একটি জরিপ শেষ হওয়ার পর আর একটি জরিপ আরম্ভ না হওয়া পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময়ে খতিয়ানে অনেক পরিবর্তন হইয়া থাকে এবং বন্দোবস্তি, নূতন চর ও নদী ভাংগন জনিত কারণে খাস জমির পরিমাণ কমিতে বা বাড়িতে পারে। সুতরাং, হাল নাগাদ সংশোধিত ও সংরক্ষিত খাস জমির বিবরণ/ রেকর্ড রেজিষ্টার মাঠ পর্যায়ে

জরিপের সময় জরিপ কর্মকর্তাগণের নিকট সরবরাহ করা খুবই প্রয়োজন। ইহা না করা হইলে প্রাথমিক খতিয়ান ত্রুটি থাকিয়া যাইবে এবং আপীল/আপত্তি পর্যায়ে ত্রুটি সংশোধন কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িবে। খাস জমির রেকর্ড ও রেজিষ্টার মাঠ পর্যায়ে জরিপের সময় জরিপ অফিসারগণকে সরবরাহ করা উপজেলা নির্বাহী অফিসার/উপজেলা রাজস্ব ও তহসিল অফিসের সুনির্দিষ্ট অর্পিত দায়িত্ব।

অতএব, যে সকল উপজেলায় জরিপ কাজ চলিতেছে এবং ভবিষ্যতে জরিপ আরম্ভ হইবে, সেই সকল উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ উপজেলা রাজস্ব অফিসার/তহসিলদারগণকে হাল নাগাদ সংশোধিত খাস খতিয়ান রেজিষ্টার/খাস জমির বিবরণী বা বন্দোবস্তি প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাবলী সংশ্লিষ্ট সেটেলমেন্ট অফিসারগণের নিকট তাৎক্ষনিকভাবে সরবরাহ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইল। কোন কারণে মাঠ পর্যায়ে জরিপের সময় এই সকল রেজিষ্টার তথ্য সরবরাহ করা না হইয়া থাকিলে যথাসময়ে জরিপ অফিসারগণের নিকট আপীল/আপত্তি দায়ের করিয়া এবং প্রয়োজনীয় তথ্য রেকর্ড উপস্থাপন করিয়া রেকর্ড সঠিকবাবে সংশোধনের উদ্দেশ্যে সক্রিয় প্রচেষ্টা চালাইবার জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার/উপজেলা রাজস্ব অফিসারগণকে নির্দেশ দেওয়া হইল। রেজিষ্টার তথ্যাদি সময়মত সরবরাহ না করা এবং আপীল/ আপত্তি পর্যায়ে উদ্যোগ ও সচেতনতার অভাবে সরকারী সম্পত্তি ভুল রেকর্ডভূক্ত হইলে উপজেলা নির্বাহী অফিসার/উপজেলা রাজস্ব অফিসার ও সংশ্লিষ্ট কর্মচারীগণকে সরাসরি দায়ী করা হইবে.

(খ) জনগণের ব্যবহার্য খাস জমি (পাবলিক ইজমেন্ট)ঃ

সর্বসাধারণের ব্যবহার্য খাস জমি যেমন খাল, রাস্তা, চারণভূমি ইত্যাদির মধ্যে পরিবর্তন হইয়া থাকিতে পারে। পুরাতন খাল/নদী ভরাট হইয়া বা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইয়া বা নূতন রাস্তা তৈরী করার ফলে পুরাতন রাস্তা বা গোপাট এর শ্রেণী পরিবর্তন হইয়া থাকিতে পারে। সর্বসাধারনের ব্যবহার্য এইরূপ জমির শ্রেণী পরিবর্তন হইয়া থাকিলে, মাঠ পর্যায়ে জরিপকালে বা পরবর্তী পর্যায়ে উপজেলা রাজস্ব অফিসার এবং সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার যৌথভাবে সরজমিনে পরিদর্শন করিয়া এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের মতামত গ্রহণ করিয়া শ্রেণী পরিবর্তন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। শ্রেণী বা ব্যবহারের পরিবর্তন হইলে, খাস খতিয়ানে যথাযথভাবে উল্লেখ করার জন্য সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(গ) অর্পিত সম্পত্তিঃ

৬-৯-৬৫ ইং হইতে ১৬-২-৬৯ ইং পর্যন্ত সময়ে যাহারা ভারতে অবস্থান করিয়াছিলেন বা ভারতে গমণ করিয়াছিলেন তাহারাই পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধি মোতাবেক শত্রু সজ্ঞাভুক্ত এবং তাহাদের সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি বর্তমানে অর্পিত সম্পত্তিরূপে পরিচিত। এই অর্পিত সম্পত্তি চিহ্নিত করার জন্য একটি শত্রু সম্পত্তি তালিকা প্রণয়ন করা হইয়াছিল। এই তালিকা হয়ত সম্পূর্ণ নয় এবং এই তালিকার বাহিরেও অর্পিত সম্পত্তি থাকিতে পারে। এই তালিকায় শত্রু সম্পত্তি নয় এমন সম্পত্তিও ভুলক্রমে সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু আপাততঃ ইহা অর্পিত সম্পত্তির তালিকা এবং যথা নিয়মে ভূমি প্রশাসন বোর্ড বা কমিশনারের সুস্পষ্ট আদেশে তালিকা হইতে অবমুক্ত না হইলে, তালিকাভুক্ত সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তিরূপে চিহ্নিত থাকিবে, উহার দখল সরকার গ্রহণ করুক বা নাই করুক। যদিও মহামান্য রাষ্ট্রপতির ২১-৬-৮৪ তাং এর আদেশ মোতাবেক নূতন করিয়া কোন সম্পত্তির দখল গ্রহণ বা তালিকা ভুক্তির কার্যক্রম বন্ধ রাখা হইয়াছে, তথাপি আইনগত অবস্থান এই যে, শত্রু ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন সম্পত্তি সরকারে বর্তাইয়াছে এবং সরকার ইহা যে কোন সময় গ্রহণ করিতে পারেন।

অর্পিত সম্পত্তির উপর সরকারের এই মালিকানা বা ব্যবস্থাপনা স্বত্ব আইনের সৃষ্ট বলিয়া ইহা সংরক্ষণ করা সরকারের দায়িত্ব এবং খতিয়ানে ইহার সমর্থন থাকা বাঞ্ছনীয়। এই অর্পিত সম্পত্তি বর্তমানে দুই শ্রেণীরঃ-

(১) তালিকাভুক্ত আছে, কিন্তু এখনও সরকার দখল গ্রহণ করেন নাই বা কাহাকেও লিজ প্রদান করা হয় নাই এবং

(২) সরকার দখল গ্রহণ করিয়াছেন এবং লিজ মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা করিতেছেন

১ম শ্রেণীভুক্ত সম্পত্তি (যাহা তালিকাভুক্ত আছে অথচ দখল গ্রহণ করা হয় নাই) এর ক্ষেত্রে খতিয়ানের মন্তব্য কলামে "অর্পিত সম্পত্তি তালিকাভুক্ত আছে" এই কথাটি লিখিতে হইবে। এই কাজে সহায়তা করার জন্য উপজেলা রাজস্ব অফিসার তাহার এলাকার জন্য প্রণীত অর্পিত সম্পত্তির তালিকা পর্যালোচনা করিয়া ভুলত্রুটি/পরিবর্তন হইয়া থাকিলে তাহা সংশোধন করিয়া তাহার স্বাক্ষর ও সীলমোহর সম্বলিত অর্পিত সম্পত্তির তালিকা অবিলম্বে মাঠ পর্যায়ে জরিপের সময় সহকারী

সেটেলমেন্ট অফিসারের নিকট প্রেরণ করিবেন। ২য় শ্রেণীভুক্ত সম্পত্তির যাহার দখল সরকার গ্রহণ করিয়াছেন এবং লিজ প্রদান করিতেছেন; পূর্ণবিবরণ সরকারের নামে রেকর্ড ভুক্তির জন্য উপজেলা রাজস্ব অফিসার অবশ্যই সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসারকে সরবরাহ করিবেন। মাঠ পর্যায়ে জরিপের সময় এই তালিকা এবং তথ্যাদি সরবরাহ না করা হইয়া থাকিলে উপজেলা নির্বাহী অফিসার/উপজেলা রাজস্ব অফিসার আপীল/আপত্তি দায়ের করিয়া রেকর্ড সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। তালিকা যথা সময়ে সরবরাহ না করা বা আপীল/ আপত্তি দায়ের না করার ফলে বা সক্রিয়তার অভাবে কোন অর্পিত সম্পত্তি ভুল রেকর্ড হইলে উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং উপজেলা রাজস্ব অফিসার সরাসরি দায়ী থাকিবেন।

(ঘ) হাট-বাজার পরিসীমা (পেরিফেরী)

সকল হাট বাজারের মালিকানা এককভাবে সরকারের উপর বর্তাইয়াছে। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হাট-বাজারের মালিক থাকিতে পারেন না। সরকার হাট-বাজারের মালিকানা দুইভাবে অর্জন করিয়াছেন:-

(১) জমিদারগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হাট-বাজার যাহা জমিদারী দখল আইনের ২০ ধারা মোতাবেক সরকার দখল করিয়াছেন; এবং

(২) স্থানীয় প্রয়োজনে এবং জনগণের আবেদনের ভিত্তিতে কালেক্টরের অনুমতিক্রমে হাট-বাজার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে বাজারের জন্য জমি কালেক্টরের নামে হস্তান্তর করা হইয়াছে।

উভয় ক্ষেত্রে হাট বাজারের জমি যথাযথভাবে খতিয়ানভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। সুতরাং, হাট বাজারের ব্যবহার্য জমির পূর্ণ বিবরণ ও পরিসীমা (পেরিফেরী) নির্দিষ্ট করিয়া নক্সা মাঠ পর্যায়ে জরিপের সময় সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসারের নিকট সরবরাহ করার জন্য উপজেলা রাজস্ব অফিসার/ উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে নির্দেশ দেওয়া হইল। মাঠ পর্যায়ে সরবরাহ করা না হইয়া থাকিলে আপীল/আপত্তি দায়ের করিয়া এবং তথ্য বিবরণ উপস্থাপন করিয়া রেকর্ড সংশোধনের উদ্যোগ দেওয়ার জন্যও নির্দেশ দেওয়া হইল। সময়মত তথ্যাদি সরবরাহ না করা বা আপীল/ আপত্তি দায়ের না করার জন্য হাট-বাজারের ব্যবহার্য জমি সরকারের নামে রেকর্ডভুক্ত না হইলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার/উপজেলা রাজস্ব অফিসার সরাসরি দায়ী থাকিবেন।

(ঙ) জল মহলঃ

জল মহলগুলির মালিকানাও নিরংকুশভাবে সরকারের উপর বর্তাইয়াছে। সরকারের বর্তমান নীতি অনুযায়ী ২০ একরের উর্দ্ধে পরিমাণ জল মহল সরকারের ব্যবস্থাপনায় এবং ২০ একরের নিম্নের জল মহলগুলি উপজেলা পরিষদের নিকট ব্যবস্থাপনার জন্য হস্তান্তর করা হইয়াছে। ইহা সরকারের নজরে আসিয়াছে যে, উপজেলা পরিষদের চাপে কোন কোন ক্ষেত্রে জল মহলের পরিমাণ কম দেখাইয়া বা বড় মহলকে একাধিক মহলে বিভক্ত করিয়া উপজেলা পরিষদের ব্যবস্থাধীনে রাখার প্রচেষ্টা চলিতেছে। সুতরাং, জল মহলগুলি সঠিক জরিপ ও পরিমাণ নির্ধারণ অত্যন্ত প্রয়োজন। এই বিষয়ে বর্তমান রেকর্ড/ সি, এস, রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া এবং সরেজমিনে পরিদর্শন করিয়া জল মহলের সঠিক অবস্থানসহ খতিয়ান প্রণয়ন করা একান্ত প্রয়োজন। এই বিষয়ে যাহা খতিয়ানের তথ্যাদি মাঠ পর্যায়ে এবং আপীল পর্যায়ে যথাযথভাবে জরিপ কর্মকর্তাগণের নিকট সরবরাহ ও উপস্থাপনার জন্য উপজেলা রাজস্ব অফিসার ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে নির্দেশ দেওয়া হইল।

(চ) আদালতের স্বত্ব ঘোষণা ডিক্রীঃ

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, অর্পিত বা খাসের জমির মালিকানা দাবী করিয়া সরকারকে পক্ষভুক্ত না করিয়া বা নোটিশ ইত্যাদি প্রেরণ করিয়া কোন কোন লোক দেওয়ানী আদালত হইতে স্বত্ব ঘোষণার ডিক্রী লাভ করিতেছেন এবং ডিক্রীর ভিত্তিতে দখল দাবী করিয়া উপজেলা রাজস্ব অফিস হইতে নামজারী করাইয়া নিয়াছেন। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ জরিপ চলাকালেও এই স্বত্ব ঘোষণার ডিক্রী লইয়া রেকর্ড সংশোধনের জন্য আবেদন করিতে পারেন। বলাবাহুল্য যে, এরূপ স্বত্ব ঘোষণার ডিক্রীর মাধ্যমেও বহু অর্পিত খাস জমি সরকারের বেহাত হইয়া যাইতেছে। ইহা বন্ধ করা অতি প্রয়োজন।

৫। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, জরিপকালে প্রণীত রেকর্ড বা খতিয়ান দখল স্বত্বের প্রমাণ্য দলিল। দেওয়ানী আদালত প্রদত্ত স্বত্ব ঘোষণার ডিক্রী দখল স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করে না। সুতরাং এরূপ স্বত্ব ঘোষণা ডিক্রীর ভিত্তিতে নামজারী বা খতিয়ান প্রনীত হইতে পারেনা। এরূপ খতিয়ান বেআইনী। অতএব, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান স্বত্ব ঘোষণার ডিক্রীর সহিত আদালত মাধ্যমে

ঘোষণা এবং দখল গ্রহণের প্রমাণ উপস্থিত করিতে না পারিলে তাহার নামে খতিয়ানে দখল স্বত্ব উল্লেখ করা যাইবে না। খাস ও অর্পিত সম্পত্তির ব্যাপারে এই বিষয়ে সতর্ক থাকার জন্য জরিপ ও রাজস্ব বিভাগীয় সকল কর্মকর্তাগণকে বিশেষভাবে নির্দেশ কর হইল

৬। জেলা প্রশাসক/ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এবং সেটেলমন্ট অফিসারগণকে উপরোক্ত নির্দেশাবলী বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হইল। জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, (রাজস্ব) ও সেটেলমেন্ট অফিসারগণ উপজেলা সফরকালে উপজেলা রাজস্ব অফিসার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং সহকারী সেটেলমন্টে অফিসারগণের সহিত বৈঠক করিয়া উপরোক্ত নির্দেশাবলী বাস্তবায়ন কার্যক্রম তদারকি করিবেন। অধুনা গৃহীত সিদ্ধান্তনুযায়ী জেলা প্রশাসক ও আঞ্চলিক সেটেলমেন্ট অফিসারগণ প্রতিমাসে সমন্বয় বৈঠকের মাধ্যমে উপরোক্ত বিষয়গুলিতে উদ্ভূত সমস্যা নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণকরিবেন।

৭। বিষয়টি অত্যন্ত জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় অদ্য ভিত্তিতে ব্যবস্থা লইতে হইবে।

স্বাক্ষর -এম, মোকাম্মেল হক
সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়, ঢাকা

স্মারক নং ভূঃ মঃ ১৫-২২/৮৮/৯২

তারিখঃ ১০-৩-৮৮ ইং / ২৬-১১-৯৪ বাং

পরিপত্র

বিষয়ঃ রিভিশনাল সেটেলমেন্ট অপারেশনে অর্পিত সম্পত্তির রেকর্ড করণ প্রসংগে।

চলমান জোনাল রিভিশনাল সেটেলমেন্ট অপারেশনে শুমারীভুক্ত অর্পিত সম্পত্তির রেকর্ডকরণ প্রসংগে কোন কোন জেলায় জটিলতা বা ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা নিরসনের জন্য নিম্নরূপ ব্যবস্থা গহণের জন্য নির্দেশ দেওয়া গেলঃ-

(ক) কোন মৌজার ভূমি রেকর্ডের কাজ (খানা পুরি/বুজারত) কোন্ তারিখ হইতে আরম্ভ হইবে এবং কোন্ তারিকে সম্পন্ন করা হইবে, এই মর্মে সংশ্লিষ্ট সেটেলমেন্ট বিভাগের কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট কালেক্টর/ জেলা প্রশাসককে পূর্বেই অবহিত করিবেন;

(খ) কালেক্টর/ জেলা প্রশাসক সংশ্লিষ্ট মৌজার শুমারীভুক্ত অর্পিত সম্পত্তির একপ্রস্থ সত্যায়িত তালিকা সংশ্লিষ্ট সেটেলমন্ট বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীকে সরবরাহকরিবেন;

(গ) জরিপ ও রেকর্ডের প্রাথমিক স্তরে (খানাপুরি/বাজারাত) আমিনগণ শুমারীভুক্ত অর্পিত সম্পত্তি "বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে কালেক্টর" এর খতিয়ানে রেকর্ড করিবেন। খতিয়ানের মন্তব্য কলামে প্রকৃত দখলকারের নাম ও ঠিকানা এবং তিনি কোন্ সময় হইতে কিভাবে (লিজ গ্রহণ পূর্বক/অবৈধ) দখলকার ইত্যাদি নোট করিবেন;

(ঘ) শুমারী তালিকাভুক্ত অর্পিত সম্পত্তির মালিকানা কেহ দাবী করিলে, তদদিক সূত্রে "রাজস্ব অফিসার ও সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার এর ক্ষমতা প্রাপ্ত অফিসার ১৯৫৫ সালের প্রজস্বত্ব বিধিমালার ৩০ নং বিধি অনুযায়ী আপত্তি গ্রহণ করিয়া যথাযথ নোটিশ জারী করিয়া সংশ্লিষ্ট আপত্তিকারী/ আপত্তিকারীগণ এবং সরকার পক্ষকে শুনানী নিয়া ঐ সম্পত্তির মালিকানা প্রমাণিত হইলে উহা অবমুক্তির জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করিবেন অন্যথায় দাবী অগ্রাহ্য করিবেন।

(ঙ) উক্ত বিধিমালার ৩০ নং বিধির আপত্তি শুনানী ও আদেশের বিরুদ্ধে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে সংক্ষুব্ধ (Agrieved) পক্ষ ৩১ নং বিধি অনুযায়ী আপীল রুজু করিতে পারেন। আপীলেট অফিসার যথাযথ নোটিশ প্রদানে সংশ্লিষ্ট

পক্ষগণকে শুনানী দিয়া ঐ সম্পত্তির মালিকানা প্রমানিত হইলে উহা অবমুক্তির জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ পাঠাইবেন অন্যথায় দাবী অগ্রাহ্য করিবেন।

(চ) বর্ণিত 'খ' হইতে 'ঙ' নং অনুচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণে সরকারী স্বার্থ সংরক্ষণে কালেক্টর/ জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি যথা, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) অর্পিত সম্পত্তি দায়িত্বে নিয়োজিত সুপারিনটেনডেন্ট, সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট কাগজ পত্রাদি উপস্থাপন করিবেন। অর্পিত সম্পত্তি বিভাগের নিযুক্ত কৌসুলী/সরকারী কৌশলীর পরামর্শ/উপস্থিতি বর্ণিত আপত্তি/আপীল কেস শুনানীর সময় প্রয়োজন হইতে পারে এবং তদনুযায়ী যথাযত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইতে পারে। এ বিষয়ে কালেক্টর/ জেলা প্রশাসক প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিবেন;

(ছ) যে সকল অর্পিত সম্পত্তি উচ্চতর আদালতে আপীল/রিভিশনাল মোকদ্দমা এবং দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমার বিচারাধীন রহিয়াছে, সেই সকল অর্পিত সম্পত্তি, আপাততঃ কালেক্টর এর খতিয়ানে রেকর্ড করিতে হইবে এবং খতিয়ানের মন্তব্য কলামে, মোকদ্দমার সংক্ষিপ্ত বিবরণীর নোট লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। ভুল তথ্য প্রদানে যদি কোন ব্যক্তি এইরূপ রেকর্ড প্রণয়নের চেষ্টা নেন এবং ভবিষ্যতে তাহা প্রমাণিত হয়, তবে তাহার বিরুদ্ধে কালেক্টর/ জেলা প্রশাসক ফৌজদারী আইনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন,

(জ) জরিপ ও রেকর্ড প্রণয়নকালে, প্রত্যেক এলাকার উপজেলা রাজস্ব অফিসারকে কালেক্টর/ জেলা প্রশাসক এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করিবেন যাহাতে সরকারী সম্পত্তি/অর্পিত সম্পত্তি/সরকারী ব্যবস্থাপনায় ন্যস্ত সম্পত্তি কোন প্রকারে কোন ব্যক্তি বিশেষের নামে রেকর্ডভুক্ত না করা হয়। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য জেলা প্রশাসকগণ নিজ নিজ উপজেলা নির্বাহী অফিসারকেও সুস্পষ্ট নির্দেশ দিবেন এবং এ নির্দেশ যাহাতে পালিত হয় সেইজন্য তিনি নিজেও তদারকি করিবেন।

২। এই মর্মে সকলকে সতর্ক করা যাইতেছে যে, সরকারী স্বার্থ ক্ষুন্ন হইলে, সেটেলমেন্ট বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং জেলা প্রশাসনের দায়িত্বে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীকে সরকারী সম্পত্তি আত্মসাৎ/আত্মসাতে সাহায্য করার দায়ে অভিযুক্ত করা হইবে এবং তাঁহার/তাঁহাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

৩। এই পরিপত্রটি, অত্র মন্ত্রণালয় হইতে জারীকৃত ১৪/১/৮৭ ইং তারিখের ৬৬ (৪)১-ভি, পি-৭৮৬/৭৭ নং স্মারকের পুরিপূরক বলিয়া গণ্য হইবে

স্বাক্ষর-এম, মোকাম্মেল হক
সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা নং–৫

স্মারক নং –৫–২৯৩/৮৫/৩৫১

তারিখঃ ১৬ই শ্রাবন ১৩৯৫ বাং / ৩১ শে জুলাই ১৯৮৮ ইং

প্রাপকঃ জেলা প্রশাসক,

বিষয়ঃ অর্পিত সম্পত্তি হইতে উচ্ছেদ, অর্পিত সম্পত্তির তালিকা ও অবমুক্তি সম্পর্কে।

অর্পিত ও অনাগরিক সম্পত্তির বিষয়গুলি স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত জটিল এবং স্পর্শকাতর ধরনের সমস্যার সাথে জড়িত।

২। সম্প্রতি মাঠ পর্যায়ে অর্পিত সম্পত্তি হইতে উচ্ছেদ করা অথবা উক্ত সম্পত্তির অধিগ্রহণ করণার্থে উচ্ছেদ (ইভিকশন) করার ব্যাপারে অনেক অনিয়ম ও জটিলতা পরিলক্ষিত হইতেছে। অনেক ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক সংশ্লিষ্ট পক্ষকে কোন প্রকার নোটিশ না দিয়াই চূড়ান্তভাবে উচ্ছেদ অভিযান চালাইতেছেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতির সচিব মহোদয়ের ৬–৮–৮৪ তারিখের সি এম টি– ৭২।২।/৮৪–৮১।৭। নম্বর স্মারকে নিম্নলিখিত স্পষ্ট ঘোষণা রহিয়াছে।

"অর্পিত সম্পত্তি হস্তান্তর এবং নূতন করে কোন সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি ঘোষণা করা বন্ধ করা হলো।"

"আইনগত দিক থেকে কোন বাধা না থাকলে অর্পিত সম্পত্তি সাধারণ হিন্দু আইন অনুযায়ী পরিচালিত হবে।"

ইহা সত্ত্বেও অনেক জেলায় নূতন করিয়া অর্পিত সম্পত্তি ঘোষণা ও দখল কর হইতেছে। ১৯৬৭ সালের অর্পিত সম্পত্তির রেজিষ্টারে নামে মাত্র স্থান পাইয়াছে এমন সম্পত্তি যথারীতি শুনানী, বা পরীক্ষা ছাড়াই অধিগ্রহণ করা হইতেছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষকে ন্যায় বিচারের স্বার্থে কোন দলিল পত্র দেখানোর সুযোগও দেওয়া হইতেছে না। এ ধরনের ন্যূনতম সুবিচার নিশ্চিত না করিয়া অনেক পরিবারকে হঠাৎ করিয়া পথে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছে এমন অমানবিক কার্য ঘটাইবার অভিযোগও পাওয়া গিয়াছে। কোন কোন জেলা হইতে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের সম্পত্তি ঢালাওভাবে অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে অধিগ্রহনের প্রচেষ্টা/উদ্যোগের উদ্বেগজনক খবরও পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে একদিকে যেমন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে আতংকের সৃষ্টি হইতেছে, অন্যদিকে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হইতেছে।

৩। অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত উদ্ভূত সমস্যার নিরসনকল্পে বর্তমানে বিষয়টি সম্পর্কে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে, এখন হইতে অর্পিত সম্পত্তি হইতে উচ্ছেদ (ইভিকশন) সংক্রান্ত প্রস্তাব সুষ্ঠভাবে বিবেচনা ও পরীক্ষার জন্য জেলা প্রশাসকের নিকট পেশ করিতে হইবে। জেলা প্রশাসক নিজে সম্পূর্ণ বিষয়ে আইনানুগ সন্তুষ্ট হইলে পর উচ্ছেদ অভিযান পরিচালিত হইবে।

৪। বিশেষ জরুরী পরিস্থিতিতে প্রস্তুতকৃত ১৯৬৭ সালের তৎকালীন শত্রু সম্পত্তির তালিকাকে চূড়ান্ত তালিকা বলিয়া মনে করিয়া ঐ তালিকার ভিত্তিতেই কোন সম্পত্তি সরকারী দখলে আনয়নকে প্রচলিত আইনে গ্রহণযোগ্য বলা যায় না। ইতিপূর্বে অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে পাকাপোক্তভাবে প্রমাণিত ও স্বীকৃত হইয়াছে এবং উহার দখল সরকারে বর্তাইয়াছে এমন সম্পত্তির তালিকাটি কেবলমাত্র চূড়ান্ত তালিকা হিসাবে গৃহীত হইতে পারে। একটি সম্পত্তি অর্পিত ঘোষণার অর্থ হইল ঐ সম্পত্তির উপর যথাযথ কেস রেকর্ড খুলিয়া অর্ডারশীটে আদেশ দিয়া বর্তমান দখলকারীকে নোটিশ ও শুনানীর পর উক্ত সম্পত্তিটি সরকারের দখলে আনা বা লীজ দেওয়া। সুতরাং মহামান্য রাষ্ট্রপতির সুস্পষ্ট ঘোষণার আগে অনুরূপ কোন আদেশ/ ঘোষণা না থাকিলে ২১–৬–৮৪ তারিখর পর নূতন কোন কেস শুরু কর যাইবে না। তবে যদি কোন সম্পত্তি সম্পর্কে কোন কেস নথি শুনানী/আপীল পর্যায়ে থাকে তাহা হইলে তাহারা শুনানী শেষ করিয়া যথাযথ প্রস্তাব সরকারের কাছে পাঠাইতে হইবে।

৫। কোন কোন ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকের সেন্সাস তালিকার সহিত উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর কার্যালয় এর রক্ষিত অর্পিত সম্পত্তির তালিকাও গরমিল পাওয়া যাইতেছে। হইাতে সন্দেহ হওয়াও স্বাভাবিক যে অনেক ক্ষেত্রে স্বার্থান্বেষী মহলের প্রভাবে অর্পিত শাখার কর্মকর্তা কর্মচারীগণ ইচ্ছা মাফিক সম্পত্তির তালিকা রদবদল করিতেছেন। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে যে, জেলা প্রশাসকগণ অর্পিত শাখাগুলি নিজেরা পরিদর্শন করিয়া প্রতি জেলায় অর্পিত সম্পত্তির সেন্সাস তালিকাগুলি নিবিরভাবে পরীক্ষা করিবেন। এই পরীক্ষার পর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ঐ তালিকার প্রতিটি পাতায় প্রতিস্বাক্ষর করিবেন যাহাতে ভবিষ্যতে নূতন কোন সম্পত্তি এই তালিকা হইতে বাদ দেওয়া না যায় বা এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা না হয়। প্রতিস্বাক্ষরিত সেন্সাস লিষ্টের তিনটি অনুলিপি (অথবা ফটোকপি) আগামী ৩০–৮–৮৮ ইং তারিখের মধ্যে

বিশেষ দূত মারফত মন্ত্রণালয়ে পাঠাইতে হইবে যাহাতে মন্ত্রণালয়ের, ভূমি প্রশাসন বোর্ডে কেন্দ্রীয়ভাবে অর্পিত সম্পত্তির তালিকা সংরক্ষণ করা যায়।

৬। এই মর্মে নির্দেশও দেওয়া যাইতেছে যে এখন হইতে শহর এলাকায় অর্পিত অবমুক্তির চূড়ান্ত আদেশ মন্ত্রণালয় হইতে দেওয়া হইবে। আপীল শুনানীর ক্ষেত্রে এই ধরনের সম্পত্তির অবমুক্তির প্রস্তাব ভূমি প্রশাসন বোর্ডের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে পাঠাইতে হইবে। জেলা প্রশাসকগণ সাধারণভাবে শহর এলাকার অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তির প্রস্তাব সরাসরি মন্ত্রণালয়ে পাঠাইবেন। তবে এই জাতীয় প্রস্তাবের চিঠির অনুলিপি ভূমি প্রশাসন বোর্ডকে দিতে হইবে। কৃষি জমির অবমুক্তির ক্ষেত্রে বিভাগীয় কমিশনারগণ পূর্বের ন্যায় উক্ত জমির অবমুক্তির আদেশ দিবেন। ভূমি প্রশাসন বোর্ডে আপীল শুনানী দিবেন। ভূমি প্রশাসন বোর্ড ১০ বিঘা পর্যন্ত জমি অবমুক্তির আদেশ দিতে পারিবেন। তদূর্ধ জমির অবমুক্তির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে পাঠাইতে হইবে।

৭। উচ্ছেদ সংক্রান্ত উপরোক্ত সিদ্ধান্ত এর পরিপ্রেক্ষিতে অর্পিত সম্পত্তি হইতে উচ্ছেদ করিবার পূর্বে ভূমি প্রশাসন বোর্ডের অনুমতি গ্রহণ সংক্রান্ত বোর্ডের পত্র এ, এস ১২/৮৪ ডিপি/৯৪ তাং ৯-১-৮৫ ইং এতদ্বারা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

স্বাক্ষরঃ এম মোকাম্মেল হক
সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
ভূমি সংস্কার বোর্ড
অর্পিত সম্পত্তি (প্রসাশন) সেল
বি, আই, ডব্লিউ, টি, এ, ভবন
১৪১-১৪৩ মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।

নং- ভূঃসঃবোঃ-১ (অর্পিত/প্রশাসন)-১৬/৮৯/৩৩(৬১)। তারিখঃ ৩১/১২/৮৯ইং / ১৭/০৯/৯৬বাং

প্রেরকঃ কফিল উদ্দিন আহমদ,
সহকারী ভূমি সংস্কার কমিশনার,
ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা।

প্রাপকঃ জেলা প্রশাসক,

বিষয় ঃ অর্পিত সম্পত্তি বিভাগ হইতে আত্মীকৃত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন সংরক্ষন।

মহামান্য রাষ্ট্রপতির ২২/৪/৮৪ ইং তারিখের আদেশ বলে ভূমি মন্ত্রণালয় হইতে বিগত ২০/৭/৮৯ ইং এবং ৯/১০/৮৯ ইং তারিখের যথাক্রমে স্মারক নং ভূঃমঃ/শা-৫-৩ এম/পি/ডিপি /৮৩/৪৩৮/ ১৪৩৮/২৪৩৮/৩ ও ৪৩৮/৪ এবং ভঃমঃ/শা-৫-৩এম/পি/ ডি পি/৮৩ (অংশ) ৮০১, ৮০২ ৮০৩ ও ৮০৪ এর মাধ্যমে অর্পিত সম্পত্তি বিভাগের ৫৯৭ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে কানুনগো, তহশীলদার, সহকারী তহশীলদার ও এম, এল, এসএস পদে আত্মীকরণ করিয়া বিভিন্ন জেলার এস, এ শাখায় তাহাদের চাকুরী ন্যস্ত করা হইয়াছে। চাকুরীতে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারনে তাহাদের বিগত চাকুরীর মেয়াদকালের ৫০% সময় সরকারী চাকুরী হিসাবে গন্য করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

এমতাবস্থায়, বেতন সংরক্ষন প্রসংগে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় হইতে,১-১২-৯৩ বাং ১৬/৩/৮৭ ইং তারিখে জারীকৃত ইডি (এসপি) ৬১/৮৩-১৯৪(৩) নং নির্দেশিকার আত্মীকৃতদের আত্মীকৃত বেতন স্কেলে নূতন করিয়া বেতন নির্ধারনের ক্ষেত্রে উক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগনের বেতন কোন ক্রমেই শেষ আহরিত বেতনের কম হইবে না।

এই আদেশ ১/৮/৮৯ ইং তারিখ/যোগদানের তারিখ যেভাবে প্রযোজ্য। হইতে কার্যকর হইবে।

স্বাঃ কফিল উদ্দি আহমদ
সহকারী ভূমি সংস্কার কমিশনার।

ভূমি মন্ত্রণালয়

শাখা নং — ৫

আদেশ

ঢাকা ১৪ই ফাল্গুন ১৩৯৬/২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯০ নং ভূঃমঃ/ শা-৫ অর্পিত (ক্ষমতা)/৬১/৯০ (অংশ)/ ১৬৪-ভূমি মন্ত্রণালয়ের গত ২৩শে মে ১৯৮৯/৯ই জৈষ্ঠ ১৩৯৬ তারিখ নং ভূঃমঃশা-১৫ (ভঃসঃবোঃ)-২৩১/৮৮/৪১১ আদেশের ১(গ) এবং ৮ অনুচ্ছেদ বাতিলক্রমে সরকার এতদবিষয়ে নিম্নোক্ত আদেশ প্রদান করিলেনঃ-

(১) মন্ত্রণালয়ের তদারকী ও নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষেরাজস্ব ব্যবস্থাপনার অধীনে দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের নিয়োগ/বদলী বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারগণ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। উক্ত কর্মকর্তাদের আন্তঃবিভাগীয় নিয়োগ/বদলীর ক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয় গ্রহণ করিবেন

(২) জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সকল নন-গেজেটেড কর্মচারীদের নিয়োগ/বদলি এবং বিভাগীয় ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক, বিভাগীয় পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনার এবং বিভাগীয় পর্যায়ের বর্হিভূত ক্ষেত্রেভূমি মন্ত্রণালয় গ্রহণ করিবেন

(৩) অর্পিত সম্পত্তির বাজেট, অর্থ ছাড় এবং ব্যয় নিয়ন্ত্রণ এবং সার্বিক সকল ব্যবস্থাদি ভূমি মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রণ করিবেন।

(৪) ভূমি মন্ত্রণালয় কোর্ট কেসসমূহের তদারকী ও তত্ত্বাবধান করিবেন।

(৫) অর্পিত সম্পত্তি কৌশলী নিয়োগ ক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারগণ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন

(৬) সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনরগণ অর্পিত সম্পত্তি ১০(দশ) বিঘা পর্যন্ত কৃষি জমি অবমুক্ত করিতে পারিবেন।

(৭) ঢাকা ব্যতীত বর্তমান ব্যবস্থা মোতাবেক সকল জেলার জেলা প্রশাসকগণ অর্পিত সম্পত্তির একসনা লিজ প্রদান বিষয়ে চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং এতদবিষয়ে বাৎসরিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে পেশ করিবেন।

২। এতদপ্রেক্ষিতে পূর্বে জারীকৃত সকল আদেশ ও নির্দেশাবলী বাতিল বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৩। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকরী হইবে

এ, জেড, এম, নাছিরুদ্দিন
সচিব

অতি জরুরী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা নং–৫

নং- ভূঃমঃশা-৫-১৯৯৩/৮৫/৪৩২(৬১) তারিখঃ ২৭-০২-৯৭বাং / ১১-০৬-৯০ইং

প্রাপকঃ জেলা প্রশাসক

বিষয়ঃ অর্পিত সম্পত্তি হইতে উদ্ধেদ, অর্পিত সম্পত্তি তালিকা ও অবমুক্তি সম্পর্কে।

সূত্রঃ ভূমি মন্ত্রণালয় এর স্মারক নং- ৫-১৯৩/৮৫/৩৫১ তারিখ- ১৬-৪-১৩৯৫ বাং/ ৩১-৭-৮৮ইং

বিশেষ জরুরী পরিস্থিতিতে প্রস্তুতকৃত ১৯৬৭ সালের তৎকালীন শত্রু সম্পত্তি (বর্তমানে অর্পিত সম্পত্তি) তালিকাকে চূড়ান্ত তালিকা বলিয়া গন্য করিয়া উক্ত তালিকার ভিত্তিতেই তালিকাভুক্ত সকল সম্পত্তি সরকারী দখলীভূত মনে করিয়া বন্দোবস্ত প্রদান করা যাইতে পারে কিনা, সে বিষয়ে কোন কোন জেলা প্রশাসকের পক্ষ হইতে জানিতে চাওয়া হইয়াছে।

২। এতদবিষয়ে সূত্রে উল্লেখিত স্মারকের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষন করা হইয়াছে। উক্ত স্মারকের৪র্থ অনুচ্ছেদে এই বিষয়ে স্পষ্ট এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদানকরা হইয়াছে। ফলে বিষয়টিতে কোন ভূলবুঝাবুঝির অবকাশ নাই।

৩। এমতাবস্থায় উল্লেখিত স্মারকে বর্নিত সিদ্ধান্তাবলীর আলোকে অর্পিত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ব্যবস্থাদি গ্রহণে তাঁহাদের অনুরোধ করা যাইতেছে। এতদসত্ত্বেও যদি কোনরূপ বিভ্রান্তি বা সন্দেহের উদ্রেক হয়, তবে জেলা প্রশাসকগন বিশদ বিবরণ এবং সুপারিশসহ অত্র মন্ত্রণালয়ে বিবেচনার জন্য প্রেরণ করিতে পারেন।

স্বা-সৈয়দ আসগার আলী
উপ-সচিব,
ভূমি মন্ত্রণালয়।

অর্পিত সম্পত্তি আইন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখানং–৫

নং-ভূঃমঃ/শা-৫/অর্পিত (ব্যবস্থাপনা)/৩৩৬/৯০/৫৮৭(৬৫) তারিখ ১৯-০৪-৯৭বাং / ০৪-০৮-৯০ইং

প্রাপক: জেলা প্রশাসক, (সকল)

বিষয়ঃ অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তি সম্পর্কে।

অর্পিত সম্পত্তির অবমুক্তির বিষয়ে যথাসম্ভব দ্রুত ও নির্ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ জনস্বার্থে একান্ত বাঞ্চনীয় বলিয়া সরকার মনে করেন। বিষয়টি মূলতঃ নির্ভর করিতেছে জেলাপর্যায় হইতে অবমুক্তির বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত প্রস্তাবাবলীর সহিত প্রাপ্ত তথ্যাবলীর উপর। প্রায়শঃ লক্ষ্য করা যাইতেছে যে জেলা প্রর্যায় হইতে এতদসম্পর্কিত প্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবাবলীতে প্রয়োজনীয় তথ্যের উল্লেখ থাকে না। ফলে এই সকল প্রস্তাবের বিষয়ে সুষ্ঠু ভিত্তিক, নিরপেক্ষ এবং বাস্তবধর্মী সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিলম্বিত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে সম্ভবপর হইয়া উঠে না। ইহার ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের হয়রানী বাড়িয়া যায় এবং মন্ত্রণালয়কে বিব্রতকর অবস্থায় পড়িতে হয়। এহেন অবস্থার আশু অবসান কল্পে জেলা পর্যায় হইতে অর্পিত সম্পত্তির অবমুক্তি সম্পর্কিত প্রস্তাবাবলী মন্ত্রণালয় এ প্রেরণের সময় নিম্নোক্ত বিষয়াদি নিশ্চিত করিতেহইবেঃ

(১) অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তি আবেদনের সহিত সম্পত্তিটি যে অবমুক্তির যোগ্য সে ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য সঠিক দলিল দস্তাবেজ প্রমানাদি অবশ্যই থাকিতে হইবে অন্যথায় অবমুক্তির আবেদন পত্রটি প্রাথমিক পর্যায়েই বাতিল বলিয়া গন্য হইবে।

(২) আলোচ্য সম্পত্তি ভূমি মন্ত্রণালয়ের ৩১শে জুলাই, ১৯৮৮ ইং তারিখের ৫-১৯৩/৮৫/৩৫১ নং স্মারকে অনুঃ ৪-৫-এ বর্ণিত নির্দেশ মোতাবেক পাকাপোক্তভাবে অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে প্রমানিত ও স্বীকৃত হইয়াছে কি না নিশ্চিত করিতে হইবে।

(৩) অবমুক্তি আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সহকারী কমিশনার (ভূমি) রাজস্ব অফিসার, ইউ, এন ও, ও ডি, পি, কৌশুলী, রেভিনিউ ডেটুটী কালেক্টর ও সর্বোপরি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) স্ব স্ব পর্যায়ে সঠিক তথ্যের আইনানুগ যথাযথভাবে পর্যালোচনা ও নিরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। প্রয়োজন বোধে সরেজমীনে তদন্ত করিবেন ও সংশ্লিষ্ট সকলের শুনানী গ্রহণ করিবেন।

(৪) যিনি বা যাহারা অবমুক্তির আবেদন করিয়াছেন তাহারা বা তাহাদের মালিকানা সম্পর্কে নিবিড়ভাবে যাচাই করিতে হইবে। কি সূত্রে তাহারা মালিক হলেন, তাহাদের অনুকূলে নামজারী করা হইয়াছে কি না ও তাহারা ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোদ করিতেছেন কি না ইত্যাদি ব্যাপারে সঠিক তথ্য ও প্রমানাদি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে।

(৫) সরকার কর্তৃক ০৩-১২-৬৫ ইং তারিখের ১১৯৯ নং স্মারকের জারীকৃত আদেশের পর অর্পিত সম্পত্তির যে কোনরূপ হস্তান্তর বাতিল যোগ্য এবং সরকারের বিরুদ্ধে একতরফা ডিক্রি গ্রহণযোগ্য নয়। আমমোক্তারনামা/আমলনামা ইত্যাদি সূত্রে পত্তন/মালিকানার দাবী ইত্যাদি সময়ের নিরীক্ষে যাচাই করিতে হইবে এবং সেই মোতাবেক সুপারিশ পেশ করিতে হইবে।

(৬) আলোচ্য অর্পিত সম্পত্তির বিষয়টি কোন আদালতে বিচারাধীন আছে কি না এবং থাকিলে উহার বর্তমান অবস্থা কি তাহার উল্লেখ করিতে হইবে।

(৭) ০৬-০৯-৬৫ হইতে ১৬-০২-৬৯ তারিখ পর্যন্ত অর্পিত সম্পত্তির মালিক ভারতে ছিলেন না মর্মে গ্রহন যোগ্য প্রমানাদি যাচাই করিতে হইবে।

(৮) ভুলক্রমে ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তির তালিকাভূক্ত করা হইলে ভুলের জন্য দায়ী কে। কাহারা। তাহার/তাহাদের বিরুদ্ধে কি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।

২। অবমুক্তির প্রস্তাবের সহিত সংযুক্ত এতদসম্পর্কিত ছকপত্র (পরিশিষ্ট 'ক') যথাযথভাবে পূরন পূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে ছকপত্রটি বিষয়টির সারসংক্ষেপ রূপে গন্য হইবে।

৩। সম্পত্তিটি অবমুক্তির বিষয়ে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এর অভিমত এবং সুস্পষ্ট সুপারিশ অবশ্যই প্রস্তাবের সহিত থাকিতে হইবে।

৪। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকরী হইবে

স্বা- এ, জেড, এম, নাছিরুদ্দিন
সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়।

ভূমি মন্ত্রণালয়ের ০৪-০৮-৯০ ইং ১৯-৪-৯৭ বাং তারিখের নং- ৩৩৬/৯০/৫৮৭ (৬৪) স্মারক সম্পর্কিত ছক:

বিষয় ঃ অর্পিত সম্পত্তির অবমুক্তি সম্পর্কিত তথ্যাদির বিবরণী।

১। স্থানীয় ভি, পি, কেস নং-

২। অর্পিত সম্পত্তির বিবরণঃ-

(ক) জেলা- উপজেলা-

মৌজা-

(খ) খতিয়া নং- (১) সি, এস---------- দাগ নং ----------

(২) এস, এ ---------- দাগ নং ----------

(৩) আর, এস ---------- দাগ নং ----------

(যদি থাকে)

(গ) মোট পরিমাণঃ-

(ঘ) সম্পত্তির শ্রেণীঃ-

৩। (ক) কোন তারিখে সংশ্লিষ্ট অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকভুক্ত করা হইয়াছে

(খ) তালিকাভুক্তির ক্রমিক নং-

(গ) ভূমি মন্ত্রণালয়ের ৩১-৭-৮৮ ইং ১৬-০৪-৯৫ বাং তারিখের নং-৫-১৯৩/৮৫/৩৫১ স্মারকের ৪ অনুচ্ছেদের নির্দেশ মোতাবেক সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি পাকাপোক্তভাবে অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে ঘোষিত এবং স্বীকৃত হইয়াছে কিনাঃ-

(ঘ) উল্লেখিত সম্পত্তি কবে সরকারের দখলে আনায়ন করা হইয়াছে।

(ঙ) কোন তারিখ হইতে উক্ত সম্পত্তি লীজ দেওয়া হয়ঃ-

৪। (১) সংশ্লিষ্ট অর্পিত সম্পত্তির অবমুক্তির জন্য আবেদনকারী/আবেদনকারীদের নাম ও ঠিকানাঃ-

(২) কোন তারিখে অবমুক্তির জন্য আবেদন করা হইয়াছেঃ-

(৩) কাহার বরাবরে?ঃ-

৫। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অবমুক্তির স্বপক্ষে আবেদনকারীর সমর্থনযোগ্য বক্তব্যঃ-

৬। (ক) সিভিল কোর্টের কোন ডিক্রী আছে কি নাঃ-

(খ) থাকিলে তা কি?

(গ) উক্ত কেসে সরকারকে বিবাদী করা হইয়াছিল কি নাঃ-

(ঘ) সরকারকে বিবাদী করা হইয়া থাকিলে সরকার হইতে আত্মপক্ষ সমর্থন করা হইয়াছিল কি না, না হইয়া থাকিলে এ বিষয়ে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে কি না?

(ঙ) মামলা বা দেনার দায়ে সম্পত্তি নিলাম বিক্রি হইলে নিলামের আদেশের কপি আছে কি না।

(চ) ০৬-০৯-৬৫ ইং তারিখ হইতে ১৬-০২-৬৯ বাং তারিখ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট অর্পিত সম্পত্তি অংশের মালিক ভারতে ছিলেন কিনা, না থাকিলে তাহার সমর্থনে প্রমাণাদি কিঃ-

৭। সংশ্লিষ্ট অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তির বিষয়ে ভি, পি কৌসুলীর মতামত কি?

৮। সংশ্লিষ্ট অর্পিত সম্পত্তির অবমুক্তির বিষয়ে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এর নিজস্ব মতামত কি?ঃ

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)

স্বাক্ষর ও সীল।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
ভূমি মন্ত্রণালয়,
শাখা নং–৫

স্মারক নং- ভূঃমঃ/শা-৫-৩/ এম, সি/ডি, পি/ ৮৩ (অংশ)/ ৭০৪ (১২৮) তারিখ ৩০-০৮-৯৬বাং / ১৪-১২-৮৯ইং

প্রাপকঃ ১। জেলা প্রশাসক,

২, অতিঃ জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)

বিষয় ঃ জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্য্যায়ে অর্পিত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ।

সূত্রঃ পরিপত্র নং-১এ/ ৭৭/ ১৫৬-আর, এস, তারিখ, ঢাকা- ২৩-০৫-১৯৭৭ ইং ও ভূঃমঃ/শা-৫/ নীতি-১৮৮/৮৮/২৩৫ তারিখ- ১০-০৮-১৯৮৮ ইং

দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত সমস্যার সমাধানকল্পে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সদয় অনুমোদন ক্রমে অর্পিত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনায়/পরিচালনায় নিয়োজিত কর্মচারীদের ব্যক্তিগত নথি, রেকর্ড, গোপন প্রতিবেদন ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে যে সকল কর্মচারীকে বয়সসীমা শিথিল করিয়া সরকারী চাকুরীতে আত্মীকরণের মাধ্যমে রাজস্ব বিভাগে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে,তাহাদের নামের তালিকা ইতিমধ্যে মন্ত্রণালয়ের ২০-০৭-৮৯ ইং ও ০৯-১০-৮৯ ইং তারিখে জারীকৃত কয়েকটি আদেশ মারফত সকল জেলায় প্রেরণ করা হইয়াছে। এই আত্মীকরনের পর অর্পিত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় কিছুটা শুন্যতা বিরাজ করিতেছে। অর্পিত সম্পত্তি রক্ষনাবেক্ষন, ব্যবস্থাপনা ও নিষ্পত্তিকরণে যাহাতে অচলাবস্থা দেখা না দেয় সে জন্য এখন হইতে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা চালু হইবেঃ-

(১) জেলা কালেকটরেট অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) কে সহয়তা করার জন্য রেভিনিউ ডেপুটী কালেক্টরগণ পূর্বের ন্যায় অর্পিত শাখার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে কাজ করিবেন। জেলার অর্পিত সম্পত্তির সার্বিক তত্বধানের/ব্যবস্থাপনা দায়িত্ব জেলা প্রশাসকগনের উপর ন্যস্ত থাকিবে। উপজেলা পর্যায়ে অর্পিত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা সহকারী কমিশনর (ভূমি)/উপজেলা রাজস্ব অফিসারদের দায়িত্ব ও নিয়ন্ত্রণ পূর্ববৎ থাকিবে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগন আগের মতই সহকারী (কমিশনার (ভূমি) ও উপজেলারাজস্ব কর্মকর্তাগনের অর্পিত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার সার্বিক তত্ত্বাবধান করিবেন। এখানে উল্লেখ্য যে কোন উপজেলার অভ্যন্তরে অর্পিত সম্পত্তির কোন অব্যবস্থার জন্য মূলতঃ সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি)/ উপজেলা রাজস্ব অফিসারই দায়ী হইবেন। তবে আপীল বা শুনানীর ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক অথবা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) গনের রায়ই জেলা পর্যায়ে চূড়ান্ত বলিয়া গন্য হইবে

২। জেলা সদরের পৌরসভার ক্ষেত্রে অর্পিত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার কাজ মূলতঃ পৌরসভার এলাকার দায়িত্বে নিয়োজিত সহকারী কমিশণার (ভূমি) পালন করিবেন, কালেক্টরেটের অর্পিত শাখা হইতে কোনরূপ ফিস বা রাজস্ব আদায় করা হইবে না। সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসের তত্ত্বাবধানে সংশ্লিষ্ট তহশীলদারগন অর্পিত সম্পত্তির বিষয়ের সকল নথি, রেজিষ্টার ও অর্পিত সম্পত্তির সেনসাস তালিকা ইত্যাদি বুঝিয়া লইবেন। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকল ডি, সি, আর/ এইচ, আর, আর ও রেজিষ্টারগুলির তালিকা প্রণয়ন করতঃ ঐগুলি আর, ডি, সি, এর মাধ্যমে সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে হস্তান্তর করিতে হইবে এবং তাহার তদারকীতে উপজেলা ভূমি অফিসের সংশ্লিষ্ট সহকারী ও এস, এ, তহশীলদারগন এইসকল নথি/রেকর্ড বুঝিয়া লইবেন এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর তহশীলদারগন আদায় করিবেন। এই সকল অর্পিত সম্পত্তির রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে আলাদা হিসাব থাকিবে। এই টাকা পূর্বের মত সংশ্লিষ্ট আলাদা খাতে জমা দিতে হইবে। হিসাবের আলাদা রেজিষ্টার রাখিতে হইবে এবং অন্যান্য নিয়ম কানুন ও পূর্বের মত বহাল থাকিবে। জেলা সদর পৌর এলাকার অর্পিত সম্পত্তির লীজ ও লীজ এর নবায়ন অবশ্য পূর্বের মত অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) দ্বারা সম্পাদিত হইবে। জেলা শহর পৌর এলাকার অর্পিত সম্পত্তির সেনবাস তালিকার একটি অনুলিপি সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসে রাখিতে হইবে। উক্ত অনুলিপি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) দ্বারা সত্যায়িত হইতে হইবে

৩। উপজেলা পর্যায়ের অর্পিত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা/নিয়ন্ত্রণের দায় দায়িত্ব সহকারী কমিশনার (ভূমি)/উপজেলা রাজস্ব অফিসারের উপর ন্যস্ত থাকিবে। উপজেলা ভূমি অফিসের সংশ্লিষ্ট অফিস সহকারী ওকানুনগো অর্পিত সম্পত্তি বিষয়ক সকল

নথিপত্র/সেনসাস/রেকর্ড তালিকা সুষ্ঠুরূপে রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। প্রতিটি ইউনিয়ন ভূমি অফিসে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন/ইউনিয়নগুলির অর্পিত সম্পত্তির সেনসাস তালিকার একটি অনুলিপি থাকিবে যাহা সহকারী কমিশনার (ভূমি) দ্বারা স্বাক্ষরিত হইবে। উপজেলা অন্তর্ভুক্ত সকল ইউনিয়ন ভূমি অফিসে সংশ্লিষ্ট অর্পিত সম্পত্তির সেনসাস তালিকার অনুলিপি জরুরী ভিত্তিতে প্রেরণ করিতে হইবে। উপজেলা ভূমি অফিসের কানুনগোর নেতৃত্বে ওসহকারী কমিশনার (ভূমি)/উপজেলা রাজস্ব অফিসারের তত্ত্বাবধানে সংশ্লিষ্ট তালিকাগুলি প্রণয়ন করিতে হইবে। অর্পিত সম্পত্তির সকল আদায় সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ভূমি অফিসের তহশীলদারগন নির্ধারিত পৃথক ডি, সি, আর এর মাধ্যমে আদায় করিবেন এবং এতদুদ্দেশ্যে ডি, সি, আর/এইচ, আর, আর, বই ইউনিয়ন ভূমি অফিসে বিতরণ করিতে হইবে। কোন ইউনিয়ন ভূমি অফিসে কতটি অর্পিত সম্পত্তির ডি, সি, আর লাগিবে তাহা নির্ভর করিবে ঐ এলাকার মোট অর্পিত সম্পত্তির হোল্ডিং এর সংখ্যার উপর। আদায়ের হিসাব আলাদা আলাদা রেজিস্টারে রাখিতে হইবে এবং আদায়ের টাকা আলাদা খাতে জমা দিয়া জেলা অফিসকে জানাইতে হইবে। সকল নথির আলাদা রেজিষ্টারও সংরক্ষণ করিতে হইবে। সেনসাস তালিকা উপজেলা ভূমি অফিসে সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর ব্যক্তিগত দায়িত্বে সকল প্রকার নিরাপত্তার ব্যবস্থাসহ সাবধানে রাখিতে হইবে। স্টীল আলমারীতে বা লোহার সিন্দুকে (যদি থাকে) এ ধরনের রেজিস্টার রাখাই শ্রেয়। এটি কখনও সহকারী কমিশনার (ভূমি)/উপজেলা রাজস্ব অফিসারের উপস্থিতি ছাড়া বাহির করা যাইবে না। সহকারী কমিশনার (ভূমি) উপজেলা রাজস্ব অফিসার দীর্ঘদিনের জন্য প্রশিক্ষনে থাকিলে ভারপ্রাপ্ত উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট/সহকারী কমিশনার সংশ্লিষ্ট কানুনগো দিয়া এইসব সেনসাস তালিকার ইউনিয়নওয়ারী অনুলিপি করাইবেন।

(৪) সহকারী কমিশনার (ভূমি)/উপজেলা রাজস্ব অফিসারগন সংশ্লিষ্ট অর্পিত সম্পত্তির সেনসাস তালিকার অনুলিপি উপজেলার অন্তর্গত ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সহকারী তহশীলদার/তহশীলদারদের নিকট ব্যক্তিগতভাবে হস্তান্তর করিবেন। তাহারা মূলতঃ সেনসাস তালিকার নিরাপদ সংরক্ষন ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব থাকিবেন।

(৫) অর্পিত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার বিকেন্দ্রীকরন হইলেও অর্পিত সম্পত্তির সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনায় যাহাতে কোনরূপ সমস্যার সৃষ্টি না হয় সে ব্যাপারে সকলকে সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। নথিপত্র, অর্পিত সম্পত্তির তালিকা, রেজিষ্টার ইত্যাদি তালিকা প্রণয়নের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইতে যাহাতে বিকেন্দ্রীকরন সুবিধা হয় এবং ভবিষ্যতে কোনরূপ গোলযোগ/সমস্যা দেখা না দেয়। অর্পিত সম্পত্তির তালিকায় কোনরূপ ব্যতিক্রম ও কাটাছেড়া থাকিলে তাহার উল্লেখ করিয়া সংশ্লিষ্ট রেভিনিউ ডেপুটি কালেকটর তাহার নিজের পূর্ণনাম, স্বাক্ষর ও সীলসহ তাহাতে লিপিবদ্ধ করিবেন। প্রত্যেক জেলা অফিসে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ব্যক্তিগত দায়িত্বে উপজেলাওয়ারী অর্পিত সম্পত্তির সেনসাস তালিকার অনুলিপি সংরক্ষন করিতে হইবে। এই সকল তালিকায় সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর প্রতিস্বাক্ষর থাকিতে হইবে। একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে জেলা কালেকটরেটের অর্পিত সম্পত্তি সেল পূর্ববৎ বহাল থাকিবে। এই সেলের জন্য আর নূতন কোন কর্মচারী নিয়োগ করা হইবে না বিধায় এস, এ, শাখার বর্তমান কর্মরত কর্মচারীদের দ্বারা অর্পিত সম্পত্তি শাখার দৈনন্দিন কাজ চালাইতে হইবে। উপজেলা রাজস্ব অফিসার বা অতিরিক্ত ভূমি হুকুম দখল অফিসার হিসাবে আত্মীকরন না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট জেলা সদরে কর্মরত অর্পিত সম্পত্তির সুপার/সহ-সুপারগণ পূর্ববৎ আর, ডি, সিগনকে অর্পিত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনায় সাহায্য করিবেন। তাহাদের বেতন অর্পিত শাখার বাজেট হইতে আগের মতই মিটানো হইবে। তাহারা কোন নথিতে মোট দিবেন না। কেবল রাজস্ব আদায়/পরিদর্শন/ তদন্ত ইত্যাদি কাজে আর, ডি, সিগনকে সাহায্য করিবেন। উল্লেখ্য যে পৌর এলাকার মূল নথি সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণই সংরক্ষণ করিবেন।

৬। অর্পিত সম্পত্তি শাখার কর্মচারীদের আত্মীকরনের ফলে জেলা কালেকটরেটর এস, এ, শাখায় সহকারীদের উপর অর্পিত শাখার অতিরিক্ত কাজের চাপ ও দায়িত্ব আসিবে। এ কারনে জেলা সদরের এস, এ, শাখা হইতে দক্ষ ক'জন কর্মচারীকে/সহকারীকে জেলা সদরের নিকটবর্তী কোন উপজেলা হইতে অর্পিত সম্পত্তি শাখার সদ্য আত্মীকৃত কর্মচারীদের মধ্য হইতে নবনিযুক্ত কোন কানুনগো বা কোন সৎ নিষ্ঠাবান ও অভিজ্ঞ তহশিলদার/সহকারী তহশীলদারকে প্রেষনে এস, এ, শাখার অর্পিত সম্পত্তির সেলের সহকারী হিসাবে নিয়োগ করা যাইতে পারে। পুরাতন কোন কর্মস্থল হইতে বদলীকৃত অর্পিত সম্পত্তির প্রাক্তন কোন কর্মচারী, যিনি আত্মীকরনের পর অন্যত্র বদলী হইয়াছেন, তাহাকে পুরাতন কর্মস্থলে ফিরাইয়া না আনাই শ্রেয়। ইহাতে কাজের চাপ ও কিছুটা লাগব হইবে। অর্পিত শাখার আপীল ও শুনানীর কাজে এই জাতীয় কাজের গোপনীয়তার স্বার্থে এ ব্যবস্থা সুফল পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

(৭) অর্পিত সম্পত্তির নথি/রেজিষ্টার/ডি,সি,আর/এইচ, আর, আর যথাযথ হস্তান্তর এর ব্যাপারে কেহ অসহযোগিতা বা

ইচ্ছাকৃত ত্রুটি করিলে তাহার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। প্রয়োজনে ফৌজদারী ধারা মোতাবেক আদালতে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে এবং মারাত্মক গরমিল বা অসহযোগিতার সৃষ্টি হইলে এ ধরনের ঘটনা মন্ত্রণালয়ের নজরে আনিতে হইবে।

(৮) জেলা প্রশাসক অর্পিত সম্পত্তির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে/ পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে ও সরকারের স্বার্থে উপরোক্ত নির্দেশের আওতা বহির্ভূত যথাযথ/উপযুক্ত ব্যবথা গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং মন্ত্রনালয়কে অবহিত করিবেন। তাহারা উপরোল্লিখিত ব্যবস্থার উত্তরোত্তর উন্নতিকরন সম্পর্কে প্রয়োজনে মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ দিবেন।

(৯) অর্পিত সম্পত্তি নিষ্পত্তিকরন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্যক্রম এবং নূতন করিয়া কোন সম্পত্তি অর্পিত হিসাবে ঘোষণা করা ২১-০৬-৮৪তারিখ হইতে স্থগিত করা হইয়াছে। উক্ত তারিখের পরে অর্পিত সম্পত্তি সম্পর্কে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ঘোষনাবলীর পরিপন্থি কোন আদেশ জারী করা হইলে তাহা বাতিল বলিয়া গন্য করা হইবে। মহামান্য রাষ্ট্রপতির ঘোষণা নিম্নরুপঃ-

(ক) আইনগত দিক হইতে কোন বাধা না থাকিলে অর্পিত সম্পত্তি সাধারন হিন্দু উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী পরিচালিত হইবে।

(খ) দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি সরকারের বিনা অনুমতিতে হস্তান্তর করা যাইবে না।

(গ) শ্মশানঘাট ও অনুরুপ স্থান সরকারের বিনা অনুমতিতে হস্তান্তর নিষিদ্ধ।

(১০) অর্পিত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় যাহাতে অচলাবস্থার সৃষ্টি না হয় সে জন্য যে সমস্ত অর্পিত সম্পত্তি সরকারের আওতাধীন ও ব্যবস্থাপনায় আছে সেগুলির ব্যবস্থাপনা, লীজ নবায়ন, অর্পিত সম্পত্তি চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকরন ইত্যাদি সম্পর্কে সরকারের সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত পূর্বের ন্যায় চলিতে থাকিবে।

(১১) অর্পিত সম্পত্তির লীজ গ্রহতিার সুস্পষ্ট কারন ব্যতিরেকে এবং বিনা নোটিশে অযথা উচ্ছেদ করিয়া হয়রানী করা চলিবে না। অর্পিত সম্পত্তি হইতে উচ্ছেদ সংক্রান্ত প্রস্তাব সুষ্ঠুভাবে বিবেচনা ও পরীক্ষার জন্য জেলা প্রশাসকের নিকট পেশ করিতে হইবে। জেলা প্রশাসক নিজে সম্পূর্ণ বিষয়ে আইনানুগ সন্তুষ্ট হইলে পর উচ্ছেদ অভিযান পরিচালিত হইলে।

(১২) অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে পাকাপোক্ত ভাবে প্রমানিত ওস্বীকৃত হইয়াছে এবং উহার দখল সরকারের বর্তা হইয়াছে এমন সম্পত্তির তালিকাটি কেবলমাত্র চূড়ান্ত তালিকা হিসাবে গৃহীত হইবে।

(১৩) অর্পিত সম্পত্তি সম্পর্কে কোন কেসের নথি শুনানী/আপীল পর্যায়ে থাকিলে তাহার শুনানী শেষ করিয়া যথাযথ প্রস্তাব সরকারের কাছে পাঠাইতে হইবে।

(১৪) শহর এলাকার অর্পিত সম্পত্তির অব্রমুক্তির চূড়ান্ত আদেশ মন্ত্রণালয় হইতে দেওয়া হইবে। জেলা প্রশাসক ও বিভাগীয় কমিশনারগন শহর এলাকার অর্পিত সম্পত্তির প্রস্তাব সরাসরি মন্ত্রণালয়ে পাঠাইবেন।

(১৫) কৃষি জমির অবমুক্তির ক্ষেত্রে বিভাগীয় কমিশনারগন পূর্বের ন্যায় উক্ত অবমুক্তির আদেশ দিবেন। ভূমি আপীল বোর্ড আপীল শুনানী দিবেন। ভূমি আপীল বোর্ডের রায়ের বিরুদ্ধে মন্ত্রণালয়ে আপীল করা যাইবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তি পূর্বের ন্যায় চলিবে এবং প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে।

(১৬) লীজ গ্রহীতা লীজের কোন শর্ত ভংগ করিলে বা লীজের বা অন্য কোন প্রকারের প্রদেয় টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হইলে অর্পিত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের হানিকর কোন কাজ করিলে, উপজেলা নির্বাহী অফিসার অথবা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) যে কোন সময়ে লীজ বাতিল করিতে বা ইহার নবায়ন স্থগিত রাখিতে পারিবেন।

(১৭) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে নিজে অথবা যে এলাকায় অবস্থিত সেই এলাকায় অবস্থিত সেই এলাকায় উপজেলা-নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে তালিকাভুক্ত অর্পিত সম্পত্তির একসনা ভিত্তিক লীজ দিতে পারিবেন।

একই সময়ে অনুধিক এক বৎসরের জন্য অর্পিত সম্পত্তির লীজ বা ভাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন প্রয়োজন হইবে না।

(১৮) উপরোক্ত ১৬ নম্বর নির্দেশাবলে প্রদত্ত গৃহিতা ভাড়াটিয়া লীজ বা ভাড়া করা অর্পিত সম্পত্তিতে কোন দখল স্বত্ব বা মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর উহা ধরিয়া রাখার কোন অধিকার অর্জন করিবে না।

(১৯) লীজ মেয়াদ শেষ হওয়ার পর লীজ গৃহিতা সুনির্দিষ্ট কারণ ব্যতীত অথবা লীজের চুক্তি ভংগ না করিলে উচ্ছেদযোগ্য হইবে না।

(২০) তালিকাভুক্ত অর্পিত সম্পত্তি বে-আইনী দখলকার বে-আইনীভাবে ভোগ দখলের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার/অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) বে-আইনী দখলদারকে কেন উচ্ছেদ করা হইবে না তাহার কারন দর্শাইবার জন্য অনুধিক সাত দিনের একটি নোটিশ প্রদান করিবেন। শুনানীর সুযোগ দেওয়ার পর প্রয়োজন বোধে তাহাকে ঐ সম্পত্তির দখল ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করিতে পারিবেন। এ ব্যাপারে শুনানী এবং সিদ্ধান্ত দিবেন জেলা প্রশাসক নিজে।

(২১) আবাসিক প্রয়োজনে লীজ গ্রহন করার পর যদি কেহ বানিজ্যিক উদ্দেশ্যে উহা ব্যবহার করেন তাহা হইলে তাহার লীজ বিনা নোটিশে বাতিল করা যাইবে এবং তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইবে। শহরে লীজ গ্রহিতার নিজস্ব বাড়ী বা জায়গা রহিয়াছে তাহাকে ঐ শহরে অর্পিত সম্পত্তির কোন বাড়ী বাজায়গা লীজ দেওয়া যাইবে না। এই ধরনের পূর্ব লীজ গ্রহিতার লীজ বাতিল করা যাইবে। লীজের অর্থ আদায়ের ক্ষেত্রে উপজেলা/জেলা এবং বিভাগীয় পর্যায়ের কর্তৃপক্ষ সকল সময় সংশ্লিষ্ট তহশিলের অফিসে প্রতিমাসে অন্ততঃ একবার পরিদর্শনে যাইবেন এবং আদায়কৃত অর্থের উপর একটি ত্রৈমানিক প্রতিবেদনচেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, বরাবরে প্রেরণ করিবেন। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ঢাকা এবং নারায়নগঞ্জ প্রতিমাস অন্তর আদায়কৃত অর্থের উপর মাসিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে এবং ভূমি সংস্কার বোর্ডে প্রেরন করিবেন। সংশ্লিষ্ট তহশিলের তহশিলদার লীজের অর্থ আদায়ে গড়িমসি করিলে কর্তৃপক্ষ তাহার বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহন করিতে পারিবেন। লীজের অর্থ যেন বকেয়া না থাকে সেই ক্ষেত্রে সকল দায় দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উপর বর্তাইবে।

(২৩) তালিকা ভুক্ত অর্পিত সম্পত্তি বে-আইনী দখলদার বে-আইনীভাবে ভোগ দখলের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক নির্দ্ধারিত পরিমান ক্ষতিপূরন প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে এবং এই ক্ষতিপূরন এর টাকা সরকারী দাবীর মত আদায়যোগ্য হইবে।

নিম্ন লিখিত ছক অনুযায়ী ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরন করিতে হইবে।

অর্পিত সম্পত্তির আদায়কৃত অর্থের উপর মাসিক/ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

জেলার নাম ....

ক্রমিক নং	মোট বাড়ীর ও জমির পরিমাণ	আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ	বকেয়ার পরিমাণ	মন্তব্য

অতিঃ জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), স্বাক্ষর,
নাম ও সীল।

২। পরিপত্রটি সকল সংশ্লিষ্ট অফিসের গার্ড ফাইলে রাখার নিশ্চয়তা বিধান সংশ্লিষ্ট অফিস প্রধান করিবেন

স্বা-এ, মোকাম্মেল হক
সচিব,
ভূমি মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রনালয়
শাখা–৫

আদেশ

নং–ভূঃমঃশাঃ৫/অর্পিত (ইজারা)/নেত্রকোনা/৩২৮/৮৯/৭৪৮ তারিখ ২০–১০–৯০ইং / ৪–৭–৯৭বাং

প্রাপকঃ ১। জেলা প্রশাসক/কালেকটর---------- (সকল)
২। অতিঃজেলা প্রশাসক (রাজস্ব)---------- (সকল)

বিষয়ঃ স্বয়ক্রিয় নবায়নযোগ্য ইজারা প্রদান প্রসংগে।

ইতিপূর্বে অত্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক অর্পিত সম্পত্তি একসনা ভিত্তিক ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে কোন কোন সময় উহা স্বয়ংক্রিয় নবায়নযোগ্য একসনা ইজারা প্রদান করা হইয়াছে। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি স্বয়ংক্রিয় নবায়নযোগ্য বিবেচনায় উহা এক প্রকার স্থায়ী ইজারায় রুপান্তরিত হইয়াছে বলিয়া অনেকক্ষেত্রে মনে করা হইতেছে। উল্লেখ্য যে অর্পিত সম্পত্তি স্থায়ী বন্দোবস্ত প্রদানের কোন বিধান নাই, ফলে বিষয়টিতে বিভ্রান্তির উদ্ভব হইয়াছে।

২। এমতাবস্থায় উদ্ভূত পরিস্থিতির অবসানকল্পে সরকার সিদ্ধান্তগ্রহণ করিয়াছেন যে ইতিপূর্বে যে সকল অর্পিত সম্পত্তির ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয় নবায়নযোগ্য একসনা ইজারা প্রদান করা হইয়াছে সেই সকল সম্পত্তি একসনা ভিত্তিক ইজারা হিসাবে গন্য হইবে এবং সেইভাবে পরিচালিত হইবে।

স্বা–সৈয়দ আসগার আলী
উপ–সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রনালয়
শাখা–৫
আদেশ

পরি পত্র নং–ভূঃমঃশাঃ৫/অর্পিত (ব্যবস্থাপনা)/৩২/৯১/৭১ তারিখ ৩-১১-৯৭বাং / ১৬-২-৯১ইং

প্রেরকঃ সচিব,
ভূমি মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশসচিবালয়,
ঢাকা।

প্রাপকঃ ১। জেলা প্রশাসক/কালেক্টার
২। জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার।
৩। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)
৪। সহকরী কমিশনার (ভূমি)/উপজেলা রাজস্ব অফিসার/সহাকারী সেটেলমেন্ট অফিসার।

বিষয়ঃ সেটেলমেন্ট অপারেশনে অর্পিত জমি, খাস জমি ও অন্যান্য সরকারী জমির সঠিক খতিয়ান প্রণয়ন।

বর্তমানে দেশের ১৬টি জেলায় ভূমি জরিপ কার্যক্রম পরিচালিত হইতেছে। সঠিক মৌজা ম্যাপ এবং খতিয়ান প্রণয়ন ও প্রকাশনার মাধ্যমে সরকারী ও ব্যক্তিমালিকানাধীন জমির উপর মালিকের অধিকার ও দখল সত্বের প্রমান্য দলিল সৃষ্টি এই কার্যক্রমের উদ্দেশ্য। জরিপ চলাকালে ব্যক্তি মালিকানাধীন জমির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মালিকগণ তাহাদের দখল স্বত্ব সংরক্ষণ ও রেকর্ডভূক্তির জন্য সক্রিয় সচেষ্ট থাকেন। অনুরূপ ভাবে অর্পিত সম্পত্তি সংখ্যার ও অন্যান্য সরকারী জমি যাহাতে সরকারের নামে সঠিকভাবে রেকর্ডভূক্ত করা হয় সেই বিষয়ে সরকারী সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত কালেক্টার/জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রা), সহকারী কমিশনার (ভূমি) সহ অন্যান্য রাজস্ব অফিসারগণ এবং অর্পিত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত কর্মকর্তাগণকে বিশেষ ভাবে সতর্ক ও সচেষ্ট থাকিতে হইবে। কালেক্টার এবং তাহার অধীনস্থ রাজস্ব অফিসারগণ ও কর্মকর্তাদের দায়িত্ব জরিপ চলাকালে অর্পিত সম্পত্তির তালিকা এবং খাস ও অন্যান্য সরকারী জমির রেকর্ড/বিবরণ/রেজিষ্টার যথাসময়ে জরিপ কর্মকর্তাগণকে সরবরাহ করা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আপত্তি/আপীল দায়েরের মাধ্যমে সঠিক রেকর্ড পণয়ন নিশ্চিত করা।

২। এতদবিষয়ে ইতিপূর্বে ভূমি মন্ত্রণালয় হইতে বিভিন্ন সময়ে নির্দেশ জারী করা হইয়াছিল। কিন্তু বিভিন্ন জরিপ জোন হইতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন হইতে প্রতিয়মান হয় যে, (১) অর্পিত সম্পত্তির সঠিক তালিকা/বিবরণ (২) খাস জমির রেকর্ড/রেজিষ্টার (৩) হাট বাজার সহ সায়রাত মহলের সঠিকতালিকা ও বিবরণী সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণ যথা সময়ে জরিপ কর্মকর্তাদের নিকট সরবরাহকরিতে না পারায় এবং আপত্তি/আপীল পর্যায়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না হওয়াতে অর্পিত সম্পত্তি, খাস ও অন্যান্য সরকারী সম্পত্তির রেকর্ডকরণ বিলম্বিত হইতেছে, রেকর্ডভূক্তিতে ভুভ্রান্তি থাকিয়া যাইতেছে এবং অনেক ক্ষেত্রে সরকারী সম্পত্তি সরকারের অনুকূলে রেকর্ড করা সম্ভবপর হইতেছে না। এমতাবস্থায় উদ্ভূত সমস্যাদির নিরসনকল্পে এতদসংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিম্নের নির্দেশাবলী জারী করা হইল।

জরিপের সময় অর্পিত সম্পত্তি খাস ও অন্যান্য জমির রেকর্ড ও তথ্য সরবরাহঃ

৩। ভূমি মন্ত্রণালয়ের ১৪-৭-৯৪বাং (০১-১১-৮৭) তারিখের ভূঃমঃ রেকর্ড-২-১০৮/৮৭/৭৭২ নম্বর পরিপত্রে উপরোক্ত বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছিল। উক্ত পরিপত্রে মাঠ পর্যায়ে জরিপের সময় অর্পিত সম্পত্তির সত্যায়িত তালিকা এবং খাস ও অন্যান্য সরকারী সম্পত্তির রেকর্ড/রেজিষ্টার ও বিবরণ জরিপ অফিসারগণকে সরবরাহ করা সহকারী কমিশনার (ভূমি)/উপজেলা রাজস্ব অফিসার ও তহশীলদারগণের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সঠিক তালিকা যথাসময়ে সরবরাহ না করা এবং আপত্তি/আপীল দায়ের না করার ফলে কোন অর্পিত সম্পত্তি অথবা অন্য কোন সরকারী

সম্পত্তি ভুল কেরর্ড হইলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সরাসরি দায়ী থাকিবেন বলিয়া উল্লেক করা হইয়াছিল। কিন্তু অনেক স্থানে এতদসংক্রান্ত নির্দেশাবলী অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে না। উক্ত পরিপত্রের নির্দেশ অনুসারে অর্পিত সম্পত্তির তালিকা জেলা প্রশাসক/অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এর নিকট হইতে সংগ্রহ পূর্বক জরিপকালীন সময়ে উপস্থাপন করা এবং খাস ও অন্যান্য সরকারী জমির রেকর্ড/রেজিষ্টার ও বিবরণ জরিপ কর্মকর্তাদের নিকট সরবরাহ করাসহ অন্যান্য নির্দেশাবলী সঠিকভাবে অনুসরণ করার জন্য পুনরায় সহকারী কমিশনার (ভূমি)/উপজেলা রাজস্ব অফিসার ও তহশীলদারগণকে নির্দেশ প্রদান করা হইল।

অর্পিত সম্পত্তি তালিকাভুক্তি সম্পর্কেঃ

৪। নূতন করিয়া কোন সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তির তালিকাভূক্তি করা যাইবে কি না সেই বিষয়ে কোনকোন পর্যায়ে কিছু ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য উল্লেখ করা যাইতেছে যে, রাষ্ট্রপতির ০৬-০৮-৮৪ ইং তারিখের সি এম টি-৭২(২)-৮৪/৭ নম্বর স্মারকে অর্পিত সম্পত্তির হস্তান্তর এবং নূতন করিয়া কোন অর্পিত সম্পত্তির ঘোষণা করা বন্ধ হইবে বলিয়া যে নির্দেশ করা হইয়াছিল সেই বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ২২-০৪-১৩৯৫ বাং (০৬-০৮-১৯৮৮ইং) তারিখের স্মারক নং ৫-১৯৩/৮৫/৩৫১ এর ৪র্থ অনুচ্ছেদে ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। উক্ত স্মারকে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, একটি সম্পত্তি অর্পিত ঘোষণার অর্থ হইল ঐ সম্পত্তির উপর যথাযথ কেস রেকর্ড খুলিয়া অর্ডার সিটে আদেশ দিয়া বর্তমান দখলদারকে নোটিশ ও শুনানীর পর উক্ত সম্পত্তিটি সরকারের দখলে আনা এবং লীজ দেওয়া। সুতরাং রাষ্ট্রপতির সুস্পষ্ট ঘোষণার আগে অনুরূপ কোন আদেশ/ঘোষণা না থাকিলে ২১-০৬--৮৪ ইং তারিখের পর নূতন কোন কেস শুরু করা যাইবে না। তবে যদি সম্পত্তি সম্পর্কে কোন কেস নথি শুনানী/আপীল পর্যায়ে থাকে তাহা হইলে তাহার শুনানী শেষ করিয়া যথাযথ প্রস্তাব সরকারের কাছে পাঠাইতে হইবে।

সেটেলমেন্ট অপারেশন আওতাধীন এলাকায় অর্পিত সম্পত্তি রেকর্ড করণঃ

৫। ভূমি মন্ত্রণালয়ের ১০-০৩-৮৮ ইং তারিখের স্মারক নং ভূঃমঃশা-১৫-২২/৮৮/৯২/১৪৬ নম্বর পরিপত্রে সেটেলমেন্ট অপারেশন আওতাধীন এলাকায় অর্পিত সম্পত্তি রেকর্ডকরণ এবং ভ্রমাত্তকভাবে অর্পিত তালিকাভুক্ত সম্পত্তি অবমুক্তির পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে। উক্ত পরিপত্রের ক, খ, গ, এবং চ, ছ ও জ উপ অনুচ্ছেদে অর্পিত সম্পত্তি রেকর্ডকরণ সম্পর্কে যে নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছিল তাহা যথাযথভাবে অনুসরণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে পুনরায় নির্দেশ প্রদান করা হইল।

সেটেলমেন্ট অপারেশন আওতাধীন এলাকায় ভ্রমাত্মকভাবে অর্পিত তালিকাভুক্ত সম্পত্তি অবমুক্তির পদ্ধতিঃ

৬। অনুচ্ছেদ ৫ এ উল্লিখিত পরিপত্রের এবং ঙ উপ-অনুচ্ছেদে জরিপের আওতাধীন তালিকার ভিন্নভাবে অর্পিত তালিকাভুক্ত সম্পত্তির অবমুক্তি সম্পর্কে যে পদ্ধতি অনুসরনের নির্দেশ প্রদান করা যাইতেছে তাহা প্রত্যন্ত অঞ্চলের ক্ষুদ্র ও দরিদ্র ভূমি মালিকের জন্যজটিল, ব্যয়সাধ্য এবং দীর্ঘায়িত বলিয়া মাঠ পর্যায় হইতে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হইয়াছে। সরকার বিষয়টি বিস্তারিত পর্যালোচনা পূর্বক অর্পিত সম্পত্তির অবমুক্তি সম্পর্কিত উক্ত পরিপত্রের ঘ ও ঙ অনুচ্ছেদে বর্ণিত পদ্ধতি সংশোধন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

৭। এখন হইতে পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন/মেট্রোপলিটান এলাকার বহির্ভূত সকল কৃষি এবং অকৃষি শ্রেণীর অর্পিত সম্পত্তির অবমুক্তির ক্ষেত্রে নিম্নের পদ্ধতি অনুসরণ করা হইবেঃ-

(ক) জরিপ কার্যক্রম আওতাধীন এলাকার শুমারী তালিকাভুক্ত অর্পিত সম্পত্তির মালিকানা কেহ দাবী করিলে তসদিক স্তরে সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার আপত্তিকারী/আপত্তিকারীগণ এবং সরকার পক্ষকে শুনানী দিয়া ঐ সম্পত্তি অবমুক্ত করা হইবে কি হইবে না সেই বিষয়ে সুপারিশ এবং এতদসম্পর্কিত আবেদন ও কাগজপত্র সংশ্লিষ্ট সেটেলমেন্ট অফিসারের নিকট প্রেরন করিবেন। তবে তালিকাভুক্ত অর্পিত সম্পত্তি পূর্বের অনুচ্ছেদ ৫ এ বর্ণিত পরিপত্রের নির্দেশ অনুসারে জেলা প্রশাসকের নামে রেকর্ড করা হইবে এবং খতিয়ানের মন্তব্য কলামে প্রকৃত দখলদারের নাম ও ঠিকানা এবং তিনি কিভাবে দখলদার ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করা হইবে।

(খ) সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসারের নিকট হইতে কেস প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে সেটেলমেন্ট অফিসার নথিপত্র পর্যালোচনা পূর্বক এতদবিষয়ে তাহার অভিমতসহ সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র ও আবেদন জেলা প্রশাসক/কালেক্টারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(গ) সেটেলমেন্ট অফিসারের নিকট হইতে জেলা প্রশাসক/কালেক্টর কর্তৃক প্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট অর্পিত সম্পত্তির বিষয়ে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) আবেদনকারী পক্ষ ও সরকার পক্ষের শুনানী দিবেন এবং উক্ত শুনানীর ভিত্তিতে তিনি তাহার সুপারিশ জেলা প্রশাসকের নিকট পেশ করিবেন। জেলা পশাসক/কালেক্টর উক্ত জমি/সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তির তালিকা হইতে অবমুক্তি করা হইবে কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন করিবেন।

(ঘ) জেলা প্রশাসকের সিদ্ধান্তে কেহ সংক্ষুব্ধ হইলে জেলা প্রশাসক/কালেক্টর আদেশ দানের এক মাসের মধ্যে তিনি বিভাগীয় কমিশনারের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন। এরূপ আবেদন অতিরিক্ত কমিশনার উভয় পক্ষকে যথাযথ শুনানীর সুযোগ প্রদান পূর্বক বিভাগীয় কমিশনারের নিকট সুপারিশ পেশ করিবেন। এক্ষেত্রে বিভাগীয় কমিশনারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য করা হইবে।

(ঙ) কোন মৌজার রেকর্ড চূড়ান্ত প্রকাশনার পূর্বে উক্ত মৌজার কোন অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তির চূড়ান্ত আদেশ প্রাপ্ত হইলে সেটেলমেন্ট অফিসার সংশ্লিষ্ট রেকর্ড সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। রেকর্ডের চূড়ান্ত প্রকাশনার গেজেট বিজ্ঞপ্তির পরে অনুরূপ সংশোধনের দায়িত্ব কালেক্টরের।

(চ) ভূমি মন্ত্রণালয়ের ১৯-৪-৯৭ বাং (০৪-০৮-৯০ ইং) তারিখের ভূঃ মঃশাঃ ৫-অর্পিত (ব্যবস্থাপনা)/ ৩৩৬/৯০/ ৫৮৭ (৬৪) নম্বর স্মারকে অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তির আবেদন বিবেচনার সময় যে সব তথ্য ও বিবরণ বিবেচনা করা এবং যে প্রক্রিয়া অনুসরণ করার নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছিল সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার, সেটেলমেন্ট অফিসার, অতিরিক্ত জেলা প্রমাসক (রাজস্ব), জেলা প্রশাসক/কালেক্টর এবং কমিশনার তাহা যথাযথ ভাবে অনুসরণ করিবেন।

সেটেলমেন্ট অপারেশন আওতা বহির্ভূত এলাকায় ভ্রমাত্মকভাবে অর্পিত তালিকাভুক্ত সম্পত্তি অবমুক্তি পদ্ধতি।

৮। সেটেলমেন্ট অপারেশনের আওতা বহির্ভূত এলাকায় ভ্রমাত্মকভাবে অর্পিত তালিকাভুক্ত সম্পত্তি অবমুক্তির ক্ষেত্রে জমির নালিকানার দাবীদার সরাসরি জেলাপশাসক/কলেক্টরের নিকট আবেদন করিবেন। এই সব ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক/কালেক্টর পূর্বের অনুচ্ছেদ ৭ এর গ হইতে চ উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবেন।

৯। অনুচ্ছেদ ৭-৮ এর নির্দেশাবলী সাপেক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ১৪-১১-১৩৯৬ বাং (২৬-২-৯০ইং) তারিখের ভূঃশঃ/শা-৫ অর্পিত (ক্ষমতা)/৬১/৯০ (অংশ)/১৬৪ নম্বর স্মারকের ৬ নম্বর অনুচ্ছেদে বিভাগীয় কমিশনারগণকে অর্পিত সম্পত্তির ১০বিগা পর্যন্ত কৃষি জমি অবমুক্ত করার যে ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছিল তাহা সংশোধন করিয়া জেলা প্রশাসক/কালেক্টরগণকে পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন/মেট্রোপলিটান এলাকা বহির্ভূত সকল কৃষি এবং অকৃষি অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্ত করার ক্ষমতা অর্পন করা হইল।

পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন/মেট্রোপলিটান এলাকাঃ

১০। সেটেলমেন্ট অপারেশন অন্তর্ভুক্ত কিংবা বহির্ভূত সকল পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন/মেট্রোপলিটান এলাকার অন্তর্ভুক্ত অর্পিত তালিকায় সকল কৃষি অকৃষি শ্রেণীর অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তির ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হইবেঃ-

(ক) পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন/মেট্রোপলিটান এলাকার অন্তর্ভুক্ত অর্পিত তালিকাভুক্ত সকল কৃষি এবং অকৃষি শ্রেণীর অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তির আবেদন সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট দাখিল করিতে হইবে। জেলা প্রশাসক/কালেক্টর তাহার অভিমত সহ সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র বিভাগীয় কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(খ) বিভাগীয় কমিশনার প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে শুনানীর যথাযথ সুযোগ প্রদান পূর্বক সম্পত্তির অবমুক্তির বিষয়ে সিদ্ধান্তপ্রদান করিবেন।

(গ) বিভাগীয় কমিশনারের আদেশে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে ভূমি মন্ত্রণালয়ে আবেদন করিতে পারিবেন। এই আবেদনের বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

১১। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

সৈ.দআহমেদ
সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়।

গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা–৫

স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৫/১৯৩-৮৫ তারিখ- ১৪-১-৯২ইং, ৩০-৯-৯৮বাং

প্রাপকঃ জেলা প্রশাসক (সকল)

বিষয়ঃ সেটেলমেন্ট অপারেশন এলাকায় অর্পিত সম্পত্তির তালিকা প্রদান প্রসংগে।

অভিযোগ পাওয়া যাইতেছে যে, অর্পিত সম্পত্তির সেনসাস তালিকা বিভিন্ন জেলা প্রশাসন কর্তৃক সরকারী নির্দেশ ও নিয়ম মোতাবেক তৈয়ার না করিয়া ঢালাওভাবে তালিকা সেটেলমেন্ট কর্মকর্তাগনের নিকটপ্রেরণ করা হইয়াছে বিধায় সাধারণ নিরীহ কৃষকগন নির্যাতন ও হয়রানীর শিকার হইতেছেন। অর্পিত সম্পত্তির সেনসাস তালিকায় যে সকল নিয়মের অভিযোগ পাওয়া যাইতেছে তাহাদের কিছু সংখ্যক নিম্নে উল্লেখ করা হইলঃ

(ক) কিছু কিছু সুনামী তালিকা রক্ষিত আছে যাহাতে কোন স্বাক্ষর নাই অথবা ডি, পি, তশিলদারের স্বাক্ষর থাকিলেও তদকর্মকর্তা কর্তৃক পরীক্ষণের কোন দস্তখত নাই

(খ) সুমারী তালিকায় এমন অনেক দাগের জমি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, যে সি/এস ও এস/এ খতিয়ান অনুযায়ী উহাদের প্রকৃত মালিক মুসলিম পরিবারের লোক রীতিমত এই দেশে বসবাস করিতেছে এবং দখলে আছে। তাহা ছাড়া, এমন সব হিন্দু পরিবারের সম্পত্তি সুমারী তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে যাহারা এই দেশেই স্থায়ীভাবে বসবাসক্রমে জমিতে ভোগদখলরত আছে এবং যথারীতি এস, এ খতিয়ানে তাহাদের কিংবা তাহাদের পূর্বপুরুষগণের নাম কেরর্ডভুক্ত আছে।

গ) একই খতিয়ানে হিন্দু ও মুসলমান মালিকের নাম যৌথভাবে লিপিবদ্ধ আছে অথচ খতিয়ানের সমুদয় ভূমিই অর্পিত হিসাবে সুমারী তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে।

(ঘ) সুমারী তালিকায় এমন সব ভূমি অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে দেখানো হইয়াছে যাহাদের সম্পর্কে দখলদারকে কোন নোটিশ ও শুনানী দেওয়া হয় নাই। সরকারী দখলে আনা হয় নাই ও লীজ দেওয়া হয় নাই। এমনকি এসব সম্পত্তি সম্পর্কে কোন কেন নথিও খোলা হয় নাই।

২। উল্লেখ্য যে, সরকারী নির্দেশ মোতাবেক ২১/৬/৮৪ ইং তারিখের পর কোন সম্পত্তির অর্পিত ঘোষণা বন্ধ করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া, ইতিপূর্বে প্রস্তুতকৃত অর্পিত সম্পত্তির তালিকায় অনেক জমি যথাযথ শুনানী বা পরীক্ষা ছাড়াই অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। সুতরাং পরীক্ষা ছাড়া প্রস্তুতকৃত সুমারী তালিকাকে চূড়ান্ত তালিকা বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে না। অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে পাকাপোক্তভাবে প্রমানিত ও স্বীকৃত হইয়াছে এবং দখল সরকারে বর্তাইয়াছে এমন সম্পত্তির তালিকা কেবল মাত্র চূড়ান্ত সুমারী তালিকা হিসাবে গৃহীত হইতে পারে। এই মর্মে সরকারী সিদ্ধান্ত মন্ত্রণালয়ের ৬ই আগষ্ট/৮৮ ইং তারিখের স্মারক নং-৫-১৯৩/৮৫-৩৫১ মোতাবেক সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হয়। উক্ত স্মারকে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় যে একটি সম্পত্তি অর্পিত ঘোষণা অর্থ হইলঃ ঐ সম্পত্তির উপর যথাযথ কেস, রেকর্ড খুলিয়া অর্ডারশীটে আদেশ দিয়া বর্তমান দখলদারকে নোটিশও সুনানীর পর উক্ত সম্পত্তিটি সরকারের দখলে আনা বা লিজ দেওয়া। সুতরাং সুস্পষ্ট গোযনার আগে অনুরূপ কোন আদেশ/ঘোষণা না থাকিলে ২৯-৬-৮৪ ইং তারিখের পর নতুন কোন কেস শুরু করা যাইবে না। তবে, যদি কোন সম্পত্তি সম্পর্কে কোন কেস, নথি শুনানী/আপীল পর্যায়ে থাকে তাহা হইলে তাহার শুনানী শেষ করিয়া যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহন করিতে হইবে। জেলা প্রশাসকগণকে উক্ত স্মারকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল যে তাঁহারা অর্পিত, সম্পত্তি শাখা নিজেরা পরিদর্শন করিয়া অর্পিত সম্পত্তি সেনসাস তালিকাগুলি সরকারী সিদ্ধান্তের আলোকে নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করিবেন এবং পরীক্ষিত সুমারী তালিকায় প্রতিটি পাতায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) স্বাক্ষর করিবেন।

৩। এমতাবস্থায়, পূর্বে প্রস্তুতকৃত তালিকায় যে সকল সম্পত্তি অর্পিত নহে কিংবা যে সকল সম্পত্তি সম্পর্কে কেস রেকর্ড খুলিয়া দখলদারকে নোটিশ ও শুনানীর মাধ্যমে কার্যক্রম গৃহীত হয় নাই, সেই সকল সম্পত্তি অর্পিত রূপে গন্য করা যাইবে না এবং অর্পিত সম্পত্তির তালিকা ভুক্ত হইবে না। জেলা প্রশাসকগনকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, সরকারী নের্দেশের আলোকে উপরোক্ত নিয়মে প্রস্তুতকৃত এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) কর্তৃক প্রতিপাতায় প্রতি স্বাক্ষরকৃত সুমারী তালিকা সেটেলমেন্ট কর্মকর্তাগণকে প্রদান করিতে হইবে। ইহা ছাড়া অন্য কোন তালিকা প্রদান করা হইয়া থাকলে তাহা অবিলম্বে ফেরৎ নিয়া নিয়ম মোতাবেক তালিকা প্রদান করিতে হইবে।

কাজী মোঃ আবু বকর সিদ্দিকী
যুগ-সচিব।

9

পরিশিষ্ট—৩

LAW OF VESTED PROPERTY

LAW OF VESTED PROPERTY

DEFENCE OF PAKISTAN RULES, 1965.
EXTRACT.

Rule 161 of the Defence of Pakistan Rule : For the purpose of the part XV the expression " enemy " means-

(a) any state or Sovereign of a state at war with Pakistan, or

(b) any individual resident in enemy territory, or

(c) any body of persons constituted or incorporated in enemy territory in or under the laws of state of war with Pakistan , or

(d) any other person or body of persons declarded by the central Government, to be an enemy , or

(e) any body of persons whether incorporated or not carrying on business in any place, if and so long as the body is controlled by a persons who under this rule is an enemy , or

(f) as respect any business carried on in enemy territory, an individual or body of persons whether incorporated or not carrying on that business. "

Rule 169. **In part XVI of Defence of Pakistan Rules** -(1) **"Enemy subject"** means -

(a) "any individual who possesses the nationality of a state at war with Pakistan , or having possessed such nationality at any time has lost it without accuiring another nationality, or

(b) anybody of persons constituted or incorporated in or under the laws of such state

(2) **"enemy firm** " means-

(a) any enemy subject who is carrying on any business in Pakistan, or

(b) any firm, whether constituted in Pakistan or not of which any member, shareholder or officer is an enemy subject, and which is carrying on business in Pakistan, or

(c) any company ,whether incorporated in Pakistan or not, of which any officer is an enemy subject, and which is carrying on business in Pakistan, or

(d) any person or body of persons, whether incoporated or not who or which in the opinion of the Central Government is cerrying on business in Pakistan-

(i) under the control whether direct or indirect of any enemy subject, or

(ii) wholly or mainly for the benefit of enemy subjects, generally, or any class of enemy subjects or any individul enemy subjects ."

(3) "**Enemy currency**" means-any notles or coins as are for the time being declared by an order of the Central Government to be enemy currency .

(4) "**Enemy property**" means - any property for the time being belonging to or held or managed on behalf of an enemy as defined in rule 161, an enemy subject or any enemy firm, but does not include property which is "evacuee property", under the "Pakistan (Administration of Evacuee property) Act, 1957 (XII of 1957)

Provided that where an individual enemy subject dies in Pakistan any property which, immediately before his death, belonged to or was held by him, or was managed on his behalf, may notwithstanding his death continue to be regarded as enemy property for the purposes of rule 182.

(5) "**Securities**".- securities includes shares, stock, bonds , debentures and debenture stock, but does not include bills of exchange.

Rule 178. **Transfer of property to or by enemy firms:** (1) Where it appears to the Central Government that a transfer of property movable or immovable made, whether before or after the commencement of the Ordinance, to or by a person or body of persons who at the time of such transfer was, or subsequent to such transfer became, an enemy as defined in rule 161 or an enemy firm , is injurious to the public interest or was made with a view to evade the provisions of this part, the Central Government may by order, declare such transfer, and any subsequent transfer or subtransfer of the same property or part thereof to be void, either in whole or in part, or may impose such conditions on the transferee as it thinks fit .

(2) On the making of an order under sub-rule (1) declaring any transfer, subsequent transfer or sub-transfer of any property to be void, that property shall, with effect from the date of the order , be deemed to be revested in the original transferor.

Rule182:**Collection of debt of enemy firm and management of property.**- (1) With a view to preventing the payment of money to an enemy firm and to provide for the administration and disposal by way of transfer of or otherwise of enemy property or matters concerned therewith or incidental thereto the Central Government may appoint a custodian of enemy property for Pakistan and one or more Deputy Custodian and Assistant Custodians of Enemy property of such local areas as may be prescribed and may by order -

(a) require the payment to the prescribed custodian of money which would but for these rules be payable to or for the benefit of an enemy firm or which would but for the provisions of rule 177 and rule 180 be payable to any other person, and upon such payment the said money shall be deemed to be property vested in the prescribed custodian.

(b) Vest, or provide for and regulate the vesting, in the prescribed custodian, such enemy property as may be prescribed ;

(c) Vest in the prescribed Custodian the right to transfer such other enemy property as may be prescribed being enemy property which has not been , and is not required by the order to be vested in the Custodian:

(d) Confer and impose on the Custodian and on any other person such rights , power, duties and liabilities as may be prescribed as respects-

(i) property which has been or is required to be vested in a Custodian by or under the order,

(ii) Property of which the right of transfer has been , or is required to be so vested,

(iii) any other enemy property which has not been and is not required to be so vested,

(iv) money which has been or is by the order required to be paid to a Custodian .

(e) require the payment of the prescribed fees to the Custodian in respect of such matters as may be prescribed and regulate the collection of an accounting for such fees .

(f) require any person to furnish to the Costodian such returns, accounts and other information and to produce such documents as the Custodian considers necessary for the discharge of his functions under the order:

(g) and any such order may contain such incidental and supplementary Provisions as appear to the central Government to be necessary or expedient for the purposes of the order:

(2) Where any order with respect to any money or property is addressed to any person by a custodian and accompanied by a certificate of the custodian that the money or property is money or property to which an order under sub-rule (1) applies, the certificate shall be evidence of the facts stated therein, and if that person complies with the order of the custodian , he shall not be liable to any suit or other legal proceeding by reason only of such compliance

(3) Where in pursuance of an order made under sub-rule (1) -

(a) any money is paid to a Custodian, or

(b) any property, or the right to transfer any property, is vested in a custodian, or

(c) an order is given to any person by a Custodian in relation to any property which appears to the custodian to be property to which the order under sub- rule (1) applies-

neither the payment, vesting or order of the Custodian nor any proceeding in consquence thereof, shall be invalidated or affected by reason only that at a material time-

(i) some person who was or might have been interested in the money or property , and who was an enemy firm, had died or had ceased to be an enemy , or

(ii) some person who was so interested, and who was believed by the custodian to be an enemy firm , was not any enemy firm.

(4) Where in pursuance of an order made under sub-rule (1) the assets of a company are vested in the Custodian, no civil or criminal proceeding, shall be instituted under the companies Act, 1913, (Act VIII of 1913) against company or any director, manager or other officer thereof except with the consent in writing of the Custodian.

(5) In sub-rules (1) , (2) , (3) and (4) "Custodian " includes a Deputy Custodian of Enemy property and an Assistant Custodian of Enemy Property and every reference to an enemy firm shall be construed as including a reference to a person who is an enemy as defined in rule 161.

(6) If any person pays any debt or deals with any property to which any order under sub- rule (1) applies otherwise than in accordance with the provisions of the order, he sahll be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine, or with both : and the payment or dealing shall be void .

(7) If any person without reasonable cause failes to produce or furnish in accordance with the requirements of an order under sub-rule (1) any document or information which he is required under the order,to produce or furnish he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine or with both .

GOVERNMENT OF EAST PAKISTAN
REVENUE DEPARTMENT

No 1199-General -3rd December, 1965 - Whereas the Central Government have directed the provincial Government to excercise the powers and duties under rule 182 of the Defence of Pakinstan Rules ;

Now , therefore, in excercise of the power conferred by clause (b) of sub-rule (1) of rule 182 of the said Rules, the Governor is pleased to order-

(a) that all land and buildings which are 'enemy property' within the meaning of sub rule (4) of Rule 169 of the said Rules and which are not connected with any enemy firm as defined in sub-rule (2) of that Rule shall vest in the Deputy Custodian of Enemy property (Lands and Buildings) with effect from the date of this order; and

(b) that no person shall, with effect from the date of this order , transfer any land or building so vested in the Deputy Custodian by sale, exchange, gift, will, mortgage lease, sublease or any other manner and any transfer of land or building made in contravention of this order shall be null and void.

GOVERNMENT OF EAST PAKISTAN
REVENUE DEPARTMENT

ORDER

No. 22 Genl.- 8th January, 1966.- In exercise of the power conferred by sub-rule (1) of rule 182 of the Defence of Pakistan Rules, the Governor is pleased to make the following order, namely :-

THE EAST PAKISTAN ENEMY PROPERTY (LAND AND BUILDINGS) ADMINISTRATION AND DISPOSAL ORDER, 1966

1. **Short title, extent and commencement.**- (1) This Order may be called the East Pakistan Enemy Property (Land and Buildings) Administration and Disposal Order, 1966.

(2) It extends to the whole of East Pakistan.

(3) It shall come into force at once.

2. **Definitions.**- In this Order, unless there is anything repugnant in the subject or context,

(i) "**Custodian**" means the Deputy Custodian and the Assistant Custodians of Enemy Property appointed by the Provincial Government under sub-rule (1) of rule 182;

*"(ii) 'enemy property' means any land or building or any movable property found thereon which is an enemy property as defined in sub-rule (4) of rule 169, but does not include any land or building or any movable property found thereon which belongs to or is held by or managed on behalf of any enemy firm."

(iii) 'enemy firm' means an enemy firm as defined in sub-rule (2) of rule 169; and

(iv) 'rule' means a rule of the Defence of Pakistan Rules.

3. **Powers and duties of custodian.**- When any enemy property is vested in the Custodian under clause (b) of sub-rule 182,-

(i) The custodian shall have all the rights, powers, duties and liabilities of owner of such property;

(ii) all sums due from any person in respect of such property shall be payable to the custodian or to such other person as may be authorised by him in this behalf and any payment made in contravention of this provision shall not be treated as a valid discharge;

(iii) the custodian shall take such measures as may be necessary for the management and protection of the property, for the assertion of the title thereto and for obtaining or maintaining possession thereof, and may for such purposes, do all acts and incur all expenses, which are necessary or incidental;

(iv) the custodian, where the enemy property belongs to an individual enemy subject or any individual resident in enemy territory, may incur such expenditure out of the income of the property as he considers necessary or expedient for the maintenance of that individual or of his family in Pakistan;

---

* Inserted by No. 556-Genl., dated the 19th May 1967

(v) the Custodian shall maintain a separate account of the property of each enemy or each group of enemies whose property, vested in him, had been jointly managed in the past, and shall cause to be made therein entries of all receipts and payments; and

(vi) the accounts maintained under clause (v) shall be subject to inspection and audit at such intervals and by such persons as may be decided by the Provincial Government.

4. **Disposal of Property.**- (1) Except as provided in sub-paragraph (2), the custodian shall not transfer or otherwise dispose of any enemy proeprty vested in him without the previous approval of the Provincial Government.

(2) The custodian may grant lease of or let out, any such enemy property for a period not exceeding one year at a time.

(3) Notwithstanding anything contaiend in any other law for hte time being in force or in any agreement a person to whom any enemy proeprty is leased or let out under sub-paragraph (2) shall not acquire any right of occupancy in such property and shall not be entitled to hold over after the expiry of the period of lease.

(4) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or in any agreement. The lesee or tenant in respect of any enemy property leased or let out under sub paragraph (2) shall liable to be evicted without notice from such proeprty at the expiry of the term of the lease.

5. **Surrnder of enemy property by trespassers.**- (1) (a) If any enemy property is found in unlawful possession of any person, the custodian may require the Deputy Commissioner of the district in which such proeprty is situated to recover possession of such property and place it in the possession of the custodian.

(b) The Deputy Commissioner, on receipt of the requisition from the custodian, will issue notice on the person in unlawful possession of the enemy property, to show cause within a period not exceeding 7 days as to why he will not be ejected therefrom and after hearing him, may enforce surrender of such property by such person to the custodian and the Deputy Commissioner or any officer empowered by the Deputy Commissioner in this behalf may use or cause to be used such force as may be necessary for taking possession of the property.

**"(c) The Deputy Commissioner may authorise any officer not below the rank of a Sub-divisional officer to exercise all his powers and discharge all his duties under clause (b) in respect of any requisition received by him from the custodian."

(2) If any enemy property after being vested in the custodian comes under the unlawful possession of any person, the Deputy Commissioner of the district in which such property is situated or any other officer who may be empowered in this behalf by such Deputy Commissioner may, on the application of the Custodian, enforce surrender of such property by such person to the custodian and the Deputy Commissioner or the officer so empowered by the Deputy Commissioner may use or cause to be used such force as may be necessary for taking possession of the property.

(3) The person in unlawful possession of the property shall be liable to pay to the custodian such compensation as the custodian may fix for unlawful occupation of the property and such compensation shall be recoverable from him as a public demand.

** Inserted by No. 1334-Genl., dated the 10th December, 1966.

6. **Control.**- In exercising his powers and discharging his duties under this order, the custodian shall be guided by such instructions as the Provincial Government may issue from time to time.

***6A. Fees.- There shall be retained by the custodian fees equal to two per centum of the gross collection from all the properties vested in him."

7. **Accounts.**-)1) All amounts payable to the custodian by any person shall be recoverable as a public demand.

(2) All moneys received by the custodian shall be credited to and all expenditure incurred by him shall be debited to such heads of Accounts as Government may direct.

8. **Exemption from attachment and sale.**- Any enemy property vested in the custodian shall not be liable to attachment or sale in execution of a decree of any civil court or of any certifiate signed under the Bengal Public Demands Recovery Act, 1913.

9. **Power to enter upon and make survey.**- The custodian may, after giving six hours' notice to the occupants, if any, enter upon any enemy property vested in him, at any time between the hours of sunrise and sunset, with such officers or servants as he considers necessary and make survey or take measurements thereof or do any other act which he considers to be necessary for carrying out any of his duties under this Order.

10. **Power to compel production of statements and documents,etc.**- (1) The custodian may, for the purposes of this order, by notice in writing, require any person to make or deliver to him a statement or to producce to him records and documents in the possession or control of such person relating to any enemy property vested in him at a time and place specified in the notice.

(2) The custodian may, by notice in writing, require any person whom he believes to be capable to giving information concerning any enemy property to attend before him at such time and place as may be specified in the notice, and examine any such person concerning the same, reduce his statement to writing and require him to sign it.

11. **Power to exempt or content.**- Notwithstanding the provisions contained in the preceding paragraphs, the custodian may, if he things fit,

(a) exempt any person or class of persons from making and delivering the statement or producing records and documents mentioned therein, and

(b) extend in any particular case or class of cases the time limit laid down for furnishing information or attending before him.

By order of the Governor
M.H. RAHMAN
Secretary
to the Government of East Pakistan.

*** Inserted by No. 116-Gen. dated the 5th February, 1966.

THE ENEMY PROPERTY (CONTINUANCE OF EMERGENCY PROVISIONS) ORDINANCE 1969

(Ordinance No 1 of 1969)

An Ordinance to provide for the continuance of certain provision of the Defence of Pakistan Rules relating to the control of trading with enemy and control of enemy firms and the administration of the property belonging to them.

Whereas it is expedient to provide for the continuance of certain provisions of the defence of Pakistan Rules relating to the control of trading with enemy and control of enemy firms, and the administration of the property belonging to them;

And whereas the National Assembly is not in session and the President is satisfied that circumstances exist which render immediate leglislation necessary;

Now,therefore, in exercise of the powers conferred by Article 29 of the Constitution and of all other powers enabling him in that behalf the President is pleased to make and promulgate the following Ordinance:-

1. **Short title , exetnt and commencement.**- (1) This Ordinance may be called the Enemy Property (Continuance of Emergency Providons) Ordinance,1969 .

(2) It extends to the whole of Pakistan and applies to all citizens of Pakistan and persons in the service of Government , wherever they may be

(3) It shall come into force on the day on which the defence of Pakistan ordinance, 1965 (XXIII of 1965), ceases to have effect under clause (7) of Article 30 of the consfitution .

2. **Continuance of certain emergency provisions** .- Notwithstanding the Defence of Pakistan Ordinance, 1965 (XXIII of 1965) cesing to have effect;

(a) the provisions of the Defence of Pakistan Rules mentioned in the first column of the Schedule to the Ordinance shall continue in force and shall have effect subject to the modification specified in the second column thereof;

(b) any order or other instrument made or deemed to be made under or in pursuance of any of the said provisions and in force immediately before the commencement of this Ordinance shall continue in force so far as consistent with the provisions as continued in force by this section and be deemed to be made under or in pursuance of the provisions so continued in force.

3. **Effect of rules, etc, inconsistent with other enactments.**- The provisions of the defence of Pakistan Rules as continued in force by section 2 and all orders made or deemed to be made under such provisions shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any enactment other than this ordinance or in any instrument having effect by virtue of any enactment other than this ordinance.

4. **Delegation** - (1) The Central Government may by order direct that any powers or duty which by or under any of the provisions as continued in force by section 2 is

conferred or imposed upon the central Govermmnt shall in such circumstances and under such conditions if any, as may be specified in the direction be exercised or discharged -

(a) by any officer or authority subordinate to the Central Government , or

(b) by any provincial Government or by any officer or authority subordinate to such Government , or

(c) by any other authority .

(2) A Provincial Government may by order direct that any power or duty which has been directed under sub-section (1) to be exercised or discharged by the provincial Government shall, in such circumstances and under such conditions, if any , as may be specified in the direction, be exercised or discharged by any officer or authority, not being an officer or authority subordinate to the Central Government .

(3) All orders delegating any of the provisions continued in force by section 2 made by the Central Government before the commencement of this Ordinance and in force immediately before such commencement shall continue in forec and be deemed to be made by the Central Govenment under this section.

5. **Savings as to orders etc.**- (1) Notwithstanding the Defence of Pakistan Ordinance, 1965 (XXIII of 1965), ceasing to have effect and anything contained in any other law, treaty or agreement for the time being in force or any other instrument having the force of law , all orders and notification issued and action taken before the commencement of this Ordinance relating to the entry, exit or transit, or traffic to or from any country by rail, road or river transport shall continue in force and shall have effect as if issued or taken under this ordinance .

(2) No order made or deemed to be made in exercise of any power conferred by or under any of the provisions continued in force by section 2 shall be called in question in any court .

(3) Where an order purports to have been made and signed by any authority to exercise of any power conferred by or under any of the aforesaid provisions, a Court shall, within the meaning of the Evidence Act , 1872 (I of 1872), presume that such order was so made by that authority.

6. **Protection of action taken under rules.**- (1) No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of any of the provisions continued in force by section 2 or any order made or deemed to be made thereunder.

(2) No suit or other legal proceeding shall lie against the Government for any damage cause or likely to be caused by anything in good faith done or intended to be done in pursuance of any of the provisions continued in force by section 2 or any order made or deemed to be made thereunder.

THE SCHEDULE

(See Section 2)

Provisions of the Defence of Pakistan Rules continued in force.

Number and title of Rules	Modification .
1. Short title	-- --
3. Interpretion.	Sub rule (2) and (3) shall be omitted .
5. Non-compliance with these rule or orders made thereunder.	
161 . Definition .	-- --
162 . Prhibition of trading with the enemy .	-- --
163 Control of rights , etc. in respect of trading with enemy .	
164 Power to appoint Controllers etc. of Enemy Trading .	
165. Powers to Controllers, etc. of Enemy Trading -- --	
166. Supervision of suspected business.	-- --
167 Penalty for failure to comply with orders of Controllers etc.	
168 . Penalty for concealment, destruction , etc. of books or documents .	
169 Definitions .	-- -
170 . Prohibition of trade with enemy and purchase of enemy currency	-----
171. Power to appoint Conrollers, etc. of enemy firms.	-----
172 Powers of Controllers , etc. of enemy firms.	----
173 . Supervision of suspected business.	---
174 . Supervision of firms suspected to enemy firms.	-------
175 . Penalty for failure to comply with orders of controller, etc.	----
176 . Penalty for concealment , destruction, etc. of books or documents .	
177. Contracts by enemy firms	------
178. Transfer of property to or by enemy firm.	
179. Transfer and allotment of securities to or by enemy firms	-----
180 Transfer of negotiable instruments, and actionable claims by enemy firms .	------
181 . Power to carry on business of enemy firm .	------
182 Collection of debt of enemy firms and administration of property .	
183 . Power to control and wind up certain business .	------
184 . Constitution of Boards for certain purposes.	-----
185 Power to obtain information	-------
186. False state nents .	------
187 Power to require production of books .	------
194 Attempts, etc. to contravence the rules .	------
195 . Offences by corporation.	------
197 . Burden of proof in certain cases	-----
205 . Cognizance of contravention of the rules .	Sub rules (3) and (4) shall be omitted.

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF LAW AND PARLIAMENTARY AFFAIRS
(Law Division)
President 's Order No 29 of 1972
BANGLADESH (VESTING OF PROPERTY AND ASSETS) ORDER, 1972

WHEREAS it is necessaary to vest all properties and assets vested in and managed by the Goverment of Pakistan or Board constituted by or under any law and the former Government of East Pakistan in the Government of Bangladesh ;

NOW THEREFORE, in pursuance of the Proclamation of Independence read with the Provisional Constitution of Bangladesh Order, 1972 , and in exercise of all powers enabling him in that behalf, the President is pleased to make the following order :-

1. (1) This Order may be called the Bangladesh (Vesting of property and Assets) Order , 1972

(2) It shall extend to the whole of Bangladesh .

(3) It shaH come into force at once and shall be deemed to have come into force on the 16th day of March, 1972 .

2.(1) Notwithstanding ahything contained in any other law for the time being in forec all properties and assests which were vested in the Government of Pakistan or any officer appointed by such government or were vested in or managed by any Board constituted by or under any law or in the former Government of East Pakistan shall be deemed to have vested in the Government of Bangladesh on and from the 26th day of March, 1971.

EXPLANATION -" Properties " means properties of any kind, movable or immovable and includes any right or interest in such properties and any debt or actionable claim, any security or negotiable instrument , any right under a contract and any industrial or commercial undertaking 'security ' includes share, scrip, stock bond, debenture, debenture stock or other marketable security of a like nature in or of anybody corporate and Government securities.

(2) **Nothing contained in this order shall be called in question in any court.** In Article 2, in clause (1) after the words Government of Pakistan " the words comma " or, any officer appointed by such Government " have been inserted by P.O. 134 of1972.

THE ENEMY PROPERTY (CONTINUANCE OF EMERGENCY PROVISIONS) (REPEAL) ACT 1974.

(ACT XLV OF 1974) .

The following Act of Parliament received the assent of the President on the Ist July, 1974 and are hereby published for general information :-

ACT No. XLV of 1974

An Act to repeal the Enemy Property (Continuance of Emergency Provisions) Ordinance, 1969 .

WHEREAS it is expedient to repeal the Enemy Property (Continuance of Emergency Provisions) Ordinance, 1969 (I of 1969), and to provide for matters connected with such repeal ;

It is hereby enacted as follows :-

1. **Short title and commencement.**- (1) This Act may be called the Enemy Property (Continuance of Emergency Provisions) (Repeal) Act , 1974

(2) It shall be deemed to have come into force on the 23rd day of March, 1974 .

2. **Repeal of Ordinance I of 1969** .- The Enemy Property (Continuance of Energency Provisions) Ordinance, 1969 (I of 1969) , hereinafter referred to as the said Ordiance, is hereby repealed.

3. **Savings.**- (1) Notwithstanding the repeal of the said ordinance and anything contained in any other law for the time being in force on such repeal,-

(a) all enemy property vested in the Custodian of Enemy Property appointed under the provisins of the Defence of Pakistan Rules Continued in force by the said Ordinance shall vest in the Government ;

(b) all enemy firms the trade or business of which was being carried on by any person or Board authorised under the provisinons of the Defence of Pakistan Rules continued in force by the said Ordinance shall vest in the Government .

Explanation . - In this sub -section, -

(I) "Custodian of Enemy Property" includes an Additional Custodian of Enemy Property , a Deputy Custodian of Enemy property and an Assistant Custodian of Enemy Propery appointed under the Defence of Pakistan Rules continued in force by the said Ordinance; and

(ii) " enemy property " and "enemy firms " shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the Defence of Pakistan Rules continued in force by the said Ordinance;

(2) Subject to the provisions of sub- section (I), the repeal of the said Ordinance shall not -

(a) revive anything not in force or existing at the time at which the repeal effect;

(b) affect the previous operation of the said Ordinance or the provisions of the Defence of Pakistan Rules continued in force by the said Ordinance or any order made thereunder or anything duly done or offerd under the said Ordinance or such provisins or order;

(c) affect any right , title, privilege, obligation or liability acquired, accrued, or incurred under the said ordinance or the provisions of the Defence of Pakistan rules continued in force by the said ordinance or any order made thereunder;

(d) affect any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against the provisions of the Defence of Pakistan Rules continued in fore by the said Ordinance or any order made thereunder ; or

(e) affect any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, forfeiture or punishment as aforsaid .

and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted continued or enforced . and any such penalty, forfeiture or punishment may , be imposed, as of the said Ordinance had not been repealed .

4. **Indemnity.-** No suit prosecution or other legal proceeding shall lie in any court against the Government or any person for anything, or for any damage caused by anything, which is in good faith done or intended to be done in pursuance of any of the provisions of the said Ordinance of the defence of Pakistan Rules contiuned in force by the said Ordinance or any order made thereunder.

5. The Enemy Property (Continuance of Energancy Provisions) (repeal) Ordinance, 1974 (Ord. IV of 1974) is hereby repealed.

THE ENEMY PROPERTY (CONTINUANCE OR EMERGENCY PROVISIONS) (REPEAL) (AMENDMENT) ORDINANCE, 1976

Ordinance No. XCIII of 1976.

An Ordinance to amend the Enemy property (Continuance of Emergency provisions (Repeal) Act . 1974 .

Whereas it is expedient to amend the Enemy Property (Continuance of Emergency provisions) (Repeal) Act . 1974 (XLV of 1974.) for the purpose hereinafter appearing ;

Now therefore ,In pursuance of the proclamantions of the 20th August, 1975 and the 8th November, 1975 and in exercies of all powers enabling him in that behalf the President is pleased to make and promulgate the following Ordinance:-

1. **Short title and commencement** .- (1) This Ordinance may be called the Enemy Property (Continuance of Emergency Provisions) (repeal) (Amendment) Ordinance . 1976 .

(2) It shall be deemed to have come into force on the 23rd day of March , 1974 .

2. **Amendment of section 3. Act XLV of 1974** .- In the enemy Property (Continuance of Emergency Povisions) (Repeal) Act 1974 (XLV of 1974), in section 3, in sub-section (1) after the word " Government ," occurring twice, the following words and commas shall be inserted in both the places, namely-

"and shall be administerted, controlled, managed and disposed of by transfer or otherwise, by the Government or by such officer or authority as the Government may direct ,"

Comments

It was argued that evidence was not scrutinised by the Appellate Court below to come to the finding that the registration having been done in 1975 it will be presumed that the vendor Gopal Chandra Shil was physically present in Bangladesh.The crucial question for remand being the physical presence of the vendor it is presumed under section 60 of the Registration Act that the registration was done in accordance with law and the requirement of law was fullfilled. It is a rebuttable presumption but it could not be argued how the evidence as it is has rebutted the presumption (1989 BLD (AD) 120 = 41 DLR (AD) 124)

In the case of Hazi Waziullah Vs. A.D.C. (Rev.) Noakhali plaintiffs filed suit for declaration of their title to the suitland as they found their title clouded by a Notice dated 18th April 1978 served upon them by the S.D.O. Feni, treating the suitland as vested property and asking them to surrender it. Plaintiffs' case in short is that the suit land originally belonged to one Shashi Bhusion Mojumder, on whose death in or about the year 1943, his six sons including Hemendra Kumar Mojumder inherited it along with other properties of Shashi Bhusion. After the death of Shashi Bhusion the six brothers amicably partitioned all the inherited properties lying in different place; the suitland at Feni fell exclusively to the share of Hemendra; the property at Narayanganj fell into the share of Dhirendra, the eldest of the brothers, while the property in Calcutta fell to the share of remaining four brothers. Hemendra by four registered sale deeds, transferred the suitland to the plaintiffs who went into possession thereof. The plaintiffs' claim of amicable

partition among the six sons of Shashi Bhusion was denied by the defendants and it was challenged as a device to save the land from the mischief of law.

The learned Sub-ordinate Judge, on consideration of evidence, both oral and documentary including a photostat copy of a declaration dated 2nd April 1963 made by four the sons of Shashi Bhusan living in Calcutta (Ext. 16) and the judgment of a previous suit in respect of the amicable partition of the same land (Ext. 7d) found that there was an amicable partition by which the suitland fell exclusively to the share of Hemendra who was all along in this country and the transfers made by him to the plaintiffs are genuine and decreed the suit.

In the first appeal preferred by the dependents the High Court Division held that the main documents in support of the amicable partition, namely the declaration (Ext. 16) and the judgment of the previous suit (Ext. 7d) are not admissible in evidence or at least they got no probative value; and except Hemendra and other 5 sons of Shashibhusion were Indian Nationals from before 1965 and as such the suit land to the extent of their 5/6th share was enemy and vested property and decreed the suit to the extent of 1/6 only.

The Appellate Division disapproved the decision of the High Court Division and observed that the declaration though made in 1963 was not referred to in the previous judgment (Ext. 7d) date 31th January 1970 and the question as to merit of this document Ext. 16. will arise only if it is found to be admissible in evidence without formal proof. Though objection was not raised when it was produced, the party producing it was not exempted from explaining in the course of recording evidence why its original was not produced. Even if the Ext. 16 is not admissible in evidence the appellant's case of amicable partition stands independent of the same as other evidence and circumstances including the previous judgment are quite sufficient to prove it. An amicable partition between brothers co-sharers need not be effected by a registered instrument as has been held in AIR 1958 SC 70 (41 DLR (AD) 97=1989 BLD (AD) 135).

Circular No. 1A-177/156 RL dated 23.5.77

Clause 4(1) :

Vested property.- Execuion of document in an Exchange case. After a deed of settlement was executed by a competent officer of theGovernment whether it could take the plea that the officer had acted without its authority. Under the provisions of Act XLV of 1974 a vested property can be transferred by the Government or by such officer as the Government may direct. The Government having directed the ADC (Rev) to take necessary action in the matter and in view of circulars on the subject, there is no room for doubt that the ADC was duly authorised to execute and register the deed of settlement.The order setting aside the deed is therefore without lawful authority (Mujaffar Ali Vs. Bangladesh 43 DLR (AD) 137).

The exposition of the law relating to enemy and then vested property as given in the impugned judgment of the High Court Division correct and no exception can be taken to the same. The enemy property (Continuance of Emergency Provisons (Rpeal) Act 1974 (Act XLV of 1974) on being amended by the Enemy Property (Continuance of Emergency Provisions) (Repeal) (Amendment) Ordinance, 1976 (Ordinance No. XCIII of 1976) by the relevant clause of section 3 provides that all enmy property vested in the custodian of

enemy property appointed under the provisions of the Defence of Pakistan Rules and continued in force by the ordinance (1 of 1969) shall vest in the Government and shall be administered, controlled, managed and disposed of by transfer or otherwise, by the Government or by such officer or authority as the Government may direct. Circular dated 23rd May, 1977 (page 554 of the Manual), of the Ministry of the Land Admnistration and Land Reforms Division containing instruction for administration, management and disposal of vested property by clause 4 (1), provides that the ADC (Rev) may, with the previous approval of the Government transfer or otherwise dispose of any vested property either by himself or through the sub-divisional officer in whose jurisdiction the property is situated. These are the provisions upon which the High Court Division put reliance. (43 DLR (AD) 137 (140).

Reading all these circulars together and keeping in view the Government policy in respect of regularisation of the exchange cases taking place prior to the war of 1965, it is found that these cases formed a class by themselves and the property involved in such cases could not be equated with any other ordinary vested property. The instructions of the Government in respect of such property were always specific and indeed they have been separately treated and put in chapter IX of the Land Administration Manual under the heading 'Exchange Cases'. The Memo. dated 23rd May, 1977, upon which the High Court Division relied will be found in chapter VIII of the Manual under the heading management of the vested property. In determining the validity of the deed of settlement in the present case, therefore, all the circulars beginning from 15.11.68 relating to Exchange cases are relevant and it could not be said in view of Annexure 'F' in particular that the ADC (Rev) in the absence of prior approval as required under circular dated 23rd May, 1977, had no authority to execute the document in question on behalf of the Government (43 DLR (AD) 137 (142).

Upon a close scrutiny of the matter it is found that the alleged absence of prior approval of the Government cannot be pressed into service for invalidating the order of settlement. The Government itself does not say, it is pertinent to observe, that the settlement was bad because the ADC did not take its prior approval. The High Court Division, therefore, was not justified in supplying a ground which never occurred to the Government. It has been noticed that under the provisions of section 3 of Act XLV of 1974, a vested property can be transferred by the Government or by such officer of authority as the Government may direct. In the present case it is clear from Annexure 'E' that it is the Government which directed the ADC (Rev) was properly and duly authorised under the law by the Government to execute and register the deed of settlement on behalf of the Government. Therefore, the alleged absence of prior approval of the Government seems to be absent in the present case in any case (43 DLR (AD) 137 (142).

Suit for declaration of title.- When the plaintiff is not entitled to the declaration - the contention was that the plaintiff was entitled to a decree at least to the extent of 1/3rd share of the suit land and that since he has been in possession of the entire suit land, an ejmali property, the attempt to oust him without legal partition is unwarranted - But it is not ascertained what is the appellant's share nor is it clear whether the 1/3rd share of the suit land representing the original owner has been included in the Vested Property Case-

Determination of the plaintiff's lawful share is not an issue in this suit. It is a suit for declaration that the Vested Property case is illegal, collusive and void- Now that the plaintiff does not have title to the entire suit land the greater part of which is in fact an enemy and vested property he is not entitled to a decree he prayed for. He may seek remedy by way of partition in an appropriate forum (Nuruzzaman Sarkar VS Seraj Mia & Ors.1989 B.L.D. (AD) 9).

Article 2(1) of P.O.29/1972 :

Property vested in the custodian has been vested in Government by P.O. 29 of 72 replacing the Custodian - (Rohima Akhter VS Asim Kumar Bose . 40 D.L.R (AD) 23=B.C.R 1984 AD 424 =1984 B.L.D. (AD) 155)

The Enemy Property vested in the custodin has been vested in Government by repeal of rule 182 of Defence of Pakistan Rules by Ordinance No 4. of 1974 (Ibid) .

By the amendment of section 3 of Act No. 45 of 1974 the entire complexion of enemy property was changed and power was given for disposal or transfer to the Government vide s 2 of Ordinance No. 93 of 1976 (Ibid).

By the provisions of the ordinance No 93 of 1976 power was given to the Government to dispose of the enemy (now vested) property and nothing was left for making the settlement that such property was to be preserved till conclusion of peace (Ibid).

Government having stepped into the shoes of the Custodian by P.O. No 29 of 1972 and Act No. 45 of 1974 cannot be heard to say that it has no power to transfer the property in question. The Custodian has no claim to such property (Ibid).

In 1976 the Government became the sole authority and got power of disposal and transfer by Ord. No 93 of 1976 (Ibid).

If the Government had power of transfer provided by Ordinance No 93 of 76. nothing prevents the Government from executing the document in pursuance of the decree of speciffic performance of contract (Ibid).

Ordinance 93 of 1976 which is the latest law expresses the legislative intent. It has displaced the bar given by temporay law and as such the decree can be put into execution (Pariyatosh Talukdar VS Assistant Custodian. 39 D.L.R. (AD) 178).

Proclamation of Emergency was however revoked by the President of Pakistan with effect from 16 February 1969. and along with the revocation the Defence of Pakistan Ordinance stood abrogated automatically. The Defence of Pakistan Rules would have similarly fallen to the ground in their entirely along with abrogation of the Defence of Pakistan Ordinance , but certain provisions of these Rules relating to the administration and disposal of "enemy properties' were kept in force by making another law. The Enemy property (Continuance of Emergency Provisions) Ordinance, 1969. Ordinance No. 1 of 1969.

Rule 182 was among those Rules which were thus continued in force even after the abrogation of the Defence of Pakistan Ordinance. The Administration and disposal Order (1966) therefore continued in force automatically as Rule 182 continued in force, there having been no necessity for a separate legislation for this purpose. After emergence of

Bangladesh as an independent State, Ordinance No. 1 of 1969 was repealed by Act XLV of 1974 namely the Enemy Property (Continuance of Emergency) (Repeal) Act. (Ibid)

Enemy Property (Continuance of Emergency) (Repeal) Act of 1974 section 3(1) and ordinance 93 of 1976.

All Enemy Property vested in the Custodian is vested in Government.

This Repealing Act in section 3(1) provides inter alia that all enemy property vested in the custodian of Enemy Property appointed under the Defence of Pakistan Rules as continued in force " shall vest in the Government." This section was amended by Ordinance No. 93 of 1976 which provides that the enemy property vested in the Government shall be aministered, controlled, managed or disposed of by transfer or otherwise by the Government.

With the enactment of the Repealing Act as amended by ordinance 93 of 1976, We find that the property which was " Enemy Property " under the Defence of Pakistan Rules has become "vested property" and that the Government got all powers to administer, control and dispose of it by transfer or otherwise. (Ibid).

"Previous operation" of a repealed law mean and include all action past and close. There cannot be two conflicting laws, on prohibiting sale and the other permitting sale.

In these changed circumstances it is to be seen whether section 3(2) of the Repealing Act has preserved and kept alive Article 8 of the Administation and Disposal Order which prohibits transfer of the property by sale in execution of a court decree. Section 3(2) saves the 'previous operations" of the Defence of Pakistan Rules and of any order made thereunder. Administration and disposal Order (1966) is a by-law or subordinate law of the Defence of Pakistan Rules. It does not mean and include Previous Operation ' of those Defence of Pakistan Rules, now repealed, and as such this order is not saved by section 3(2). "Previous operation" of a repealed law mean and include all actions past and closed which were taken thereunder. A subordinate law must fall to the ground along with its parent law. If the Administration and Disposal Order has been saved and continued in force even after repeal of the parent law, then there will be two conflicting laws on the same subject, one prohibitting sale and the other permitting the sale. This conflicting result could not be the intention of the Legislature. Again, even if the Administration and Disposal Order had not been repealed but saved by the saving clause, still it will have no effect in view of the later legislation, Ordinance No. 93 of 1976, which shall prevail over the earlier one as according to the canon of construction the later law in point of time is the last expression of the legislature's will. Section 3(2) of the saving clause is itself subject to section 3(1) which gives full power to the Government to dispose of the property by sale or otherwise. (Ibid).

Enemy Property (Continuance of Emergency (Repeal) Act (XLV Of 1974). section 3(1) and ordinance 93 of 1976 .

The custodian has disappeared from the scene and the property has been vested in the Government.

The Custodian did not act in his personal capacity while dealing with the property so as to acquire any right or incur any liability in respect of the property, nor is the custodian

any longer in the picture. The custodian has disappeared from the scene and the property has been vested in the Government so long the property was vested in the custodian it was exempted from sale. Now that the property is not vested in the custodian the provision as to exemption will not apply.

With the repeal of the Defence of Pakistan Rules, the Administration and Disposal Order made thereunder also stood repealed. The bar to the execution of the decree passed in favour of the appellant, I find, has been removed. The decree is found to be quite executable. (Ibid).

Rule 182(1) :

Central Govenrment authorised to appoint Custodian, Deputy Custodian and Assistant Custodians and order vesting of the enemy property in the prescribed Custodian by an appropriate order.

Under rule 182 (1) the Central Government was authorised to appoint Custodians and Deputy Custodians, Assistant Custodians of Enemy Property and to vest or provide for and regulate the vesting of such enemy property by appropriate order.

The relevant provision of the Rule as it stood after amendment on 2. 11 65 read as under :-

" Rule 182 (1), with a view to preventing the payment of moneys to an enemy firm and to provide for the Administration and disposal by way of transfer or otherwise of enemy property or matters concerned therewith or incidental thereto, the Central Government may appoint a Custodian of Enemy Property for Pakistan and one or more Deputy Custodians and Assistant Custodians of such local areas as may be prescribed and may by order (Emphasis added)

(a) ....

(b) Vest or provide for and regulate the vesting in the prescribed Custodian , such enemy property as may be prescribed". (Sunil Kumar Ghosh VS Bangladesh 39 DLR 377 = 1988 B.L.D 131)

Enemy Property (Continuance of Emergency Provisions) Ordinance (I of1969)

Proclamation of Emergency revoked but the provisions of Defence of Pankistan Rules relationg to the control of enemy property continued.

The proclamation of Emnergency was revoked on the 6th February, 1969 resulting in the repeal of the Defence of Pakistan ordinance and the Rules framed thereunder but the provisions of the Defence of Pakistan Rules relating to the Control of trading with enemy and the control of enemy firm and the administration of property belonging to the enemies were made to continue by the Enemy Property (Continuance of Emergency Provisions) Ordinance, 1969 (Ordinance No 1 of 1969) (Ibid).

For exercise of power under the Defence of Pakistan Rules it was necessary that the state of war between Pakistan and India Continued.

It will be noticed that in order that the authority concerned could exercise its power under the Defence of Pakistant Rules or any order framed thereunder. With regard to the properties which came under the definition of enemy properties within the meanging of said Rules it was necessary that the state of war between Pakistan and India continued as.

otherwise, such properties would cease to have the character of enemy properties and the provisions of the said Rules would be in applicable thereto (Ibid).

Rules 182 (1) (b) :

No order of Vesting could be made under this Rule after the cessation of the state of war when the property had ceased to be Enemy Property .

It thus appears according to the later decision of the Appellate Divisions that the state of war between India and Pakistan ended on the 16th February, 1969 .

There appears to be nothing in Rule 182 to show that property belonging to an Indian owner or resident could, on a mere assumption of enemy character, automatically vest in the custodian of Enemy Property. It could vest in the concerned authority. If, as a matter of fact there has been an appropriate order of vesting under Rule 182 (1) (b) of the Defence of Pakistan Rules during the continuansce of the state of war between the two countries. No order of vesting of such property could be made nor could any step be taken to take over such a property after the cessation of the state of war in-as-much as such property had ceased to be enemy property on the cessation of the said state of war. (Ibid).

If as a matter of fact any appropriate order of vesting had been made during the continuance of hostility subsequent taking over was permissible .

It has been suggested that it has been laid down in the aforesaid judgment in the case of M/s. Dulichand Omraolal Vs. Bangladesh, 33 DLR (AD) 30 that a property which became an emeny property at any time within the period of the said period and could as such be taken over by the Government at any time after the cessation of the state of war notwithstanding the fact that there was no appropriate order of vesting during the continuance of the said state of war. There are no doubt certain expressions in the said judgment from which such a conclusion has been suggested. There is, however, no positive statement of law to the said effect in the said judgment and there appears to have been no occasion also , it may be respectfully stated,to express such a view, as in the aforesaid case there was in fact an order , of vesting of the firm of M/s. Dulichand Omraolal in the Additional Custodian of Enemy property on 6.10.1968 i.e. within the period of the state of war. It apears that the question of the contingency of the absence of a Vesting order was not within the consideration of their Lordships. With great respect I may say that what their Lordships wanted to imply in substance in the said case was that if during the continuance of the state of war there had been an appropriate order of vesting of a property which was an enemy property and actual steps to take over such property has not been taken by the Concerned authority at that time, subsequent taking over of such property is permissible. (Ibid).

Article 2(1) of the President 's Order No. 29 of 1972 as amendment under President s Order No. 134 of 1972 .

After the emergence of Bangladesh only those properties vested in the Government of Bangladesh which had already vested in the Custodian under Rule 182 (1) (b) of the Defence of Pakistan Rules. (Ibid).

After the vesting of the properties under President's Order No. 29 of 1972 there

could not be any, fresh vesting in law in the Govt. of Bangladesh as contemplated in Act XLV of 1974 and this does not seem to be consistent with the correct position of law. (Ibid).

A Particular property will be a vested property only if it is an enemy property as defined in Rule 169 (4) of the Defence of Pakistan Rules , 1969 on 3-12-65 and not on any day subsequent thereto.(Ibid)

Section 3 of Ordinance No 1 of 1969 -

When the owner left the country for India during the war of liberation the state of war between the two countries having ended on the emergency of Banglaedsh on 26th March 1971 there was no scope for vesting his property in the Deputy Custodian as enemy property . (Ibid)

CO-Sharers in exclusive possession are entitled to retain possession till partition. (Ibid)

Under Art 2 (1) of P.O. 29 of 1972 all properties and assets which formely vested in the Govt . of Pakistan now from 26.3.71 vest in the Govt. of Bangladesh . (Subitri Barai Vs. Assistant Custodian of Enemy Property 39 D.L.R. Page 172).

Effect of Act XIV of 1974 (Amended by Ordinances XCIII of 1974) is that all the enemy propery now vest in the Govt . of Bangladesh . (Ibid)

Rights in respect of enemy property having now vested in the Govt. of Bangladesh (read with the repeal of Ordinance 1 of 1969) the office of Deputy custodian and Assistant Custodian of Enemy property stood abolished . (Ibid).

The Government of Bangladesh is the proper person to institute suits in respect of such properties in accordance with the provisions of section 79 and Order XXVII Code of Civil Procedure.

With the repeal of Ordinance 1 of 1969 the office of the Deputy Custodian or Assistant Custodians of enemy property which was a creature of the Defence of Pakistan Rules stood abolished.

Plaintiffs figuring himself as Asstt. Custodian sought declaration that exparte decree of 24 December 1961 was fraudulent and claimed that subject-matter of that suit vested in Deputy Custodian of Enemy Property. But the suit not having been instituted by the Government it does not lie (Ibid).

Section 3 of Act XLV of 1974 :

Declaration and listing a property as enemy property in 1985 belonging to one who lost interest therein in 1962 and belonging to persons who never left the country are illegal. (Sreemati Parul Kusum Roy Vs. Bangladesh 988 BLD 6=39 DLR 489).

The plaintiff is claiming his title to the suit land on the basis of a deed of gift. I have got no doubt in my mind that the initial onus was on him to prove his title . The observation made in 32 DLR (AD) 29 would be of no avail to the appellant, as he failed to discharge his initial onus by proving his document of title . Had he succeeded to do so then the onus would have shifted on the enemy property authority to prove that the executants of the plaintiff's document , the sons of Surendra Mohan Saha,. were residing

in an enemy country at the relevant time . (Abani Mahan Saha VS Assistan Custodian 39 D. L.R. (A D) 223 =1986 B.C.R (A D) 436).

As to the claim by the respondents that the suit land became enemy property, no evidence in support of the same was produced before the Court. On the other hand, P.W.4. Patul Rani Pal, in whose care the property was left appeared before the trial court and stated that she never left the country. It appears that on the information of one Mosleuddin. Member-in-charge of the local Union Council who, being interested in grabbing the property by getting it leased out to his party men , reported to the authority that the suit land was enemy property.. So far as the question of title is concerned, this can be decided in a separate suit challenging the decree obtained by the appellant in O.C. Suit No. 194. of 1961 (Manindra Nath Sen Sarma Vs. Peoples Republic of Bangladesh. (1985 BCR 1985 AD 85).

Suit for declaration of title, permanent injunction and confirmation or recovery of possession- Suit lands having been settled by the original owner, Basanta, in favour of his sister Bidumukhi before 1947 , the assumption that since the original owner and their heirs were absent from the country when the Defence of Pakistan Rules 1965 come into operation, the suit property must be enemy property is wrong the finding regarding the settlement of suit property by the original owner in favour of his sister having not been reversed by the High Court Division . It was not correct to say that the title therein still remain with the original owner, Basanta and his heirs- The property in question is not without the owner who was inside the country at the relevent time.- (Bimal chandra Adhikery Vs. Syed Makbule Hossain & Ors. B.C.R. 1985 AD 421)

If a property is released from the list of enemy properties, the restrictions, rules and regulations of the said enactment have no binding force. (Mst . Aftabunessa Vs. Md. Shamsul Haq Talukder and Ors - B.C.R 1984 AD 264).

Ordinance 1 of 1969:

The purpose of the ordinance was that notwithstanding the withdrawl of the emergency, and Defence of Pakistan ordinance ceasing to have effect, certain provisions of the Defence of Pakistan Rules made under the said Ordinance were sought to be continued relating to the control of trading with enemy and control of firms, and vesting and administration of the property belonging to them . (M/s. Dulichand Omraolal Vs. Bangladesh. 33 D.L.R (AD)30 =1981 B.L.D (AD) I).

If any action is sought to be taken with regard to any property after 16.2.69. as enemy property, it is to be seen whether the property sought to be taken over as enemy property was so between 6.9.65 and 16.2.69 the promulgation and revocation of Proclamation of Emergency. If at any time during the currency of the Emergency with the Defence of Pakistan Ordinance and the Rules remaining in full force, the property comes within the definition of 'enemy property ' it continues to remain so, even though actual steps might not have been taken by the appropriate authority to take it over , and so the authority, whether the Custodian or Additional Custodian or Assistant Custodian or Board, may , for its management and control and vesting or transfer either under Rule 181 or 182 of the Defence of Pakistan rule take action. It is to be observed that an individual or a property becomes an 'enemy' or enemy property ' by operation of law on the fulfilment of the

conditions laid down by the relevent Defence of Pakistan Rules and no further formal declaration by an officer or authority is needed and once a property comes within the definition of 'enemy property' within the period of 6.9.65 to 16.2.69 subsequent taking over of such property is permissible but not otherwise. (Ibid)

Rule 161:

Enemy Property " in the context of Defence of Pakistan Rules.-

A mistaken idea is likely to occur that for a property to come within the mischief of " enemy property' under the Defence of Pakistan Rules, a state of war or actual military operation between Pakistan and India is to exist, and that existence of state of affairs as a fact could only be within the domain of the Executive Government and unless the Executive Government has indicated otherwise, it should be so assumed . (Ibid).

Appellant after purchase is in possession of the property- Before it could be treated as enemy property the authority concerned must prove that the appellant or his vendors migrated to India before the Enemy property law came into operation in 1965. (Abul khair Mia Vs. Banglasdesh 32 BLR (AD)29)

Kabala executed and registered in Bangladesh in 1975 -Presumption is that the executant was citizen of Bangladesh as no Indian national could transfer any property in Bangladesh (in 1975 by registration - (Sultnauddin Chowdhury Vs. Government of Bangladesh -32 DLR 252).

Treating a property as an enemy property on the basis of an enemy property case started in 1978 is not valid in law (Nittya Gopal Ray Berman Vs. Paran Gopal Nandi & Ors 32 . DLR 11).

Custodian of the enemy property treating a property as being a Vested property without lawful basis for treating it as such and leasing out same to another is unauthorised and illegal. (Hiralal agarwala Vs. Deuputy Commissioner, 31 DLR 359).

EAST PAKISTAN ENEMY PROPERTY (LAND & BUILDINGS) ADMINISTARTION & DISPOSAL ORDER 1966 - Article 5:

Co-sharer in exclusive possession of a joint land - His possession is not unlawful (within the meaning of Enemy Property land) and he cannot therefore be ousted from the said property without bringing a partition suit for effecting partition of the joint land . (Benoy Bhusan Vs. S.D.O.B. Baria 30 D.L.R. (SC)142)

Land in joint possession of which part is in joint possession of real owner and part belongs to an enemy owner-custodian can not dispossess the real owner from that land. His only remedy is to seek partition so as to separate the enemy portion from the owners portion.(Ibid).

The Sub-Divisional officar as Assistant custodian representing the shares of enemy owners could not go into possession of the joint land by dispossessing the co-sharer in possession without partition nor could he arbitrarily specify certain area representing the share of the enemy owners and lease out the same- The whole act of the defendant No. 2 including leasing out of .04 acre out of the suit property to defendant no. 3 is illegal and without jurisdiction and the suit is maintainable without prayer for declaration of title and recovery of poossession. (PROMODE RANJAN PAUL & ANO. VS. GOVT. OF BANGLADESH & ORS 1987 B.L.D 259).

East Pak. enemy property (Land & Buildings) Administration . Order, 1966.

Article 5 :

Unless the plaintiff is found to be in unlawful possession of an enemy property is not liable to be evicteed under section 5 of the said order. (Khalilur Rahman Vs. province of East Pakistan 29 DLR 239).

Rule 161 (b) :

In plain meaning. rule 161(b) says that a person who is the resident in enemy territory is an enemy . Enemy territory is a country which is at war or engaged in military operations against Pakistan. The declration of Emergency was made on September 6. 1975 on the outbreak of war with India and this declaration of Emergency continued in force till 16th February 1969 when it was withdrawn by an Ordinance. In May. 1966 when appellant s properties were declared an enemy property. the Declaration of Emergency was in force and therefore the state of war or the military operation was subsisting. The appellants at the relevant time was residing in India for a continuous period of six years.(Gurudas Saha Bs. Deputy custodian . Enemy propery 28 DLR (AD) 133).

East Pakistan Enemy Property (lands & Buildings)Administration and disposal Order, 1966. Article 5 (Ia) (1b) :

Before an (enemy) property is declared to be in unlawful possession of a person the latter must be served with notice to the effect that he is in unlawful possession of the property in question and ask him to show cause why he should not be ejected and upon hearing him if he appears the order of ejecting him is to be passed. Without such notice the order passed against him not be a valid order. (Naresh chandra Nandi Vs. the Deputy Commissioner Dhaka 28 DLR 437).

Rule 161 and 169 :

Under rule 161 a person amongst others if he is residing in enemy territory, is an enemy and his property shall vest in the Enemy property authority. Rule 169 defines an enemy subject, as any person who has permanently settled in an enemy territory. The rule further says that, any share is held by an enemy subject in a firm the firm is an enemy firm and any property held by it, is enemy property and shall vest in the custodian of enemy property. (Vice Chairman E.P Enemy Property Management Board Vs. Shah Golam Nabi 27 DLR (AD) 156).

Bangladesh Vesting of property and Assest Order 29 of 1972- Art . 2(1).- All properties which during the Govt. of Pakistan vested in the Govt. have from 26.3.71 vested in the Govt. of Bangaldesh. (Bangladesh Enemy property management Board Vs. Abdul Mazid. 27 DLR (AD) 52)

Art. 2(1) - Enemy firm which vested in the Custodian of the Enemy Property has from 26.3.71 vested in the Govt. of Bangaldesh and therefore in any suit respecting such a firm Govt. is a necessary party.(Ibid).

Section 2 of ordinance 1 of 1969 provides that notwithstanding the fact that the Defence of Pakistan Ordinance ceased to have effect from 16.2.69 the Defence of Pakistan Rules shall continue in force. (Ibid).

Under section 2 of Ordinance No. 1 of 1969 read with the Schedule thereof, the power to order the Vesting of a property, which could be treated as an enemy property, was available notwithstanding the cessation of the effect of the Defence of Paksitan ordinance .(Ibid).

Enemy property - Appellant is in undisputed possession of the entire property but appellant's claim to title has been disputed- custodian of enemy property can not take over possession without ffective partition Order of lease is illegal (Nipendra Nath Dhar Vs. Deputy Custodian . enemy property (Land and building) Dhaka . B.C. R. 1981 (AD) 109).

East Pakistan Enemy Property (Land & Buildings) Administration and Disposal Order 1966 . Article 5: -

That a person in occupation of the property on the basis of a lawful agreement can not be ousted from his possession unless and until his possession has become unlawful and unauthoriesd. (Messrs M.M.Ispahant Ltd. VS Deputy Custodian of enemy propery 20 D.L.R. (Dhaka) 493).

Possession of a tenant of an enemy property cannot be termed as unlawful only because the property has become an enemy property unless and until the tenancy is terminated in accordance with law. Similarly a person in occupation of a property in part performance of contract to purchase can not also be said to be an unauthorised occupier only because the property has been declared to be enemy property . (Ibid)

Mere vesting of the enemy property in the custodian does not transgress on the title or the ultimate right of the real owner and a person in possession of the enemy property

by virtue of a document , of however limited or imperfect nature it may be, can not be said to be a tresspasser and he can not be ousted from it by the custodian. (Ananda Mahan Kundu VS The Province of East Pakistan 20 DLR (Dhaka) 976).

Rule 182 (1) :

Rule 182 of the Defence of Pakistan Rules provides for appointment of a Custodian of Enemy property by the Government for the purpose mentioned in the said rule. Under this rule a Notification was issued by the Government of East Pakistan vesting all enemy properties other than "enemy firm " as defined in sub-rule (1) of Rule 182 of the said Rules in the deputy Custodian of enemy property (Land and Buildings) with effect from 3rd December, 1965 . Sub- rule (b) of this notification prohibited transfer of any land or building so vested in the Deputy Custodian by sale, exchange, gift, will mortgage, lease, sub-lease or any other manner by any other person and any such transfer has been made null and Void if made in contravention of this order(Ibid).

Rule 181(1) :

Power under the rule when exercisable and when enemy firms can be taken over by the Government.

For applications of the provisions of rule 181 to an enemy firm, it is required of the Government to be satisfied objectively as to whether the running of the enemy firm is likely to be affected by the state of war as to prejudice the effective continuance of its trade or business and as to whether in the public interest the trede or business of the said enemy firm should be continued or carried on. If the Government is satisfied with regard to these conditions, then and then alone the Government can pass an order authorising a person to carry on the trade or business in such manner and to such extent as may be prescribed in the said order. It comes to this that, whenever.powers under rule 181 are to be exercised, the Government will have to make an order which must be a speaking order fullilling the conditions laid down in sub-rule (i) of rule 181 of the rules .

All the enemy firms may not be necessary to be taken over by the Goivernment and only those in respect of which the Government feels that the conditions mentinoned in sub-rule (i) of rule 181 are fulfiled, an order under the sub-rule can be made. It means that the Government will have to name the enemy firm and make an order specifically with regard to that enemy firm under rule 181 (Rajendar Narayan panday VS Govt. Of East Pakistan , (1968) 20 DLR 904).

Rule 181 and 182: Rule 182 not applicable to enemy firms Action taken without authority under rule 181- illegal .

Action that have been taken are all seem to have been taken under rule 181 but as no notification under that rule has been made to confer jurisdiction on the Assistant Custodian of Enemy property, Dinajpur, to do what he has done the steps taken is without jurisdiction. (Ibid).

Rule 182: Where circumstances of a case establish that a persons in possession of a

property treated as enemy property has set up and proved a prima facie title to the same, it amounts to this that the question that his possession of the property was illegal was in issue and therefore, such possession cannot be treated illegal without a decision of this question in a properly constituted suit (Shah Ghulam Vs. Vice-Chairman . (1970)22 DLR 48).

Rule 182 : Section 83 C.P.C. not conflict with the rights and duties of the custodian of Enemy Property conferred by the Enemy property (Custody and Registration) Order, 1965. (State Bank of India Ltd . Vs. The Custodian of Evacuee Property, West Pakistan , (1970)22 DLR (WP) 45).

Right of the custodian to fix and realise compensation. Rule 182(1) of the Defence of Pakistan Rules, 1965 empowers the Government to promulgate an Order and prescribe thereby the doing of certain things by the Custodian of Enemy Property as mentioned in clause (a) to (f) of the said sub-rule. Pursuant to this power the Government promulgated the East Pakistan Enemy Property (Land and Buildings) Administration and Disposal Order, on 8th January, 1966 By this Order powers in conformity with various clauses of the sub-rule (1) were conferred on the Custodian of Enemy Property. In terms of the powers conferred on the Custodian by paragraph 5(3) of the Order the Custodian has a right of fix and recover compensation from a person in unlawful possession of the enemy property. (Jagat Chandra Das Vs. Assistant Custodian of Enemy Property. (1968) 20 DLR 996).

10

LAW OF ABANDONED PROPERTY

LAW OF ABANDONED PROPERTY

Introduction

After the emergence of Bangladesh as an independent nation hundreds of West Pakistani industrial/business enterpreneurs had left the country. Mills, factories, establishments etc., were abandoned by those West Pakistanis.

To make provisions for the taking over of control and management of those abandoned industrial and commercial concerns Acting Presidents' Order No. 1 of 1972 was promulgated on 3rd January 1972. Besides industrial and commercial concerns many other movable and immovable properties were left by certain persons who were not present in Bangladesh or whose whereabouts were unknown or who ceased to occupy or supervise or manage in person their property, or who were enemy aliens. To make provisions for the control, management and disposal of all those properties P.O. 16 of 1972 was promulgated on 28.2.72.

On and from 28th February, 1972 when the Abandoned Property Order of 1972 (P.O. 16 of 1972) was promulgated any property which was owned by any person who is not present in Bangladesh or whose whereabouts are not known or who has ceased to supervise or manage in person his property will be abandoned property. Such property will also include any property owned by any person who is a citizen of a state which was at war with Bangladesh and property taken over under the Acting Presidents' Order No. 1 of 1972.

It appears that the legislative authority has employed multiple system in the definition. It has first defined with denotation and connotation the words abandoned property and then has employed an inclusive definition and then an exclusion clause. It has also added an explanation. Interpretation of the definition clause no doubt creates some complexity. The best way to interpret it is to give a harmonious meaning to all the clauses of Article 2(1) , so that each clause gets its own meaning and at the same time harmonises with the meaning of the whole. The defining part denotes property owned by a person who is either not present in Bangladesh or whose whereabouts are not known or who has ceased to occupy, supervise or manage in person his property.

Then comes the enclusive definition. In the inclusive definition, it included two categories of property, first is the property owned by a person who is a citizen of a state which after 25th day of March, 1971 either is at war or engaged in military operation against Bangladesh, the second is the property taken over by the Government under Acting Presidents Order No. 1 of 1972. So far as the inclusion clause is concerned both the categories of properties come within the meaning of the definition of abandoned property.

Giving its gramatical meaning abandoned property will be that property whose owner, either natural or artificial person like corporation, is not present in Bangladesh. That is the first precondition, but not the whole inasmuch as the principal clause is qualified by two subordinate but alternative clauses. The first precondition of absence from Bangladesh must be with any of the two attributes contained in the alternative subordinate clauses. The other precondition is alternative one is whose whereabouts is not known, and other, who has ceased to occupy or manage or supervise his property. And when both the preconditions of the principal and subordinate clauses, though alternative, are present, then the property will bear answer to the definition of abandoned property.

THE BANGLADESH (TAKING OVER OF CONTROL AND MANAGEMENT OF INDUSTRIAL AND COMMERCIAL CONCERNS) ORDER, 1972*

Acting President's Order No. I of 1972.

WHEREAS it is expedient to make provisions in the taking over of control and management of certain industrial and commercial concerns;

NOW, THEREFORE, in pursuance of the Proclamation of Independence of Bangladesh and exercise of all powers enabling him in that behalf the Acting President is pleased to make the following order :-

1. (1) This Order may be called the Bangladesh (Taking over of Control and Management of Industrial and Commercial Concerns)Order, 1972.

(2) It extends to the whole of Bangladesh.

(3) It shallcome into force at once.

2. (1) Where the owners, directors or managers or majority of the owners, directors or managers, of any industrial or commercial concern have left Bangladesh or are not available to control and manage the concern, or in the opinion of the Government of Bangladesh, the owners or directors of any industrial or commercial concern cannot be allowed in the public interest, to control and manage the concern, the Government of Bangladesh may, notwithstanding anything contained in any law for the time being in force or in any instrument or document relating to the incorporation, registration, creation, constitution or formation, of the concern, by notification in the official Gazette, take over its control and management, or appoint a Management Board or Administrator, or direct any autonomous or semi-authomomous body or any other authority, to take over its control and management.

(2) Where a notification is published under clause (1) in respect of any industrial or commercial concern, all the powers and duties of the owners, directors, Board of Directors and managers of the concern, including the power to operate bank accounts, shall vest in the Government of Bangladesh, Management Board, Administrator, autonomous or sem-autonomous body or the authority, as the case may be which takes over the control and management of the concern.

(3) The Management Board of the Administrator appointed under clause (1) shall hold office for such period and on such terms and conditions as the Government of Bangladesh may specify.

(4) An autonomous or semi-autonomous body or an authority taking over the control and management of any industrial and commercial concern under clause (1) shall act on such terms and conditions as the Government of Bangladesh may specify.

---

*No. 6-Pub.- 3rd January, 1972- The above order made by the Acting President's Republic of Bangladesh on the 3rd January, 1972, is hereby published for general information.

[Published in the Bangladesh Gazette Extraordinary, dated the 3rd January, 1972.]

3. The Management Board, Administrator, autonomous or semi-autonomous body or the authority controlling and managing any industrial or commercial concern under this Order shall exercise powers and perform duties under the direct supervision and control of the Government of Bangladesh and shall submit such statements and furnish such information to the Government of Bangladesh as it may direct or require from time to time.

4. No action taken under this Order shall be called in question by or before any court of law.

5. For the purpose of this Order, 'industrial and commercial concern' includes any insurance company, factory or shop, but does not include any bank.

6. (1) The Acting President's Order No. 1-35/71/13, dated the 26th December, 1871, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal, all notifications issued under the said Order shall be deemed to have been issued under the relevant provision of this order.

(3) No liability shall attach to the Government of Bangladesh or any official for anything done in good faith or any order made under the said Order.

THE BANGLADESH ABANDONED PROPERTY (CONTROL, MANAGEMENT AND DISPOSAL) ORDER, 1972

President's Order No. 16 of 1972

WHEREAS it is expedient to make provisions for the control, management and disposal of certain property abandoned by certain persons who are not present in Bangladesh or whose whereabouts are not known or who have ceased to occupy or supervise or manage in person their property, or who are enemy aliens :

NOW, THEREFORE, in pursuance of the Proclamation of Independence of Bangladesh, 1971, read with the Provisional Constitution of Bangladesh Order, 1972, and in exercise of all powers enabling him in that behalf, the President is pleased to make the following Order :-

1. (1) This Order may be called the Bangladesh Abandoned Property (Control, Management and Disposal) Order, 1972.

(2) It extends to the whole of Bangladesh.

(3) It shall come into force at once.

2. In this Order, unless there is anything repugnant in the subject or context,-

(1) 'abandoned property' means any property owned by any person who is not present in Bangladesh or whose whereabouts are not known or who has ceased to occupy, supervise or manage in person his property including -

(i) any property owned by any person who is a citizen of a State which at any time after the 25th day of March, 1971, was at war with or engaged in military operations against the People's Republic of Bangladesh;

(ii) any property taken over under the Bangladesh (Taking over of Control and Management of Industrial and Commercial Concerns) Order, 1972 (Acting President's Order No. 1 of 1972), but does not include -

(a) any property the owner of which is residing outside Bangladesh for any purpose which, in the opinion of the Government, is not prejudicial to the interest of Bangladesh;

(b) any property which is in the possession or under the control of the Government under any law for the time being in force.

Explanation.- Person who is not present in Bangladesh' includes any body of persons or company constituted or incorporated in the territory or under the laws of a State which at any time after the 25th day of March, 1971, was at war with or engaged in military operations against the People's Republic of Bangladesh;

[1][(1A) 'authorised officer' means an officer authorised by the Government for the purpose of this Order;]

(2) 'company' includes a banking company and insurance company;

(3) 'Government' means the Government of the People's Republic of Bangladesh;

(4) 'prescribed' means prescribed by any rule, order or direction made or given in pursuance of any of the provisions of this Order;

---

1. Clause (1A) of Article 2 was inserted by P.O. No. 125 of 1972.

(5) 'property' means property of any kind, movable or immovable and includes any right or interest in such property and any debt or a actionable claim, any security or negotiable instrument, any right under a contract and any industrial or commercial undertaking.

Explanation.- 'Security' includes share, scrip, stock, bond, debenture, debenture stock or other marketable security of a like nature in or of anybody corporate and Government security.

3. The provisions of this order and any rule made thereunder shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force.

4. On the commencement of this Order, all abandoned properties in Bangladesh shall vest in the Government and shall be administered, controlled, managed and disposed of, by transfer or oherwise, in accordance with the provisions of this order.

5. (1) For the purpose of carrying the provisions of this order into effect, and in particular for the purpose of securing, administration, control, management[1] and disposal, by transfer or otherise, of abandoned property, the Government may take such measures as it considers necessary or expedient and do all acts and incur all expenses necessary or incidential thereto.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the Government may, for the said purpose,-

(a) constitute one or more Boards for such area or aras or for such abandoned property or such class or classes of abandoned properties and in such manner as may be prescribed;

(b) appoint an administrator for any abandoned property on such terms and conditions as may be prescribed;

(c) carry on the business in respect of any abandoned property;

(d) take action for recovering any money in respect of any abandoned property;

(e) make any contract and excute any document in respect of any abandoned property;

(f) institute, defend or continue any suit or other legal proceeding, refer any dispute to arbitration and compromise any debts, claims or liabilities arising out of or in connection with any abandoned property;

(g) raise on the security of any abandoned property such loans as may be necessary;

(h) pay taxes, duties, cesses and rates to the Government or to any local authority in respect of abandoned property; and

(i) transfer by way of sale, mortgage or lease, or otherwise dispose of, any abandoned property or any easement, interest, profit or right, present or future, arising therefrom or incidental thereto.

---

1. For the purpose of control and management of the abandoned properties Management Board for Dhaka City and its suburbs, Management Board for Chittagong City and its suburbs, Management Board for Khulna City and its suburbs, Management Board for other Districts and Management Board for each Sub-division have been constituted, see Notification No. 2R-6/72/60/sec. X-part dated 26th January, 1976, published in the Bangladesh Gazette Extra, dated the 5th February, 1976, Part I in supersession of the Ministry's notification No. 2R-6/72/1253 dated 12th June, 1972.

6. No person shall, except in accordance with the provisions of this Order or any rules made thereunder, transfer any abandoned property in any manner or create any charge or encumbrance on such property, and any transfer made or charge or encumbrance created in contravention of this Order shall be null and void.

7. (1) Where any abandoned property is not in possession of any person, the Deputy Commissioner or the Sub-divisional Magistrate, [1][or the authorised officer] shall take possession of the property in such manner as may be prescribed.

(2) Where any abandoned property is in possession of any person, such person shall, within seven days of the commencement of this Order, surrender such property to the Deputy Commissioner or the Sub-divisional Magistrate, or the authorised officer.

(3) Where the person in possession of any abandoned property fails to surrender such property as he is required to do under clause (2), the Deputy Commissioner or the Sub-divisional Magistrate, or the authorised officer shall serve a notice on him in the prescribed manner requiring him to surrender possession of the property, within seven days of the service of the notice, to the person mentioned in the notice or to show cause against such surrender within the said period and, if he fails to do so, the Deputy Commissioner or the Sub-divisional Magistrate, or the authorised officer shall take possession of the property in such manner as may be prescribed.

(4) Where the person on whom a notice is served under clause (3) shows cause, thin the period specified in that clause, against the surrender of the abandoned property, the Deputy Commissioner or the Sub-divisional Magistrate or the authorised officer as the case may be, shall, after making such local enquiry as he may consider necessary and after giving the person an opportunity of being heard, pass such order as he deems fit.

8. (1) Where any abandoned property consists of shares in any company ,-

(a) the Government shall be deemed to be the registered holder, of such shares and, notwithstanding anything in the memorandum or articles of association of the company or in any agreement or instrument, shall have the same rights in the matter of making a requisition for the convening of a meeting or of presenting a petition to the Court under the provisions of the Companies Act, 1913 (Act VII of 1913) or under any other law or under the article of association or in any other matter as the person whose shares have vested in the Government had immediately before such vesting; and

(b) the Government shall have the power to acquire, at its option all or a portion of the remaining shares in such company in the prescribed manner on such terms as it deems fit.

(2) Where under clause (1) the Government becomes the holder of more than fifty percent. of the total number of shares in company, the Government may, by order in writing,

(a) dissolve the Board of Directors of the company;

(b) remove its Managing Director or any other Director;

(c) dissolve its Managing Committee, Executive Committee, Advisory Committee or any other Committee or Board;

---

1. The words "or the authorised officer" were inserted after the words "Sub-divisional Magistrate" by P.O. No. 125 of 1972

(d) remove its General Manager or other Manager;

(e) terminate any Managing Agency Agreement;

(f) remove any of its officers or employees;

(g) constitute any Board or Committee or appoint any person for its administration and management; and

(h) give such directions in respect of its administration and management as it may deem fit.

(3) Notwithstanding anything contained in the memorandum or articles of association of a company, the Government may, in respect of a company mentioned in clause (2), by notification in the official gazette, do all such things which, but for the power conferred by this clause, would have required the passing of a special or extraordinary resolution by the share holders.

9. When any property is vested in the Government under this order, only such liabilities in respect of such property shall be deemed to be the liabilities in respect of the property as may be determined by such authority and in such manner as may be prescribed.

10. (1) The Government may cancel any allotment or terminate any lease or amend the terms of any lease or agreement under which any abandoned property is held, occupied or managed by a person, where such allotment, lease or agreement has been granted or entered into after the 25th day of March, 1971.

(2) Where by reason of any action taken under clause (1) any person has ceased to be entitled to possession of any abandoned property he shall, on demand by the Government, surrender possession of such property to the Government or to any person authorised by it in this behalf.

(3) If any person fails to surrender possession of any property on demand under clause (2), the Government may eject such person and take possession of such property in such manner as may be prescribed.

11. (1) Any amount payable in respect of any abandoned property shall be paid to the goverment by the person liable to pay the same.

(2) Any person who makes a payment under clause (1) shall be discharged from further liability to pay to the extent of the payment made.

(3) Any payment made otherwise than in accordance with clause (1) shall not discharge the person paying it from his obligation to pay the amount due and shall not affect the right of the Government to enforce such obligation against any such person.

12. Where any abandoned property is property in trust for a public purpose of a religious or charitable nature or is a waqf, the property shall remain vested in the Government only until such time as fresh trustees or mutwallis are appointed by the Government, and pending the appointment of fresh trustees or mutwallis the property and the income thereof shall be applied by the Government for fulfilling, as far as possible, a charitable purpose.

13. (1) Where any abandoned property consists of shares in a joint property, business or firm, and if the shares vested in the Government constitute the greater part of such

joint property, business of firm reckoned according to the value of the whole, the Government may take possession and assume control and management of the whole of such property, business or firm.

(2) Notwithstanding the provision of clause (1), the Government shall, on an application being made in this behalf by all or any of the persons whose shares have not vested in the Government, partition such property, if capable of being partitioned, and determine the share or shares of such person or persons.

14. (1) Any property vested in the Government under this order shall be exempted from all legal process, including seizure, distress, ejectment, attachment or sale by any officer of a court or any other authority, and no injunction or other order of whatever kind in respect of such property shall be granted or made by any court or any other authority, and the Government shall not be divested or dispossessed of such property by operation of any law for the time being in force.

(2) Any such legal process as aforesaid subsisting immediately before the commencement of this order shall cease to have effect on such commencement and all abandoned properties in custody of any court, receiver, guardian or other person or persons appointed by it, shall upon delivery of the same being called for by the Government, be delivered to the Government.

[1][(3) No court shall pass an order in any suit or proceeding granting a temporary or adinterim injunction restraining the Government or the Deputy Commissioner or the Sub-divisional Magistrate or the authorised officer, or any other officer or person acting under the authority, orders or direction of any of them, from taking possession of any property if any notice under, or purported to be under, any provision of this order has been served upon any person requiring or directing him to surrender possession of such property, and any such order passed by any court before the commencement of the Bangladesh Abandoned Property (Control, Management and Disposal) (Amendment) Ordinance, 1976 (I.V of 1976), shall stand vacated and cease to have effect.]

15. (1) Any person claiming any right or interest in any property treated by Government as abandoned property may make an application to the prescribed authority on the ground that -

(a) the property is not abandoned property; or

(b) his interest in the property has not been affected by the provisions of this order.

(2) An application under clause (1) shall be made within three months of the date of the commencement of this order.

(3) On receiving an application under clause (2), the authority to which the application is made shall hold a summary inquiry in the prescribed manner and, after taking such evidence as may be produced, shall pass an order, stating the reasons therefor, rejecting the application or allowing it, wholly or in part, on such terms and conditions as it thinks fit to impose.

16. (1) Any person aggrieved by an order passed under Article 7 or Article 15 of this order may, within one month of such order, file an appeal before such authority as may be prescribed.

---

1. Added by Ord. I.V of 1976, s.2.

(2) The Government may, either of its own motion or on application, at any time, revise any order passed under Article 7 or article 15 or clause (1) of this Article.

17. (1) Any person who has been in unauthorised possession of any abandoned property shall be liable to pay such compensaton for such unauthorised possession as may be assessed by such authority and in such manner as may be prescribed.

(2) Any person who has caused damage to or disposed of the whole or a part of any abandoned property shall be liable to pay such compensation as may be assessed by such authority and in such manner as may be prescribed.

18. (1) The Government shall maintain a separate account of each abandoned property in such manner as may be prescribed and shall cause to be made entries therein of all receipts, and expenditures in respect thereof.

(2) The Government shall cause the accounts of the abandoned properties to be inspected and audited in the prescribed manner.

19. Without prejudice to the provisions of Article 17, any person who wilfully cause damage to, or disposes of the whole or a part of, any abandoned property or allows damage to be caused to, or disposal of the whole or a part of any abandoned property shall be punishable with imprisonemnt for a term which may extend to five years, or with fine, or with both.

20. Any person who fails to surrender any abandoned property as required under clause (2) or clause (3) of Article 7 or article 10 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to five years, or with fine, or with both.

21. No provision of law relating to the winding up of companies or banks or business or dissoluton of firms shall apply to any company, bank, business or firm vested in the Government as abandoned property under this order, and such company, bank, business or firm shall not be wound up or dissolved save by order of the Government and in such manner as it may direct.

22. The Government may, by order published in the offiial gazette, direct that any power or duty which is conferred or imposed by this order upon the Government shall, in such circumstances and under such conditions, if any, as may be specified in the direction, be exercised or discharged by any officer or authority subordinate to it.

23. No suit, prosecuton or other legal proceeding shall lie against the Government or any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this order or the rules made thereunder.

24. Anything done, any action taken or any order passed under this order shall not be called in question in any Court.

25. The Government may make rules for carrying out the purpsoes of this Order.

No. 6F-20/72/247-General-9th March, 1972.- In exercise of the power conferred by Article 25 of the Bangladesh Abandoned Property (Control, Management and Disposal) Order, 1972 (P.O. 16 of 1972), the President is pleased to make the following rules, namely :-

THE BANGLADESH ABANDONED PROPERTY (TAKING OVER POSSESSION) RULES, 1972.

1. **Short title.**- These rules may be called the Bangladesh Abandoned Property (Taking Over Possession)Rules, 1972.

2. **Definition.**- In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context,-

(a) 'abandoned property' means any abandoned property within the meaning of the Order;

(b) 'Article' means an Article of the Order;

(c) 'Form' means a form appended to these rules;

(d) 'the Order' means the Bangladesh Abandoned Property (Control, Management and Disposal) Order, 1972 (P.O. No. 16 of 1972);

(e) 'property' means any property within the meaning of the Order.

3. Manner of taking possession of abandoned property under Artile 7.- (1) Where any abandoned property is not in possession of any person or where a person surrenders any abandoned property under clause (2) of Article 7 or in pursuance of a notice under clause (3) or of an order under clause (4) of the said Article, the Deputy Commissioner or the Sub-divisional Magistrate shall pass an order in Form No. 1 and depute an officer for taking possesson of such property.

(2) The officer so deputed shall affix an authentic copy of such order on the notice board of the office of the local Union Panchayat/Sahar Committee/Paurashabha and where the property consists of immoveable property another copy to some conspicuous part of such property.

(3) The order may, if the Deputy Commissioner or Sub-divisional Magistrate deem fit, be proclaimed by beat of drum in the locality in which the property is situated.

(4) The officer deputed to take possession shall take such steps as he may consider necessary for securing possession of the property, including breaking open any lock or door, if necessary, and make an inventory in duplicate, containing the full particulars of the property, including machineries installations, fixtures, fittings, stock-in-trade, furniture, equipments, cash, bullions, ornaments, books, documents, papers, house-hold effects, standing crops, trees and all other things found therein.

(5) The inventory so made shall be signed by the officer himself and by two witnesses.

(6) On the completion of these formalities, the possession of the property shall be deemed to ahve been taken by the Deputy Commissioner or the Sub-divisional Magistrate.

(7) The officer shall submit a report to the Deputy Commissioner or the Sub-divisional Magistrate about taking possession of the property in the aforesaid manner, along with both copies of the inventory prepared by him.

(8) The notice referred to in clause (3) of Article 7 shall be in Form No. II and shall be served on the person in possession or on any adult male member of his family or, where none of them is available or they refuse to receive the notice, by affixing a copy ofthe notice to a conspicuous part of the residence of such person and also, where the abandoned property consists of any immoveable property on a conspicuous part of such immoveable property in the presence of two witnesses.

(9) Where the person in possession fails to surrender the abandoned property or to show cause in pursuance of the notice under clause (3) of Article 7 or where he shows cause, but fails to surrender the property in accordance with an order passed under clause (4) of that Article, the Deputy Commissioner or the Sub-divisional Magistrate shall pass an order in Form No. III and depute an officer to take possesson of the property, by taking all steps necessary in that behalf, including evicting such person and for such eviction, such force may be used as may be necessary.

(10) The officer so deputed shall also publish the order, enter upon the property and prepare an inventory in the same manner as prescriebd in sub-rules (2), (3) and (4).

(11) After eviction and on completion of these formalties, the possession of the property shall be deemed to ahve been taken by the Deputy Commissioner or the Sub-divisional Magistrate.

(12) The officer shall submit a report to the Deputy Commissioner or the Sub-divisional Magistrate about taking possession of the property in the aforesaid manner, along with both copies of the inventory prepared by him.

4. Manner of taking possession of abandoned property under clause (3) of Article 10.- (1) For taking possession of any abandoned property under clause (3) of Article 10, the Deputy Commissioner or the Sub-divisional Magistrate, to whom the power of Government has been delegated under Article 22, shall pass an order in Form No. IV and depute an officer to take possession of the property who shall take all necessary steps in that behalf, including eviction of the person in possesion and for such eviction, such force may be used as may be necessary.

(2) The officer so deputed shall publish the order, enter upon the property and prepare an inventory in the same manner as prescribed in sub-rules (2), (3) and (4) of rule 3.

(3) After eviction and on completion of those formalities the possession of the property shall be deemed to have been taken by the Deputy Commissioner or the Sub-divisional Magistrate.

(4) The officer shall submit a report to the Deputy Commissioner or the Sub-divisional Magistrate about taking possession of the property in the aforesaid manner, along with both copies of the inventory prepared by him.

5. Custody of abandoned property.- The Deputy Commissioner or the Sub-divisional Magistrate shall make proper arrangement for the safe custody and guarding of all abandoned property during the period from the time of taking its possession to the time of making it over to the Ministry concerned under Rule 6.

6. Report and making over of an abandoned property to the Ministry concerned for control, management and disposal.- (1) The Deputy Commissioner or the Sub-divisional Magistrate shall submit a report to the Ministry concerned as mentioned below setting out the particulars of the proeprty, possession of which has been taken over by the Deputy Commissioner or the Sub-divisional Magistrate :-

Category of abandoned property.	**Name of Ministry to whom the property is to be made over.**
1. Agricultural, horticultural and non-agricultural lands not connected with any commercial or industrial undertaking.	Ministry of Revenue.
2. Residential and other buildings in the urban areas.	Ministry of Works
[1][2A. Properties connected with the film industry and trade, including cinema houses, firms dealing with film stores and equipments and distribution of the films and other institution and agencies connected wiwth the film trade and industry.]	Ministry of Information and Broadcasting.
3. Shops, godowns and other commercial undertakings with or without stock in trade [2][other than those mentioned in items 2A and 3A].	Ministry of Commerce.
[3][3A. Shops, godowns and other commercial undertakings with or wwithout stock in trade located in buildings owned by any Ministry or any Statutory body under it.]	Ministry to which the building belongs.
4. Industrial undertakings (including Jute Industry) [4][other than those mentioned in item 2A]	Ministry of Industry.
5. Tea Gardens.	Ministry of Commerce.
6. Trucks, buses and other means of transport.	Ministry of Communication.
7. Negotiable instruments and securities, i.e., shares, scrip, stocks, bonds, debentures, stocks or other marketable securities of a like nature in or anybody corporate and Government security.	Ministry of Commerce.
8. Goods in transit or at port, railway stations and terminals.	Ministry of Communication.
[4]9. Cash, ornaments and bullion not connected with any commercial or industrial undertaking.	Ministry of Finance.
10. Any other property not covered by the above classifications.	Ministry of Revenue.

1. Ins. by Notifn. No. 259-Co-ordn. dated 18th July, 1972, published in the Bangladesh Gazette, Pt. I, dt. 3.8.1972.
2. Added, ibid. 3. Ins., ibid. 4. Added, ibid.

(2) An abandoned property taken possession of by the Deputy Commissioner or the Sub-divisional Magistrate under the Order, along with a copy of the inventory, shall be made over, under proper receipt, to the Ministry concerned in such manner as is directed by that Ministry for control, management and disposal according to the rules to be framed by such Ministry.

Form I

[see rule 3(1)]

ORDER

Whereas it appears that the property specified in the schedule below, owned by ..... of..... P.S..... district..... is an abandoned property within the meaning of the Bangladesh Abandoned Property (Control, Management and Disposal) Order, 1972 (P.O. No. 16 of 1972), I hereby order that the possession of the said property shall be taken by (name and designation of the Officer deputed).

Schedule

(Full particulars of the property to be given).

Deputy Commissioner/Sub-divisional Magistrate.

Dated.....

Seal.

Form II

[see rule 3(8)]

NOTICE

Whereas it apears that the property specified in the Schedule below, owned by ..... of..... P.S..... district..... is an abandoned property within the meaning of the Bangladesh Abandoned Property (Control, Management and Disposal) Order, 1972 (P.O. No. 16 of 1972);

And whereas you Mr..... of..... P.S..... district..... are in possession, of the said property

You are hereby directed to surrender possession of the property to (name and designation of the officer) within seven days of the service of the notice or to show cause against such surrender with the said period.

Schedule

(Full particulars of the property to be given).

Deputy Commissioner/Sub-divisional Magistrate.

Dated.....

Seal.

Form III

[see rule 3(9)]

ORDER

Whereas it apears that the property specified in the Schedule below, owned by ..... of..... P.S..... district..... is an abandoned property within the meaning of the Bangladesh Abandoned Property (Control, Management and Disposal) Order, 1972 (P.O. No. 16 of 1972);

And whereas you Mr..... of..... P.S..... district..... , are in possession of the said property and have failed to surrender that property or to show cause in pursuance of the notice under clause (3) of Article 7 seryed on you on ..... in accordance with my order passed under clause (4) of Article 7 on .....;

I hereby order that you shall be evicted from the said property and the possession of that property shall be taken by (name and designation of the officer deputed).

Schedule

(Full particulars of the property to be given).

Deputy Commissioner/Sub-divisional Magistrate.

Dated.....

Seal.

Form IV

[see rule 4(1)]

ORDER

WHEREAS you Mr..... of ..... P.S..... district..... have ceased to be entitled to the possession of the abandoned property specified in the schedule below, by reason of my order passed on ..... under clause (1) of Article 10 of the Bangladesh Abandoned Property (Control, Management and Disposal) Order, 1972 (P.O. No. 16 of 1972) and have failed to surrender possession of the said property under clause (2) of the said Article on demand;

I hereby order that you shall be evicted from the said property and the possession of the said property shall be taken by (name and designation of the officer deputed).

Schedule

(Full particulars of the property to be given).

Deputy Commissioner/Sub-divisional Magistrate.

Dated.....

Seal.

No.6E-20/72/489-General - 8th May, 1972.- In exercise of the power conferred by Article 25 of the Bangladesh Abandoned Property (Control, Management and Disposal) Order, 1972 (P.O. No. 16 of 1972), the President is pleased to make the following rules, namely :-

THE BANGLADESH ABANDONED PROPERTY (LAND, BUILDING AND ANY OTHER PROPERTY) RULES 1972

1. **Short title.**- These rules may be called the Bangladesh Abandoned Property (Land, Building and any other Property)Rules, 1972.

2. **Definitions.**- In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context,-

(a) 'Article' means an Article of the Order;

(b) 'Deputy Commissioner' includes an Additional Deputy Commissioner or a Joint Deputy Commissioner;

(c) 'Order' means the Bangladesh Abandoned Property (Control, Management and Disposal) Order, 1972; and

(d) 'Property" means -

(i) 'building' including a structure of any king and the land covered by it and necessary adjuncts thereto but not including a building connected with commercial or industrial undertaking or residential and oher building falling within the category of abandoned property under item 2 of sub-rule (1) of rule 6 of the Bangladesh Abandoned Property (Taking Over Possession) Rules, 1972;

(ii) 'land' including agricultural, horticultural and non-agricultural land and land which is covered with water at any time of the year, and including benefits to arise out of such land but not including any land connected with commercial or industrial undertaking or any land referred to in item (i) above;

(iii) 'any other property' falling within the category of abandoned property under item 10 of sub-rule (1) of rule 6 of the aforesaid rule.

3. **Determination of liabilities under Article 9.**- (1) The Deputy Commissioner shall, in respect of property taking in possession under Article 7, be the authority for determining the liabilities under Article 9.

(2) In determining the liabilties, the Deputy Commissioner may, after giving the claimants an opportunity of being heard, make such enquiries and examine such documents and records as he may deem necessary :

Provided that, no liability which does not directly relate to the property or which is not a direct charge thereon shall be deemed to be a liability in respect thereof :

Provided further that the aggregate of the liabilities in repect of the property determined by the Deputy Commissioner shall not exceed fifty per centum of the market

value of the property and the various liabilities shall, if necessary, be scaled down proportionately.

(3) The payment on account of the liabilities may be made in such instalments as the Deputy Commissioner may decide :

Provided that, where any property yields an income, the total amount of payment on account of the liabilities in any year shall not exceed the next income derived from such property.

4. **Application under Article 15.**- An application under clause (1) of Article 15 shall be made to the Deputy Commissioner of the district or the Sub-divisional Magistrate of the Sub-division in which the property is situated. The Deputy Commissioner or the Sub-divisional Magistrate holding the summary enquiry shall have the power to summon and enforce the attendance of witnesses and compel the production of documents by the same means, and so far as may be, in the same manner as is provided in the case of a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908.

5. **Appellate authority under Article 16.**- An appeal under clause (1) of Article 16 shall lie to the Divisional Commissioner when the order is passed by the Deputy Commissioner and to the Deputy Commissioner when the order is passed by the Sub-divisional Magistrate.

6. **Assessment of compensation under Article 17.**- (1) The authority for assessment of compensation under Article 17 shall be the Deputy Commissioner or the Sub-divisional Magistrate.

(2) In assessing compensation under clause (1) of the said Article for the period of unauthorised possession of any property or part thereof, the Deputy Commissioner or the Sub-divisional Magistrate shall take into consideration -

(a) the profit that, in his eStimation, may accrue or have accrued to the possessor from the property or from part thereof,

(b) the rent, if any, of the property or part of the property for he period of unauthorised possession, and

(c) the loss or in convenience that, in his estimation, may be caused or have been caused to the Government, other than damage caused to the property itself.

(3) In assessing compensation under clause (2) of the said Article -

(a) for damage to the whole or a part of the property, the Deputy Commissioner or the Sub-divisional Magistrate shall take into consideration -

(i) the amount by which, in his estimation, the value of the property or part thereof has been decreased by such damage,

(ii) the cost or probable cost of repairing such damage, and

(iii) any special loss or inconvenience that, in his estimation, may be caused or have been caused to the Government or the public during the time required for repairing such damage.

(b) for the disposal of the whole or a part of the property, the Deputy Commissioner or the Sub-divisional Magistrate shall take into consideration -

(i) the market value of the property or a part thereof, and

(ii) the consideration money received by the transferer for the disposal.

7. **Maintenance and audit of accounts under Article 18.**- A separate account shall be maintained in respect of each property according to the instructions that may be issued by the Government from time to time. Such accounts shall be audited at least once a year either by the Accountant General, Bangladesh, or by such other agency as the Government may, by a special order, direct.

8. **Control, management and disposal of the property.**- (1) The Deputy Commissioner or the Sub-divisional Magistrate shall manage the property taken possession under Article 7.

(2) Till the expiry of the time for filing the applications under article 15, and when such application has been filed till the disposal of such application and when any appeal has been filed under clause (1) of Article 16, till the disposal of such appeal, the lands and buildings shall be managed by leasing them out on a temporary basis for a period not exceeding one year at a time, on such terms and conditions and in such manner as the Government may from time to time direct. Thereafter, such lands shall be managed in accordance with the rules and orders applicable to Government khas lands and the buildings, if they are not required for any public purpose or in public interest, shall be sold to the highest bidder in open auction, the lands underneath being leased out on long term basis according to rules applicable to Government khas lands.

(3) A temporary leasee under sub-rule (2) of any abandoned land or building shall not acquire any right of occupancy in such land or building and shall not be entitled to hold over after the expiry of the period of the lease.

(4) If any abandoned land or building taken possession of under article 7 by the Deputy Commissioner or the Sub-divisional Magistrate is subsequently released as a result of any order passed under Article 15 or clause (1) of Article 16, the release shall be subject to any lease granted under sub-rule (2).

(5) Any other property shall, under intimation to the Ministry of Land Administration and Land Reforms about the details of the property, be kept in safe custody by the Deputy Commissioner or the Sub-divisional Magistrate and further instructions be sought from the said Ministry about their disposal or preservation, as the case may be :

Provided that if any such other property consists of perishable commodities, such commodities shall be sold to the highest bidder in open auction.

(6) During the period of temporary management, all receipts from lands, buildings and any other property shall be credited to a personal ledger account to be opened in the name of the Deputy Commissioner and all expenditure for the control, management and disposal of such property shall be met from such account.

No. AP/2R-1/72/1078.- 22nd May, 1972.- In exercise of the power conferred by Article 25 of the Bangladesh Abandoned Property (Control, Management and Disposal) Order, 1972 (P.O. 16 of 1972), the President is pleased to make the following rules, namely :-

THE BANGLADESH ABANDONED PROPERTY (BUILDINGS IN THE URBAN AREAS) RULES, 1972.

1. **Short title.**- These rules may be called the Bangladesh Abandoned Property (Building in the Urban Areas) Rules, 1972.

2. **Definitions.**- In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context,-

(a) 'Article' means an Article of the Order;

[1][(aa) 'crippled freedom fighter' means a freedom fighter who has become crippled or the loss of his hand, leg or eye or, who has been rendered incapable or disable to pursue any profession for earning his livelihood due to injury received during the period from the 25th March, 1971 to the 16th December, 1971, in the course of discharge of his duties as a freedom fighter;]

(b) 'Deputy Commissioner' includes an Additional Deputy Commissioner or a Joint Deputy Commissioner;

(c) 'Order' means the Bangladesh Abandoned Property (Control, Management and Disposal) Order, 1972;

(d) 'Building' shall mean and include -

(1) a dwelling house with the land under it together with any courtyard, tank, place of worship and private burial or cremation ground attached or appertaining to such dwelling house and includes any outbuilding and such land within well defined limits whether vacant or not, as are treated to be appeartaining thereto.

(2) a building or structure of any kind and the land covered by it and necessary adjuncts thereto but shall not include -

(i) a building situated within the premises of any commercial or industrial undertaking or a building used exclusively as its office, and

(ii) a building used exclusively as a shop, godown or business, premises, 2*

[2][(dd) 'family of a Shaheed' means a family any earning member of which was a shaheed;

---

1. Ins. by Notification No. S.R.O. 313-L/79/SXVII/IM-8/79, dated 10.11.1979.

2. The words 'and' at the end of paragraph (ii) in sub-clause (2), was omitted and thereafter these new clauses were inserted by Notification No. S.R.O. 67-1/75/(AP/2R 6/72-Part) dated 5th Feb. 1975, published in the Bangladesh Gazette, Extra, dt. 6th Feb., 1975 Part 1 page 523.

(ddd) 'Shaheed' means a person who was killed by the Pakistani occupation army or their agents in Bangladesh during the period from the 25th March, 1971, to the 16th December, 1971;

(dddd) 'Shaheed Government servant' means a Government servant who was a shaheed; and]

(e) 'urban areas' shall mean and include -

(i) any area falling within the territorial limits of a Paurashava or a Sahar Committee as constituted by the Government from time to time,

(ii) any area notified as the master plan area under the Chittagong Development Authority, Dhaka Improvement Trust and Khulna Development Authority

(iii) any area in hwich a Housing Estate is situated, and

(iv) any other area notified by the Government as an urban area.

3. **Determination of liabilities under Article 9.**- (1) The Deputy Commissioner or the Sub-divisional Magistrate shall be the authority for determining the liabilities in respect of the building taken in possession under Article 7.

(2) In determining the liabilities the officer concerned may, after giving the claimants an opportunity of being heard, make such enquiries and examine such documents and records as he may deem necessary. The officer holding the enquiry shall have the power to summon and enforce the attendance of witnesses and compel the production of documents by the same means and, so far as may be, in the same manner as is provided in the case of a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908.

(3) In determining the liabilities, the following shall be taken to be the direct charge on the building, namely :-

(i) rent, rates and taxes levied on the building,

(ii) outstanding dues or loan with interest payable to the Government, statutory Bodies or Corproations on account of the Building,

(iii) the funds required annually for the upkeep, maintenance and management of the building :

Provided that, the total amount of liabilities payable in respect of the building shall not, in any case, exceed two thirds of the value of the building :

Provided further that the liabilities will be discharged in accordance with the instructions issued by the Government.

4. **Application under Article 15.**- (1) An application under clause (1) of Article 15 shall be made to the Deputy Commissioner or the Sub-divisional Magistrate.

(2) The authority holding the summary enquiry shall have the power to summon and enforce the attendance of witnesses and compel the production of documents by the same means, and so far as may be, in the same manner as is provided in the case of a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908.

5. **Appellate authority under Article 16.**- An appeal under clause (1) of Article 16 shall be to the Divisional Commissioner when the order is passed by the Deputy Commissioner or to the Deputy Commissioner when the order is passed by the Sub-divisional Magistrate.

6. **Assessment of compensation of unauthorised possession under Article 17.**- (1) An officer as may be designated by the Government by a general or special order shall carry out the assessment of compensation of building under unauthorised possession.

(2) In assessing compensation under clause (1) of the said Article, the officer concerned shall take into consideration -

(a) the profit that in his estimation, may accrue or have accrued to the possessor from the possession of the building or part thereof,

(b) the rent of the building or part thereof for the period of unauthorised possession, and

(c) expense incurred in evicting the person in unauthorised possession.

(3) In assessing compensation under clause (2) of the said Article the officer concerned may take into consideration -

(a) the amount by which, in his estimation, the value of the building or part thereof as assessed under rule 8 has been decreased by such damage,

(b) the cost or probable cost of repair of such damage,

(c) in the case of disposal of the whole or part of the building by the person in unauthorised possession, the value of the building or part thereof as assessed under rule 8 or the consideration money received by the said person for such disposal whichever is greater, and

(d) the cost incidental to the carrying out of the assessment.

(4) The amount assessed as compensation under these rules shall be recoverable as a public demand under the provisions of the public Demands Recovery Act.

7. **Maintenance and audit of accounts under Article 18.**- An officer authorised in this behalf by the Government shall maintain a separate account in respect of each building. All receipts and expenditures in respect of the building shall be entered therein. Such accounts shall be audited at least once a year by the Accountant General, Bangladesh.

8. **Assessment of valuation of the buildings.**- (1) An officer designated by the Government by a general or special order as Valuation Officer shall carry out the assessment of valuation of the building in the urban areas.

[1][(2) The assessment shall be made on the basis of the cost of the building at the prevailing market rate.

(3) The assessment made under sub-rule (2) may be reviewed, from time to time, by the Valuation Officer who may, subject to a maximum of thirty three percent, of the valuation, allow such depreciation as he thinks fit.]

9. **Management Board.**- (1) There shall be constituted a Management Board for each of the following places, namely :-

(a) City of Dhaka and its suburbs,

(b) Cittagong town and its suburbs, and

---

1. Sub-rules (2) and (3) were substituted for the original sub-rule (2) of Rule 8 by Notification No. S.R.O. 67-L/75/(AP/2R-6/72 Part) dated 5th Feb. 1975, published in the Bangladesh Gazette, Extra, dt. 6th Feb. 1975, Part I, page 523.

(c) Khulna town and its suburbs.

(2) Subject to the provision of sub-rule (1), there shall be a District Management Board and a Sub-divisional Management Board for each district and Sub-division.

(3) A management board shall consist of members as may be determined by the Government. The scope and functions of the baord shall also be determined by the Government.

10. **Management of the property.**- (1) The management and disposal of the building shall be done in the following manner -

(a) lease on monthly rental basis.

(b) disposal on hire purchase system and

(c) disposal by outright auction.

(2) Monthly rent will be fixed at 1/12 of 8 per cent. of the value of the building including the cost of side as determined under rule 8 1[:]

[1][Provided that the monthly rent of a building allotted to, or under the occupation of, a family of a shaheed 2[or a crippled freedom fighter] shall be fixed at 1/12 of 4 percent of the value of the building as determined under rule 8, and, in a special case, the Government, or the management board concerned with the approval of the Government, may grant such further concession in the matter of assessment of the rent as it thinks fit :

Provided further that in the case of a building allotted to, or under the occupation of, the family of shaheed Government servant, the monthly rent shall be fixed at 7.50 percent. of the last pay drawn by the shaheed Government servant.]

(3) The price of the building for disposal on hire-purchase system shall be the value of the property including the cost of the site as assessed under rule 8 plus interest at 8 per cent. that would accrue over a period or 10 years on two thirds of the assessed value. At least one third of the amount shall be payale as the first instalment and the balance will be paid in equal instalment over a period of 10 years.

(4) Auction will be conducted by an officer not below the rank of a Class I Gazetted officer. At least 15 days' notice shall be given for any auction and such notice shall be published in the Newspapers, in the Notice Boards of the Paurashava or Shahar Committee or n any conspicuous place of the district and Sub-divisional Civil and Criminal Courts. The value of the building as assessed under rule 8 shall be taken to be the minimum price for disposal by auction. No building shall be sold in auction at a price lower than the minimum price. Sale by auction shall be in the name of the highest bidder.

(5) Before deciding for disposal of the building on hire purchase or by auction, a certificate shall be obtained from the Deputy Commissioner or the Sub-divisional Magistrate or the Director of Accommodation of the area to the effect that the building will not be required for any public purpose.

(6) The disposal of the building shall be subject to the following principles namely :-

1. The colon was substituted for the full stop at the end of sub-rule (2) of Rule 10 and thereafter these provisos were added by Notification No. S.R.O. 67-L/75/(AP/2R-6/72 Part) dated 5th Feb. 1975, Part I, page 523.

2. Ins. by Notification No. S.R.O. 313-L/79/SXVII/IM-8/79, dated 10.11.1979.

(a) the requirement for Government or semi-Government Offices, Foreign Missions, Public Institutions and for other public purposes shall have priority over others,

(b) the building in respect of which the liabilities exceed two thirds of the value of the building shall preferably be sold in auction, and

(c) pending final disposal of an application under Article 15 or an appeal under Article 17, the building shall be managed on monthly rental basis.

(7) The following order or priority shall be followed in the matter of allotment of lease of the property.

(a) a shaheed whose house or the hosue of whose family was destroyed during the period from the 25th March, 1971 to the 16th December, 1971.

(b) a shaheed whose family ahs no house in any urban area,

(c) a freedom fighter whose house or the house of whose family was destroyed during the period from the 25th March, 1971 to the 16th December, 1971,

(d) a freedom fighter who has no house in his name or in the name of any member of his family in any urban area,

(e) a person who otherwise participated in the liberation struggle or movement to the satisfaction of the Government or the management baord and lost his house during the aforesaid period or who has no house in any urban area,

(f) any other person considered eligible by the Government or the management board on any special ground :

Provided that, in the case of categories (a) and (b) above, allotment or lease shall be made in the name of any of the surviving members of the family which includes husband or wife, father, mother, dependent children, brother and sister :

Provided further that, where a co-sharer of the building is in possession of his share and the remaining share cannot be separated or independently leased out or disposed of, the abandoned share shall be allotted to the co-sharer, if he is found eligible under any of the above categories.

No. 17-180/72/526.- 12th July, 1972.- In exercise of the powers conferred by Article 25 of the Bangladesh Abandoned Property (Control, Management and Disposal) Order, 1972 (P.O. 16 OF 1972), the Government is pleased to make the following rules, namely :-

THE BANGLADESH ABANDONED PROPERTY (COMMERCIAL CONCERN) RUELS, 1972.

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Bangladesh Abandoned Property (Commercial Concern) Rules, 1972.

(2) These rules shall come into force at once.

2. **Definitions.**- In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context,-

(a) 'Article' means an Article of the Order;

(b) 'authorised officer' means an officer authorised by the Government;

(c) 'commercial concern' includes any abandoned property falling within category 3,5 and 7 specified in sub-rule (1) of rule 6 of the Bangladesh Abandoned Property (Taking over Possession) Rules, 1972;

(d) 'Deputy Commissioner' includes an Additional Deputy Commissioner or a Joint Deputy Commissioner;

(e) 'Management Board' means a Management Board constituted under rule 8, and

(f) 'Order' means the Bangladesh Abandoned Property (Control, Management and Disposal) Order, 1972.

3. **Acquisition of commercial concern under Article 8.**- (1) Whenever the Government feels, on grounds of better administration and management, the necessity of acquiring all or a portion of the remaining shares of a commercial concern under sub-clause (b) of clause (1) an authorised officer shall intimate such shareholders in writing the intention of such acquisition.

(2) The shareholders may, within seven days of receipt of intimation under sub-rule (1) file an application to the authorised officer stating the reasons against the said acquisition.

(3) If the reasons stated under sub-rule (2), are not satisfactory, the authorised officer shall reject the application and order the acquisition of the aforesaid shares after due compensation, which shall be determined in accordance with the market value prevailing on the date the intimation under sub-rule (1) was given.

4. **Determination of liabilities under Article 9.**- (1) The Management Board shall, in respect of a commercial concern taken in possession under Article7, be the authority for determining the liabilities.

(2) In determining the liabilities, the Management Board concerned may, after giving the claimants an opportunity of being heard, make uch enquiries and examine such documents and records as it may deem necessary :

Provided that, no liability which does not directly relate to the interest of the commercial concern situated within Bangladesh shall be deemed to be a liability in respect thereof.

5. **Application under Article 15.**- (1) An application under clause (f) shall be made to

the Deputy Commissioner or the Sub-divisional Magistrate. The authority holding the summary enquiry shall have the power to summon and enforce the attendance of witnesses and compel the production of documents by the same means, and so far as may be, in the same manner as is sprovided in the case of a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908.

6. **Appellate authority under Article 16.**- An appeal under clause (1) shall lie to the Divisional Commissioner concerned.

7. **Assessment of compensation of unauthorised possession under Article 17.**- (1) The authority for assessment of compensation under the Article shall be the Management Board concerned.

(2) In assessing compensation under clause (1), the Management Board shall take into consideration

(a) the profit that in its estimation may accrue or have accrued to the possesor from the possession of the commercial concern.

(b) the rent of the commercial concern or a part thereof, and

(c) expenses incurred in evicting the person in unauthorised possession.

(3) In assessing compensation under clause (2), the Management Board concerned may take into consideration -

(a) the amount by which, in its estimation, the value of the commercial concern or a part thereof has been decreased by such damage,

(b) the cost or probable cost of repair of such damage,

(c) in the case of disposal of the whole or part of the commercial concern by the person in unauthorised possession, the value of the commercial concern or part thereof as assessed by the Management Board or the consideration money received by the said person for such disposal whichever is greater, and

(d) the cost incidental to the carrying out of the assessment.

(4) The amount assessed as compensation under these rules shall be recoverable as a public demand under the provisions of the Public Demand Recovery Act, 1913.

8. **Management Board.**- (1) There shall be constituted a Management Board for each of the following places, namely :-

(a) City of Dhaka,

(b) Chittagong Town,

(c) Khulna town, and

(d) Narayanganj town.

(2) Subject to the provisions of sub-rule (1) there shall be constituted a District Management Board and a Sub-divisional Management Board for each District and subdivision.

(3) A Management Board shall consist of a Chairman and such number of members as may be determined by the Government. The functions shall be specified by the Government.

9. **Maintenance and audit of accounts under Article 18.**- The authorised officer shall maintain a separate account in respect of each commercial concern. All receipts and expenditure in respect of commercial concern shall be entered therein. Such accounts shall be audited by a Chartered Accountant to be appointed by the Government from time to time.

No. IND/XV/2M/1/72/211 - 4th August, 1972 - In exercise of the power conferred by Article 25 of the Bangladesh Abandoned Property (Control, Management and Disposal) Order, 1972 (P.O. No. 16 of 1972), the Government is pleased to make the following rules, namely :-

THE BANGLADESH ABANDONED PROPERTY (INDUSTRIES) RULES, 1972

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules ma be called the Bangladesh Abandoned Property (Industries) Rules, 1972.

(2) These rules shall come into force at once.

2. **Definitions.**- In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context,-

(a) 'Article' means an Article of the Order;

(b) 'Authorised officer' means an officer authorised by the Government;

(c) 'Industry' means any abandoned industry within the meaning of the Bangladesh Abandoned Property (Control, Management and Disposal) Order, 1972.

(d) 'Deputy Commissioner' includes an Additional Deputy Commissioner or a Joint Deputy Commissioenr;

(e) 'Management Board' means a management board consituted under rule 8; and

(f) 'Order' means the Bangladesh Abandoned Property (Control, Management and Disposal) Order, 1972.

[1][3. **Manner of taking possession of abandoned industry under Article 7.**- (1) Where any abandoned industry is not in possession of any person or where a person surrenders any abandoned industry under clause (2) of Article 7 or in pursuance of a notice under clause (3) or of an order under clause (4) of the said Article the Deputy Commissioner or the Sub-divisional Magistrate shall pass an order in Form I and depute an officer for taking possession of such industry.

(2) The officer so deputed shall affix an authenitc copy of such order on the notice board of the office of the local Union Panchayet/Sahar Committee Paurashava and another copy to some conspicuous part of such industry.

(4) The officer deputed to take possession shall take such steps as he may consider necessary for securing possession of the industry including breaking open any lock or door, if necessary, and make an inventory in duplicate, containing the full particulars of the industry, including machineries, installations, fixtures, fittings, stock-in-trade, furniture, equipment, cash, bullion, ornaments, books, documents, papers, house hold effects, standing crops, trees and all other things found therein.

1. Rules 3 has been re-numbered as rule 3A and new rule 3 ins. by Notification No. IND. XVI-2M-1/72/221 dated 20th Sept. 1972 pub. in the B.G. Extra., dt. 23.9. 1972, pt. I, p. 2269.

(5) The inventory so made shall be signed by the officer himself and by two witnesses.

(6) On the completion of these formalities, the possession of the industry shall be deeemed to have been taken by the Deputy Commissioner or the Sub-divisional Magistrate.

(7) The officer shall submit a report to the Deputy Commissioner or the Sub-divisional Magistrate about taking possession of the industry in the aforesaid manner, along with both copies of the inventory prepared by him.

(8) The notice referred to in cluase (3) of Article 7 shall be in Form No. II and shall be served on the person in possession or on any adult male member of his family or, where none of them is available or they refuse to receive the notice by affixing a copy of the notice to a consicuous part of the residence of such person and also, on a conspicuous part of such industry in the presence of two witnesses.

(9) Where the person in possession fails to surrender the abandoned industry or to show cause in pursuance of the notice under clause (3) of Article 7 or where he shows cause, but fails to surrender the industry in accordance with an order passed under clause (4) of that Article the Deputy Commissioner or the Sub-divisional Magistrate shall pass an order in Form No. III and depute an officer to take possession of the industry, by taking all steps necessary in that behalf, including evicting such person and for such eviction, such force may be used as may be necessary.

(10) The officer, so deputed shall also publish the order enter upon the industry and prepare an inventory in the same manner as prescribed in sub-rules (2), (3) and (4).

(11) After eviction and on completion of these formalities the possession of the industry shall be deemed to have been taken by the Deputy Commissioner or the Subdivisional Magistrate.

(12) The officer shall submit a report to the Deputy Commissioner or the Subdivisional Magistrate about taking possession of the industry in the aforesaid manner, along with both copies of the inventory prepared by him.]

[1][3A]. **Acquisition ofindustry or industries under Article 8.-** (1) Whenever the Government feels, on grounds of better administration and management, the necessity of acquiring all or a portion of the remaining shares of an industry under sub-clause (b) of clause (1) an authorised officer shall intimate such shareholders in writing the intention of such acquisition.

(2) The shareholders may, within seven days of receipt of intimation under sub-rule (1) file an application to the authorised officer stating the reasons against the said acquisition.

(3) If the reasons stated under sub-rule (2), are not satisfactory, the authorised officer shall reject the application and order the acquisition of the aforesaid shares after due compensation, which shall be determined in accordance with the market value prevailing on the date the intimation under sub-rule (1) was given.

4. Determination of liabilities under Article 9.- (1) The Management Board shall, in respect of a commercial concern taken in possession under Article7 and in respect of

1. Rule 3 has been re-numbered as rule 3A and new rule 3 ins. by Notification No. IND/XVI-2M 1/72/221 dated 20th Sept. 1972, pub. in the B.G. Extra. dated 23.9.1972, Pt. I, p. 2269.

shares of industry vested in Government under clause (1) of Article 8, be the authority fc determining the liabilities.

(2) In determining the liabilities, the Management Board concerned may, after giving the claimants an opportunity of being heard, make uch enquiries and examine such documents and records as it may deem necessary :

Provided that, no liability which does not directly relate to the interest of the commercial concern situated within Bangladesh shall be deemed to be a liability in respect thereof.

5. Application under Article 15.- (1) An application under clause (f) shall be made to the Deputy Commissioner or the Sub-divisional Magistrate. The authority holding the summary enquiry shall have the power to summon and enforce the attendance of witnesses and compel the production of documents by the same means, and so far as may be, in the same manner as is provided in the case of a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908.

[2][6. **Manner of taking possession of abandoned industry under clause (3) of article 10.**- (1) For taking possession of any abandoned industry under clause (3) of Article 10, the Deputy Commissioner or the Sub-divisional Magistrate, to whom the power of Government has been delegated under article 22, shall pass an order in Form No. IV and depute an officer to take possession of the industry who shall take all necessary steps in that behalf, including eviction of the person in possession and for such eviction, such force may be used as may be necessary.

(2) The officer so deputed shall publish the order, enter upon the industry and prepare an inventory in the same manner as prescribed in sub-rules (2), (3) and (4) of rule 3.

(3) After eviction and on completion of those formalities the possession of the industry shall be demed to have taken by the Deputy Commissioner or the Sub-divisional Magistrate.

(4) The officer shall submit a report to the Deputy Commissioner or the Sub-divisional Magistrate about taking possession of the industry in the aforesaid manner, along with both copies of the inventory prepared by him.]

[2][6A.] **Appellate authority under article 16.**- An appeal under clause (1) of Article 16 shall lie to the Divisional Commissioner when the order is passed by the Deputy Commissioner or to the Deputy Commissioner when the order is passed by the Sub-divisional Magistrate.

7. **Assessment of compensation of unauthorised possession under Article 17.**- (1) The authority fo assessment of compensation under the Article shall be the Management Board concerned.

(2) In assessing compensation under clause (1), the Management Board shall take into consideration -

(a) the profit that in its estimation may accrue or have accrued to the possessor from the possession of the industry;

(b) the rent of the commercial concern or a part thereof, and

(c) expenses incurred in evicting the person in unauthorised possession.

(3) In assessing compensation under clause (2), the Management Board concerned may take into consideration -

(a) the amount by which, in its estimation, the value of the commercial concern or a part thereof has been decreased by such damage,

(b) the cot or probable cost of repair of such damage,

(c) in the case of disposal of the whole or part of the commercial concern by the person in unauthorised possession, the value of the commercial concern or part thereof as assessed by the Management Board or the consideration money received by the said person for such disposal whichever is greater, and

(d) the cost incidental to the carrying out of the assessment.

(4) The amount assessed as compensation under these rules shall be recoverable as a public demand under the provisions of the Public Demand Recovery Act, 1913.

8. **Management Board.**- (1) There shall be constituted a Management Board for each of the following places, namely :-

(a) City of Dhaka,

(b) Chittagong Town, and

(c) Khulna town.

[1][Note- (1) City of Dhaka includes Dhaka Sadar North and South Subdivisions and Narayanganj Sub-division of Dhaka District.

(2) Chittagong Town includes Chittagong Sadar North and South Subidivisions of Chittagong District.

(3) Khulna Town includes Khulna Sadar Subdivision.]

(2) Subject to the provisions of sub-rule (1) there shall be constituted a District Management Board and a Sub-divisional Management Board for each District and subdivision.

(3) A Management Board shall consist of a Chairman and such number of members as may be determined by the Government. The functions shall be specified by the Government.

9. Maintenance and audit of accounts under Article 18.- The authorised officer shall maintain a separate account in respect of each commercial concern. All receipts and expenditure in respect of commercial concern shall be entered therein. Such accounts shall be audited by a Chartered Accountant to be appointed by the Government from time to time.

---

1. Ins. by Notifn. No. Ind-XVI-2M-1/72/221 dated the 20th Sept., 1972 pub in the B. G. Extra. dt 23-9-1972, Pt. I, p. 2271.

2. Subs. ibid. for "the authorised officer".

3. Subs. for "Government".

No. 899-Pub.- The following Ordinance made by the President of the People's Republic of Bangladesh, on the 26th November, 1985, is hereby published for general information :-

THE ABANDONED BUILDINGS (SUPPLEMENTARY PROVISIONS) ORDINANCE, 1985

AN

ORDINANCE

to make certain supplementary provisions relating to abandoned buildings.

Whereas it is expedient to make certain supplementary provisions relating to abandoned buildings;

Now, therefore, in pursuance of the Proclamation of the 24th March, 1982, and in exercise of all powers enabling him in that behalf, the President is pleased to make and promulgate the following Ordinance :-

1. **Short title.**- This Ordinance may be called the Abandoned Buildings (Supplementary Provisions) Ordinance, 1985.

2. **Definitions.**- In this Ordinance, unless there is anything repugnant in the subject or context,-

(a) 'building' means any residential or other building or structure of any kind in an urban area and includes the land adjunct thereto, and the court-yard, tank, place of worship and private burial or cremation ground appertaining to such building;

(b) 'Court of Settlement' means a Court of Settlement constituted under this Ordinance;

(c) 'President's Order' means the Bangladesh Abandoned Property (Control, Management and Disposal) Order, 1972 (P.O. No. 16 of 1972);

3. **Ordinance to override other laws.**- The provisions of this Ordinance shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contaiend in any other law for the time being in force.

4. **Possession of building by notice after certain date prohibited.**- Notwithstanding anything contaiend in the President's Order,-

(a) no notice for surrendering or taking possession of any building as abandoned property shall be issued under the said order after the[1] 31st day of October, 1988;

(b) no building shall be taken possession of as abandoned property under the said order except -

(i) in pursunace of a notice in any form issued thereunder at any time before the 31st day of October, 1988; or

(ii) here no such notice is issued in respect of a building in execution of a decree or order passed by a court in a sut filed by the Government after the aforesaid date.

5. **Publication of lists of buildings.**- (1) The Government shall, after the commencement of this Ordinance and before the [1]30 day of December, 1988, publish, from time to time, in the official Gazette,-

1. Amended by Ordinance 29 of 1988.

(a) lists of buildings the possession of which have been taken as abandoned property under the President's Order:

(b) lists of buildings in respect of which notices for surrender or taking possession as abandoned property under the said Order have been issued :

Provided that no such list shall include any building in respect of which -

(a) any decree or order has been passed, at any time before the publication of the list in the official Gazette, by any Court declaring the building not to be an abandoned property or not to have vested in the Government under the President's Order or declaring the possession by the Government to the building as an abandoned property under that order to be illegal or invalid or directing the Government or any officer or authority subordinate to it to return, restore or transfer the building to any persons, or

(b) a suit, appeal, application or other legal proceeding is pending before any Court immediately before the date of publication of list in the official Gazette, in which the vesting in, or possession of, the Government of the building as abandoned property under the President's Order has been called in question in any manner whatsoever or any prayer has been made for return, restoration or transfer of the building by the Government or by any officer or authority subordinate to it to any person.

(2) The lists published under sub-section (1) shall be conclusive evidence of the fact that the buildings included therein are abandoned property and have vested in the Government as such.

6. **No suit to lie in respect of certain buildings.**- Save as otherwise provided in this ordinance, no suit or other legal proceedings shall lie before any Court for -

[1](a) Specific Performance of Contract in respect of any building the possession of which has been taken by the Government as abandoned property under the President's Order or in respect of which notice for taking possession by the Government as abandoned property under that order has been issued, or

(b) a declaration that a building is not an abandoned property and has not vested in the Government under the President's Order of the right or interest of any person in any building has not been affected by the provisions of that Order, or

(c) a direction to the Government or to any officer or authority subordinate to it to restore, return or transfer any building the possession of which has been taken by the Government as abandoned property under that order to any person.

7. **Persons claiming interest in certain buildings to apply to the Court of Settlement.**- (1) Any person claiming any right or interest in any building which is included in any list published under section 5 may, within a period of one hundred and eight days from the date of publication of the list in the official Gazette make an application to the Court of Settlement for exclusion of the building to him or for any other relief on the ground that the building is not an abandoned property and has not been vested in the Government under the President's Order or that his right or interest in the building has not been affected by the provisions of that Order.

---

1. Replaced by Act 12 of 1988.

(2) The applicaton under sub-section (1) shall be delivered to such officer or authority as the Government may, from time to time, direct.

8. **Contents of application.**- (1) An application under section 7 shall contain the following particulars, namely :-

(a) name, description, citizenship and place of residence of the applicants;

(b) date and place of birth of the applicant;

(c) full particulars of the building in respect of which any right or interest is claimed by the applicant;

(d) date, if known, on which the possession of the building was first taken by the Government;

(e) period for which the applicant is not in possession of the buildings;

(f) occupation and residence of the applicant immediately before the commencement of the President's Order and during the period from such commencement till the making of the application;

(g) name and description of the person in possession of the building immediately before the commencement of the President's Order;

(h) name and description of the person in possession of the building immediately before the possession is taken by the Government under the President's Order;

(i) action taken by the applicant for protecting his right or interest or getting back the possession of the building;

(j) brief statement in support of the claim of the applicant;

(k) relief claimed by the applicant; and

(l) any other matter relevant to the relief claimed.

(2) The application shall be accompanied by all the documents or the photostat or true copies thereof, on which the applicant relies as evidence in support of his claim.

9. **Court of Settlement.**- (1) The Government shall, by notifiation in the official Gazette, establish on or mroe Courts of Settlement for such area or areas as may be specified therein for the purposes of this Ordinance.

(2) The Court of Settlement shall consist of a Chairman and two other member who shall be appointed by the Government.

(3) The Chairman shall be a person who is, or has been, or is qualified to be, a Judge or additional Judge of the Supreme Court and of the two other members, one shall be a person who is or has been a judicial officer nto below the rank of Additional District Judge and the other a person who is or has been an officer in the service of the Republic not below the rank of Deputy Secretary to the Government.

10. **Power and procedure of court of Settlement.**- (1) Except as otherwise provided in this Ordinance, the provisions of the Civil Court, while trying a suit under the code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908), shall not apply to a court of Settlement.

(2) For the purpose of hearing an application, a Court of settlement shall have all the powers of a Civil Court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908, in respect of the following matters, namely :-

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of any document;

(c) requiring evidence on affidavit;

(d) requisitioning any public record or copy thereof from any office; and

(e) issuing commissions for the examination of witnesses or document.

(3) Any proceeding before a Court of Settlement shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of section 193 of the Penal Code.

(4) A court of Settlement shall hold its sittings at such place or places as the Government may fix.

(5) A Court of Settlement shall, after such enquiry as it may deem necessary and after giving reasonable opportunity to the parties concerned of being heard and also adducing evidence, both oral and documentary, if any, make such decision on the prayer or of the applicant as it deems fit.

(6) The decision of the Court of settlement shall be final and shall be binding on all parties concerned and shall not be called in question in any other court.

(7) No appeal shall lie from any order or decision of the Court of Settlement to any other Court or authority.

11. **Extension of period of limitation in certain cases.**- Any person aggrieved by an order or decree passed ex-parte against him by any Court, at any time before the commencement of this Ordinance, may, notwithstanding the expiration of the period of limitation prescribed thereof by or under any law, apply, within ninety days from such commencement, to the Court by which the order or decree was passed for an order to it set it aside and the provisions of rules 13, 14 and 15 of Order IX of the Code of Civil Procedure, 1908 , shall apply to such application :

Provided that nothing in this section shall apply where -

(i) the order or decree of the Court has been duly executed; or

(ii) an appeal or other legal proceeding was preferred or started for setting aside the order or decree before the commencement of this Ordinance.

12. **Ordinance not to affect certain rights, etc, of the Government.**- The provision of the Ordinance shall not limit, restrict or otherwise afffect right, power or authority of the Government to transfer or in any manner dispose of building included in any list published under section 5.

Comments

It has not been denied that the respondent no. 3 was in Bangladesh during the liberation war in 1971 and continued to be in the country after liberation till date. In such circumstances can it be said that the whereabouts of the respondent no. 3 were not known and therefore his property was abandoned within the meaning of President's Order No. 16 of 1972. Whereabouts of the owner not known would, in our opinion, mean a person whose property is not in his possession for his control and management and he may be hiding in the country or has left Bangladesh or who cannot be traced. In

government of Bangladesh vs. MS. Isphani as reported in 40 DLR (AD) 116 the Appellate Division of the Supreme Court of Bangladesh observed P.O. No. 16 was promulgated on 28.2.72 immediately after emergence of Bangladesh as an independent nation. Hundreds of West Pakistani industrial/business entrepreneurs had left the country. Mills, factories, establishments, etc. had been abandoned for which specific law was promulgated. Such absentee owners had left their assets, properties, e.g. house buildings, etc. Such property was the subject matter of P.O. 16 and the definition has been given in the P.O. itself..... This observation by the Appellate Division clearly and correctly indicates the intention of the legislators was not to include properties of persons who were in Bangladesh and who may have left their property out of fear to stay in some other place in Bangladesh for shelter. Such temporary absence from their property cannot mean that their whereabouts were not known. We are, therefore, of the opinion that the absence of Respondent No. 3 from his house did not amount to his whereabouts being unknown to the government so as to make his house an abandoned property under P.O. No. 16 of 1972 (Abdul Quddus vs. Bangladesh 44 DLR 484 (488).

Abandoned Buildings (Supplementary Provisions) Ordinance (LIV of 1985) section 5(2) :

Requirements of section 5 of the Ordinance if fulfilled qualify the properties to be entered in the list of abandoned properties to be published in the Gazette notification. If the ciriteria as set forth in section 5 are not fulfilled in regard to any property, in that case, that property cannot be enlisted in the list to be Gazette notified. Even if any property which is not qualified to be enlisted but in fact is listed wrongly, such proprty is liable to be excluded from the list. The provision of section 5 will also act as a bar to enlistment of properties in relation to which any decree from a competent Court is passed declaring the property not abandoned property or not to have vested in the Government or declaring the government's possession illegal or directing the Government or any officer to restore the possession to the owner before the publication of the property in the list of abondened property in the Gazette. The moment it is found that the property in question is not qualified to be enlisted in the list of abandoned properties, the jurisdiction of the Court of Settlement ceases to operate and the said Court will act without jurisdiction if it lays its hand on such matter. (Abdul Khaleque Vs. The Court of Settlement 44 DLR 273, PP 279).

President's Order No. 149 of 1972 Article 2 (ii) :

Right of citizenship - Domicile certificate issued by the then Government of East Pakistan in favour of the petitioner would go to show that he was recognised as a national of Bangladesh and was permitted to live in Bangladesh permanently. The petitioner's living in Bangladesh clearly responds to the requirement of article 2(ii) and he is deemed to be a citizen of Bangladesh. Mere filing of an application by him for repatriation cannot take away this right of citizenship (34 DLR 29.

Constitution of Bangladesh, 1972 Article 42 :

Right to property - Option for migration to Pakistan cannot take away one's right of citizenship as well as right to property guaranteed under this provision of the constiution. In this view of the matter enlishment of the petitioner's house as an abandoned property

and the decision of the Court of Settlement treating the property as such were declared unlawful (44 DLR 273).

Abandoned Buildings (Supplementary Provisions) Ordinance (LIV of 1985) Section 5(2) :

Property listed as abandoned property - The burden is on the claimant to prove that it is not an abandoned property. Presumption of correctness of the entries in the Gazette notification does not absolve the Government of disclosing the basis for treating the property as abandoned property when it is disputed (44 DLR 288).

P.O. 16 of 1972, Article 2 :

One living outside the country will not render his property abandoned unless there is opinion by the Government that his activity is prejudicial to the state (44 DLR 197).

P.O. 16 of 1972, Article 7 :

A person in occupation of an abandoned property if sought to be evicted is entitled to show cause notice (44 DLR 197).

Specific Relief Act (I of 1877) Section 42 :

Bangladesh Abandoned Property (Building in the Urban Area) Rules, 1972, Rule 10 :

Suit for delcaration simpliciter - When the suit property is in possession of the Government, no prayer for recovery of possession is required. If it is declared by the Court that the property is not an abandoned property, the Government will have no reason to possess the same and will be under an obligation to restore possession to the plaintiff and no prayer for recovery of possession as a consequential relief is necessary. The lessor under the Government has no independent right and no prayer for her eviction is necessary (43 DLR 109).

Bangladesh Abandoned Property (Control, Management and Disposal) Order, 1972 (P.O. 16 OF 1972), Article 2 :

The plaintiff continued to live in Dhaka and did not acquire citienship of any other country. After the liberation he took shelter elsewhere at Dhaka but when he appeared and claimed his property his whereabouts were very much known, so there is no reason to treat his property as abandoned property (43 DLR 109).

Bangladesh Abandoned Property (Control, Management and Disposal) Order, 1972 (P.O. 16 OF 1972, Article 15 and 16 :

In exercise of statutory power the prescribed authority passed orders declaring the disputed property as not being abandoned property and directing its release in favour of the petitioner. This order having not been set aside or revised by any appellate or revising authority, it is not now open to the Government or any of its agencies to ignore the prescribed authority's order (43 DLR 139).

Abandoned Buildings (Supplementary Provisions) Ordinance, 1985 Section 7 and 9:

In view of the provision for constitution of the court of Settlement order passed by the court in the absence of one member is not lawful. No provision has been made in the ordinance that the order passed in the absence of one member shall not be invalid. It is clear that it was the intention of the legislature that the court of Settlement must be constituted to hear and dispose of matters with 3 members including the Chairman.

Unless an order is passed by a properly constituted court it has no effect and it is no order in the eye of alw even if it is otherwise proper (42 DLR 342).

Bangladesh Abandoned Property (Control, Management and Disposal) Order, 1972 (P.O. 16 OF 1972).

Section 2 (1) (ii) (b) :

The suit property having been requisitioned and taken possession of by the Government on 16.2.72, before President's Order No. 16 of 1972 came into force, it cannot be treated as abandoned property (42 DLR 430).

Abandoned Buildings (Supplementary Provisions) Ordinance (LIV of 1985), Section 5 and 6:

In the instant case the suit building was requisitioned before P.O. 16 of 1972 came into force on 10.3.72. This list of buildings for publication in the official Gazette refer to building the possession of which has been taken over as abondoned property or the building in respect of which notice for surrendering or taking possession under P.O. 16 of 1972 has been issued. The requisition of the property and complete possession thereof having been final on 16.2.72 and the same having never been taken over as abandoned property, sections 5 and 6 of the ordinance have no application with regard to the suit building (42 DLR 430).

Abandoned Buildings (Supplementary Provisions) Ordinance (LIV of 1985), Section 5 :

The suit building was included in the list published in the official Gazette in contravention of section 5(1)(a)(b) of the ordinance and as such the Civil Court had jurisdiction to try the suit. The Court clearly fell into error in holding that because of inclusion of the building in the official Gazette the suit was not maintainable (42 DLR 130).

Specific Relief Act (1 of 1877)

section 42 :

East Bengal (Emergency) Requisition of Property Act (XIII of 1948)

Section 7 :

The plaintiff being entitled to a decree that the suit property is not an abandoned property and the Government having disclaimed the same as requisitioned property, the latter is liable to restore its possession to the plaintiff and also to pay rent/compensation under the Requsition of Property Act for its use and occupation from 14.2.72 till the possession of the property is restored to the plaintif (42 DLR 430).

Abandoned Buildings (Supplementary Provisions) Ordinance (LIV of 1985) :

The Court of Settlement has been given the specific power to exclude the disputed property from the list (a). The petitioner has been given a specific right to argue before the Court of Settlement that the building is not an abandoned property, that it was not vested in the Government or that right or interest in the building has not been affected by the provisions of P.O. No. 16 of 1972. When the statute has devised an alternative forum for giving compelte relief to the petitioner, we fail to see how the petitioner can invoke this jurisdiction at the first stage without exhausting the remedy provided for in the Ordinance (41 DLR 193=1989 BLD 423).

The High Court Division while entertaining the contentions of the respective parties

came to the conclusion that the respondent is a British Bangladeshi citien. To my mind this aspect of the case calls for no decision, inasmuch as, the moot question was whether the house in question was abandoned property. The learned Judges themselves have found that a nonnational possessed property in this country and that has not been challenged by the Government. Hence the question was to the nature of the property of the respondent, namely, whether it was abandoned property or not. Since the entire gamut of P.O. 16 of 1972 had been examined thoroughly and 'X' Rayed by two authoritative decisions of this Court the least that can be said is that P.O. 16 of 1972 is not attracted to the facts of this case. There is no hesitaton in saying that the property cannot be termed as an abandoned property (Government of Bangladesh Vs. Mira Shaheb Ispahani - 40 DLR (AD) 116).

As we have seen that the respondent is the son of a person who retired as Judge of the Dhaka High Court and died in 1982 and his mother still living and residing at Dhaka and he himself rented a flat apart from his own house which is in dispute now. He is a qualified Chartered Accountant eking out a living in U.K. and it is by his own earning he obtained a plot from DIT and built his house and rented it to a Foreign Mission. He himself visits Dhaka occasionally which is his permanent residence. His ordinary residence or for that matter his habitual residence as understood in Europe is in U.K. If this habitual residence in U.K. then his permanent residence is bound to be Dhaka, Bangladesh. Again if his ordinary residence is taken as U.K. then again it is in Bangladesh which is to be taken as permanent residence because he owns a house and rent a flat and his mother lives here and his father is burried here. It is not by naked assertion but by deeds and acts that a domicile is established (ibid).

The law of abandoned property is a stringent law no doubt, but as has been noticed in 28 DLR and 30 DLR (AD) the definition contains the clause on exclusion and inclusion. One thing is very well settled that no person shall be deprived of his life and property unless it comes within the clear provision of law itself. He cannot be deprived of his property by fallacious approach nor by provisions of enactment which merely by sidewind points a finger to such property. To be taken away of any property it must be shown that his property has come within the mischief of law clearly (ibid).

Interpretation of words used in a statute-Court is not concerned with the presumed intention of the legislature-its task is to get at the intention as expressed in the Statute. For the present case Article 2(1) is to be understood in the light of 1 (ii) (a) (ibid).

It has been noticed that non-citizen can own property and that has not been disputed. The line of argument is illogical because the line of reasoning is somewhat like this : after this, therefore because of this - a fallacious reasoning known in Latin Post hoc, ergo propter hoc. For example: A died after his visit to Quetta. Therefore his visit to Quetta was the cause of his death. This is obviously fallacious. (ibid).

Respondent's property is not abandoned because he has neither acquired citienship fo Pakisan nor has ceased to manage his properties in Bangladesh (ibid).

The act of declaring the property as an abandoned property was manifestly without jurisdiction.

In the instant case it appears that the trial court clearly found that on papers submitted before the Court the property is not an abandoned property and thus need be

released but because of the embargo the Court took its hand off and on appeal it was held that the suit has abated.

This view, it appears, has been taken by the Court below erroneously, by taking a wrong view of the law because in the instant case there are papers to show that *prima facie* the act of declaring the property as an abandoned property was manifestly without jurisdiction as the property does not come within the mischief of abandoned property or whose whereabouts are not known immediately after the liberation of Bangladesh, and if the property would not come within the mischief of law it is not understood as to how the order vesting the property as abandoned could be validly passed in due exercise of power (Asgar Ali & others Vs. Additional Deputy Commissioner, and other - 40 DLR 157).

Any act if done wrongly in purported exercise of jurisdiction will not save an order passed under the validity clause of the constitution.

Thus, the law in this regard is now very clear and it is that if a person, vested with jurisdiction to do certain act does that act wrongly or even erroneously it would yet be a valid exercise of power within that power. But if it is exercised without the subject matter being an abandoned property it would not be an order that can be said to have been passed with jurisdiction and the use of the expression such as 'purported exercise of jurisdiction' will not save such an order even under the validity clause the constitution and the provision of the Material Law Regulation No. 7 of 1977 would be no bar in maintaining an action challenging the legality of such an order of vesting before any Court including the Supreme Court (ibid).

Estatlishment of a Settlement Court also shows the legislative intention to the effect that it is no more immune form being challenged before a Court (Ibid).

Code of Civil Procedure (Vof 1908)

Section 115 :

This court in exercise of its revisional jurisdiction can cure a failure of justice occasioned by a wrong view of law taken by courts below.

That being so in the instant case the Court of first instance would have exercised jurisdiction to decide this matter on merits as a pending proceeding pending before it before the establishment of the Settlement Court in a declaratory suit of this nature as to the legality or illegality of the same which the Courts below have failed to exercise by taking a worng view of the law occassioning a failure of justice which need be cured in exercise of the power under this court's Revisional jurisdiction.

In that view of the matter, the matter is sent back on remand to the trial Court with this observation as herein above, for trial and to dispose of the matter after hearing the parties, within a month of the receipt of this order (ibid).

Company incorporated as a company and residing in Bangladesh property owned by such a company cannot be treated an abandoned property under P.O. No. 16 of 1972 M/s. Gannysons Ltd. Vs Sonali Bank 37 DLR (AD) 42).

Contract for sale of the property was entered into before P.O. 16 of 1972 came into existence. The land though treated as abandoned property in view of the existence of contract of sale, the Government should have cancelled the contract after P.O. 16 of 1972

came into existence. Since that has not been done, the Government cannot resist the plaintiff's suit for enforcement of specific performance of contract of sale (Asaduaman Vs. Bangladesh 36 DLR (AD) 108).

Once a property vests in the Government under the provisions of P.O. 16 of 1972 no legal proceedings can be taken against such property (M/s. Gannysons Ltd. and others Vs. Sonali Bank 36 DLR (AD) 147).

An agreement entered into before 25th March, 1972 in respect of an abandoned property is binding upon Government who has taken possession of the property under the provisions of the P.O. 16 of 1972. Any agreement taking palce after 25.3.71 is not binding on the Government (I.C.I. (BD) Ltd. Vs. M/s. G.K. Brothers. 36 DLR (114=BCR (1984) 118).

Release of a property from the category of abandoned property cannot affect the tenancy right of an occupant of a tenancy created before the President's Order No. 16 of 1972 came into existence by an order of release which is an executive act. It is, therefore, clear that the property may be an abandoned property, and the lease or tenant of such property, if he does not come within the mischief of the abandoned property law, does not *ipso facto* become unauthorised occupant entitling the abandoned property to take over possession by ejecting him. If he is in possession under a valid lessee or under a valid tenancy relatinship, that could be terminated either under Article 10(1) of the order, if it applies, or be due process of law and then possession may be taken by the law available for the purpose. (Zahirul Huq Vs. Ejamul Huq 34 DLR 25-1982 BCR 75).

A reference to section 10(1) of the Baangladesh Abandoned Property (Control, Management and Disposal) Order 1972 reveals that the Government has power to cancel any allotment or terminate any lease or amend the terms of any lease or agreement under which any abandoned property is held, occupied or managed by a person, where such allotment, lease or agreement has been granted or entered into after the 25th day of March, 1971, and on such termination or cancellation, the Government can demand surrender of possession of property, and if the person failed to surrender possession the Government can eject such person and take possession of such property in such manner as may be prescribed. (ibid).

Forcible eviction of the possessors from the premises under P.O. 16 of 1972 illegal when under a valid agreement with the owner the premises became the subject matter of purchase. Eviction cannot be sustained in law (Govt of Bangladesh Vs. Md. Abdus Subhan-32 DLR (AD) 255).

Abandoned property - Unauthorised taking overruins a national industry - Reckless official irresponsibility.

The proprty in question was taken over by the Government without any lawful authority and as such the impugned notification relating to the petitioner firm cannot be sustained.

The petition and the affidavit read together reveal a very sad deplorable state of affairs. A national industry has been kept sealed and locked since January, 1972 and in the process it was completely ruined wih benefit either to the shareholders or to the nation. It is a fit case where we feel that the Government institute a high level enquiry as to how such could be allowed to happen and take exemplary action against the delinquent officials

found responsible for this unfortunate state of affairs (Evershine Cable Industries Vs. Govt. of Bangladesh 32 DLR 4).

President's Order No. 16 of 1972 was promulgated on 28th February, 1972. Article 2 (1) of the order defined Abandoned Property as any property taken over under the Bangladesh (Taking over of Control and Management of Industrial and commercial concerns) Order 1972 (Acting President's Order No. 1 of 1972). However, did not anywhere indicate that the properties taken pursuant to the notification dated 31st December, 1971 would also be deemed to be properties taken under the Acting President's Order No. 1 of 1972 and the notification only mentioned about the notification dated 30th December, 1971. The earlier law on the subject of abandoned property is the Acting President's Order No. IM-35/71-13 dated 26th December, 1971 which was amended by the notification dated 31st December, 1971. Then came Acting President's Order No. 1 of 1972 on 3rd January, 1972. Therefore, President's Order No. 16 of 1972 was promulgated on 28th February, 1972 whereby properties taken as abandoned property under the Acting President's Order No. 1 of 1972 were deeemed to be abandoned properties under President's Order No. 16 of 1972 (ibid).

On the passing of P.O. 16 of 1972 i.e. from 28.2.72 all abandoned properties shall vest in the Government dealt with under P.O. 16 of 1972.

We are to refer to the Bangladesh Abandoned Property (Control, Management and Disposal) Order, 1972 (P.O. No. 16 of 1972) promulgated on 28th February, 1972, which declared properties of certain categories of owners as abandoned property, and all these abandoned properties coming within the scope of the order shall vest in the Government on the commencement of the order i.e. 28.2.72 and shall be administered, controlled, managed and disposed of, by transfer or otherwise, in accordance with the provisions of the order (Nasiruddin Vs. Government of Bangladesh - 32 DLR (AD) 216).

When an authority is vested with a jurisdiction to do certain acts and in the exercise of that jurisdiction he does it wrongly or irregularly the action can be said to be done within the purported exercise of his jurisdiction. But an act which is manifestly without jurisdiction, such as the property which not being an abandoned property within the meaning of Presidential Order 16 of 1972 is declared to be so, or in case of judicial or quasi-judicial act which is *coram non judice* the use of the expression purported exercise in the validating claues of fifth amendment of Constitution cannot give such act the protection from challenge it being ultra vires.

It is true mala fide act and is also no protected but then mala fide is to be pleaded with particulars constituting such mala fide and established by cogent materials before the court. (Ibid)

Martial Law Regulation VIII of 1977 cannot be pleaded as a bar when the taking over or vesting of in any property is without jurisdiction or coram non judice or mala fide.

In Halima Khatun's case the decision is that if any action of taking or vesting of a property comes within the mischief of Martial Law Regulation VII of 1977, any proceedings seeking to challenge the taking over or vesting of such property shall abate. The further observation that requires to be made is that abatement of the proceedings will follow in such cases, except where the taking over or vesting is without jurisdiction or

coram non judice or it is malafide and in such circumstances such action or order is not protected under the said Regulation.

There cannot be any question of abatement of any legal proceedings taken by an agrrieved person to protect his legal right or interest in the property against which action has been taken or coram non judice or is malafide. Except within this narrow compass the proceedings coming within the mischief of M.L.R. VII of 1977 shall abate.

The observation of the learned judges, that lifting of Martial Law the proceedings which had abated have become justiciable has no legal foundation (ibid).

In the fourth Schedule of the Constitution Article 34 clause (6) clearly provides that revocation of the proclamation and withdrawal of Martial law shall not revive or restore any right or privilege which was existing at time of such revocation and withdrawal. Therefore, if prior to the withdrawal of all proclamations and Martial law Regualtions on 6.4.79, any proceedings had abated in terms of the provisions of M.L.R. VII of 1977, they cannot be revived.

Whether a property comes within the mischief of Abandoned Property Order (President's Order No. 16 of 1972) is justifiable issue before the writ jurisdiction of the High Court Division, except that any action of taking over or vesting of the property within the terms of President's Order No. 16 of 1972 or Acting President's Order No. 1 of 1972 shall vest and be deemed to have vested in the Government in terms of MLR VII of 1977, and is immune from challenge such taking over or vesting of property shall abate, except that any such action of taking over or vesting of property made under the provision aforesaid, which is without jurisdiction or when the action is quasi judicial or coram non judice, or the action is malafide. The justiciability of an issue under the President's Order No. 16 of 1972 again is restricted to the extent herein set out. (ibid)

That President's Order No. 16 of 1972 is an emergency law and it provides for expeditious taking over of abandoned properties. No written instrument is required for vesting of an abandoned property in the Government. There is sufficient indication in the P.O. No. 16 of 1972 that the abandoned properties should be taken care of soon after the commencement of the Order. (Mustafa Juglal Wahed Vs. Authorised Officer, Ministry of Public Works and Urban Development 33 DLR 42).

Inordinate delay in the matter will however cast a heavy onus on the government when its assertion that particular property is an abandoned property is challenged in court. The belated joint survey report of 1979 and the affidavit on behalf of respondent No. 1 are the only besis for the Government's assertion that the original owner was in Pakistan and not in Bangladesh at the relevant time i.e. at the time of the commencement of the P.O. 16 of 1972. From the facts disclosed before us it is not clear whether the property stood as abandoned property at the commencement of the order. Article 6 can only be invoked when it is undisputed that the property transferred, encumbered or charged is an abandoned property. (Ibid)

The first proclmation of martial law was revoked by the last proclamation of Martial law on the 6th April, 1979, whereunder all Martial Law Regulations including M.L.R. VII of 1977 were repealed. (Abdul Latif Vs. Govt. of Bangladesh 33 DLR 116 PP 123).

When the initial taking over of a property treating it as abandoned property is illegal

such property must be restored back to its lawful owner on his application. (Abdul Latif Ansari Vs. Government of Bangladesh and another. 33 DLR 116).

In the present case the petitioner being the lawful owner of the house in question having lawfully acquired it prior to the independence of Bangladesh and being a lawful national of Bangladesh as a Railway employee under the Government, the petitioner's house in question could not be treated and taken over by the Government as abandoned property under P.O. 16 OF 1972. (Ibid).

Treating the house at 56/C Asad Avenue as abandoned property under P.O. 16 of 1972 illegally without any lawful authority in a malafide manner by the concerned officers in the Ministry of Public works amounts to gross misconduct and such action of the Ministry of Public Works and Urban Development requires to be set aside at once. (Ibid).

A property is an abandoned property when it falls within the definition of abandoned property as given in P.O. 16 of 1972. Any property not abandoned cannot be taken illegally.

When the Government has not treated the holding as an abandoned property at any time and rightly so, the mere service of the notice will not make it an abandoned property within the meaning of President's Order No. 16 of 1972. The power to treat a property as an abandoned property is limited by the very definition of the abandoned property and the authority concerned cannot treat each and every property as an abandoned property and this power cannot be exercised for all time arbitrarily.

The President's Order No. 16 of 1972 was an emergency legislation for the control, management and disposal of certain properties necessitated by the situations then prevailing in the country and the situations have changed so much in the subsequent years from the situations prevailing in February, 1972 when the President's Order no. 16 of 1972 was promulgated that the Government has to be cautious to initiate proceedings under President's Order No. 16 of 1972, so as not to take properties which were not abandoned properties.

In the present case the owners whose property a municipal holding within the Dhaka Municipality has been taken away as an abandoned property under the P.O. No. 16 of 1972 were all along in Bangladesh and their where abouts where also not unknown and they did not cease to occupy, supervise or manage the property in person till 12.2.74. There after they executed a general power of attorney, an act permitted by law, authorising the Attorney to do all acts, deeds, or things in their behalf including the disposal of the holding. So, the property was never abandoned in any sense of the word. (Abdul Hakim Vs. Secretary Ministry of Public Works and Urban Development 31 DLR 402).

It is admitted on all hands that the property in suit has vested in the Bangladesh company (defendant appellant). It, therefore, follows that the liability in relation to the said property has also vested in the defendant-appellant Bangladeshi company, as successor. The defendant cannot be heard to argue that the suit property has vested in it as assets but the liability attached to the same has not vested in the defendant. (Imperial Chemical Industries (Bangladesh) Ltd. Vs. M/s. G.K. Brothers. BCR 1984 HCD 118).

The interest of the Imperial Chemical Industries (Pakistan) Ltd. in the suit property vested in the Government under P.O. No. 16 of 1972 and the Government, thereafter, has transferred the business assets and liabilities to the Imperial Chemical Inudstries

(Bangladesh) Ltd., including the suit property together with its liability to the defendant company. The Imperial Chemical Industries (Pak) Ltd has no subsisting interest in the suit property and has also no subsisting obligation in the contract in question. The Imperial Chemical Industries (Pak) Ltd. is, therefore, not a necessary party in this case. (Ibid).

So long as the agreement remains in force and the party in possession is agreeable to perform his part of the contract, his possession cannot be interfered with by a party to the said contract, or any person claiming under the said party. (Buxly Paints Ltd., Vs. Bangladesh. 31 DLR (AD) 266).

Property which is not abandoned property as defined in the article will not vest in the Government. Upon representation the owner is entitled to get it back; if still refused he can appeal under article 16 (1). (Chairman, Bangladesh Steel Mills, Vs. Md. Masoor Rea 30 DLR (SC) 169).

Government suo motu can release property which is not abandoned property. If the Government somehow takes such proeprty law does not allow the Government to retain the same. if the owner somehow failed to follow the procedure to get back proeprty.

Property cannot be taken over under a repealed statute unless excepted by a provision of the law. (Ibid).

Preservation and protection of the Actiing President's Order No. 1 of 1972 by the constitution were considered necessary to protect any action taken under that order and not for continuing its operation after the Abandoned Property Order 16 of 1972, came into force.

Moreover, the Abandoned Property Order (P.O. No. 16 of 1972) provided all necessary legislative authorisation for taking over all properties which were abandoned or had already been taken over under the Acting President's Order No. 1 of 1972. It, therefore, follows that on March 7, 1972, (after P.O. 16 of 1972 came into operation) the date of taking over of the respondent's firm, Government could not take it over as abandoned property purporting to exercise its powers under the acting President's Order No. 1 of 1972.

Respondent's firm which was not taken over under the President's acting Order No. 1 of 1972 before the commencement of the Abandoned Property Order, could no longer be looked upon as abandoned property. (ibid)

From the expressions any property taken over under the Bangladesh (Taking over of control and management of industrial and commercial Concerns) Order, 1972 (Acting President's Order No. 1 of 1972), used in article 2 (1) (ii) of the Abandoned Property Order, it would seem that they refer to past action and not any action in the future. It would therefore, appear that they mean any property which has already been taken over under acting President's Order No. 1 of 1972 and would not mean any property which shall be taken over under that order in future after the abandoned property order came into force. On and from 28th February, 1972 when the abandoned property order of 1972 (P.O. 16 of 1972) was promulgated any property which was owned by any person who is not present in Bangladesh or whose whereabouts are not known or who has ceased to supervise or manage in person his property will be abandoned property.

Such property will also include any property owned by any person who is a citien of a state which was at war with Bangladesh and (ii) any property taken over under the Acting President's Order No. 1 of 1972. Any property which answered the above mentioned definition of abandoned property in the abandoned property order was to vest in the Government on the commencement of this order. In these circumstances, the order of release by the Government of the respondent's firm cannot be held to be void and illegal. (Ibid)

If any industrial enterprise does not fall within any of the three categories mentioned in article 10 (1) (d) of the nationalisation order, 1972 no such industrial enterprise would vest in the Government statutory corporation set up under the provisions of article 10 of that order. Unless the conditions laid down therein or elsewhere in the order are fulfilled, the mere placing of an industrial enterprise under a corporation set up by the Government for nationalised industrial enterprises cannot be said to have vested in the Government. The provision of the nationalisation order 1972 can have no manner of application to an enterprise which is not an industrial enterprise falling in one of the other category (ibid)

The mere placement of the respondent's firm under the corporation under article 10(1) (d) does not invest it with the qualities or status of any of the categories mentioned therein and, consequently it does not empower the Government to retain it. Scuh claim to retain, if conceded, would amount to putting premium on the illegal seizure of the citien's property. (ibid)

Property of a citien cannot be acquired or grabbed by Government or by the a private party except under authorisation of law (ibid)

A property taken over as an abandoned property will not *ipso facto* vest in the Government. Under article 4 of President's Order No. 16 of 1972 all abandoned properties within the meaning of article 2(1) of the order vest in the government of Bangladesh on the commencement of the order (ibid)

Property taken over if not an abandoned property, it does not vest in the Government and therefore not being in lawful occupation of the property it is liable to give accounts to the owner (ibid)

Meaning of the expression 'abandoned property' explained.

It appears that the legislative authority has employed multiple system in the definition. It has first defined with denotation and connotation the words abandoned property and then has employed an inclusive definition and then an exclusion clause. It has also added an explanation. Interpretation of the definition clause no doubt creates some complexity. The best way to interpret it is to give a harmonious meaning to all the clauses of article 2 (1), so that each clause gets its own meaning and at the same time harmonises with the meaning of the whole. The defining part denotes property owned by a person who is either not present in Bangladesh or whose whereabouts are not known or who has ceased to occupy, supervise or manage in person his property. A question may arise whether the three sub-clauses are disjunctive or conjunctive. we think they have been used disjunctively and there is no need to construe them conjunctively.

Then comes the inclusive definition. In the inclusive definition it included two categories of property. first is the property owned by a person who is a citizen of a State which after 25th day of March, 1971 either is at war or engaged in military operation against Bangladesh. the second is the property taken over by the Government under Acting President's Order No. 1 of 1972. So far as the inclusion clause is concerned both the categories of properties come within the meaning of the definition of abandoned property. Bangladesh vs. Speed Bird Navigation Co. (30 DLR (AD) 101).

An abandoned property vested in the Government does not become Government's property. Administrator is appointed for administration of such properly on prescribed terms and conditions.

An administrator appointed under P.O. 16 of 1972 is not a Government servant within the meaning of service of the Republic in article 152 of the Constitution. (Sk. A Rashid Vs. Govt. of Bangladesh - 29 DLR 362).

'In person' these words in article 2(i) do not necessarily mean physical presence always.

The words 'in person' in the said clause may not necessarily imply physical presence of the owner in all cases, they may as well be understood in the sense that occupation, supervision or management as has been referred to therein, is to be done with the concurrence and under the authority of the owner concerned. Any other construction will lead to some astounding consequences. An owner of a house property may find that he has been completely divested of his property on the ground that he ceased to occupy in peron the said property during his temporary absence from the place although the entire of his family members had been residing at the said house all the time. It can never be the legislative intent that a person who was required to go outside his country on account of some lawful purpose or had been held up in some foreign land and prevented from returning to his home land by the circumstances over which he had no control should be deprived of his property simply because he was not physically present to occupy, supervise or manage the said property, although it was being administered and managed according to his own arrangement and will. The words 'in person' in the definition clause should therefore be liberally construed. (Speed Bird Navigation Co. vs. Bangladesh 27 DLR 175).

In the absence of the owner of the property, if any member of the family is present, the property cannot be treated as abandoned property. (Abdur Rashid Vs. Govt. of Bangladesh 27 DLR 614).

The words 'abandoned property' explained. 'Abandoned property' will be that property whose owner is not present in Bangladesh and whose whereabouts either is not known, or ho has ceased to occupy, supervise or manage in person his property. (M/s. Khan Brothers Ltd. Vs. Govt. of Bangladesh 27 DLR 423).

Mere non-occupation of a property by any owner resident or not in Bangladesh, will not make the property abandoned. (Ibid)

Expression abandoned property explained with reference to the context of the several clauses.

Giving its gramatical meaning abanoned property will be that property whose owner, either natural or artificial person like coorporation, is not present in Bangladesh. That is the first precondition, but not the whole in as much as the principal caluse is qualified by two subordinate but alternative clauses. The first precondition of absence from Bangladesh must be with any of the two attributes contained in the alternative subordinate clauses. The other precondition is alternative one is whose whereabouts is not known, and other, who has ceased to occupy or manage or supervise his property. And when both the preconditions of the principal and subordinate clauses, thought alternative, are present, then the property will bear answer to the definition of abandoned property. (ibid)

The last phrase 'manage in person' in case of natural person by himself, and in the case of artificial person, one who in terms of its rules of constitution is authorised to manage (ibid)

The definition given is not a very clear language. The legislative authority has tried first to define abandoned property, then gave it an inclusive meaning and then again excluded certain categories of properties. (ibid).

Let us first refer to those properties which have been included and those excluded. Of the included properties are : (1) properties owned by any person who is a citizen of the State at war with the People's Republic of Bangladesh at any time after 25th day of March, 1971; which in short means West Pakistan, now Pakistan; (2) any property taken over under Acting President's Order No. 1 of 1972. (ibid)

Items (a) and (b) sub-clause (ii) explained. The excluded properties are : (1) any property whose owner is residing outside Bangladesh for any purpose which in the opinion of the Government is not prejudicial to the interest of Bangladesh; (2) any property, which is in possession of Government under any law for the time being in force.

The legislative authority while defining abandoned property has used a complex sentence containing a principal clause, and two subordiante clauses. The two subordinate clauses are dependent on principal clause, though they themselves are disjunctive. The principal clause denotes person and the subordinate clauses cannot the contentions under which property of the denoted persons will become abandoned property. (ibid)

Provision of article 2 (1) not applicable to the facts and circumstances of the present case.

We have found that the registered office of the petitioner company in Bangladesh, and so it is a Bangladeshi company. We have also held that its properties and assets were run and managed by its Board of Directors. Therefore any property held by the petitioenr company domiciled in Bangladesh, is outside the ambit of the definition of abandoned property, and they are immune from the operation of the provisions of the Abandoned Property Order. (ibid)

Question is whether the properties in question could be initially taken over under the Acting President's Order dated 26.12. 71. On 28th December, 1971, the owners of the properties in question over the petitioner No. 1, i.e. Helal Jutes press Limited, and this company being incorporated in the then East Pakistan and having its registered office in Dhaka, could nto be considered at the point of time to be absentee owners who were not otherwise available in Bangladesh.

Even if assuming that due to the situation prevailing at the time it was not possible for M.H. the Managing Director to act as the top management of the company with regard to the properties, it would appear that another director of the company was very much present in Bangladesh and also made an application to the Ministry of Commerce, Government of Bangladesh on 20.1.72 for the release of the said properties in favour of the company. (M/s. Helal Jute Press Ltd. Vs. Government of Bangladesh - 27 DLR 551).

Person is not present in Banlgadesh includes -

Explanation : Person who is not present in Bangladesh includes any body of persons or company constituted or incorporated in the territory or under the laws of a State which at any time after the 25th day of March, 1971, was at war with or engaged in military operations against the People's Republic of Bangladesh. (Ibid)

Including clause (ii) (a) of the Article - Temporary absence from Bangladesh, provision of article 2 (1) not applicable.

The provisions of article 2 (1) including clause (ii) (a) of P.O. 16 of 1972 read together would reasonably mean that the mischief of this law shall not be applicable to such persons who were away from Bangladesh for a temporary period not prejudicial to the interest of Bangladesh. (Ibid)

The present case does not come within the mischief of order 16 of 1972.

In the present case notwithstanding the fact that the petitioner No. 1, being a company incorporated within the territory now comprising Bangladesh, which owned the properties in question could not be away from Bangladesh, the petitioner No. 2 the major shareholder and Managing Director thereof, though was absent from Bangladesh temporarily, but could not be described as prejudicial to the interest of Bangladesh.

The fact remained that the petitioner No. 2 though was absent from Bangladesh but during his absence from Bangladesh he lived in India which was and in still considered to be a country friendly to Bangladesh.

The question could have been posed in a different way, had the petitioner No. 2 being the majority shareholder and Managing Direcotr of petitioner No. 1 being away from Bangladesh lived in a country which was at war with Bangladesh as contemplated under Article 2 (1) (ii) of President's Order No. 16 of 1972. (ibid)

Managing Director and majority shareholders of the company absent from Bangladesh temporarily. Not within the mischief of the order.

A Company incorporated in the territory of Bangladesh could not be said to be not

available in Bangladesh simply because the majority share hodlers and managing Director thereof was away from Bangladesh for a temporary period. (ibid)

Eviction by a person who is not authorised is illegal.

Article 7 of the order enshrined the principles of natural justice and afforded an opportunity to the person proceeded against to put his case before the authority to the person proceeded against to put his case before the authority concerned and he also had the right of being heard in person. This statutory provision of law as incorporated for the purpsoe of affording protection to the citizen against any arbitrary and high handed action on the part of the executive.

In the present case the Deputy Secretary who evicted the petitioner from the premises was not an Authorised Officer as required under Article 7 of P. Order 16 of 1972 and therefore the Deputy Secretary had no authority whatsoever to evict the petitioner and as such his action was wholly unauthorised. (Md. Kamruzzaman Vs. Bangladesh - 29 DLR 125)

Circular issued by the Government through the administrative order is binding on the functionaries in charge of the abandoned property which have vested in the Government by virtue of P.O. 16 of 1972 and terms and conditions therein are effective on the administration (Administrator M/s. Delta Constructions Ltd. Vs. Chairman. 2nd Labour Court - 28 DLR 365).

The question involved in the interpretation of article 2(1) and 4 of the Bangladesh Abandoned property (Control, Management and Disposal) Order may be divided into three heads. First is, what an true construction of the article 2(1) is the meaning of abandoned property. Secondly, whether formation of the opinion of the Government is necessary for holding or declaring a property an abandoned property and its vesting under article 4; thirdly, whether prior show cause notice is mandatory before the opinion of the Government is formed.

On the first question, a reference to the language of article 2(1) indicates that the language is not free from ambiguity. It appears that the legislative authority has employed multiple system in the definition. It has first defined with denotation and connotation the words abandoned property and then has employed an inclusive definition, and then an exclusion clause. It has also added an explanation. Interpretation of the definition clause no doubt creates some complexity. The best way to interpret it is to give a harmonious meaning to all the clauses of article 2 (1) so that each clause gets its on meaning and at the same time harmonises with the meaning of the whole. The defining part denotes property owned by a person who is either not presnet in Bangladesh, or whose whereabouts are not known, or who has ceased to occupy, supervise or manage in person his property. A question may arise whether the three sub-clauses are disjunctive or conjunctive. We think they have been used disjunctively and there is no need to construe them conjunctively. (Government of Bangladesh Vs. M/S. A.T.J. Industries Ltd. and others. 28 DLR (AD) 120).

Then comes the inclusive definition. In the inclusive definition it included two categories of property, first is the property owned by a person who is a citizen of a State which after 25th day of March, 1971 either is at war or engaged in military operation agianst Bangladesh; the second is property taken over by the Government under Acting President's Order No. 1 of 1971 as far as the inclusion clause is concerned both the categories of properties come within the meaning of the definition of abandoned property. (ibid)

Then is the exclusion clause. The first question which arises is whether the exclusion caluse also qualifies the inclusion clause. Except for the fact that the exclusion clause follows the inclusion clause, there is nothing in the grammatical construction of the whole clause to indicate that it qualifies the inclusion clause. Exclusion clause contemplates two categories of property. The first is the property the owner of which is residing outside Bangladesh for any purpose which in the opinion of the Government is not prejudicial to the interest of Bangladesh. The second is the property which is in possession of under the control of the Government under the law in force for the time being. The second part of this exclusion clause needs no classification for the purpose of this appeal. The first part of the exclusion clause is not only, an exception but is qualifies the definition clause and this qualification is such that it implicit with the definition and an integral part of it. Definition clause cannot be conceived without this implicit qualification. What then is the qualification ? The sub clause says that if the residence of the owner of a property outside Bangladesh is in the opinion of the Government, for a purpose not prejudicial to the interest of the state, then the property is not an abandoned property. In this sub-clause the condition is such that the operation of the definition clause will come into effect only when the Government has formed its opinion. The definition clause with inclusion and exclusion clauses have been so framed that we do not find any other responsible construction to bestow on entire clauses of article 2(1) then we have given. On the formation of opinion of Government the definition clause comes into operation, but once opinion has been formed the law takes effect from 28.2.72, the day of President's Order No. 16 of 1972 was promulgated. The Government is to form its opinion on the events as they stood on 28.2.72. (ibid)

11

সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন

সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন

প্রথম ভাগ

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশ, ১৯৮২

(১৯৮২ সনের ২নং অধ্যাদেশ)

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল সংক্রান্ত আইনের একত্রীকরণ এবং সংশোধনকল্পে প্রণীত অধ্যাদেশ

যেহেতু স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল সংক্রান্ত আইনের একত্রীকরণ ও সংশোধন এবং তৎসংক্রান্ত আনুসঙ্গিক বিষয়ে বিধান করা প্রয়োজন;

সেইহেতু প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ১৯৮৪ সালের ২৪শে মার্চের ঘোষণা এবং এই ক্ষেত্রে তাহার অন্যান্য সকল ক্ষমতা বলে নিম্নলিখিত অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেনঃ-

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরনামা এই অধ্যাদেশ স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশ, ১৯৮২ নামে অভিহিত হইবে

২। সংজ্ঞা—বিষয় ও প্রসঙ্গে পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে,

(ক) "আরবীট্রেটর" অর্থ ১৭ ধারা অনুযায়ী নিযুক্ত আরবীট্রেটর,

(খ) "জেলা প্রশাসক" অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক এবং অধ্যাদেশের অধীনে জেলা প্রশাসকের কোন ক্ষমতা প্রয়োগ বা তাহার উপর ন্যস্ত কোন দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য জেলা প্রশাসক কর্তৃক নিযুক্ত যে কোন কর্মকর্তা জেলা প্রশাসকের অন্তর্ভুক্ত হইবে,

(গ) "মালিক" বলিতে দখলকার ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে,

(ঘ) "কোন সম্পত্তি সংক্রান্ত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি" বলিতে এই অধ্যাদেশের অধীন অধিগ্রহণকৃত ও হুকুম দখলকৃত সম্পত্তির জন্য প্রদেয় ক্ষতিপূরণের টাকায় স্বার্থ বা দাবীকারী বা দাবী করিতে অধিকারী সকল ব্যক্তিকে বুঝাইবে,

(ঙ) "নির্ধারিত" অর্থ অধ্যাদেশের বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত;

(চ) "সম্পত্তি" অর্থ স্থাবর সম্পত্তি এবং সম্পত্তিতে বা উহার উপর যে কোন অধিকার ইহার অন্তর্ভুক্ত; এবং

(ছ) "প্রত্যাশী ব্যক্তি" (Requiring person) অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন যে ব্যক্তির জন্য সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা হয় বা অধিগ্রহণের প্রস্তাব করা হইবে

দ্বিতীয় অধ্যায়

অধিগ্রহণ

৩। সম্পত্তি অধিগ্রহণের প্রথমিক নোটিশ জারী।— যখনই জেলা প্রশাসকের নিকট প্রতীয়মান হইবে যে কোন এলাকায় অবস্থিত কোন সম্পত্তি যে কোন সরকারী উদ্দেশ্যে বা জন-স্বার্থে প্রয়োজন হইতে পারে তখন তিনি ঐ সম্পত্তি অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত লওয়া হইয়াছে মর্মে একটি নোটিশ ঐ সম্পত্তির নিকটস্থ কোন সুবিধাজনক স্থানে বা উহার উপরে জারী করিবেন তবে শর্ত থাকে যে, শ্মশান, সমাধিক্ষেত্র বা জনসাধারণ কর্তৃক ধর্মীয় উপাসনালয় হিসাবে ব্যবহৃত কোন সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা যাইবে না

মন্তব্য ঃ

কেবলমাত্র হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি হিসাবে কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য কোন সম্পত্তি দখলে রাখিতে পারিবেন না তাহারা সম্পত্তিটি হুকুম দখলমুক্ত করিয়া উহার মালিককে দখল প্রত্যার্পন করিবেন অথবা অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পূর্ণ করিবেন (১৯৮৯ বি, এল, ডি ৯৮)

৪। অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আপত্তি।—(১) কোন সম্পত্তি সরকারী উদ্দেশ্যে বা জনস্বার্থে অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত লওয়া

হইয়াছে মর্মে ৩ ধারার অধীন নোটিশ জারীর ১৫ দিনের মধ্যে ঐ সম্পত্তিতে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যক্তি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন।

(২) উপধারা (১) এর অধীন প্রতিটি আপত্তি লিখিতভাবে জেলা প্রশাসকের নিকট দাখিল করিতে হইবে এবং জেলা প্রশাসক আপত্তিকারীকে ব্যক্তিগতভাবে বা প্রতিনিধির মাধ্যমে শুনানীর সুযোগ দিবেন এবং সকল আপত্তি শ্রবনান্তে ও প্রয়োজনবোধে আরও অনুসন্ধান করিয়া তাহার মতামত সম্বলিত একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবেন।

(৩) জেলা প্রশাসক তৎপর,-

(ক) সম্পত্তিটি যদি ১০ বিঘার বেশি হয়, তাহা হইলে তাহার সুপারিশসহ নথি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য সরকারের নিকট পেশ করিবেন;

(খ) সম্পত্তিটি ১০ বিঘার বেশি না হইলে তাহার সুপারিশসহ নথিটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য বিভাগীয় কমিশনারের নিকট পেশ করিবেন

তবে শর্ত থাকে যে (১) উপধারায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন আপত্তি উত্থাপিত না হইলে জেলা প্রশাসক নথিটি বিভাগীয় কমিশনারের নিকট পেশ না করিয়া নিজেই সম্পত্তির অধিগ্রহণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন এবং জেলা প্রশাসকের এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৫। অধিগ্রণ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।- (১) জেলা প্রশাসক কর্তৃক ৪ (৩) ধারার অধীন পেশকৃত সুপারিশ বিবেচনা অন্তে সরকার অথবা ক্ষেত্র বিশেষে বিভাগীয় কমিশানার সম্পত্তিটির অধিগ্রহণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন এবং সরকার অথবা বিভাগীয় কমিশনারের এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত গণ্য হইবে।

(২) সরকার, বিভাগীয় কমিশনার বা জেলা প্রশাসক উপ-ধারা (১) অথবা ৪ (৩) ধারার (খ) অনুবিধির অধীন কোন সম্পত্তি অধিগ্রহণের সিদ্ধন্ত গ্রহণ করিলে সেই সিদ্ধান্ত সম্পত্তিটি সরকারী উদ্দেশ্যে বা জনস্বার্থে প্রয়োজন এই মর্মে চূড়ান্ত সাক্ষ্য হিসাবে গণ্য হইবে। তবে শর্ত থাকে যে উপজেলায় সরকারী প্রকল্পের ক্ষেত্রে ১০ বিঘার বেশি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত বিভাগীয় কমিশনার গ্রহণ করিবেন। ৫ ধারার বিধানমতে এইরূপ ক্ষেত্রে অধিগ্রহণের প্রস্তাবসমূহ চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য সরকারের পরিবর্তে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট পেশ করিতে হইবে এবং তিনি সরকারের ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিবেন।

৬। স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি নোটিশ।- (১) যে ক্ষেত্রে সরকার বা বিভাগীয় কমিশনার বা জেলা প্রশাসক ৫ ধারার অধীন বা ৪ (৩) ধারার (খ) অনুবিধির অধীন সম্পত্তি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন সেইক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক উক্ত সম্পত্তির উপরে বা নিকস্থ সুবিধাজনক স্থানে নির্ধারিত পদ্ধতিতে সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে নোটিশ জারী করিবেন এবং উক্ত নোটিশে উল্লেখ করিতে হইবে যে সরকার বা বিভাগীয় কমিশনার বা জেলা প্রশাসক সম্পত্তি অধিগ্রহনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন এবং উহার দখল গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক এবং উক্ত সম্পত্তিতে সকল প্রকার স্বার্থের জন্য ক্ষতিপূরণের দাবী তাহার নিকট করিতে হইবে।

(২) এইরূপ নোটিশে যে সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও দখল লওয়া হইবে উহার বিবরনাদি উল্লেক করিতে হইবে এবং উক্ত সম্পত্তিতে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিকে নোটিশ প্রকারের কমপক্ষে ১৫ দিন পর ব্যক্তিগতভাবে বা প্রতিনিধির মাধ্যমে নোটিশে উল্লেখিত সময় ও স্থানে জেলা প্রশাসকের নিকট উপস্থিত হইয়া ঐ সম্পত্তিতে তাহাদের স্ব-স্ব স্বার্থ এবং উহার জন্য তাহাদের ক্ষতিপূরণের অর্থের পরিমাণ ও বিবরনাদি পেশ করার নির্দেশ প্রদান করিতে হইবে।

(৩) জেলা প্রশাসক এইরূপ সম্পত্তির দখলদারকে (যদি থাকে) এবং তাহার বিশ্বাস ও জানামতে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকলকে একই মর্মে নির্ধারিত ফরমে নোটিশ প্রদান করিবেন।

(৪) জেলা প্রশাসক নোটিশ দ্বারা কোন ব্যক্তিকে নোটিশ প্রদানের ১৫ দিন পর উহাতে বর্ণিত স্থানে তাহার নিকট একটি বিবৃতি প্রদান বা বিবরণী দাখিলের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন যাহাতে অংশীদার, বন্ধকগ্রহীতা বা অন্য কোন প্রকারে উক্ত সম্পত্তিতে বা উহার কোন অংশে যে তাহাদের গৃহীত বা প্রাপ্য এইরূপ স্বার্থ বা মুনাফার (যদি থাকে) প্রকৃতি সম্পর্কে বর্ণনা থাকিবে

(৫) যে সকল ব্যক্তি অত্র ধারার অধীন কোন বিবৃতি প্রদান বা বিবরনী দাখিল করিতে নির্দেশিত হইবে তাহারা দণ্ড বিধির (১৮৬০ সনের ৪৫ নং আইন) ১৭৫ ও ১৭৬ ধারার অর্থ অনুযায়ী উহা প্রদান করিতে আইনতঃ বাধ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

৭। জেলা প্রশাসক কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রদান।—নির্ধারিত তারিখে বা তদন্তের উদ্দেশ্যে মুলতবী তারিখে জেলা প্রশাসক, যদি কোন ব্যক্তি ৬ ধারা অনুযায়ী কোন বিবরণী প্রদান করিয়া থাকেন সেই বিবরণী এবং ৩ ধারার নোটিশ জারীর তারিখে সম্পত্তির যে মূল্য ছিল এবং ক্ষতিপূরণ দাবীকারী সকল ব্যক্তির স্ব-স্ব স্বার্থ সম্পর্কে তদন্ত আরম্ভ করিবেন এবং

(ক) তাঁহার মতে সম্পত্তিটি বাবদ যে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা যায় তাহা নির্ধারণ করিবেন, এবং

(খ) উক্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণের অর্থ তাহার জানা ও বিশ্বাসমতে উক্ত সম্পত্তিতে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দাবীদার ব্যক্তিদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিবেন

(২) অতঃপর বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতিত জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে.

৮। ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ।—(১) এই অধ্যায়ের অধীন অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির জন্য প্রদেয় ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের সময় জেলা প্রশাসক নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিবেন:,-

(ক) ৩ ধারার নোটিশ জারীর দিনে সম্পত্তির বাজার দর;

তবে শর্ত থাকে যে, বাজার দর নির্ধারণের সময় জেলা প্রশাসক একই পারিপার্শ্বিক সুবিধাযুক্ত সম্পত্তির বিগত বার মাসের গড়পড়তা মূল্য বিবেচনা করিবেন

(খ) জেলা প্রশাসক কর্তৃক সম্পত্তি দখল গ্রহণের সময় তৎকর্তৃক ঐ সম্পত্তির উপর বিদ্যমান শস্য বা বৃক্ষ গ্রহণের ফলে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ক্ষতি;

(গ) জেলা প্রশাসক কর্তৃক সম্পত্তির দখল গ্রহণকালে এই সম্পত্তি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অপর সম্পত্তি হইতে পৃথক করণ জনিত কারণে ক্ষতি;

(ঘ) জেলা প্রশাসক কর্তৃক সম্পত্তিটি দখল গ্রহণকালে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আয় বা অধিগ্রহণের ফলে তাহার অন্যান্য স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির উপর অন্য যে কোন প্রকারে ক্ষতিকর প্রভাবের ফলে যে ক্ষতি হইবে;

(ঙ) অধিগ্রহণের ফলশ্রুতিতে যদি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তাহার বাসস্থান বা কর্মস্থল স্থানান্তর করিতে বাধ্য হন তাহা হইলে এইরূপ স্থানান্তরের জন্য যুক্তিসংগত আনুসঙ্গিক খরচ; এবং

(চ) ৬ ধারার নোটিশ জারী এবং জেলা প্রশাসক কর্তৃক দখল গ্রহণের মধ্যবর্তী সময়ে সম্পত্তির মুনাফা হ্রাসের ফলে যেরূপ ক্ষতি হইতে পারে.

(২) উপধারা (১) অনুসারে নির্ধারিত বাজার মূল্য ছাড়াও জেলা প্রশাসক অধিগ্রহণটি বাধ্যতামূলক প্রকৃতির বিবেচনা করিয়া প্রতিটি ক্ষেত্রে বাজার মূল্যের উপর আর ও শতকরা বিশ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন.

৯। ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের সময় বিবেচ্য বিষয় নয়।—এই অধ্যায়ের অধীন অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধণের সময় জেলা প্রশাসক নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিবেন না, যথাঃ-

(ক) অধিগ্রহণের প্রয়োজনীয়তার পরিমাণ,

(খ) অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তিতে স্বার্থ রহিয়াছে এমন কোন ব্যক্তির সম্পত্তি হস্তান্তরের অনীহা;

(গ) যে পরিমাণ ক্ষতির কারণে কোন বেসরকারী লোকের বিরুদ্ধে কোন মামলা করা যায় না;

(ঘ) ৬ ধারার নোটিশ জারীর পর অধিগ্রহণীয় সম্পত্তিটি প্রস্তাবিত উদ্দেশ্যে ব্যবহারের ফলে কোনরূপ সম্ভাব্য ক্ষতি;

(ঙ) প্রস্তাবিত উদ্দেশ্যে অধিগ্রহণীয় সম্পত্তিটি ব্যবহারের করণ কোনরূপ মূল্য বৃদ্ধি ঘটিলে ; বা

(চ) ৩ ধারার নোটিশ জারীর পর জেলা প্রশাসকের অনুমোদন ব্যতিরেকে অধিগ্রহণীয় সম্পত্তির কোনরূপ পরিবর্তন বা উন্নতি সাধন বা বিলিবন্দোবস্ত করা হইলে.

১০। ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান।—(১) (৭) ধারা মোতাবেক ক্ষতিপূরণ রোয়েদাদের পর জেলা প্রশাসক সম্পত্তির দখল গ্রহণের পূর্বে ক্ষতিপূরণ গ্রহণে অধিকারী ব্যক্তিদের রোয়েদাদ অনুসারে ক্ষতিপূরণ লইবার জন্য প্রস্তাব করিবেন এবং (২) উপধারায় বর্ণিত কোন প্রতিবন্ধকতার দ্বারা বাধপ্রাপ্ত না হইলে তিনি উহা প্রাপকদের পরিশোধ করিবেন

(২) ক্ষতিপূরণের অর্থ দাবীদার ব্যক্তিগণ গ্রহণ করিতে না চাহিলে বা ক্ষতিপূরণ গ্রহণের জন্য কোন উপযুক্ত দাবীদার পাওয়া না গেলে বা দাবীদারগণের স্বত্ব বা অংশ সম্বন্ধে কোন বিরোধ থাকিলে জেলা প্রশাসক ক্ষতিপূরণের অর্থ তাহাদের নামে

প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাবে জমা রাখিবেন যাহা দ্বারা আরবীট্রেটর কর্তৃক দাবীদারদের দাবী নির্ধারণ ক্ষুন্ন না করিয়া সম্পত্তির দখল গ্রহণের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) জেলা প্রশাসক তাহার ক্ষতিপূরণ রোয়দাদ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শীঘ্রই নোটিশ প্রদান করিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হিসাবে স্বীকৃত কোন ব্যক্তি ক্ষতিপূরণের পর্য্যাপ্ততা সম্পর্কে আপত্তি সহকারে উক্ত জমাকৃত অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

আরও শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তি বিনা আপত্তিতে উক্ত অর্থ গ্রহণ করিলে তিনি ২৮ ধারা মোতাবেক কোন আবেদনপত্র দাখিল করিতে পারিবেন না।

আরও শর্ত থাকে যে, এই অধ্যায়ের অধীন নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের টাকা দাবীদার ব্যতিত কোন ব্যক্তি যদি সম্পূর্ণ বা আংশিক গ্রহণ করিয়া থাকে তাহা হইলে উক্ত অর্থ বৈধ অধিকারীকে প্রদানের দায়িত্ব হইতে সেই ব্যক্তি অব্যাহতি পাইবেন না।

১১। অধিগ্রহণ ও দখল গ্রহণ।— (১) রোয়েদাদে উল্লেখিত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইলে অথবা ১০ ধারা অনুসারে উহা প্রদত্ত হইয়াছে বিবেচিত হইলে সম্পত্তিটির অধিগ্রহণ সম্পূর্ণ হইবে এবং উহা সকল প্রতিবন্ধকতামুক্ত অবস্থায় সম্পূর্ণভাবে সরকারে ন্যস্ত হইবে এবং তখন জেলা প্রশাসক উহার দখল গ্রহণ করিবন।

(২) উপধারা (১) অনুসারে সম্পত্তি অধিগ্রহণের অব্যবহিত পরে তৎসম্পর্কে জেলা প্রশাসক কর্তক একটি ঘোষণা সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিতে হইবে।

১২। অধিগ্রহণ কার্য ধারার রদ বা বাতিল।— (১) অত্র অধ্যাদেশে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ৫ ধারা বা ৪ (৩) ধারার অনুবিধি (খ) এর অধীন সরকার, বিভাগীয় কমিশনার বা জেলা প্রশাসক কর্তৃক অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের তারিখ হইতে ১ বৎসরের মধ্যে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কোন ত্রুটি না থাকা স্বত্বেও ক্ষতিপূরণের টাকা প্রদান না করিলে বা জমা না দিলে উক্ত তারিখ অতিক্রান্ত হওয়ার পরে এই অধিগ্রহণের যাবতীয় কার্যধারা বাতিল হইয়া যাইবে এবং এই মর্মে জেলা প্রশাসকের একটি ঘোষণা সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিতে হইবে।

(২) জেলা প্রশাসক সম্পত্তির পরিমাণ ১০ বিঘার অধিক হইলে সরকার এবং ১০ বিঘার কম হইলে বিভাগীয় কমিশনারের পূর্বানুমোদনক্রমে ক্ষতিপূরণ প্রদানের পূর্বে যে কোন সময় সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে যে কোন সম্পত্তি অধিগ্রহণের যাবতীয় কার্যধারা বাতিল করিতে পারিবেন।

(৩) কোন কাযধারা রদ বা বাতিল হইলে, নোটিশ জারী বা উহার অধীন কোন কার্যধারার দ্বারা মালিক ক্ষতিগ্রস্ত হইলে এবং উক্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত কার্যধারা চালাইয়া যাওয়ার জন্য যুক্তিসঙ্গতভাবে তাহার যে অর্থ খরচ হইয়াছে উহার জন্য জেলা প্রশাসক ক্ষতি নির্ধারণ করিয়া একটি রোয়েদাদ প্রস্তুত করিবেন এবং তদনুসারের ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন।

১৩। কোন বাড়ি বা দালানের অংশ বিশেষ অধিগ্রহণ।—মালিক যদি ইচ্ছা করেন যে, কারখানা বা দালানের সম্পূর্ণটাই অধিগৃহীত হউক, তবে অত্র অধ্যায়ের বিধানাবলী উক্ত বাড়ি, কারখানা বা দালানের অংশ বিশেষ অধিগ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা যাইবে না,

তবে শর্ত থাকে যে, জেলা প্রশাসক কর্তৃক ৭ ধারার অধীন ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের পূর্বে মালিক লিখিত নোটিশ দ্বারা সম্পূর্ণ বাড়ি, কারখানা বা দালান অধিগ্রহণ সম্পর্কীয় তাহার প্রকাশিত ইচ্ছা প্রত্যাহার বা সংশোধন করিতে পারিবেন,

আও শর্ত থাকে যে, এই অধ্যায়ের বিধান অনুসারে অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত কোন সম্পত্তি অত্র ধারার মর্মানুসারে বাড়ি, কারখানা বা দালানের অংশ কিনা তৎসম্পর্কে প্রশ্ন উঠিলে এই বিষয়ে জেলা প্রশাসকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

১৪। সরকার ব্যতিত অন্য ব্যক্তির খরচে সম্পত্তি অধিগ্রহণ।— যেক্ষেত্রে সরকার ব্যতিত অন্য কোন ব্যক্তির নিয়ন্ত্রন বা ব্যবস্থাধীনে থাকা তহবিলের অর্থে কোন সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য অত্র অধ্যায়ের বিধানাবলী প্রয়োগ করা হইবে, সেইক্ষেত্রে এইরূপ অধিগ্রহণ সংক্রান্ত আনুসঙ্গিক খরচ ও সেই তহবিল হইতে বা সেই ব্যক্তির দ্বারা নির্বাহিত হইবে।

১৫। অধিগ্রহীত সম্পত্তি সরকার ব্যতিত প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হস্তান্তর।— (১) সরকার ব্যতিত অন্য কোন ব্যক্তির জন্য কোন সম্পত্তি অধিগ্রহণের প্রস্তাব করা হইলে সেই ব্যক্তিকে ৩ ধারার নোটিশ জারীর পূর্বে নির্ধারিত ফরমে সরকারের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইতে হইবে।

(২) কোন সম্পত্তি যাহার বিষয়ে উপধারা (১) এর অধীন কোন ব্যক্তির সহিত চুক্তি করা হইয়াছে ১১ ধারার অধীন

অধিগ্রহণ করা হইলে সেই ব্যক্তি তাহার অংশের চুক্তি পালন করিলে সরকার নির্ধারিত ফরমে দলিল সম্পাদন এবং তৎকালীন বলবৎ আইনানুসারে সম্পত্তি তাহাকে হস্তান্তর করিবেন।

১৭। অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির ব্যবহার।— (১) এই অধ্যায়ের অধীন অধিগ্রহণকৃত কোন সম্পত্তি, যে উদ্দেশ্যে অধিগ্রহণ করা হইয়াছে, উহা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতিত ব্যবহার করা যাইবে না।

(২) যদি কোন প্রত্যাশী সংস্থা অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি উপধারা (১) এর বিধান উপক্ষো করিয়া ব্যবহার করেন অথবা যে উদ্দেশ্যে অধিগ্রহণ করা হইয়াছে সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করেন তাহা হইলে তিনি জেলা প্রশাসকের নিকট তাহার নির্দেশে উক্ত সম্পত্তি সমর্পণ করিতে দায়ী থাকিবেন।

তৃতীয় অধ্যায়
হুকুম দখল

১৮। সম্পত্তি হুকুম দখল।—(১) কোন সম্পত্তি সরকারী কাজে বা জনস্বার্থে স্বল্পকালীন সময়ের জন্য আবশ্যক হইলে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, জেলা প্রশাসক, লিখিত আদেশ দ্বারা, উক্ত সম্পত্তি হুকুম দখল করিতে পারিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, কোন সম্পত্তি জরুরী হুকুম দখলের ক্ষেত্রে এইরূপ অনুমোদনের প্রয়োজন হইবে না।

তবে আর ও শর্ত থাকে যে, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে জরুরী প্রয়োজন ব্যতিত কোন সম্পত্তি যাহা মালিক কর্তৃক প্রকৃতপক্ষে তাহার নিজের বা পরিবারের বসবাসের স্থান হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে অথবা জনসাধারণের ধর্মীয় উপসনালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এতিমখানা, হাসপাতাল, সাধারণ পাঠাগার, কবরস্থান বা শশ্মান হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে উহা হুকুম দখল করা যাইবে না।

(২) উপধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ জারী হইবার পর, জেলা প্রশাসক হুকুম দখলকৃত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করিতে পারিবেন।,–

(ক) পরিবহন বা যোগাযোগ ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে জরুরী প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আদেশটি জারী হইবার পর যে কোন সময়ে;

(খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে আদেশটি জারী হইবার ত্রিশ দিন অতিক্রান্ত হইবার পরে, এবং যে উদ্দেশ্যে সম্পত্তিটি হুকুম দখল হইয়াছে সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতে পারিবেন।

(৩) সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত দখল গ্রহণের তারিখ হইতে দুই বৎসরের অধিককাল যাবৎ কোন সম্পত্তি হুকুম দখলের অধীন রাখা যাইবে না।

১৯।সংশোধন।— সরকার নিজ উদ্যোগে অথবা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে ১৮ (১) ধারার অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ সংশোধন করিতে পারিবেন; তবে শর্ত থাকে যে আদেশ জারীর ৩০ দিনের মধ্যে দাখিল না করিলে এইরূপ আবেদনপত্র গৃহীত হইবে না।

২০। জেলা প্রশাসক কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রদান।— (১) অত্র অধ্যায়ের অধীন কোন সম্পত্তি হুকুম দখল কর হইলে, উহার দরুণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে এবং ক্ষতিপূরণের পরিমাণ এই ধারায় উল্লেখিত পদ্ধতি এবং নীতি অনুসারে নির্ধারণ করিতে হইবে।

(২) হুকুম দখল করা সম্পত্তিতে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের তাহাদের স্ব-স্ব স্বার্থ সম্পর্কে এবং এইরূপ স্বার্থের দরুণ ক্ষতিপূরণে তাহাদের দাবীর পরিমাণ ও বিবরণী সম্পর্কে শুনানীর সুযোগ দিয়া এবং (৫) উপধারার বিধান বিবেচনা করিয়া জেলা প্রশাসক,–

(ক) নির্ধারিত পদ্ধতিতে একটি ক্ষতিপূরণ রোয়েদাদ প্রস্তুত করিবেন, এবং

(খ) উক্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণের অর্থ তাহার জানা ও বিশ্বাসমতে উক্ত সম্পত্তিতে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিবেন।

(৩) অতঃপর বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতিত জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) জেলা প্রশাসক ক্ষতিপূরণ রোয়েদাদ সম্পর্কে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অবিলম্বে নোটিশ প্রদান করিবেন।

(৫) কোন সম্পত্তি হুকুম দখলের জন্য প্রদেয় ক্ষতিপূরণের অর্থের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইবেঃ-

(ক) হুকুম দখরের কাল পর্যন্ত সম্পত্তিটি ইজারা লইলে উহার ব্যবহার ও দখলের জন্য যে পরিমাণ ভাড়া প্রদান করিতে হইত উহার সমপরিমাণ আবর্তক (recurring) ব্যয়, এবং

(খ) নিম্নলিখিত সকল বা যে কোন বিষয়ে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণের প্রযোজন হইলে সেই পরিমাণ অর্থ যথাঃ-

(অ) হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি খালি করিয়া দিবার জন্য খরচ;

(আ) হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি মুক্ত করিবার পর পুনঃদখল গ্রহণজনিত খরচ, এবং

(ই) সম্পত্তিটি হুকুম দখলের সময় যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় প্রত্যার্পন করিতে যে পরিমাণ অর্থ খরচ হইতে পারে তৎসহ স্বাভাবিক অবচয় ছাড়া হুকুম দখলকৃত সময়ের মধ্যে ঘটিত সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি।

(৬) যে ক্ষেত্রে কোন সম্পত্তি দুই বৎসরের অধিককাল যাবত হুকুম দখলের অধীন রাখা হয় সেইক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক উপধারা (৫) (ক) এর অধীন প্রদেয় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ পুণঃনির্ধারণ করিবেন।

২১। ক্ষতিপূরণ প্রদান।— (১) ২০ ধারা অনুসারে ক্ষতিপূরণ রোয়েদাদের পর জেলা প্রশাসক সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ গ্রহণে অধিকারী ব্যক্তিদের রোয়েদাদ অনুসারে ক্ষতিপূরণ লইবার জন্য প্রস্তাব করিবেন এবং (২) উপধারায় বর্ণিত কোন প্রতিবন্ধকতার দ্বারা বাধপ্রাপ্ত হইলে তিনি উহা প্রাপকদের পরিশোধ করিবেন।

(২) ক্ষতিপূরণের অর্থ দাবীদার ব্যক্তিগণ গ্রহণ করিতে না চাহিলে বা ক্ষতিপূরণ গ্রহণের জন্য কোন উপযুক্ত দাবীদদার পাওয়া না গেলে বা দাবীদারদের স্বত্ব বা অংশ সম্বন্ধে কোন বিরোধ থাকিলে জেলা প্রশাসক ক্ষতিপূরণের অর্থ তাহাদের নামে প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাবে জমা রাখিবেন যাহা দ্বারা আরবীট্রেটর কর্তৃক দাবীদারদের দাবী নির্ধারণ ক্ষুন্ন না করিয়া সম্পত্তি হুকুম দখলের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হিসাবে স্বীকৃত কোন ব্যক্তি ক্ষতিপূরণের পর্যাপ্ততা সম্পর্কে আপত্তি সহকারে উক্ত জমাকৃত অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন,

আরও শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তি বিনা আপত্তিতে উক্ত অর্থ গ্রহণ করিলে তিনি ২৮ ধারা মোতাবেক কোন আবেদন পত্র দাখিল করিতে পারিবেন নাঃ

আরও শর্ত থাকে যে, এই অধ্যাদেশের অধীন নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের টাকা দাবীদার ব্যতিত কোন ব্যক্তি যদি সম্পূর্ণ বা আংশিক গ্রহণ করিয়া থাকে তাহা হইলে উক্ত অর্থ বৈধ অধিকারীকে প্রদানের দায়িত্ব হইতে সেই ব্যক্তি অব্যাহতি পাইবেন না।

২২। অধিগহণকৃত সম্পত্তির মেরামত।— (১) হুকুম দখলে থাকাকালে জেলা প্রশাসক উক্ত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়ী থাকিবেন।

(২) জেলা প্রশাসক যদি সন্তুষ্ট হন যে ক্ষয়ক্ষতি হইতে রক্ষার জন্য সম্পত্তিটি মেরামত করা প্রয়োজন, তাহা হইলে তিনি মালিক কর্তৃক মেরামতের একটি সুযোগ দিবার পর মালিককে দেয় ক্ষতিপূরণের টাকার অনধিক এক ষষ্টাংশ টাকার মধ্যে মেরামত করিতে পারিবেন এবং উক্ত অর্থ ক্ষতিপূরণের অর্থ হইতে আদায় করা হইবে।

২৪। হুকুম দখল হইতে মুক্ত করা।— (১) হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি মুক্ত করার পর জেলা প্রশাসক যে ব্যক্তির নিকট হইতে হুকুম দখল করিয়াছিলেন তাহার নিকট বা তাহার উত্তরাধিকারীকে অথবা প্রত্যার্পন পাইতে অধিকারী বলিয়া জেলা প্রশাসকের নিকট প্রতীয়মান অপর কোন ব্যক্তিকে উক্ত সম্পত্তির দখল প্রত্যার্পন করিবেন।

(২) উপধারা (১) এ বর্ণিত ব্যক্তিকে দখল প্রদানের পর হুকুম দখলকৃত সম্পত্তির দখল প্রদান সম্পর্কিত জেলা প্রশাসকের যাবতীয় দায় দায়িত্বের অবসান ঘটিবে, কিন্তু উহা অন্য কোন ব্যক্তির উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত কোন অধিকার যাহা তিনি আইনের মাধ্যমে দখল গ্রহণকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতে অধিকারী ক্ষুন্ন করিবে নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, হুকুম দখরকৃত সম্পত্তি মুক্ত করিয়া উহার দখল গ্রহণ করার জন্য জেলা প্রশাসক লিখিত নির্দেশ দেওয়া সত্বেও যদি দখল গ্রহণ করিতে অবহেলা বা অস্বীকার করেন তবে সেইক্ষেত্রে অত্র উপধারার অর্থানুসারে হুকুম দখলকৃত সম্পত্তির দখল উক্ত নির্দেশে উল্লেখিত তারিখ ও সময় হইতে উক্ত ব্যক্তিকে প্রত্যার্পন করা হইয়াছে বরিয়া গণ্য হইবে।

(৩) হুকুম দখল হইতে মুক্ত সম্পত্তির দখল যাহাকে প্রদান করিতে হইবে তাহাকে যদি পাওয়া না যায় এবং তাহার যদি

কোন প্রতিনিধি বা তাহার পক্ষে দখল গ্রহণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি না থাকে সেইক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক সম্পত্তিটি হুকুম দখল হইতে মুক্ত করা হইয়াছে মর্মে ঘোষণাসহ একটি নোটিশ সম্পত্তির কোন প্রকাশ্য অংশে লটকাইয়া জারী করিবেন এবং সরকারী গেজেটেও উক্ত নোটিশ প্রকাশ করিবেন।

(৪) উপধারা (৩) এ উল্লেখিত নোটিশ সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার পর উহাতে উল্লেখিত সম্পত্তি এইরূপ নোটিশ প্রকাশের তারিখ হইতে হুকুম দখলের বিষয় হইতে অব্যাহতি পাইবে এবং যে ব্যক্তি দখল করিতে অধিকারী তাহাকে দখল প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত তরিখের পরবর্তী কোন সময়ের জন্য উক্ত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ বা অন্য কোন দাবীর জন্য জেলা প্রশাসক দায়ী হইবেন না।

২৫। আবন্টন প্রাপ্তদের উচ্ছেদ।– আপাততঃ বলবৎ অন্য যে কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি কোন হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি কোন ব্যক্তিকে বরাদ্দ করা হইয়া থাকে অথবা কোন ব্যক্তির অবৈধ দখলে থাকে, এবং উহা হুকুম দখল মেয়াদের মধ্যে অন্য যে কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য জেলা প্রশাসকের প্রয়োজন হয় অথবা হুকুম দখল মুক্ত করিয়া ২৪ ধারার অধীন সম্পত্তি প্রত্যার্পনের জন্য অথবা এই সম্পত্তির বরাদ্দ গ্রহীতা উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত কোন পাওনা প্রদানে যদি ব্যর্থ হন তাহা হইলে জেলা প্রশাসক যে কোন সময় লিখিত আদেশ দ্বারা এইরূপ ব্যক্তিকে বা বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে আদেশে উল্লেখিত তারিখের মধ্যে সম্পত্তি খালি করিয়া দিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং এইরূপ ব্যক্তি বা বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি নির্ধারিত তারিখের মধ্যে সম্পত্তি খালি করিয়া না দেন তাহা হইলে জেলা প্রশাসক এইরূপ ব্যক্তি বা বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে এই সম্পত্তি হইতে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রয়োজনীয় শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

২৬। অত্র অধ্যায় সেনা নিবাসের জন্য প্রযোজ্য নয়।– সেনা নিবাসের সীমানাভূক্ত কোন সম্পত্তির ক্ষেত্রে এই অধ্যায়ের কোন বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

চতুর্থ অধ্যায়
(অরবীটেশন)

২৭। আরবট্রেটন নিয়োগ।–এই অধ্যাদেশের প্রয়োজনে সরকার, সরকারী গেজেটের প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উহাতে উল্লেখিত এলাকার জন্য সাবজজ পদমর্যদার নীচে নয় এমন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে আরবীট্রেটর নিয়োগ করিবেন।

মন্তব্যঃ গত ৮-৬-১৯৮৩ তারিখের এস, আর, ও ১৮৩-এল/৮৩-vii-২১/৮৩ নং গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সরকার প্রতিটি সাবজজকে তাহাদের নিজ নিজ স্থানীয় এলাকার আরবীটের নিয়োগ করিয়াছেন।

২৮। আরবীট্রেটরের নিকট দরখাস্ত।– (১) অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তিতে স্বার্থ রহিয়াছে এমন যে কোন ব্যক্তি যিনি জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করেন নাই তিনি ক্ষতিপূরণ রোয়েদাদের নোটিশ জারীর পয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে আরবীট্রেটরের নিকট ক্ষতিপূরণ রোয়েদাদ সংশোধনের জন্য দরখাস্ত করিতে পারিবেন

(২) ক্ষতিপূরণ রোয়েদাদের বিরুদ্ধে যে সকল অজুহাত আপত্তি রহিয়াছে তাহা দরখাস্তে বর্ণনা করিতে হইবে।

২৯। শুনানীর নোটিশ।– আরবীট্রেটর ২৮ ধারার অধীন দরখাস্ত পাওয়ার পর শুনানীর তারিখ উল্লেখ করিয়া ঐ তারিখে তাহার আদালতে উপস্থিত হওয়ার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের উপর নোটিশ জারী করিবেন, যথাঃ

(ক) দরখাস্তকারী;

(খ) আপত্তিতে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ;

(গ) জেলা প্রশাসক; এবং

(ঘ) প্রত্যাশী ব্যক্তি;

৩০। মামলার আওতা।– আরবীটেরের নিকট দায়েরকৃত সকল মামলার আওতা দরখাস্তে উল্লেখিত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের স্বার্থ বিবেচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে।

৩১। আরবীট্রেটর ৮, ৯ এবং ২০ ধারার বিধান দ্বারা পরিচালিত হইবেন।– এই আইনের অধীনে অধিগ্রহণকৃত কোন সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণের ব্যাপারে আরবীট্রেটর ক্ষেত্রমত ৮,৯ বা ২০ ধারার বিধানাবলী দ্বারা পরিচালিত হইবেন।

৩২। আরবীট্রেটরের রোয়েদাদ।– (১) এই অধ্যায়ের অধীন প্রদত্ত রোয়েদাদ লিখিত হইতে হইবে এবং উহাতে আরবীটেটর দস্তখত করিবেন এবং ৮ (১) এবং ২০ (৫) ধারার বিভিন্ন অনুচ্ছেদের অধীন ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ, উহা ধার্য করার যুক্তিসহ, রোয়েদাদে উল্লেখ করিতে হইবে।

(২) আরবীটেটর কর্তৃক ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ জেলা প্রশাসক কর্তৃক ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হইলে, আপীল ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে, যতদিন পর্যন্ত ঐ পরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করা না হয় ততদিন প্রতি বৎসরের জন্য শতকরা ১০ ভাগ হারে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরন প্রদান করিতে হইবে।

(৩) প্রত্যেক রোয়েদাদ ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্যবিধির ২ (২) ধারার অর্থানুসারে একটি ডিক্রী এবং রোয়েদাদের যৌক্তিকতা সম্পর্কিত বিবরণ উক্ত কার্যবিধির ২ (২) ধারার অর্থানুযায়ী একটি রায় বলিয়া গণ্য হইবে।

৩৩. খরচ–প্রত্যেক রোয়েদাদে আরবীট্রেশন কার্যধারা বাবদ খরচের পরিমাণ এবং উহা কাহার দ্বারা কি পরিমাণ বহন করা হইবে তাহাও উল্লেখ করিতে হইবে।

৩৪। আরবীট্রেটরের রোয়েদাদের বিরুদ্ধে আপীল।– (১) আরবীটেটরের রোয়েদাদের বিরুদ্ধে উপধারা (২) অনুযায়ী গঠিত আরবীটেশন আপীল ট্রাইব্যুনাল গঠন করা যাইবে।

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উহাতে উল্লেখিত এলাকার জন্য এক বা একাধিক সদস্য বিশিষ্ট আরবীটেশন আপীল ট্রাইবুন্যাল গঠন করিবে।

(৩) জেলা জজ হিসাবে কর্মরত ছিলেন অথবা আছেন এমন ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে সরকার আপীল ট্রাইব্যুনাল গঠন করিবেন

(৪) আপীল ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত গণ্য হইবে।

(৫) আপীল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ আরবীটেটর কর্তৃক ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হইলে, যতদিন পর্যন্ত ঐ পরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করা না হয়, ততদিন প্রতি বৎসর শতকরা ১০ ভাগ হারে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে।

মন্তব্যঃ গত ১/৬/১৯৮৩ তারিখের এস, আর ও ১৮৪-এল/৮৩/vii-২১/৮৩ নং প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সরকার প্রতিটি জেলায় একটি আরবীট্রেশন আপীল ট্রাইবুনাল গঠন করিয়াছেন এবং উক্ত জেলার জেলাজজকে ট্রাইবুনালের সদস্য নিযুক্ত করিয়াছেন

৩৫। ১৯৪০ সালের ১০ নং আইন প্রযোজ্য নহে।– এই আইনের অধীন আরবীটেশনের ক্ষেত্রে ১৯৪০ সালের আরবীট্রেশন আইন (১৯৪০ সালের ১০নং আইন) প্রযোজ্য হইবে না।

পঞ্চম অধ্যায়

বিবিধ

৩৬। জেলা প্রশাসক এবং আরবীট্রেটরের দেওয়ানী আদালতের কতিপয় ক্ষমতা।–এই আইনের অধীন কোন বিষয় অথবা মামলার শুনানীকালে জেলা প্রশাসক এবং আরবীটেটরের নিম্নবর্ণিত বিষয়াবলী সম্পর্কে ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্যবিধির (১৯০৮ সালের ৫নং আইন) অধীন দেওয়ানী আদালতের উপর যে ক্ষমতা অর্পিত আছে সেই ক্ষমতা থাকিবে, যথাঃ-

(ক) কোন ব্যক্তির উপর সমন জারী করা এবং তাহাকে হাজির হইতে বাধ্য করা এবং শপথ গ্রহণপূর্বক তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করা;

(খ) কোন নথি বা দলিলপত্র দাখিল করিতে বাধ্য করা;

(গ) এফিডেফিটের মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণ;

(ঘ) সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য কমিশন নিয়োগ;

(ঙ) কোন অফিস বা আদালত হইতে কোন সরকারী নথি তলব করা।

৩৭। প্রবেশ ও পরিদর্শনের ক্ষমতা।– কোন সম্পত্তি অধিগ্রহণ বা হুকুম দখল অথবা উহার বিষয়ে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের ব্যাপারে অথবা এই অধ্যাদেশের অধীন কোন আদেশ কার্যকর করার নিমিত্ত জেলা প্রশাসক অথবা উহার নিকট হইতে সাধারণভাবে অথবা বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী–

(ক) কোন সম্পত্তির প্রবেশ করিতে এবং উহা জরিপ করিতে অথবা উহার সমতল গ্রহণ করিতে পারিবেন;

(খ) যে কোন সম্পত্তি অথবা উহাতে অবস্থিত কোন কিছু থাকিলে উহা পরিদর্শন করিতে পারিবেন;

(গ) কোন সম্পত্তি পরিমাপ করিতে ও উহার সীমানা নির্ধারণ করিতে এবং সম্পত্তির পরিকল্পনা প্রস্তুত এবং উহাতে অভীষ্ট কাজের প্রস্তাবিত লাইন তৈয়ার করিতে পারিবেন;

(ঘ) চিহ্ন স্থাপন করিয়া এবং গর্ত খুড়িয়া অনুরূপ সমতা, সীমানা এবং লাইন চিহ্নিত করিতে পারিবেন এবং যেক্ষেত্রে জরিপ কাজ সম্পাদন করা, সমতা লওয়া এবং সীমানা ও লাইন চিহ্নিত করা সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে কোন দণ্ডায়মান ফসল, গাছ অথবা জংগলের যে কোন অংশ কাটিয়া পরিষ্কার করিতে পারিবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, কমপক্ষে চল্লিশ ঘন্টা পূর্বে লিখিত নোটিশের মাধ্যমে কোন সম্পত্তিতে প্রবেশের ইচ্ছা প্রকাশ না করিয়া কোন ব্যক্তি সম্পত্তির দখলদারের বিনা অনুমতিতে উহাতে প্রবেশ করিতে পারিবেন না।

(২) জেলা প্রশাসক অথবা উপধারা (১) এর অধীন তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী কোন সম্পত্তিতে প্রবেশ করিবার সময় ঐ সম্পত্তিতে সম্ভাব্য সকল ক্ষতি বাবদ ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন অথবা প্রদান করার প্রস্তাব করিবেন, এবং উক্তরূপ প্রদত্ত অথবা প্রস্তাবিত ক্ষতিপূরণের পর্যাপ্ততা সম্বন্ধে আপত্তি থাকিলে তৎসম্পর্কে জেলা প্রশাসকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

৩৮। সংবাদ সংগ্রহ করার ক্ষমতা।— জেলা প্রশাসক কোন সম্পত্তি অধিগ্রহণ বা হুকুম দখল করার অথবা উহার জন্য ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করার ব্যাপারে উক্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত কোন তথ্য নির্দিষ্ট কর্মকর্তা অথবা কর্তৃপক্ষকে প্রদান করার জন্য যে কোন ব্যক্তিকে লিখিতভাবে নির্দেশ দিতে পারিবেন।

৩৯। নোটিশ এবং আদেশ জারী।— (১) এই অধ্যাদেশে ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে, এই আইনের অধীনে জারী অথবা প্রদানের জন্য অভীষ্ট নোটিশ বা আদেশ উহাতে উল্লেখিত ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করিয়া জারী বা প্রদান করিতে হইবে।

(২) যে ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তিকে পাওয়া না যায় কিংবা নোটিশ বা আদেশটি উক্তরূপে হস্তান্তর করা না যায় সেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির কোন কর্মকর্তা বা পরিবারের কোন সাবালক পুরুষ সদস্যের নিকট প্রদান করিয়া বা উক্তরূপ কোন কর্মকর্তা বা সদস্য পাওয়া না গেলে, উক্ত ব্যক্তির সর্বশেষ জ্ঞাত বাসস্থান বা কর্মস্থলের কোন প্রকাশ্য স্থানে আটিয়া বা লটকাইয়া দিয়া নোটিশ বা আদেশটি জারী করিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে উক্ত নোটিশ বা আদেশের একটি অনুলিপি অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি বা উহার নিকটস্থ কোন প্রকাশ্য স্থানে এবং নোটিশ বা অদেশ প্রচারকারী বা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ বা কর্মকর্তার কার্য্যালয়ের কোন প্রকাশ্য স্থানে আটিয়া বা লটকাইয়া দিতে হইবে।,

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ কর্তৃপক্ষ বা কর্মকর্তা আদেশ দিলে নোটিশ বা আদেশটি রেজিষ্ট্রিকৃত ডাকযোগে একটি পত্রের দ্বারা উহাতে উল্লেখিত ব্যক্তির নামে বা যাহার উপর জারী করা প্রয়োজন তাহার সর্বশেষ জ্ঞাত বাসস্থান, ঠিকানা বা ব্যবসা বা কর্মস্থলে প্রেরণ করা যাইতে পারে।

৪০। শাস্তি।—যদি কোন ব্যক্তি এই অধ্যাদেশের অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ লংঘন করেন বা লংঘন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন বা লংঘন করার বা লংঘন করার উদ্যোগে ইন্ধন যোগান কিংবা কোন ব্যক্তিকে এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী বা এই অধ্যাদেশের অধীন অনুমোদিত তাহার কোন কার্য সম্পাদনে ইচ্ছাকৃতভাবে বাধা দেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ছয় মাসের কারাদণ্ড বা অনধিক এক হাজার টাকা অর্থ দণ্ড বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডণীয় হইবেন।

৪১। সমর্পণে বাধ্যকরণ।—এই অধ্যাদেশের অধীন কোন সম্পত্তির দখল গ্রহণকালে কোন ব্যক্তি বাধা দিলে বা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিলে জেলা প্রশাসক উক্ত সম্পত্তির দখল তাহার নিকট সমর্পণে উক্ত ব্যক্তিকে বাধ্য করিতে পারিবেন এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রয়োজনীয় শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

৪২। ষ্ট্যাম্প ডিউটি এবং ফিস প্রদান মওকুফ।—এই অধ্যাদেশের অধীন প্রদত্ত রোয়েদাদের জন্য কোন ষ্ট্যাম্প ডিউটি লাগিবেনা এবং উক্ত রোয়েদাদের অধীন কোন স্বার্থের দাবীদারকে উহার অনুলিপির জন্য কোন ফিস দিতে হইবে না।

৪৩। দায়মুক্তি।—এই অধ্যাদেশ বা উহার বিধির অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কিছুর জন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যক্রম চলিবে না।

৪৪। আদালতের এখতিয়ারের উপর বিধি নিষেধ।—এই অধ্যাদেশে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশের

অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ বা গৃহীত কোন কার্যক্রমের বিরুদ্ধে কোন আদালত কোন মামলা বা দরখাস্ত গ্রহণ করিতে পারিবে না, এবং এই অধ্যাদেশের অধীন বা এই অধ্যাদেশ ইহতে প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে গৃহীত বা গৃহীতব্য কোন কার্যক্রম সম্পর্কে কোন আদালত কোন প্রকার নিষেধাজ্ঞা জারী করিতে পারিবে না।

৪৫। **ক্ষমতা হস্তান্তর।**—সরকার, সরকারী গেজেটে আদেশ জারী করিয়া এই অধ্যাদেশ দ্বারা ইহার উপর অর্পিত যে কোন ক্ষমতা বা আরোপিত দায়িত্ব আদেশে নির্ধারিত পরিস্থিতি এবং শর্তধীনে প্রয়োগ ও সম্পাদন করার জন্য নির্দিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিতে পারিবে।

৪৬। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—(১) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(২) বিশেষ করিয়া, এবং উপরোক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতা ক্ষুন্ন না করিয়া, অনুরূপ বিধিতে নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন বিষয়ে বিধান করা যাইতে পারে, যথাঃ–

(ক) অধিগ্রহনকৃত বা হুকুম দখলকৃত কোন সম্পত্তি দখল গ্রহণের ব্যাপারে অনুসরণীয় পদ্ধতি;

(খ) আরবীট্রেটর এবং আরবীট্রেশন আপীল ট্রাইব্যুনালসমূহে অনুসরণীয় পদ্ধতি;

(গ) ৪১ ধারার অধীন কোন সম্পত্তির দখল সম্পর্কে বাধ্যকরণ পদ্ধতি;

(ঘ) অন্য যে কোন নির্ধারিতব্য বিষয়।

৪৭। **পূর্ব বাংলা ১৯৪৮ সালের ১৩ নং মেয়াদ উত্তীর্ণ আইন সম্পর্কে বিশেষ হেফাজত।**—সম্পত্তি জরুরী হুকুম দখল আইন, ১৯৪৮ (পূর্ব বাংলা ১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর অবসান হওয়া সত্বেও ইহার কার্যকারিতার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর কোন সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল সম্পর্কিত নোটিশ, প্রজ্ঞাপন ও নোটিশসহ যাবতীয় কার্যক্রম এবং বিষয়াদি, বা কোন সম্পত্তি অধিগ্রহণকৃত বা হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি সংক্রান্ত ক্ষতিপূরণ বা রোয়েদাদ এবং ঐ আইনের অধীন কোন কর্তৃপক্ষ, আরবীট্রেটর বা আদালতে অনিস্পন্ন সকল দরখাস্ত এবং আপীল এমনভাবে চলিতে থাকিবে, বলবৎ হইবে, শুনানী বা নিস্পত্তি হইবে যেন আইনটির কার্যকারিতার অবসান হয় নাই এবং উহার কার্যকারিতা চালু আছে।

৪৮। **রহিত করণ এবং হেফাজত।**—(১) ভূমি অধিগ্রহণ আইন ১৮৯৪ (১৮৯৪ সালের ১নং আইন) এতদ্বারা রহিত কর হইল।

(২) এইরূপ রহিতকরণ সত্বেও কোন সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল সংক্রান্ত সকল নোটিশ, প্রজ্ঞাপন এবং আদেশসহ যাবতীয় কার্যক্রম এবং বিষয়াদি, বা কোন অধিগ্রহণকৃত বা হুকুম দখলকৃত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ বা রোয়েদাদ এবং উক্ত আইনের অধীন কোন কর্তৃপক্ষ, আরবীট্রেটর বা আদালতে অনিস্পন্ন সকল দরখাস্ত এবং আপীল এমনভাবে চলিতে থাকিবে, বলবৎ হইবে, শুনানী বা নিস্পত্তি হইবে যেন এই অধ্যাদেশ প্রণীত এবং জারী হয় নাই।

(৩) উপধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, জেনারেল ক্লজেজ এ্যাক্ট ১৮৯৭ এর বিধানসমূহ এই অধ্যাদেশবলে উক্ত আইনের রহিতকরণ এবং পুনঃপ্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ বিধিমালা, ১৯৮২

নং এস, আর, ও ১৭২ এল/৮২ঃ-স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হকুম দখল অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (১৯৮২ সালের ২নং অধ্যাদেশ) এর ২৬ ও ৪৬ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নলিখিত বিধিমালা প্রণয়ন ও জারী করিলেন,যথাঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরনামা।**—এই বিধিমালা স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ বিধিমালা, ১৯৮২ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় ও প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে এই বিধিমালায়,-

(ক) **"ফরম"** অর্থ এই বিধিমালায় সংযোজিত ফরম;

(খ) **"অধ্যাদেশ"**অর্থ স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হকুম দখল অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (১৯৮২ সালের ২নং অধ্যাদেশ), এবং

(গ) **"ধারা"** অর্থ অধ্যাদেশের ধারা।

৩। **অধিগ্রহণের কার্যক্রম।**—এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রতিটি অধিগ্রহণ প্রস্তাবের জন্য একটি পৃথক কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।

৪। **৩, ৬ এবং ৭ ধারার নোটিশসমূহ।**— (১) ৩, ৬ এবং ৭ ধারার নোটিশসমূহ যথাক্রমে ক, খ ও গ ফরমে জারী করিতে হইবে।

(২) ৩ এবং ৬ ধারার নোটিশসমূহ অধিগ্রহণেচ্ছু সম্পত্তির সুবিধাজনক স্থানে বা উহার নিকটে এবং উহার অনুলিপি সংশ্লিষ্ট কালেকটরেট, থানা রাজস্ব অফিস, তহশিল অফিস এবং স্থানীয় পরিষদ বা পৌরসভার নোটিশ বোর্ডে আটিয়া বা লটকাইয়া জারী করিতে হইবে।

৫। **অধিগ্রহণ এবং দখলের ঘোষণা।**—১১ ধারার অধীন সম্পত্তির অধিগ্রহণ ও দখল সংক্রান্ত ঘোষণা "ঘ" ফরমে প্রদান করিতে হইবে।

৬। **কার্যক্রম রদ এবং বাতিলের ঘোষণা।**—১২ (১) ধারার অধীন অধিগ্রহণ কার্যক্রম বাতিলের ঘোষণা "ঙ" ফরমে এবং উপধারা (২) এর অধীন জারীতব্য নোটিশ "চ" ফরমে প্রদান করিতে হইবে।

৭। **অধিগ্রহণকৃত ভূমি হস্তান্তর।**— (১) ১৫ (১) ধারার অধীন যখন কোন অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি সরকার ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিকে হস্তান্তরের প্রস্তাব করা হয় তখন সেই ব্যক্তি উপবিধি (২) এর বিধান সপেক্ষে "ছ" ফরমে সরকারের সহিত একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হইবেন।

(২) সরকার ব্যতীত অন্য কাহাকে অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি হস্তান্তর করিলে "জ" ফরমে একটি দলিল সম্পাদন করিতে হইবে এবং ঐ ব্যক্তি প্রচলিত আইন অনুযায়ী দলিল সম্পাদনের জন্য ষ্ট্যাম্প ডিউটি এবং অন্যান্য আনুসংগিক খরচ বহন করিবেন।

৮। **ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ।**— (১) ধারা ৮ এবং ৯ এর বিধান সাপেক্ষে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের সময় নিম্নলিখিত বিষাদী ও অবস্থাসমূহও বিবেচনা করিতে হইবেঃ-

(ক) সম্পত্তির প্রকৃতি ও অবস্থা, এবং

(খ) ঐ এলকায় একই শ্রেণীর সম্পত্তির বিদ্যমান ভাড়ামূল্য।

(২) ৮ (১) ধারার (ক) দফার উদ্দেশ্যে কোন জমির বাজার দর হিসাব করিতে হইলে সকল জমির বিক্রয় মূল্যকে বিক্রীত জমির পরিমাণ দিয়া ভাগ করিয়া জমির একর প্রতি বিক্রয় মূল্য হিসাব করিতে হইবে।

(৩) কাঁচা বা পাকা দালান অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে গণপূর্ত বিভাগের সহিত পরামর্শক্রমে নির্মাণ ব্যয় প্রবেশ পথসহ ভূমি উন্নয়ন খরচ এবং দালানের অবচয়ের বিষয় বিবেচনা করিয়া বাজার দর নির্ধারণ করিতে হইবে।

৯। **অব্যবহৃত অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি।**— বিভিন্ন প্রত্যাপী সংস্থার জন্য অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি এবং উহার ব্যবহারের ধরন সম্পর্কে জেলা প্রশাসক সরকারের নিকট একটি বাৎসরিক বিবরণী পেশ করিবেন। এই বিবরণী প্রতি বৎসর জুলাই মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পেশ করিতে হইবে।

১৯৮..... সনের হুকুম দখল কেস সংখ্যা

নোটিশ জারীর তারিখঃ

ফরম "ক"

(৪ নং বিধির (১) উপ–বিধি দ্রষ্টব্য)

নোটিশ

(৩ ধারার অধীনে)

যেহেতু নিম্নোক্ত তফশীলে বর্ণিত সম্পত্তি----------

জনকল্যাণমূলক উদ্দেশ্যে এবং গণস্বার্থে প্রয়োজন অথবা প্রয়োজন হইতে পারে, সেহেতু এক্ষণে ১৯৮২ সনের স্থাবর সম্পত্তি হুকুমদখল ও রিকুইজিশন (১৯৮২ সনের ২নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারায় বর্ণিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে অবগতির জন্য নোটিশ জারী করা হইল যে, উক্ত সম্পত্তি সরকার কর্তৃক হুকুমদখলের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

উক্ত সম্পত্তিতে স্বার্থবান যে কোন ব্যক্তি এই নোটিশ জারী হওয়ার পর ১৫ (পনর) দিনের মধ্যে প্রস্তাবিত সম্পত্তি হুকুমদখলের বিরুদ্ধে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট আপত্তি দায়ের করিতে পারিবেন।

তফশীল

দাগ নং----------

খতিয়ান নং----------

মৌজা----------

উপজিলা/থানা----------

সেই জমির পরিমাণ----------

জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষর

তারিখ ---------- ----------জিলা।

---

১৯ .....সনের হুকুমদখল কেস নং

ফরম–'খ'

(৪ নং বিধির (১) উপবিধি দ্রষ্টব্য)

নোটিশ

(৬ ধারা অধীনে)

প্রাপক----------সম্পত্তির মালিক/দখলকার/স্বার্থবান ব্যক্তি।

এতদ্বারা ১৯৮২ সনের স্থাবর সম্পত্তি হুকুমদখল ও রিকুইজিশন অধ্যাদেশ (১৯৮২ সনের ২নং অধ্যাদেশ) এর ৬ ধারা মোতাবেক নোটিশ প্রদান করা হইল যে, সরকার নিম্নবর্ণিত তপশীল ভুক্ত সম্পত্তি হুকুমদখল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহার দখল গ্রহণ করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

অতএব, উক্ত সম্পত্তির মালিক/ দখলদার স্বার্থবান ব্যক্তিগণকে এতদ্বারা অনুরোধ করা হইল যে, তাহারা যেন ব্যক্তিগতভাবে অথবা তাহাদের অনুমোদিত প্রতিনিধির মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট----------

অফিস---------- তারিখে----------হইতে----------

সময়ের মধ্যে উপস্থিত হইয়া–

(১) উক্ত সম্পত্তিতে তাঁহার/তাঁহাদের স্বার্থের প্রকৃতি এবং উক্ত স্বার্থের পরিমাণ ও উহাতে তাহাদের স্বার্থবাবদ দাবীর পূর্ণবিবরণপ্রদান করেন এবং

(২) উক্ত সম্পত্তি অথবা উহার কোন অংশের সব অংশীদার বা বন্ধক গ্রহীতা থাকিলে অথবা অন্য কোন প্রকারে কেহ উহাতে স্বার্থবান হইলে এবং উক্ত সম্পত্তি বাবদ তাহারা কেহ স্বার্থ বা লভ্যাংশ লাভ করিয়া থাকিলে ইহার প্রকৃতি সম্পর্কে যতদূর সম্ভব বিবৃতি প্রদান করিবেন অথবা লিখিত বিবৃতি পেশ করিবেন।

তফশীল

দাগ নং----------

খতিয়ান নং----------

মৌজা----------

উপজিলা/থানা----------

মোট জমির পরিমাণ ----------

জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষর

তারিখ---------- ----------জিলা

---

১৯৮ ..... সনের হুকুমদখল কেস নং---

ফরম 'গ'

(৬ বিধি ৪ এর (১) নং উপবিধি দ্রষ্টব্য)

নোটিশ

(৭ ধারার অধীনে)

প্রাপক/বরাবর----------

এতদ্বারা ১৯৮২ সনের স্থাবর সম্পত্তি হুকুমদখল এবং রিকুইজিশন অধ্যাদেশ (১৯৮২ সনের ২নং অধ্যাদেশ) এর ৭ ধারার (৩) উপ-ধারা মোতাবেক নোটিশ প্রদান করা যাইতেছে যে, আপনি/আপনারা উপরোক্ত সম্পত্তি হুকুমদখল কেসে স্বার্থবান ব্যক্তি/ ব্যক্তিবর্গ বলিয়া গণ্য হইয়াছেন এবং আমার মতানুসারে আপনাকে/ আপনিদিগকে নিম্নবর্ণিতহারে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবেঃ-

প্রতি একর জমির ক্ষতিপূরণ----------টাকা হারে মোট টাকা----------

ঘর বাড়ির জন্য ক্ষতিপূরণ----------টাকা হারে মোট টাকা----------

অন্যান্য সম্পত্তি বাবদ ক্ষতিপূরণ----------টাকা হারে মোট টাকা----------

মোট টাকাঃ

আপনার প্রাপ্য টাকার পরিমাণ টাকা----------

উপরোক্ত ক্ষতিপূরণের টাকা গ্রহণের নিমিত্ত আপনি স্বয়ং বা আপনার যথাযথ অনুমোদিত প্রতিনিধি----------
----- তারিখ অথবা তৎপূর্বে আমার নিকট হাজির হইবেন।

জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষর

তারিখ---------- ----------জিলা।

১৯---সনের সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ কেস নং----

ফরম-'ঘ'

(৫নং বিধি দ্রষ্টব্য)

ঘোষণা

(১১(২) ধারা মোতাবেক)

যেহেতু এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, নিম্নে উল্লেখিত তপশীলে বর্ণিত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করিতে হইবে এবং তদানুযায়ী ১৯৮২ সনের স্থাবর সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ এবং হুকুমদখল ক্ষতিপূরণ প্রদান হইবে বলিয়া অনুমিতহইতেছে।

সেহেতু, এক্ষণে উক্ত অধ্যাদেশের ১১ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হইল এবং ইহা সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব মুক্ত হইয়া সরকারের উপর অর্পিত হইলঃ-

তফশীল

দাগ নং----------

খতিয়ান নং----------

মৌজা----------, জে, এল, নং----------

উপজেলা/থানা----------

মোট সম্পত্তির পরিমাণ----------

জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষর

তারিখ---------- ---------- জিলা

১৯---সনের হুকুম দখল কেস নং--

ফরম নং-'ঙ'

(৬ নং বিধি দ্রষ্টব্য)

ঘোষণা

(১২(১) ধারা মোতাবেক)

যেহেতু নিম্নোক্ত তহশীলে বর্ণিত সম্পত্তি সরকার কর্তৃক দখল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের তারিখ হইতে ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে ক্ষতিপূরণ প্রদান বা জমা করা হয় নাই এবং ইহার জন্য উক্ত সম্পত্তির মালিক বা স্বার্থবান ব্যক্তিগণ দায়ী নহেন।

সেহেতু, এক্ষণে, ১৯৮২ সনের স্থাবর সম্পত্তি হুকুম দখল ও রিকুইজিশন অধ্যাদেশ (১৯৮২ সনের ২নং, অধ্যাদেশ) এর ১২ ধারা (১) উপ-ধারা অনুসারে আমি ঘোষণা করিতেছি যে,--(তারিখ) হইতে নিম্নোক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে গৃহীত হুকুমদখল সংক্রান্ত কার্যধারা বাতিল করা হইল

তফশীল

দাগ নং----------

খতিয়ান নং----------

মৌজা----------

উপজিলা/থানা----------

মোট সম্পত্তির পরিমাণ----------

তারিখ -----

জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষর

------ জেলা

১৯----সনের সম্পত্তি হুকুমদখল কেস নং---

ফরম-'চ'

(৬ নং বিধি দ্রষ্টব্য)

বিজ্ঞপ্তি

[১২ (২) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু ১৯৮২ সনের স্থাবর সম্পত্তি হুকুমদখল ও রিকুইজিশন অধ্যাদেশ (১৯৮২ সনের ২নং অধ্যাদেশ) এর অধীনে নিম্নোক্ত তপশীলে বর্ণিত সম্পত্তি হুকুম-দখলের ক্ষেত্রে----------নং কেসের কার্যধারা ১৯----------সনের----------তারিখে শুরু করা হইয়াছিল, অথচ ইহার জন্য এখন পর্যন্ত কেন ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয় নাই।

সেহেতু, এক্ষণে, উপরোক্ত অধ্যাদেশের ১২ ধারার (২) উপ-ধারা মোতাবেক বর্ণিত ক্ষমতাবলে আমি সরকারের পূর্ণ অনুমোদন গ্রহণ করিয়া উক্ত সম্পত্তি হুকুমদখল সম্পর্কিত সমুদয় কার্যধারা প্রত্যাহার/রদ করিলাম।

তফশীল

দাগ নং----------

খতিয়ান নং----------

মৌজা----------

উপজিলা/থানা----------

মোট সম্পত্তির পরিমাণ----------

জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষর

তারিখ---

----------জিলা।

১৯---সনের সম্পত্তি হুকুমদখল কেস নং----

ফরম নং-'ছ'

(৭নং বিধি দ্রষ্টব্য)

চুক্তিনামা

যেহেতু, নিম্নোক্ত তপশীলে বর্ণিত সম্পত্তি---------- আমাদের প্রয়োজন এবং ১৯৮২ সনের স্থাবর সম্পত্তি হুকুমদখল ও রিকুইজিশন অধ্যাদেশ (১৯৮২ সনের ২নং অধ্যাদেশ) এর অধীন উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে হুকুমদখলের কার্যধারা আরম্ভ করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

সেহেতু, এক্ষণে,উক্ত সম্পত্তি আমাদের প্রয়োজন বিধায় আমরা এতদ্বারা চুক্তি এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইতেছি যে, আমরা উক্ত অধ্যাদেশের প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পালন করিব এবং উক্ত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ প্রদান ও অন্যান্য দাবী পূরণ করিব; আমরা আরোও অঙ্গীকার করিতেছি যে, এতদসম্পর্কে সরকার কর্তৃক আরোপিত শর্তাবলী মানিয়া চলিব।

এই চুক্তি ১৯ ----------সনের----------তারিখে সম্পাদিত হইল।

তফশীল

দাগ নং----------

খতিয়ান নং----------

মৌজা----------

উপজিলা/থানা----------

মোট সম্পত্তির পরিমাণ----------

ঠিকানাসহ স্বাক্ষীগণের নাম ও স্বাক্ষর।	প্রত্যাশী সংস্থা/ব্যক্তিদের ঠিকানাসহ নাম ও স্বাক্ষর।
১।	১।
২।	২।
৩।	৩।

ফরম 'জ'

(৭ (২) বিধি দ্রষ্টব্য)

এই চুক্তিপত্র ----------পালনের ----------তারিখে বাংলাদেশ সরকার (অতঃপর সরকার নামে অভিহিত) এবং----------(অতঃপর প্রত্যাশী সংস্থা নামে অভিহিত) মধ্যে সম্পাদিত হইতেছে।

যেহেতু----------মাসে প্রত্যাশী সংস্থা/ব্যক্তি জেলা প্রশাসক----------এর নিকট স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ, ১৯৮২ এর বিধানের অধীন নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি---------- ----------স্থাপনের জন্য আবেদন করিয়াছেন এবং উপরোক্ত উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত অধিগ্রহণ প্রয়োজন ও উল্লেখিত কাজ সম্ভবতঃ জনসাধারণের কল্যাণে আসিবে এইমর্মে সন্তুষ্ট হইয়া প্রত্যাশী ব্যক্তির পক্ষে অতঃপর বর্ণিত সম্পত্তি অধিগ্রহণে সম্মত হইয়াছে,

এবং যেহেতু প্রত্যাশী সংস্থা অধ্যাদেশের ১৫ ধারার বিধান অনুসারে সরকারের সংগে---------- তারিখে চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছেন এবং সম্মত হইয়াছেন যে উক্ত সম্পত্তির জন্য ক্ষতিপূরণ ও যাবতীয় খরচ সরকারকে প্রদান করিবেন,

এবং যেহেতু জেলা প্রশাসক ---------- অধ্যাদেশের ৭ ধারার অধীন যথাসময়ে ক্ষতিপূরণ রোয়েদাদ প্রদান করিয়াছেন এবং ১১২ ধারার অধীন উক্ত সম্পত্তির দখল করিয়াছেন যাহার ফলে উহা সম্পূর্ণ দায়মুক্ত অবস্থায় সরকারে বর্তাইয়াছে,

এবং যেহেতু ---------- তারিখে জেলা প্রশাসক উক্ত সম্পত্তির দখল প্রত্যাশী সংস্থা/ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করিয়াছেন,

এবং যেহেতু প্রত্যাশী সংস্থা/ব্যক্তি তলবমত----------তারিখে----------টাকা জেলা প্রশাসকের নিকট জমা দিয়াছেন এবং যেহেতু প্রত্যাশী সংস্থা/ ব্যক্তি আরও অতিরিক্ত অর্থ প্রয়োজন হইলে পরিশোধের দায় স্বীকার করিয়াছেন,

এখন, এই চুক্তিপত্র সাক্ষ্য দেয় যে উক্ত অংগীকার অনুসারে সরকার এতদ্বারা সংযোজিত নকশায় চিহ্নিত এবং তপশিল বর্ণিত সম্পত্তির অংশ/সম্পূর্ণ রাজস্ব কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত স্বাভাবিক খাজনা/করে প্রত্যাশী সংস্থা কে ইজারা প্রদান করিলেন

এবং এতদ্বারা অংগীকার ও ঘোষণা করা হইতেছে যে, ইহার পর যদি প্রত্যাশী সংস্থা উক্ত সম্পত্তি/আংগীনা সরকারের লিখিত অনুমোদন ব্যতীত----------উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন অথবা যদি উক্ত সম্পত্তি পর পার ----------মাস অব্যবহৃত অবস্থা পড়িয়া থাকে বা দখল করা না হয় অথবা উক্ত উদ্দেশ্যের প্রয়োজন শেষ হইয়া গেলে, প্রত্যাশী সংস্থা/ব্যক্তি উক্ত সম্পত্তি সমর্পন করিবেন এবং সরকার উক্ত সম্পত্তিতে পুনরায় প্রবেশ করিতে পারিবেন এবং উহার উপর অবস্থিত সকল দালান কোঠাসহ উহার দখল গ্রহণ করিতে পারিবেন ফলে উহা সম্পূণভাবে সরকারের অধিকারে আসিবে এবং সরকার উক্ত সম্পত্তি বা উহার উপরোক্ত দালান কোঠা-বিক্রয় করিতে পারিবেন এবং এই ক্ষেত্রে সরকার দখলগ্রহণ এবং বিক্রয় সংক্রান্ত খরচ বাদ দিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থের অবশিষ্টাংশ প্রত্যাশী ব্যক্তি/সংস্থাকে প্রদান করিবেন অথবা সরকার সম্পত্তিটি উহার উপরের দালান কোঠাসহ নিজের দখলে রাখিতে পারিবেন। এইক্ষেত্রে সরকার ঐ সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রত্যাশী ব্যক্তি/ সংস্থার নিকট হইতে যে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করিয়াছে।শতকরা ২০ টাকা হারে বিধিবদ্ধ বাটা এবং প্রত্যাশী ব্যক্তি/সংস্থার নিকট হইতে গাছপালা এবং দালান কোঠা যাহার অস্তিত্ব বর্তমানে নাই, বাবদ গৃহীত কোন অর্থ বাদে। উহা ফেরত দিতে হইবে কিন্তু অধিগ্রহণের খরচ বা আনুসংগিক ব্যয় বাবদ গৃহীত অর্থ ফেরত দিতে হইবে না।

দলিলের বিষয়বস্তু বা উহার কোন সুবিধাজনক দফা অথবা উহাতে অন্তভূক্ত যে কোন বিষয়ে কোন বিরোধ অথবা মতপার্থক্য দেখা দিলে উহা নিস্পত্তির জন্য সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং এই বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং পক্ষদের উপর অবশ্য পালনীয় হইবে

তফশীল

জেলা----------উপজেলা----------

মৌজা---------- জে, এল, নং----------

জমির পরিমাণ----------সি, এস, এস, এ, আর, এস, দাগ নং----------

চৌহদ্দি উত্তরে----------পূর্বে----------পশ্চিম----------দক্ষিণে----------

সাক্ষীদের সম্মুখে প্রত্যাশী ব্যক্তি/ সংস্থা এবং সরকার নিজ নিজ পক্ষে সাধারণ সীলমোহরসহ দস্তখত করিবেন।

----------প্রত্যাশী সংস্থার সাধারণ সীলমোহর----------সাক্ষীদের সম্মুখে লাগানো হইল।

অফিস প্রধান/প্রধান/নির্বাহী কর্মকর্তা
সীলমোহরসহ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে------

জেলার জেলা প্রশাসক----কর্তৃক স্বাক্ষরিত,
সীলমোহরযুক্ত এবং প্রদত্ত হইল

(স্বাক্ষর)
জেলা প্রশাসক,
জিলা

সাক্ষীঃ

স্থাবর সম্পত্তি হুকুমদখল বিধমালা, ১৯৮২

নং এস, আর, ও ৩৭১-এল/৮২-স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (১৯৮২ সালের ২নং অধ্যাদেশ) এর ৪৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নলিখিত বিধিমালা প্রণয়ন ও জারী করিলেন, যথাঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরনামা**-এই বিধিমালা স্থাবর সম্পত্তি হুকুমদখল বিধিমালা নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।-বিষয় ও প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে এই বিধিমালায়,-

(ক) "ফরম" অর্থ এই বিধিমালায় সংযোজিত ফরম;

(খ) "অধ্যাদেশ" অর্থ অস্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হুকুমদখল অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (১৯৮২ সালের ২নং অধ্যাদেশ); এবং

(গ) "ধারা" অর্থ অধ্যাদেশের ধারা।

৩। **হুকুম দখল কার্যক্রম**।-এই অধ্যাদেশের অধীন প্রতিটি হুকুমদখল প্রস্তাবের জন্য একটি পৃথক কার্যক্রম গ্রহণ করিতেহইবে।

৪। **হুকুমদখলের আদেশ**।-১৮(১) ধারার অধীন হুকুমদললের আদেশ "ক" ফরমে প্রদান করিতে হইবে।

৫। **হুকুম দখলের জন্য ক্ষতিপূরণ**।- জেলা প্রশাসক ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করার সময় ২০ ধারায় বর্ণিত নীতিসমূহ বিবেচনা ছাড়াও দেখিবেন যে-

(ক) মালিক যে সম্পত্তির সাময়িক ভোগ দখল হইতে বঞ্চিত হইতেছে তিনি যেন এইরূপ ক্ষতি পূরণের টাকা নগদ পান,এবং

(খ) সম্পত্তিটি যদি আবাদযোগ্য ভূমি হয়, তাহা হইলে মালিক যেন শস্য হানির জন্য ক্ষতিপূরণ পান.

(২) দণ্ডায়মান ফসলের ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করার সময় ঐ ঐলাকায় একর প্রতি উৎপাদিত ফসলের গড়কে প্রতি একক ফসলের মূল্য দিয়া গুণ করিয়া বাহির করিতে হইবে।

৬। **বরাদ্দ প্রাপ্ত ব্যক্তিদের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায়**।- যখন কোন হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি কোন ব্যক্তিকে বরাদ্দ করা হয় এবং তাহার দখলে দেওয়া হয় তখন জেলা প্রশাসক ঐ ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাক্কলিত ক্ষতিপূরণের অর্থ তিনি যাহা উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ কিস্তিতে আদায় করিবেন।

৭। **হুকুমদখল মুক্তকরণ নোটিশ**।-২৪ (৩) ধারার অধীন প্রয়োজনীয় হুকুমদখল নোটিশ "খ" ফরম হইতে হইবে।

ফরম -"ক"

(বিধি ৪ দ্রষ্টব্য)

হুকুমদখল কেস নং----

স্থাবর সম্পত্তি হুকুমদখল আদেশ।

যেহেতু "ক" তফশীল বর্ণিত সম্পত্তি ---------- উদ্দেশ্যে এবং জনস্বার্থে হুকুমদখল করা প্রয়োজন,

সেহেতু, এখন অত্র অধ্যাদেশের ১৮ (১) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, আমি এতদ্বারা উক্ত সম্পত্তি হুকুমদখল করিলাম এবং নির্দেশ দিতেছি যে-

জনাব/জনাবা----------নাম----------

----------ঠিকানা----------

উক্ত সম্পত্তির মালিক/দখলদার।

(ক) আমার দ্বারা ক্ষমতা প্রদত্ত কর্মকর্তার নিকট----তারিখে উক্ত সম্পত্তির দখল প্রদান করিবেন,

(খ) নিম্নে "খ" তফসিল বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বা আমার দ্বারা ক্ষমতা প্রদত্ত কর্মকর্তা কর্তৃক লিখিতভাবে উল্লেখিত অন্য সকল অস্থাবর সম্পত্তি উক্ত সম্পত্তি হইতে অপসারণ করিবেন।

(গ) যতদিন অত্র হুকুমদখল আদেশ বহাল থাকিবে ততদিন উক্ত সম্পত্তির কোন প্রকার বিলি বন্দোবস্ত করিবেন না যাহা আমার ইচ্ছামত প্রকারে উক্ত সম্পত্তির ব্যবহার বা দখলে হস্তক্ষেপ বা বিশৃংঙ্খলা সৃষ্টি করিতে পারে।

তফসিল–ক

তফসিল–খ

তারিখ---

জেলা প্রশাসক,
---জিলা।

ফরম "খ"
(বিধি ৭ দ্রষ্টব্য)

সম্পত্তির মালিক পাওয়া না গেলে সেইক্ষেত্রে হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি মুক্ত ঘোষণা করিয়া ২৪ (৩) ধারার অধীন নোটিশ।

যেহেতু স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (১৯৮২ সালের ২নং অধ্যাদেশ) এর ১৮ ধারার অধীন----তারিখে----

নং আদেশে নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি হুকুমদখল করা হইয়াছিল, এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি হুকুমদখল মুক্ত করার সিদ্ধান্ত লওয়া হইয়াছে,

এবং যেহেতু উপরোক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণদের পাওয়া যাইতেছে না এবং তাহার/তাহাদের পক্ষে উক্ত সম্পত্তির দখল গ্রহণের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন প্রতিনিধি বা অপর কোন ব্যক্তি নাই,

সেইহেতু, এখন, উপরোক্ত অধ্যাদেশের ২৪ (৩) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, এতদ্বারা ঘোষণা করা যাইতেছে যে উক্ত সম্পত্তি হুকুমদখল হইতে মুক্ত করা হইল

তফসিল

তারিখ--

জেলা প্রশাসক,
----জিলা

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল সংক্রান্ত মামলা সুপ্রিম কোর্টের কতিপয় সিদ্ধান্তঃ

৩ ও ১৫ ধারা- জেলা প্রশাসক সম্পত্তি অধিগ্রহণের নোটিশ জারীর বৈধ কর্তৃত্ব (অধিক্ষেত্র) অর্জনের পূর্বে উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য বেসরকারী প্রত্যাশী সংস্থার সহিত একটি চুক্তি সম্পাদন অপরিহার্য। কোন চুক্তি ছাড়াই একটি অধিগ্রহণ কার্যক্রম শুরু করিয়া পরবর্তীকালে একটি চুক্তিতে পৌছিলে উহাকে বৈধকরণ বুঝায় না। যেক্ষেত্রে কোন নাগরিকের সম্পত্তির অধিকার জড়িত সেক্ষেত্রে এইরূপ পরবর্তীকালে বৈধকরণ নীতি গ্রহণযোগ্য নহে (সংকর গোপাল চট্টোপাধ্যায় এবং অন্যান্য বনাম অতিরিক্ত কমিশনার, ঢাকা ডিভিশন-১৯৮৯ বি, এল, ডি, ৫৪৬- ৪১ ডি, এল, আর ৩২৬)।

অধিগ্রহণ আইন দুইটি অবস্থায় জেলা প্রশাসককে অধিগ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে;

প্রথমঃ যদি সম্পত্তিটির প্রয়োজন হয়, দ্বিতীয়তঃ যদি সম্পত্তিটি প্রয়োজনের সম্ভাবনা থাকে। একটি সম্পত্তি হয় প্রয়োজন হইতে পারে বা প্রয়োজন হইবার সম্ভাবনা থাকিতে পারে। কিন্তু অধিগ্রহণের সময় জেলা প্রশাসক উভয় বিকল্প ব্যবস্থা তাহার থলিতে রাখিতে পারিবেন না। তাহাকে যে কোন একটি বাছিয়া লইতে হইবে। তিনি যদি উভয় মনোনয়ণ উম্মুক্ত রাখেন তাহা হইলে তিনি জানেন না যে সম্পত্তিটির আশু প্রয়োজন আছে কিনা অথবা কোন ভবিষ্যত উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হইবে কিনা। ৩ ধারার নোটিশে উভয় বিকল্প বাক্যসমষ্টির ব্যবস্থা যথাযথ মনোনিবেশের অভাব বুঝায় এবং এই কারণেই ৩ ধারার নোটিশ বাতিলযোগ্য (ঐ (নিঃ পৃঃ ৫৫১)।

সমবায় সমিতির জন্য অধিগ্রহণ জনস্বার্থের উদ্দেশ্যে অধিগ্রহণ বুঝায় না। সমবায় সমিতি অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি যে উদ্দেশ্যে ব্যবহারের প্রস্তাব করিয়াছে উহার উপর ভিত্তি করিয়া সিদ্ধান্ত নিতে হইবে যে সম্পত্তিটি জনস্বার্থে ব্যবহৃত হইবে কিনা (ঐ (নিঃ পৃঃ৫৫১)।

৩, ৪, এবং ১৭ ধারা-৩ ধারার নোটিশে সরকারী উদ্দেশ্যের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থাকিতে হইবে- বর্তমান মোকদ্দমায় সমবায় সমিতি কি উদ্দেশ্যে অধিগ্রহনকৃত সম্পত্তি ব্যবহার করিবে তাহার কোন বর্ণনা নাই-অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি কি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে উহা সংক্ষিপ্তকারে ৩ ধারার নোটিশে বর্ণনা করা বাধ্যতামূলক করণ ৪ ধারার অধীন উক্ত সম্পত্তিতে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বর্ণিত সরকারী উদ্দেশ্য চ্যালেঞ্জ করিয়া আপত্তি দাখিলের অধিকার রহিয়াছে। কিন্তু কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য যদি নোটিশে উল্লেখ করা না হয় তাহা হইলে ৪ ধারার অধীন আপত্তিকারীকে প্রদত্ত অধিকার নিষ্ফল ও মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। তাহাছাড়া ১৭ ধারার অধীন অধিগ্রহণকৃত কোন সম্পত্তি, যে উদ্দেশ্যে অধিগ্রহণ করা হইয়াছে, উহা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত ব্যবাহার করা যাইবে না। যদি এইরূপ ব্যবহার করা হয় তাহা হইলে প্রত্যাশী সংস্থা জেলা প্রশাসকের নিকট তাহার নির্দেশে উক্ত সম্পত্তি সমর্পন করিতে দায়ী থাকিবেন। যদি সরকারী উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট রাখা হয় তাহা হইলে উহা প্রত্যাশী সংস্থাকে ইচ্ছাকৃত যে কোন প্রকারে উক্ত সম্পত্তি ব্যবাহারের সুযোগ করিয়া দিবে এবং অধিগ্রহণ কর্তৃপক্ষ পরবর্তীকালে এই বিষয়ে কিছুই করিতে পারিবে না (ঐ (নিঃ পৃঃ ৫৫১)

ধারা ২ (খ) এব ৩-অধ্যাদেশের ৩ ধারার অধীন একমাত্র জেলা প্রশাসক নোটিশ জারী করিতে পারিবেন। ২ (খ) ধারানুসারে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক এবং এই অধ্যাদেশের অধীনে জেলা প্রশাসকের কোন ক্ষমতা প্রয়োগ বা তাহার উপর ন্যস্ত কোন দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য জেলা প্রশাসক কর্তৃক নিযুক্ত যে কোন কর্মকর্তা জেলা প্রশাসকের অন্তর্ভূক্ত। বর্তমান মোকদ্দমায় জেলা প্রশাসক ৩ ধারার অধীন নোটিশে দস্তখত করেন নাই। উহা ভূমি হকুমদখল কর্মকর্তা দস্তখত করিয়াছেন। কোন ক্ষমতা অর্পণ ছাড়া ভূমি হকুমদখল কর্মকর্তা কর্তৃক ৩ ধারার অধীন আদেশ ও নোটিশ জারী ক্ষমতা বহির্ভূত (ঐ (নিঃ পৃঃ ৫৫০)।

ধারা ১০ (২) এবং ৩০-

আরবীট্রেটর ক্ষতিপূরণের দাবী নির্ধারনের উদ্দেশ্যে তদন্তকালে কোন বিচারক ক্ষমতা প্রয়োগ করেন না যদিও আশা করা হয় যে তিনি বিচারিক আদর্শের আওতায় কার্য পরিচালনা করিবেন (১৯৮৮ বি, সি, আর ৬৮)।

ধারা ৩২ (৩) এবং ৩৬-

আরবীট্রেটরের রোয়েদাদ ডিক্রী হিসাবে গণ্য হইবে এবং এইরূপ রোয়েদাদে প্রদর্শীত যুক্তি দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ২(২) এবং ২(৯) এর আওতায় একটি রায় হইবে। অধ্যাদেশের ৩৬ ধারার অধীন আরবীট্রেটরের দেওয়ানী আদালতের সকল ক্ষমতা থাকিবে(ঐ)।

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল সংক্রান্ত পরিপত্রাবলী।

আইন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়।

ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার বিভাগ।

শাখা ১৮

মেমো নং ডিএ-৫৫/৮২/৪৯০ (২০) হুকুমদখল তারিখঃ ১৬/৯/৮২ ইং।

প্রাপকঃ জেলা প্রশাসক----।

বিষয়ঃ স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন ১৯৮২-এর ৪(৩) ধারা মোতাবেক নথি পেশ করার পদ্ধতি।

সরকার লক্ষ্য করিয়াছেন যে, স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইনের ৪ (৩) ধারা মোতাবেক সরকারের অনুমোদনের জন্য নথি প্রেরণ করার সময়ে জেলা প্রশাসকগণ একই পদ্ধতি অনুসরণ করেন না। ফলে ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চূড়ান্ত করিতে অযথা বিলম্ব ঘটে।

(২) অতএব সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে, উক্ত আইনের ৪ (৩) ধারা মোতাবেক জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রেরীতব্য নথির সহিত নিম্নোক্ত কাগজাদি সংযুক্ত থাকিতে হইবেঃ-

(ক) অধিগ্রহণের কার্যক্রমে নথি, প্রস্তাব ও উহার উপর জেলা প্রশাসকের প্রতিবেদন ও সুপারিশ।

(খ) ৩ ধারার নোটিশের কপি ও জারীর প্রমাণ।

(গ) আপত্তি পাওয়া গেলে তাহা এবং আপত্তিকারীকে শুনানী প্রদানের পর আপত্তির কারণসমূহের উপর জেলা প্রশাসকের মন্তব্য বারায়।

(ঘ) ভূমি বরাদ্দ কমিটির কার্যবিবরণী।

(ঙ) জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির চেয়ারম্যান কর্তৃক সত্যায়িত লে-আউট প্লান ও সাইট প্লান।

(চ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন।

(ছ) যথাযোগ্য ক্ষেত্রে ডি, আই, ডি, ডি চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র

(জ) বসতবাড়ি জড়িত থাকিলে, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সংখ্যা ইত্যাদির উপর একটি প্রতিতবেদন।

৩। সকল জেলা প্রশাসকগণকে উপরোক্ত নির্দেশ যথাযথভাবে তামিল করার জন্য অনুরোধ করা হইল।

স্বাক্ষরঃ মোঃ আকবর হোসেন

যুগ্ম সচিব (এ এন্ড এস)

আইন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়
ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার বিভাগ।
শাখা ১১

স্মারক নং পি এ বি ৭৮/৮২/২ হুকুমদখল তারিখঃ ৩রা জানুয়ারী, ১৯৮৩।

প্রাপকঃ জেলা প্রশাসক,

পাবনা

বিষয়ঃ ১৯৮২ সালের নূতন অধ্যাদেশ (১৯৮২ সালের ২নং অধ্যাদেশ) মোতাবেক ভূমি অধিগ্রহণ প্রাক্কলন ব্যয় প্রসংগে।

সূত্রঃ তাঁহার স্মারক সং ৯৯৬-এলএ (জি) তাং ২০-৯-৮২ ইং।

নির্দেশিত হইয়া নিম্ন স্বাক্ষরকারী জানাইতেছে যে, ১৯৮২ সালের স্থাবর সম্পত্তি গ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ (১৯৮২ সালের ২নং অধ্যাদেশ) মোতাবেক ভূমি অধিগ্রহণ প্রাক্কলন ব্যয় অনুমোদনের জন্য জেলা প্রশাসক প্রকৃত কর্তৃপক্ষ কিনা বা ইহাতে সরকারের অনমোদন প্রয়োজন হইবে কিনা এই মর্মে প্রশ্ন উত্থাপন করা হইয়াছে।

১৯৮২ সালের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হকমদখল আইনের বিধান মতে এই আইনের ৭ ধারা মোতাবেক জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ রোয়েদাদই উক্ত আইন বর্ণিত সালিসি বিধান সাপেক্ষে চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। অতএব, উক্ত আইনের বিধানমতে ক্ষতিপূরণের টাকার পরিমাণ যাহাই হউক না কেন জেলা প্রশাসকের অনুমোদনই চূড়ান্ত অনুমোদন। বিভাগীয় কমিশনার বা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য ইহা প্রেরণ করার প্রয়োজন নাই।

১৮৯৪ সালের ভূমি অধিগ্রহণ আইন বা ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুমদখল আইনের আওতায় ভূমি অধিগ্রহণ বা হুকুমদখল কার্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়মে বিভাগীয় কমিশনার এবং মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণের ব্যবস্থা অব্যাহত থাকিবে।

স্বাক্ষর মোঃ সিরাজুল হক,
উপ-সচিব।

আইন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়
ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার বিভাগ।
শাখা ১২

নং সা-১/৮৪/৯০২/(৬৮) হুকুমদখল তারিখঃ ৩১ শে জানুয়ারী ১৯৮৪ইং

প্রাপকঃ জেলা প্রশাসক--------

বিষয়ঃ ১৯৮২ সালের ২নং অধ্যাদেশ মোতাবেক ভূমি অধিগ্রহণ কেইস নিষ্পত্তি প্রসংগে।

নিম্ন স্বাক্ষরকারী নির্দেশিত হইয়া জানাইতেছে যে, ১৯৮২ সালের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ (১৯৮২ সালের ২নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারা মোতাবেক জেলা প্রশাসককে আপত্তি জানাইবার জন্য নোটিশ প্রদান করিতে হইবে। আপত্তি পাওয়া গেলে ৪ ধারার বিধান মোতাবেক জেলা প্রশাসক আপত্তিকারীকে শুনানী দিবেন। ১০ (দশ) বিঘা পর্যন্ত জমি অধিগ্রহণ ক্ষেত্রে কোন আপত্তি পাওয়া না গেলে জেলা প্রশাসকগণকে উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। ১০ (দশ) বিঘা পর্যন্ত ভূমি অধিগ্রহণ ক্ষেত্রে যদি আপত্তি পাওয়া যায় তবে জেলা প্রশাসক আপত্তিকারীকে শুনানী দিয়া তাহার সুপারিশসহ নথি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য বিভাগীয় কমিশনারের নিকট পেশ করিবেন।

২। উপজেলায় সরকারী প্রকল্পের ক্ষেত্রে বিভাগীয় কমিশনাগণকে ১০ (দশ) বিঘার বেশি জমি অধিগ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এই অধ্যাদেশের ৫ ধারার বিধান মতে এরূপ ক্ষেত্রে আপত্তি থাকুক বা না থাকুক অধিগ্রহণ প্রস্তাবসমূহ চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য সরকারের পরিবর্তে বিভাগীয় কমিশনারগণের নিকট পেশ করিতে হইবে। এই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ৫-১-৮৪ তারিখের এস, আর, ও, নং ৭-এল/৮৪-৭-৬/৮৩ প্রজ্ঞাপন জারী করা হইয়াছে। বেসরকারী প্রকল্পের জন্য ১০ (দশ) বিঘার বেশি জমি অধিগ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক অধিগ্রহণ আপত্তি থাকুক বা না থাকুক, তাহার সুপারিশসহ সরকারের নিকট প্রেরণ করিবেন। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন, জেলা ভূমি বন্টন কমিটির অনুমোদন সর্বনিম্ন প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত প্রত্যয়নপত্র ইত্যাদির আনুষ্ঠানিকতা যথারীতি পালন করিতে হইবে।

৩ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ৬ মাসের মধ্যে ক্ষতিপূরণের টাকা জমা দেওয়া না হইলে,অধিগ্রহণ কার্যক্রম রহিত হইয়া যাইবে। অতএব, অধিগ্রহণ কার্যক্রম যাহাতে অযথা বিলম্বিত না হয় সেই দিকে দৃষ্টি রাখিতেহইবে।

৪। এই প্রসংগে ১৮৯৪ সালের ভূমি অধিগ্রহণ আইন ও ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুমদখল আইনের আওতায় গৃহীত কার্যক্রমসমূহের প্রতি জেলা প্রশাসকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে। এই ধরনের অনেক কেইস নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আছে।

৫ পুরাতন কেইসসমূহে যথাসম্ভব দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা যাইতেছে পুরাতন ও নূতন কেইসসমূহ নিষ্পত্তির একটি মাসিক প্রতিবেদন নির্ধারিত ছকে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হইল।

স্বঃ মোঃ জিয়াজুল হক,
উপঃসচিব।

ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়

মেমো নং ডি এ- ৫৫/৮২/৬৬১ অধিগ্রহণ তারিখ ১২-১১-৮৪ ইং

প্রাপকঃ জেলা প্রশাসক-----

বিষয়ঃ ভূমি অধিগ্রহণ পদ্ধতি।

ইহা সরকারের নজরে আসিয়াছে যে, অধিকাংশ নূতন জেলাসমূহে ভূমি অধিগ্রহণ পদ্ধতি সংক্রান্ত নির্দেশাবলী পাওয়া যায় নাই। ফলে ভূমি অধিগ্রহণ কেইসমূহ যথার্থ নিরীক্ষা ব্যতিরেকেই সরকারের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হইতেছে এবং ইহাতে দ্রুত অনুমোদন প্রদান করা সম্ভব হইতেছেনা। অতএব, এই বিলম্ব পরিহারকল্পে সকলের সুবিধার্থে সরকার নিম্নোক্ত নির্দেশাবলী জারী করিলেন।

১। ভূমি অধিগ্রহণেচ্ছু কর্তৃপক্ষের প্রস্তাবের সহিত নিম্নোক্ত কাগজাদি সংযুক্ত থাকিতে হইবেঃ

(ক) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন,

(খ) সর্বনিম্ন পরিমাণ জমির প্রয়োজনীয়তা প্রত্যয়নপত্র,

(গ) লে-আউট প্লান,

(ঘ) লাল কালিতে চিহ্নিত এলাইনমেন্ট; এবং

(ঙ) জমির তফসিল।

২। জেলা প্রশাসক ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাব পাওয়ার পর সরজমিনে নিরীক্ষা করাইবেন এবং প্রস্তাবটি জিলা ভূমি বরাদ্দ কমিটিতে পেশ করিবেন।

৩। বৃহত্তর ঢাকা মহানগরীর ক্ষেত্রে প্রস্তাবটি কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটিতে পেশ করিতে হইবে।

৪। বেসরকারী প্রকল্পের ক্ষেত্রে জমির অধিগ্রহণ কার্যক্রম আরম্ভ হওয়ার পূর্বে জিলা বরাদ্দ কমিটি বা কেন্দ্রীয় বরাদ্দ কমিটির অনুমোদনের পর সরকারের অনুমোদন অবশ্যই লইতে হইবে।

৫। জেলা প্রশাসক পরে ১৯৮২ সালের ২নং অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক নির্ধারিত নিয়মে ৩ ধারার নোটিশ জারী করিবেন এবং আপত্তি গ্রহণের জন্য ১৫ দিন অপেক্ষা করিবেন।

৬। আপত্তি শুনানীর পর উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য কেস নথি চালু করিতে হইবে। একই সংগে ১৮৮২ সনের স্থাবর সম্পত্তির অধিগ্রহণ বিধিমালার ৮ বিধি অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ ধার্যের জন্য বিক্রয় টাকার অংক সংগ্রহ করিতে হইবে।

৭। ১৯৮২ সনের ২নং অধ্যাদেশ মোতাবেক ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিষয়ে বিধিমালায় কোন নির্দেশনা থাকিবে, ভূমি অধিগ্রহণ আইন ও সম্পত্তি জরুরী হকুম দখল আইনের বিধান মোতাবেক ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করিতে হইবে।

৮। ভূমি অধিগ্রহণ কেইসে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণের জন্য নথি প্রণয়নের সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে ১-৫ অনুচ্ছেদের নির্দেশাবলী যেন প্রতিপালিত হয়।

৯। প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাব হইলে প্রস্তাব অনুমোদনযোগ্য নয় বলিয়া বিবেচিত হইবে।

১০। ১৯৮২ সালের ২নং অধ্যাদেশ মোতাবেক ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিষয়ক সার্কুলার এতদসংগে সংযুক্ত করা হইল।

উপরে বর্ণিত নির্দেশানুযায়ী ভূমি অধিগ্রহণ কেইসমূহ নিষ্পত্তি করার জন্য তাহাকে অনুরোধ করা হইল।

স্বাক্ষরঃ শফিউল্লা, যুগ্ম-সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়
শাখা ১১

মেমো নং সিও-৫২/৮৪/৪৭৩ অধি তারিখঃ ২৭-১০-৮৫ ইং।

প্রাপকঃ জেলা প্রশাসক------।

বিষয়ঃ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সেচ ও বন্যা নিরোধক বাঁধ প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ কেইসের অনুমোদন।

সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়/জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদন সম্পর্কিত অত্র মন্ত্রণালয়ের ১১-৯-৮২ তারিখের সিও-৫২/৮৪/৩৪৬ অধি স্মারকের আংশিক সংশোধনক্রমে নিম্ন স্বাক্ষরকারী আদিষ্ট হইয়া জানাইতে যে, সরকার নিম্নরূপ সংশোধিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেনঃ

(ক) সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্পসমূহ সম্পর্কে উক্ত মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনই যথেষ্ট বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। উক্ত প্রকল্প সমূহ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় বা অর্থনৈতিক পরিষদের নিকট অনুমোদনের জন্য জমি অধিগ্রহণের জন্য যথেষ্ট বলিয়া জেলা প্রশাসনকে গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদনের ভিত্তিতে ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়/জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের অনুমোদন পেশ করার জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপর চাপ দেওয়ার কোন আবশ্যক নাই। কেননা পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় বা জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ প্রকল্পে কোন বড় রকমের পরিবর্তন করেন নাই।

(খ) পানি উন্নয়ন বোর্ড বা ইহার মাঠ পর্যায়ের অনুমোদিত ইউনিট ভূমি অধিগ্রহণের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে এবং চাহিবা মাত্র অর্থ জেলা প্রশাসককে দেওয়া যাইবে এইমর্মে প্রত্যায়ন পত্র প্রদান করিলে জেলা প্রশাসক ১৯৮২ সালের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইনের ৬ ধারার অধীনে কার্যক্রম আরম্ভ করিবেন।

(গ) কেন্দ্রীয়/ জেলা বরাদ্দ কমিটির অনুমোদন, সরজমিনে জরিপ, সুষ্ঠু জিনিষ পত্রের তালিকা প্রণয়ন ইত্যাদি আনুষ্ঠানিক কার্যাদি যথা নিয়মে সম্পাদন করা অব্যাহত থাকিবে।

স্বাক্ষরঃ জগন্নাথ দে
উপ-সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়
শাখা -৯

নং ২এম-৮/৮৬/রিকুইন/২৪৬ (৬১) তারিখ১৭-৫-৮৬ইং।

প্রাপকঃ জেলা প্রশাসক-----

বিষয়ঃ ভূমি হুকুম দখল প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত খাস জমির মূল্য বাবদ সালামী আদায় প্রসংগে নির্দেশাবলী।

সরকার লক্ষ্য করিতেছেন যে, বিভিন্ন ভূমি প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক পেশকৃত ভূমি দখল প্রস্তাবে এবং প্রস্তাবের সহিত প্রদত্ত স্কেচ ম্যাপ এবং সাইট প্ল্যানের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে খাস জমি অন্তর্ভুক্ত থাকে। সাধারণতঃ নিম্নবর্ণিত সংস্থাসমূহের উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ভূমি হুকুম দখল হইয়া থাকেঃ

(ক) সরকারী সংস্থা।

(খ) স্বায়ত্তশাসিত/আধা সরকারী সংস্থা।

(গ) ব্যক্তি মালিকানাধীন সংস্থা।

সরকারী সংস্থার জন্য ভূমি দখল প্রস্তাবে খাস জমি অন্তর্ভুক্ত থাকিলে উহা প্রয়োজনীয় সেলামী ব্যতিরেকে হুকুম দখল প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে হস্তান্তরিত করা যায়। কিন্তু সমস্ত আধা সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার বাৎসরিক উন্নয়ন বাজেটের আওতায় গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ভূমি দখল প্রস্তাবে ব্যক্তিমালিকানাধীন জমির সহিত খাস জমি অন্তর্ভুক্ত থাকিলে উহা উক্ত সংস্থার অনুকূলে ভিন্ন খতিয়ানে রেকর্ড করা হয়। কোন কোন আধা সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত হয় এবংবিধ সংস্থার প্রকল্পের প্রাক্কলনে জমি সংগ্রহের ব্যয় ধার্য হয়। সুতরাং উল্লেখিত সংস্থা সমূহের প্রস্তাবে খাস জমি অন্তর্ভুক্ত থাকিলে উহা বিনা মূল্যে হস্তান্তরিত করা যুক্তিযুক্ত নয়। ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমি দখল প্রস্তাবের ক্ষেত্রেও একই বিষয় বিবেচ্য। এমতাবস্থায়, কোন আধা সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা এবং ব্যক্তিমালিকানধীন সংস্থার জন্য ভূমি দখল প্রস্তাবে খাস জমি অন্তর্ভুক্ত থাকিলে উক্ত খাস জমির জন্য সেলামী ধার্য ও তাহা আদায় করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

২। উপরে বর্ণিত অবস্থার প্রেক্ষিতে সরকার ভূমি দখল প্রস্তাবে খাস জমি অন্তর্ভুক্ত থাকিলে উহার সেলামী আদায়ের ব্যাপারে নিম্ন লিখিত সিদ্ধান্ত নিম্নস্বাক্ষরকারী নির্দেশিত হইয়া জ্ঞাপন করিতেছেঃ

(ক) প্রত্যাশী সংস্থা পুরোপুরি সরকারী হইলে উক্ত সংস্থার জন্য ভূমি দখল প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত খাস জমির জন্য কোন প্রকার সেলামী দিতে হইবে না। হুকুম দখলকৃত ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমি হস্তান্তরের সময় উক্ত খাস জমিও সরকারী প্রত্যাশী সংস্থার অনুকূলে সেলামী ব্যতিরেকে হস্তান্তরিত হইবে এবংবিধ হস্তান্তরিত খাস জমির উপর সরকারী সংস্থার কোন স্থায়ী মালিকানা সৃষ্টি হইবে না এবং ভবিষ্যতে জেলা প্রশাসনের অনুমতি ব্যতীত উক্ত সংস্থা প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত এবং ইহার অনুকূলে হস্তান্তর করিতে পারিবে না। ভবিষ্যতে প্রয়োজনে না লাগিলে উক্ত সরকারী সংস্থা তাহারা প্রশাসনের বরাবরে ন্যস্ত করিবেন।

(খ) আধা সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত এবং ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সংস্থার প্রকল্পসমূহের জন্য ভূমি দখল প্রস্তাবে খাস জমি অন্তর্ভুক্ত থাকিলে উক্ত জমির ক্ষতিপূরণ বাবদ সেলামী ধার্য করিয়া তাহা প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক জমাকৃত ক্ষতিপূরণের অর্থ হইতে সমন্বয়ের মাধ্যমে আদায়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং উক্ত জমির সেলামী প্রকল্প ভুক্ত ব্যক্তিমালিকানাধীন সংলগ্ন জমির একর প্রতি যে হারে ক্ষতিপূরণ ধার্য হয় সেই হারেই ধার্য হইবে। তবে আধা সরকারী ও বিধিবদ্ধ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার ক্ষেত্রে ১৯৮২ সালের স্থাবর সম্পত্তি বাধ্যতামুলকভাবে অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশের ১১৯৮২ সালের ২ নং অধ্যাদেশ ৮(২) ধারার বিধান মোতাবেক ২০% অধিক হারে যে ক্ষতি পুরণ ধার্য হয় উল্লেখিত ক্ষেত্রে ইহা আরোপ করা হইবে না। সংশ্লিষ্ট খাস জমির মূল্য বাবদ সেলামী ভূমি প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত মোট ক্ষতিপূরণের অর্থ হইতে আদায়করতঃ উহা "৭-ভূমি রাজস্ব নানাবিধ আদায়" খাতে জমা দিতে হইবে এবং তদনুযায়ী অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা রাজস্ব অফিসারকে অবহিত করিতে হইবে।

(গ) ১৮৯৪ সালের ভূমি দখল আইন এবং ১৯৪৮ সালের (জরুরী) সম্পত্তি হুকুমদখল আইনের আওতায় আধা সরকারী, বিধিবদ্ধ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও ব্যক্তিমালিকানাধীন সংস্থার অনুকূলে গৃহীত ভূমি দখল কেসে অন্তর্ভুক্ত খাস জমি বাবদ প্রত্যাশী সংস্থার নিকট সেলামী আদায় করা না হইলে যদি চূড়ান্ত প্রাক্কলন ইতিমধ্যে প্রণীত না হয় এবং প্রাক্কলিত ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান না করা হয়, তাহা হইলে উক্ত চূড়ান্ত প্রক্কলনের খাস জমির সেলামী বাবদ ক্ষতিপূরণের অর্থ ধার্য করিতে হইবে এবং (খ) উপচ্ছেদে বর্ণিত ব্যবস্থা মোতাবেক তাহা আদায় করিয়া সংশ্লিষ্ট খাতে জমা দিতে হইবে। তবে আধা সরকারী ও বিধিবদ্ধ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার ক্ষেত্রে খাস জমি হস্তান্তর বাবদ ১৮৯৪ সনের ভূমি দখল আইনের ২৩(২) ধারা মোতাবেক ১৫% হারে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যবস্থা আরোপ করা হইবেনা।

৩। উপরোক্ত ব্যবস্থা অনতিবিলম্বে কার্যকর হইবে।

স্বাক্ষরঃ জগন্নাথ দে
উপ-সচিব (আর)
ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়

ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়
শাখা ৯

স্মারক নং ২ এম-১১/৮৫/রিকুহন/২৪৫(৬১) তারিখঃ ১৮-৫-৮৬ইং

প্রাপকঃ জেলা প্রশাসক————

বিষয়ঃ অধিগ্রহণকৃত জমির দখল পূর্ব ভূমি উন্নয়ন কর আদায় ব্যবস্থা ও অংগীকার পত্র সম্পাদনের জন্য নন জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম সরবরাহ সম্পর্কে নির্দেশাবলী।

বিভিন্ন জেলা হইতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, ভূমি হুকুম দখল প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পাদনে বিলম্ব হওয়ার জন্য অন্যান্য কারণের মধ্যে নিম্নবর্ণিত কারণসমূহ উল্লেখযোগ্যঃ

(ক) ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি হুকুম দখল পূর্ব বকেয়া ও চলতি ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের জন্য জেলা প্রশাসন কর্তৃক শর্ত আরোপ।

(খ) স্থানীয়ভাবে ক্ষতিপূরণ প্রদানের সময় প্রত্যন্ত অঞ্চলের ক্ষতিপূরণ গ্রহীতা জমির মালিক এবং স্বাবলম্বন ব্যক্তিদের পক্ষে অংগীকারপত্র সম্পাদনের নিমিত্ত নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্প সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়না বিধায় ক্ষতিপূরণ প্রদান ও জমির অধিগ্রহণে বিলম্ব।

২। উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলি পর্যালোচনা করিয়া আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়ের পরামর্শক্রমে সরকার হুকুম দখলকৃত জমি এবং সম্পত্তি বাবদ বকেয়া এবং চলতি ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের জন্য নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেনঃ

(ক) জেলা প্রশাসন হুকুম দখলকৃত জমির ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানের সময় উক্ত জমি প্রত্যাশী সংস্কার নিকট হস্তান্তর করার পূর্ব সময়ের বকেয়াসহ ভূমি উন্নয়ন কর ইত্যাদি ক্ষতিপূরণ গ্রহণকারী স্বাবলম্বন ব্যক্তিদের নিকট হইতে আদায়ের ব্যবস্থা করিবেন। এই জন্য স্বার্থবান ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ গ্রহণের পূর্বে দখল পূর্বদিন পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বকেয়াসহ হাল খাজনা পরিশোধ করিয়া ক্ষতিপূরণের অর্থ গ্রহণকালে খাজনা প্রদানের চেক দাখিলা দেখাইবার জন্য সংশ্লিষ্ট নোটিশে নির্দেশ দিতে হইবে।

(খ) স্বার্থবান ব্যক্তিদের সুবিধার্থে ক্ষতিপূরণ প্রদানের সময়ও ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের ব্যবস্থা করা যাইবে। এই ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানের তারিখে সংশ্লিষ্ট এলাকার তহসিলদারকে পূর্ব অবগত করিয়া তাহাকে খাজনার রশিদ, রেজিষ্টার ২, আদায় রেজিষ্টার এবং অন্যান্য প্রাযংগিক রেজিষ্টারসহ হাজির থাকিতে নির্দেশ দিতে হইবে।

(গ) কোন স্বার্থবান ব্যক্তি যদি ক্ষতিপূরণের অর্থ হইতে সমন্বয়সাধান পূর্বক তাহার নিকট হইতে প্রাপ্তব্য ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ে সম্মতি প্রদান করেন, তাহা হইলে বকেয়াসহ হাল ভূমি উন্নয়ন কর মোট ক্ষতিপূরণের পরিমাণ হইতে বাদ দিয়া ক্ষতিপূরণ গ্রহণকারী/এওয়ার্ডিকে চেক ও যে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নগদ ক্ষতিপূরণের অর্থ দিবেন এবং তাহার নিকট হইতে প্রাপ্তব্য ভূমি-উন্নয়ন করের সমতুল্য আরো একটি চেক তহসিলদারকে প্রদান করিবেন। তহসিলদার উক্ত চেক নগদ অর্থ গ্রহণ পূর্বক এওয়ার্ডিকে খাজনার রসিদ প্রদান করিবেন এবং ভূমি উন্নয়ন কর বাবদ আদায়কৃত অর্থ বা চেক হস্তান্তরের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে জমা দিবে।

(ঘ) যদি কোন স্বার্থবান ব্যক্তি/এওয়ার্ডি ক্ষতিপূরণের অর্থ গ্রহণের পূর্বে প্রাপ্তব্য ভূমি উন্নয়ন কর দিতে অস্বীকার করেন বা অপারগ হন তাহা হইলে ১৯১৩ সনের পাবলিক ডিমান্ড রিকভারী আইনের সংশ্লিষ্ট বিধান অনুযায়ী সার্টিফিকেট পদ্ধতির মাধ্যমে তাহা আদায়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহা আদায়ের জন্য ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণের অর্থ সংলগ্ন (এ্যাটাচমেন্ট) ক্রোক করা যাইবে না।

(ঙ) ১৯৮৪ সনের ভূমি দখল আইন এবং ১৯৪৮ সনের (জরুরী) সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের আওতায় অধিগ্রহণ কৃত জমির দখল পূর্ব খাজনা ও অন্যান্য কর এবং সেস সাময়িক ক্ষতিপূরণ প্রদানের সময় আদায় করা না হইয়া থাকিলে চূড়ান্ত ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদাণের সময় উক্ত প্রাপ্তিযোগ্য দাবী ১৯৫০ সনের ষ্টেট একুইজিশন এবং টিন্যানসী আইনের বিধানমতে তামাদি না হইলে, আদায়ের ব্যবস্থা করা যাইবে।

(চ) অধিগ্রহণকৃত জমির দখলপূর্ব খাজনা বা ভূমি উন্নয়ন কর ক্ষতিপূরন প্রদানের সময় আদায়ের ক্ষেত্রে যাহাতে জমি/সম্পত্তি মালিকগণ হয়রানির শিকার না হন এবং ভূমি উন্নয়ন কর দেওয়া হয় নাই বিধায় ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান করা

যাইবে না এই যুক্তিতে ভূমি দখল কেস নিষ্পত্তি এবং প্রত্যাশী সংস্থাকে দখল বুঝাইয়া দিতে অহেতুক বিলম্ব না হয় জেলা প্রশাসন সেই দিকে সবিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন।

৩। অধিগ্রহণকৃত জমি/সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ প্রদান ত্বরান্বিত করিবার জন্য সরকার আরো সিদ্ধান্ত গ্রহন করিয়াছেন যে, ক্ষতিপূরণ গ্রহণকারীকে চাহিদা মোতাবেক বন্ড সম্পাদনের সুবিধার্থে এখন হইতে পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট প্রত্যাশী সংস্থা প্রয়োজনীয় সংখ্যক নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্প সরবরাহ করিবেন।

৪। উপরোক্ত নির্দেশ মোতাবেক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হইল। এই সার্কুলারের প্রতিলিপি সমস্ত অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা রাজস্ব অফিসারকে দিতে হইবে।

স্বাক্ষরঃ জগন্নাথ দে
প-সচিব (আর)

ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়
শাখা ১১

স্মারক নং জি, এল-৪/৮৬/১৪৭/(৬৪) তারিখ ২২-৫-১৯৮৬ইং।

প্রাপকঃ জেলা প্রশাসক, ———— (সকলে)।

বিষয়ঃ বন্দর কর্তৃপক্ষসহ বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার অনুকূলে হুকুমদখলকৃত কিন্তু অব্যবহৃত প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমি পুনঃ গ্রহণ ও ইহার ব্যবহার সম্পর্কে নির্দেশাবলী ও সার্কুলার।

নিম্নস্বাক্ষরকারী নির্দেশিত হইয়া জানাইতেছে যে, বন্দর কর্তৃপক্ষসহ বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট আইনের বিধান অনুযায়ী প্রভূত পরিমাণ জমি বিভিন্ন সময়ে হুকুম দখল করিয়া দেওয়া হয়। সরকার লক্ষ্য করিয়াছেন যে, কোন ক্ষেত্রে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমি উক্ত সংস্থাসমূহের জন্য হুকুম দখল করা হইয়াছিল। এবংবিধ জমির বৃহৎ প্রত্যাশী সংস্থা অভীষ্ঠ উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করিয়া উচ্চ হারে লীজ দিয়া ভাড়া আদায় করিতেছে। হুকুম দখলকৃত জমির এবংবিধ ব্যবহার আইনের পরিপন্থী। প্রত্যাশী সংস্থা কোনক্রমেই ঐ ধরনের জমি লীজ মারফৎ অর্থ উপার্জনের উৎস হিসাবে ব্যবহার করিতে পারেন না। বিষয়টি মন্ত্রি পরিষদে আলোচিত হয়। মন্ত্রী পরিষদের নির্দেশ মোতাকে ও আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়ের অভিমত গ্রহণ পূর্বক বন্দর কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার জন্য হুকুম দখলকৃত অতিরিক্ত জমি কিভাবে ব্যবহৃত হইবে সে সম্পর্কে অত্র মন্ত্রনালয় অনুসরণ এবং কার্যকর করিবার জন্য নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেনঃ

(ক) ১৮৯৪ সনের ভূমি দখল আইন এবং ১৯৪৮ সনের (জরুরী) সম্পত্তি হুকুমদখল আইনের আওতায় বন্দর কর্তৃপক্ষ, অন্যান্য স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রকল্পের জন্য চূড়ান্তভাবে অধিগ্রহণকৃত এবং দলিল সম্পাদনের মাধ্যমে হস্তান্তরিত অতিরিক্ত এবং অব্যবহৃত জমি থাকিলে এবং তাহা প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক লীজদেওয়া হইয়া থাকিলে জেলা প্রশাসক সংশ্লিষ্ট প্রত্যাশী সংস্থাকে সমত। হস্তান্তর দলিলের (ডি অব অ্যাগ্রিমেন্ট/টোলফার) চুক্তিবরখেলাপের জন্য কেন এই জমি পুনঃগ্রহণ করিয়া সরকারী দখলে আনা হইবে না এই মর্মে প্রথমে নোটিশ জারী করিবেন। প্রত্যাশী সংস্থাকে ইহার জবাব প্রদানের জন্য ৩০ দিন সময় দেওয়া হইবে। অতঃপর জেলা প্রশাসক শুনানী দিবেন এবং প্রত্যাশী সংস্থা সমত/ হস্তান্তর দলিলের বর্ণিত শর্তসমূহ এবং ১৯৪৮ সনের (জরুরী) সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ১১ ধারার বর্ণিত শর্ত বরখেলাপ করিল কিনা তাহা যাচাই করিয়া অতিরিক্ত ও অব্যবহৃত জমি পুনঃগ্রহণ (রিভিউ) করিবেন।

(খ) প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক (ক) অনুচ্ছেদে বর্ণিত জমি লীজ দিয়া অর্থেরহিসাবজেলা প্রশাসন গ্রহণ করিবেন এবং এ যাবৎ লীজ অর্থ প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হইতে আদায় করিয়া সরকারী কোষাগারে জমা দিবেন। কত অর্থ এই বাবদ আদায় করতঃ সরকারী কোষাগারে জমা দেওয়াহইল এই মর্মে জেলা প্রশাসন অত্র মন্ত্রণালয়কে অবতি করিবেন।

(গ) যে সমস্ত জমি (১) (ক) অনুচ্ছেদে বর্ণিত আইনের আওতায় এখনও চূড়ান্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান ও গেজেটে বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক চূড়ান্তভাবে হুকুম দখল করা হয় নাই তাহা জেলা প্রশাসক অনতিবিলম্বে প্রত্যাশী সংস্থারনিকট হইতে পুনঃ গ্রহণ করিবেন এবং নিয়মানুযায়ী আনয়ন করিয়া লীজ দিয়া লীজ বাবদ আদায়কৃত অর্থ সরকারী কোষাগারে "৭-ভূমি রাজস্ব বিবিধ আদায়" খাতে জমা দিবেন। এবংবিধ জমি চূড়ান্তভাবে অধিগ্রহণের কাজ স্বত্বর সমাপন করিয়া জেলা প্রশাসন উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়নের পর্যায় ও অগ্রগতির ভিত্তিতে নিশ্চিত হইয়া প্রয়োজনানুসারে কিস্তিতে প্রত্যাশী সংস্থার নিকট প্রত্যার্পন করিবেন। তাহা ছাড়া যে সমস্ত প্রত্যাশী সংস্থা এ ধরনের জমি লীজ দিয়া উপার্জন করিয়াছেন, উক্ত লীজ বাবদ এ পর্যন্ত আদায়কৃত অর্থ প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হইতে আদায় করিয়া সরকারী কোষাগারে জমা দিবেন।

(ঘ) যে ক্ষেত্রে জমির মালিকগণ অব্যবহৃত রাখিবার কারণে প্রত্যাশী সংস্থার অতিরিক্তহেতু জমি ফেরত চাহিবেন, সেক্ষেত্রে জেলা প্রশাসন এবংবিধ কেস বিচার বিবেচনা প্রতিবেদন মন্তব্যসহ অত্র মন্ত্রণালয়ে পাঠাইবেন। মন্ত্রণালয় প্রতিটি কেইসের নিজস্ব সুবিধা অসুবিধা (মেরিট) বিবেচনাপূর্বকসিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

২। উপরোক্তনির্দেশ অনতিবিলম্বে কার্যকরীহইবে এবং জেলা প্রশাসন তাহা বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

স্বাক্ষরঃ জগন্নাথ দে
উপ-সচিব (আর)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা নং ১২

স্বাক্ষর নং ভূঃমঃ/শা-১২/বিবিধ ৩/৮৮/৩৩ একুইন

তারিখঃ ০৫-১০-৯৫বাং / ১৮-১-৮৯ইং

বিষয়ঃ প্রস্তাবিত প্রকল্পের জমি হুকুম দখল প্রস্তাবের চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রসংগে।

ভূমি হুকুম দখলের প্রস্তাবনাতে প্রত্যাশী সংস্থা প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন এর কপি প্রদান করিয়া থাকে। প্রত্যাশী সংস্থা জমির পরিমাণ উল্লেখ পূর্বক সঠিক প্রশাসনিক অনুমোদন এ কপি না দিয়া এমনকি পি, পি, এর কপিও না দিয়া অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ECNEC এর সভার কার্যবিবরণীর কপি প্রদান করিয়া থাকে। তাহাছাড়া মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদনের পত্রে সময় সময় জমির পরিমাণ উল্লেখ থাকে না। ইহাতে ভূমি হুকুম দখল কার্যক্রমে অত্র মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনে বিলম্ব হওয়াটা অত্র মন্ত্রণালয়ের কাম্য নয়।

এমতাবস্থায় জমির হুকুম দখলের চূড়ান্ত অনুমোদন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে উপরোক্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী আদিষ্ট হইয়া তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছে।

(বজলুর রহমান সিকদার)
উপ-সচিব-(৪)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা–১০

স্মারক নং-ভূঃধঃ/শাঃ-১০/হঃদঃ/সাধারণ- ২/৮৯/৭(২৩০) একুইন তারিখ ১২-১০-৯৫বাং / ২৫-১-৮৯ইং

সার্কুলার

এতদ্বারা সকলের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে ১৯৮২ সনের২ নং অধ্যাদেশ এর বিধান অনুযায়ী ১০(দশ) বিঘার অতিরিক্ত জমি হুকুম দখলের জন্য সরকারের অনুমতির প্রয়োজন হয়। এখন সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে, মহামান্য রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদন ছাড়া সরকারী/বেসরকারী প্রকল্প/শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য ১০ (দশ) বিঘার বেশী জমি হুকুম দখল করা যাইবে।

অতএব, ১০(দশ) বিঘার অতিরিক্ত জমি হুকুম দখলের কোন প্রস্তাব পাওয়া গেলে তাহা যথাযথ কাগজ পত্রসহ মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য অত্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিতে সকলকে নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে।

(বজলুর রহমান সিকদার)
উপ–সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা–১০

স্মর নংঃ ভূঃমঃ/শাঃ ১০ হঃ দঃ/ সাধারণ- ৪৪/৮৮/৯৯(১২৮) একুইন . তারিখঃ ২০-১০-৯৫বাং / ০২-০২-৮৯ইং

সার্কুলার

ভূমি হুকুম দখল সংক্রান্ত বিষয়ে জেলাসমূহ হইতে মাঝে মাঝে যে সব নথি/পত্রাদি পাওয়া যায় তাতে অনেক ক্ষেত্রেই প্রেরকের নাম ও পদবীর উল্লেখ থাকে না। এ ছাড়া জেলা ও উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রেরিত প্রতিবেদন,ম্যাপ, তালিকা ইত্যাদিতে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের স্বাক্ষর/অনুস্বাক্ষর থাকলেও কখনও কখনও পদবীর উল্লেক থাকে না। কোন কোন ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নথিতে হুকুম দখল বিষয়ক রেকর্ড সমূহ যেমন- এওয়ার্ড লিষ্ট, দখল হস্তান্তরের সনদপত্র, ক্ষতিপুরণের প্রাক্কলন ম্যাপ, যুক্তদস্তের প্রতিবেদন ইত্যাদিতে স্বাক্ষর থাকলেও নাম পদবী সম্বলিত সীল না থাকায় প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীকে সনাক্ত করা সম্ভব হয় না। ফলে বিশেষ পরিস্থিতিতে বিব্রতকর অবস্থায় সৃষ্টি হয়।

উপরোক্ত অবস্থা নিরসনের নিমিত্তে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, ভূমি হুকুম দখল সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী, যথা–জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলাপ্রশাসক, এল, এ, ও, অতিরিক্ত এ, ল, এ, ও, কানুনগো ও সর্বোয়ারগণ যে যেখানে স্বাক্ষর/অনুস্বাক্ষর করবেন সে সকল স্থানে অবশ্যই রাবার সীল ব্যবহার করবেন এবং ঐ সীলে পুর্ন নাম ও পদবীর উল্লেখ থাকবে। জেলা অফিসের ভূমি হুকুম দখল সংক্রান্ত নথি সমুহেও যে যে স্থানে স্বাক্ষর থাকবে সেইসেই স্থানে অবশ্যই এধরনের সীল দিতে হবে। এতদ্বাতীত সকল প্রকার চিঠি পত্র স্বাক্ষরকারীর পুর্ণনাম থাকতে হবে।

ইহা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরিত হল।

(বজলুর রহমান সিকদার)
উপ–সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা নং ১১।

নং-ভূঃমঃ/শা ১১/হঃদঃ/ কু-৬৬/৮৯/৬৪৮/(৬৪)

তারিখ ১৯-৮-৮৯ইং / ০৩-০৫-১৬বাং

প্রাপক: জেলা প্রশাসক ----------

বিষয়: ভূমি হুকুম দখলের সরকারী অনুমোদন।

ইদানীং লক্ষ্য করা যাচ্ছেযে, অধিকাংশ জেলা থেকে জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত সরকারী অনুমোদনেরজন্য প্রেরিত এল, এ, কেসের নথিতে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি যথাযথভাবে সন্নিবেশিত হয় না। ফলে দ্রুত অনুমোদনের কার্যক্রম বিলম্বিত হয়। অনতিপ্রেত বিলম্ব পরিহারের লক্ষ্যে যে যে ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন অপরিহার্য সে সব ক্ষেত্রে প্রতিটি এল, এ কেসে নিম্নেবর্ণিত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত নথির সাথে অবশ্যই সংযুক্ত করতে হবে

(ক) প্রত্যাশী সংস্থার প্রস্তাব

(খ) জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির কার্যবিবরণী

(গ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন

(ঘ) সর্বনিম্ন পরিমাণ জমির প্রয়োজনীয়তা প্রত্যয়ন পত্র।

(ঙ) লে আউট প্ল্যান-২ কপি

(চ) সংশ্লিষ্ট পুরো মৌজার ম্যাপ-৭ কপি। (প্রস্তাবিত জমির এলাইনমেন্ট চিহ্নিতকরণ পূর্বক)

(ছ) জমির তফসিল

(জ) প্রকল্প ছক (প্রতি প্রকল্পের জন্য একটি)

(ঝ) প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা (১) আবাসিক ভবন/অফিসের ক্ষেত্রে ভবনের সংখ্যা প্রতিটির আয়তন, কত তলা বিশিষ্ট, কত সংখ্যক এবং কোন শ্রেণীর কর্মচারী/কর্মকর্তা/ পরিবারের জন্য।

(২) বাঁধ/রাস্তার ক্ষেত্রে- দৈর্ঘ, প্রস্থ, কিংবা কালভার্ট থাকিলে তার সংখ্যা।

(৩) খালের ক্ষেত্রে-দৈর্ঘ ও প্রস্ত ইত্যাদি।

(ঞ) প্রকল্পের উদ্দেশ্যে, উপযোগীতা, তাৎক্ষনিক ও দীর্ঘমেয়াদী, অর্থনৈতিক সামাজিক সুফল।

২।-এ প্রসংগে অত্র মন্তণালয়ের ডি-এ ৫৫/৮২/৬৬১ অধিগ্রহণ তারিখ ১২-১১-৮৪ ইং স্মারক উল্লেখিত প্রস্থ স্মতব্য।

(সৈয়দ- মোঃ সোলায়মান)
(যুগ্ম-সচিব(উন্নয়ন))।
তারিখঃ ১৯/৮/৮৯ইং
০৩/০৫/৯৬ বাংলা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
ভূমি মন্ত্রণালয়,
শাখা নং–১১

নং- ভূঃমঃ/শাঃ১১/হুঃর্দঃ/চট–৩৭/৮৯-১৪(৪), তারিখ ২০-০৯-৯৬বাং / ০৩-০১-৯০ইং

প্রাপকঃ বিভাগীয় কমিশনার,
খুলনা

বিষয়ঃ এল, এ, কেসের চূড়ান্ত প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসংগে।

ইদানিং লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ১৯৪৮ সনের(সম্পত্তি) জরুরী অধিগ্রহণ আইনের আওতায় চালুকৃত যে সকল এল, এ, কেসের চূড়ান্ত প্রাক্কলন বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের জন্য প্রেরিত হয়, তার মধ্যে কোন কোন কেস বিভাগীয় পর্যায়ে সঠিকভাবে পরীক্ষা করা হয় না। অধিকাংশ কেস নথির সাথে প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র এবং সংশ্লিষ্ট ভূমি বরাদ্দ কমিটির অনুমোদন সম্বলিত কার্য বিবরণীর কপি থাকে না। এছাড়া কোন কেসের খসড়া ও চূড়ান্ত প্রাক্কলনে জমির পরিমানের তারতম্যের কারণ সম্পর্কে নথিতে ব্যাখ্যা থাকে না। দু'একটি ক্ষেত্রে সাব রেজিষ্ট্রারের স্বাক্ষরবিহীন জমি বিক্রয় দলিলের মূল্য তালিকা ও নথিতে সংযোজিত পাওয়া গিয়াছে। বিধি মোতাকে ক্ষতিগ্রস্ত মালিকদের খসড়া প্রাক্কলন অনুযায়ী ঘরবাড়ী গাছপালার শতকরা একশ ভাগ ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করা হলেও মাঝে মধ্যে চূড়ান্ত প্রাক্কলনে উক্ত খাতে হ্রাস-বৃদ্ধি দেখানো হয়। ৩ ধারার নোটিশ জারী করার পর স্বল্পতম সময়ের ব্যবধানে ৫(১ক) ও ৫(৩) ধারার নোটিশ জারী করা প্রয়োজন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ৩ ধারার নোটিশ জারীর দীর্ঘ সময় পরে ৫(১ক) ও ৫(৩) ধারার নোটিশ জারী করা হয়। ৫(১ক) এবং ৫(৩) ধারার নোটিশ জারীর বিলম্বের কারনে জমির মূল্য বৃদ্ধি পায়। ফলে খসড়া প্রাক্কলনের তুলনায় চূড়ান্ত প্রাক্কলনে শতকরা ২০ ভাগেরবেশী মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। বিলম্বে নোটিশ জারীর কারণ ইত্যাদির ব্যাপারেও কোন ব্যাখ্যা নথিতে থাকে না। খসড়া প্রাক্কলনের তুলনায় চূড়ান্ত প্রাক্কলনে শতকরা ২০ ভাগের বেশী মূল্য বৃদ্ধি পেলে মন্ত্রণালয়ের পক্ষে অনুমোদন দেয়া সম্ভব নয়। এতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগন অযথা হয়রানীর শিকার হচ্ছেন। অতি সম্প্রতি প্রাপ্ত একটি নথিতে দেখা গেছে যে, ৩ ধারার নোটিশ জারীর খসড়া প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। ইদানিং জেলা প্রশাসকগনের কাছ থেকে অনিস্পত্তিকৃত এল, এ, কেস সমূহের তালিকা পর্যালোচনা কালে দেখা গেছে যে, ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুর) অধিগ্রহণ আইনাধীন কিছু সংখ্যক কেস শুধু মাত্র গেজেট বিজ্ঞপ্তির জন্য এখনও অনিস্পত্তি অবস্থায় পড়ে আছে।

২। বিভাগীয় পর্যায়ে উপরোক্ত বিষয়াদি পুংখানুপুংখরূপে পরীক্ষা করা হলে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হতে পারে। এতে ক্ষতিগ্রস্থ জনসাধারণ অপেক্ষাকৃত কম সময়ে তাদের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণের অর্থ পেতে সমর্থ হবে বলে আশা করা যায়।

এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাকে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

স্বা/সৈয়দ মোঃ সোলায়মান।
যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
ভূমি মন্ত্রণালয়,
শাখা নং-১০

স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-১০ঃহঃদঃ/সাধারণ-২০/৮৮/৩৭০(৬৪) একুইন তারিখ ০২-০২-৯৭বাং / ১৭-০৫-৯০ইং

প্রেরকঃ এ, জেড, এম, নাহিরুদ্দিন,
সচিব,
ভূমি মন্ত্রণালয়।

প্রাপকঃ জেলা প্রশাসক।

বিষয়ঃ সরকারী/ বিভিন্ন স্বায়ত্ত শাসিত সংস্থার অনুকূলে হুকুম দখলকৃত অব্যবহৃত জমি পুনঃগ্রহণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহার প্রসংগে।

সূত্রঃ ভূমি মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-জি, এস- ৪/৮৬/১৪৭(৬৪)-একুইন তারিখ ২২-৫-৮৬ ইং।

সরকারী/বিভিন্ন স্বায়ত্ত শাসিত সংস্থার অনুকূলে হুকুম দখলকৃত অব্যবহৃত জমি পুনঃগ্রহণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহার প্রসংগে সূত্রে উল্লেখিত স্মারকে বর্ণিত বিষয়ের আলোকে বিভিন্ন জেলায় প্রয়োজনীয় কার্য্যক্রম গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তুগভীর উদ্বেগের সতি রক্ষ্য করা গিয়াছে যে, জেলা প্রশাসকগণ এবিষয়ে আশানুরুপ কার্য্যক্রম গ্রহণ করেন নাই। ফলে বিপুল পরিমাণ হুকুম দখলকৃত জমি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে।

২। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ১৯৮২ সনের ২ নং অধ্যাদেশের ১৮ (৩) ধারায় বিধানমতে দখল নেওয়ার তারিখ হইতে সরকারের অনুমতি ব্যতিরেকে ২ বৎসরের অধিকাল এবং এল, এ, ম্যানুয়েলের ৯০(২) ধারার বিধান মতে ৩ বৎসরের অধিককাল কোন জমি প্রত্যাণী সংস্থা হুকুম দখল করা হইয়াছে সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করা হইলে অথবা প্রয়োজনের অতিরিক্ত অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে উক্ত জমি এল, এ, ম্যানুয়েলের নির্বাহী আদেশের ১৩৫ ও ১৩৮ নং অনুচ্ছেদ এবং ১৯৮২ সনের ২ নং অধ্যাদেশের ১৭(২) ধারা মতে প্রত্যাশী সংস্থা রক্ষণাবেক্ষণ/ব্যবস্থাপনার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়/কালেকটর বরাবরে প্রত্যার্পন করার বিধান আছে। অধিগ্রহণকৃত অব্যবহৃত জমি যাহা ভবিষ্যতে প্রকল্পের কাজে প্রয়োজন হইতে পারে তাহা প্রত্যার্পনের পরিবর্তে নির্বাহী আদেশের ১৩৭ (২) নং অনুচ্ছেদের বিধান মতে ভূমি মন্ত্রণালয় অনুকূলে হস্তান্তর করিতে হইবে। যে জমি প্রকল্পের কাজে ভবিষ্যতে প্রয়োজন হইবে না তাহা নির্বাহী আদেশের ১৩৭(৩) ধারার বিধান মতে ব্যবস্থাপনার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে প্রত্যার্পন করিতে হইবে। কোন সংস্থা প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমি প্রত্যার্পন/হস্তান্তর করিতে গড়িমসি অনীহা প্রকাশ করিলে ১৯৮২ সনের ২ নং অধ্যাদেশের ১৭ নং ধারা এবং এল, এ, ম্যানুয়েলের নির্বাহী আদেশের ১৩৫ ও ১৩৮ নং অনুচ্ছেদের বিধান মতে একটি নির্দিষ্ট সময়ের নোটিশ প্রদান পূর্বক সরকার উহা পুনঃগ্রহণ করিতে পারেন। এছাড়া অধিগ্রহণকৃত প্রয়োজনের অতিরিক্ত অব্যবহৃত জমি ব্যবস্থাপনার জন্য সকল জেলা প্রশাসককে আহবায়ক করিয়া অধিগ্রহণকৃত অব্যবহৃত জমি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করার নির্দেশ ভূমি মন্ত্রণালয় হইতে জারী করা হইয়াছে। বিষয়টি জাতীয় ভূমি সংস্কার পরিষদের তৃতীয় বৈঠকে আলোচিত হইয়াছে এবং এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে যে, অধিগ্রহণকৃত অব্যবহৃত জমি সরকার কর্তৃক পুনঃগ্রহণ কল্পে ১৯৮২ সনের ২ অধ্যাদেশ সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইনের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩। অতএব, অধিগ্রহণকৃত অব্যবহৃত জমির বিষয়ে আইনের বিধান মতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে এবং গৃহীত কার্য্যক্রম সম্পর্কে ২০শে জুন, ১৯৯০ ইং তারিখের মধ্যে অত্র মন্ত্রণালয়কে অবহিত করিতে তাহাকে পুনরায় নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে।

স্বাঃ এ, জেড, এম, নাহিরুদ্দিন
সচিব,

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
ভূমি মন্ত্রণালয়,
শাখা নং–১০

স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-১০ঃহঃদঃ/সাধারণ-১৫/৯০/৪৬১(৬৪) একুইন তারিখ ৩-৩-৯৭বাং / ১৮-৬-৯০ইং

প্রাপকঃ জেলা প্রশাসক,

বিষয়ঃ ভূমি হুকুমদখলে সরকারী অনুমোদন প্রসংগে।

অত্র মন্ত্রণালয়ের ১৯-৮-৮৯ তারিখের ভূঃমঃ/শা-১১/হঃদঃ/কু-৬৬/৮৯/৬৪৮(৬৪)-একুইন স্মারকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ আইনানুযায়ী ১০ বিঘার উর্দ্ধে ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু লক্ষ্য করা গেছে যে, উক্ত নির্দেশ থাকা সত্বেও জেলা প্রশাসকগন অনেক ক্ষেত্রে চাহিদা মোতাবেক সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র ছাড়াই ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব অত্র মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ করে থাকেন। ফলে অধিগ্রহণ প্রস্তাবে মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদন গ্রহণে বিলম্ব হয়। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র হিসাবে উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যাপারে প্লানিং কমিশনের অনুমোদন/সুপারিশ পত্র প্রেরণ করা হয়ে থাকে। প্রকল্প বাস্তবায়নের ব্যাপারে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন আর প্লানিং কমিশনের অনুমোদন/সুপারিশ এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছেবিধায় একটি অপরটির বিকল্প হিসাবে গণ্য করার অবকাশ নাই

২। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদন স্বাপেক্ষে কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির আওতাভুক্ত অঞ্চল ব্যতিরিকে আইন অনুযায়ী ১০ বিঘা পর্যন্ত জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব অনুমোদন করার ক্ষমতা জেলা প্রশাসকগণের রয়েছে। কিন্তু কোন প্রকল্প বাস্তবায়নের স্বার্থে একের অধিক এল, এ, কেস চালু থাকিলেও উক্ত প্রকল্পের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের অধিগ্রহন প্রস্তাবাধীন মোট জমির পরিমাণ যদি ১০ বিঘার উর্দ্ধে হয় তবে তা মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য অবশ্যই ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

৩। অধিগ্রহণ প্রস্তাব ন্যূনতম চাহিদা পত্রের উপর ভিত্তি করেই সরকারী অনুমোদন দেয়া হয়ে থাকে। উক্ত চাহিদা পত্র প্রদানকারী কর্মকর্তা অনেক ক্ষেত্রে সরজমিনে প্রয়োজনীয়তা যাচাই না করেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমির জন্য সনদপত্র প্রদান করে থাকেন। ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নের পর অতিরিক্ত জমি বছরের পর বছর অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকে। ইহা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থি। ইতিপূর্বে ন্যূনতম চাহিদাপত্র প্রদানকারী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আইনগত কোন ব্যবস্থা গ্রহণের অবকাশ ছিল না। বিষয়টি সম্প্রতি মহামান্য রাষ্ট্রপতির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় ভূমি সংস্কার পরিষদের তৃতীয় বৈঠকে আলোচিত হয় এবং এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, "অধিগ্রহণ ক্ষেত্রে ন্যূনতম চাহিতা সার্টিফিকেট যে কর্মকর্তা প্রদান করবেন, অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রমানিত হলে তাকে জবাবদিহি করার ব্যবস্থা করতে হবে।"

৪। উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমি অধিগ্রহনের জন্য ন্যূনতম চাহিদাপত্র প্রদান একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য করে উক্ত সনদপত্র প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কার্যক্রম গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

৫। এমতাবস্থায় অধিগ্রহণ প্রস্তাব চাহিদা মোতাবেক সকল কাগজপত্র সহ ন্যূনতম জমির প্রয়োজনীয়তা সঠিকভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষার পরই যাতে অত্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

স্বা-/ সৈয়দ মোঃ সোলাইমান।
১৮/৬/৯০
যুগ্ম-সচিব,

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
ভূমি মন্ত্রণালয়,
শাখা নং–১০

স্মারক নং–ভূঃমঃ/শা–১০ঃহঃদঃ/সাধারণ–১০/৮৯/৪৭৩(৬৪) একুইন

তারিখ ৬–৩–৯৭বাং / ২১–৬–৯০ইং

প্রাপকঃ জেলা প্রশাসক,

বিষয়ঃ অধিগ্রহণকৃত জমি হস্তান্তরে অহেতুক বিলম্ব করা সংক্রান্ত।

প্রচলিত ভূমি হুকুম দখল আইনের আওতায় বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যাশী সংস্থার অনুকূলে জমি হুকুম দখল/অধিগ্রহণ করে দেয়া হয়। হুকুম দখল/অধিগ্রহণকৃত জমির দখল যথাসময়ে প্রত্যাশিত সংস্থার নিকট বুঝিয়ে দেয়ার কথা। কিন্তু ইদানিং লক্ষ্য করা গেছে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে জমির দখল প্রত্যাশীত সংস্থার নিকট বুঝিয়ে দেয়ার ব্যাপারে অহেতুক বিলম্ব ঘটে, যা সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটায়। হুকুম দখল/অধিগ্রহণকৃত জমি ন্যূনতম সময়ের মধ্যে প্রত্যাশী সংস্থার নিকট বুঝিয়ে দেয়ার জন্য মন্ত্রি পরিষদের ৩–৩–৮৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায়ও সিদ্ধান্ত গৃহীতহয়।

অতএব, বৈধভাবে প্রতিষ্ঠিত কোর্টের নিষেধাজ্ঞা না থাকলে উন্নয়ন প্রকল্প যথাসময়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে হুকুম দখল/অধিগ্রহণকৃত জমির দখল সংশ্লিষ্ট এবং প্রচলিত আইন/বিধি মোতাবেক আনুষ্ঠানিক কার্য্যাদি নিশ্চিতকরন সাপেক্ষে ন্যূনতম সময়ের মধ্যে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে তাকে অনুরোধ করা হল।

স্বা–/ মোঃ মনিরুজ্জামান।
২১/৬/৯০
সহকারী সচিব,

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
ভূমি মন্ত্রণালয়,
শাখা নং–১০

স্মারক নং–ভূঃমঃ/শা–১০ঃহঃদঃ/সাধারণ–২৩/৮৭/৮২৬(৬৪) একুইন

তারিখ ১৬–৬–৯৭বাং / ০২–১০–৯০ইং

প্রাপকঃ জেলা প্রশাসক,

বিষয়ঃ সরকারী/বিভিন্ন স্বায়ত্ব শাসিত সংস্থার অনুকূলে হুকুম দখলকৃত অব্যবহৃত জমি পুনঃগ্রহন, রক্ষণাবেক্ষন ও ব্যবহার প্রসংগে।

উপরোক্ত বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের নং– ভূঃমঃ/শা–১০/হঃদঃ/সাধারণ–২০/৮৮/৩৭০(৬৪) একুইন তারিখ ২–২–৯৭ বাং/১৭–৫–৯০ ইং স্মারক–এ (অনুলিপি সংযোজিত) অধিগ্রহণকৃত অব্যবহৃত জমি সম্পর্কে আইনের বিধান মতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকল জেলা প্রশাসককে অনুরোধ করা হয়। ইদানিং জানা গিয়াছে যে, বেশ কিছু ক্ষেত্রে প্রত্যাশী সংস্থার বিশেষ করিয়া রেলপথ বিভাগের জমি তাহাদের মতামত গ্রহণ না করিয়াই পুনঃ গ্রহণ করা হইয়াছে। যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের রেলপথ বিভাগ জানাইয়াছে যে,এইরূপ মতামত গ্রহণ না করিয়া জমি পুনঃগ্রহণের ফলে রেলপথের অপারেশনাল ও রেললাইন রক্ষণাবেক্ষনের কাজ ব্যাহত হওয়ার আশংকা দেখা দিবে। ইতিমধ্যেই সিরাজগঞ্জ, ফরিদ পুর ও রাজবাড়ী লোয় প্রায় ৪০৫.২৭ একর রেলপথের জমি তাহাদের মতামত গ্রহণ না করিয়া পুনঃগ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

২। এখানে উলেখ করা প্রয়োজন যে, প্রত্যেক জেলায় "অধিগ্রহণকৃত অব্যবহৃত জমি ব্যবস্থাপনা কমিটি" নামে একটি করিয়া কমিটি রহিয়াছে, যাহার মাধ্যমে অব্যবহৃত জমি চিহ্নিত করনের .র প্রত্যাশী সংস্থার প্রতিনিধিসহ সভ্য করিয়া সিদ্ধান্ত মোতাবেক জমি পুনঃগ্রহণের ব্যবস্থা করিতে হয়। অবশ্য কোন প্রত্যাশী সংস্থার প্রতিনিধি তাগিদ দেওয়া সত্বেও সভায় উপস্থিত না থাকিলে কমিটি তাহার অনুপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

৩। অতএব, অধিগ্রহনকৃত অব্যবহৃত জমি নিষ্পত্তির ব্যাপারে এল,এ, ম্যানুয়েলের নির্বাহী আদেশের ১৩৫ ও ১৩৮ নং ধারার বিধান মতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। উক্ত বিধানমালার সার কথা নিম্নরূপঃ–

(ক) যে সমস্ত জমি অদুর ভবিষ্যতে প্রত্যাশী সংস্থার প্রয়োজন হইবে তাহা জেলা প্রশাসক বরাবরে হস্তান্তরের প্রয়োজন হইবেনা।

(খ) যে সমস্ত জমি দুর ভবিষ্যতে প্রত্যাশী সংস্থার প্রয়োজন হইতে পারে তাহা নিরাপত্তা/ব্যবস্থাপনার জন্য রাজস্ব কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করিতে হইবে। ঐ সমস্ত জমি সাময়িকভাবে লীজ দেওয়া যাইতে পারে এবং উহার আয় প্রত্যাশী সংস্থার অনুকূলে জমা দেওয়া যাইতে পারে।

(গ) যে সমস্ত জমি প্রত্যাশী সংস্থার কোন সময়ই প্রয়োজন হইবে না তাহা ব্যবস্থাপনার জন্য রাজস্ব কর্তৃপক্ষের নিকট প্রত্যার্পন করিতে হইবে এবং জেলা প্রশাসন উহা পুনঃগ্রহনের ব্যবস্থা করিতে পারেন।

৪। অতএব, উপরে বির্ণত বিধানাবলীর আলোকে অধিগ্রহণকৃত অতিরিক্ত অব্যবহৃত জমির বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য এবং উক্ত বিধান বহির্ভূত পদ্ধতিতে উক্ত শ্রেণীর জমি পুনঃগ্রহণের কাজ হইতে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

স্বাক্ষর-এ, জেড, এম, নাছিরুদ্দিন
সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
সংস্থাপন মন্ত্রনালয়
শৃংখলা শাখা–২

নংঃ– সম/শৃ২ (বিধি)–৬/১১–৬

তাং ১২–১–৯১ইং / ২৮–৯–৯৭বাং

পরিপত্র

বিভিন্ন সরকারী আধা সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে ভূমি অধিগ্রহণ করিতে হয়। কোন প্রত্যাশি সংস্থার ভূমি অধিগ্রহনের প্রস্তাবে প্রচলিত আইন অনুযায়ী উক্ত সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা প্রস্তাবিত ভূমির জন্য ন্যূনতম চাহিদা পত্র প্রদান করিয়া থাকেন। লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, কোন কোন কর্মকর্তা বিস্তারিত পরীক্ষা নিরীক্ষা না করিয়াই অতিরিক্ত ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ন্যূনতম চাহিদা পত্র প্রদান করিয়া থাকেন। ফলে বিভিন্ন প্রত্যাশিত সংস্থা প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভূমি অধিগ্রহণ করিয়া পতিত অবস্থায় ফেলিয়া রাখেন বা লীজ প্রদান করিয়া অর্থ উপার্জন করেন। ইহা ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী।

২। কোন সরকারী কর্মচারীর উপরোক্ত কার্যকলাপ ও আচরণ ১৯৮৫ সনের সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালার ২(এফ) (২) বিধি মোতাবেক মারাত্মক কর্তব্যের অবহেলার আওতায় পড়ে।

৩। এমতাবস্থায়, সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহন করিয়াছেন যে, অধিগ্রহণ ক্ষেত্রে ন্যূনতম চাহিদা সার্টিফিকেট যে কর্মকর্তা প্রদান করিবেন, অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রমাণিত হইলে তাহাকে জবা দিহি করিতে হইবে এবং এইজন্য তাঁহার বিরুদ্ধে ১৯৮৫ সনের সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালার ২(এফ) (২) মোতাবেক তাঁহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা চালু করা হইবে।

স্বা/– মোঃ হাসিনুর রহমান।
সচিব।

দ্বিতীয় ভাগ

সম্পত্তি জরুরী অধিগ্রহণ আইন, ১৯৮৯

১৯৮৯ সনের ৯ নং আইন

জরুরী ভিত্তিতে সম্পত্তি অধিগ্রহণল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু প্লাবন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট বন্যা ও জলোচ্ছাস নিয়ন্ত্রণকল্পে এবং নদী-ভাংগন রোধ করার জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা গৃহণের নিমিত্ত জরুরী ভিত্তিতে সম্পত্তি অধিগ্রহণের বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়,

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইলঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরনামা ও মেয়াদ।**— (১) এই আইন সম্পত্তি জরুরী অধিগ্রহণ আইন, ১৯৮৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা প্রবর্তনের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর বলবৎ থাকিবে।

(২) সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ক) "আরবীট্রেটর" অর্থ ধারা ১৭ এর অধীন নিযুক্ত আরবীট্রেটর,

(খ) "আরবীট্রেশন আপীলট্রাইব্যুনাল" অর্থ ধারা ২৩(২) এর অধীন গঠিত আরবীট্রেশন আপীল ট্রাইব্যুনাল,

(গ) "সম্পত্তি" স্থাবর বা অস্থাবর সকল সম্পত্তি।

৩।**আইনের প্রাধান্য।**— আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন ও তদধীন প্রনীত বিধির বিধানাবলী কার্যকর থাকিবে।

৪। **সম্পত্তি জরুরী অধিগ্রহণ।**— (১) বন্যা ও জলোচ্ছাস নিয়ন্ত্রণকল্পে বা নদী-ভাংগন রোধ করার জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা গৃহণের জরুরী ভিত্তিতে কোন সম্পত্তি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হইলে, জেলা প্রশাসক, সরকারের নির্দেশ বা পুর্বানুমোদনক্রমে, লিখিত আদেশ দ্বারা, উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করিতে পারিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ধর্মীয় উপসানালয়, কবরস্থান বা শশ্মান হিসাবে ব্যবহৃত কোন সম্পত্তি অধিগৃহণ করা যাইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত আদেশে অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির বিবরণ সম্বলিত একটি তফশিল সংযোজিত থাকিবে এবং উক্ত আদেশে, আদেশ জারী হইবার তারিখ হইতে দশ দিনের মধ্যে, অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তিতে যাহারা কোন স্বত্ব বা অধিকার দাবী করেন তাহারা তাহাদের দাবীর স্বপক্ষে যুক্তিসহ স্বত্বের বিবরণ, সম্পত্তিতে তাহাদের অংশ উল্লেখপূর্বক, লিখিতভাবে জেলা প্রশাসকের নিকট দাখিল করিবার নির্দেশ থাকিবে।

৫। **অধিগ্রহণ আদেশ জারী।**— ধারা ৪ এর অধীন জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির মালিকের নিকট ব্যক্তিগতভাবে বা তাহার অনুপস্থিতিতে তাহার পরিবারের কোন সাবালক পুরুষ সদস্যের নিকট প্রদান করিয়া বা উক্তরূপ কোন সদস্য পাওয়া না গেলে সম্পত্তির মালিকের সর্বশেষ জ্ঞাত বাসস্থান বা কর্মস্থানের কোন প্রকাশ্য স্থানে আটিয়া বা লটকাইয়া দিয়া জারী করিতে হইবে এবং উহার একটি কপি অনুরুপভাবে সম্পত্তির দখলদারের উপরও জারী করিতে হইবে এবং সংগে সংগে উক্ত আদেশের কপি সম্পত্তি বা উহার নিকটস্থ কোন প্রকাশ্য স্থানে এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ এবং পৌরসভার কার্যালয়ে কোন প্রকাশ্য স্থানে আটিয়া বা লটকাইয়া দিয়া জারী করিতে হইবে, এবং উক্ত প্রকার জমি সম্পর্কে জারীকারকের প্রত্যায়ন জারীর ব্যাপারে যথেষ্ট প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে।

৬। **ক্ষতিপুরণ প্রদানের জন্য অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির দাবীদার ও তাহাদের অংশ নির্ধারণ।**— (১) ধারা ৫ এর বিধান অনুসারে অধিগ্রহন আদেশ জারী হইবার দশ দিনের মধ্যে অধিগ্রহণ আদেশে উল্লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী যাহারা উক্ত সম্পত্তিতে কোন স্বত্ব বা দাবী করিয়াছে জেলা প্রশাসক তাহাদিগকে,তাহাদের দাবী দাখিলের সাত দিনের মধ্যে শুনানীর সুযোগ দেওয়ার পর অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তিতে তাহাদের স্বত্ব এবং অংশ নির্ধারণ করিবেন।

৭। **সাময়িক ক্ষতিপুরণ নির্ধারণ**— কোন সম্পত্তি অধিগ্রহণের আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে দশ দিনের মধ্যে জেলা প্রশাসক, অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির জন্য প্রদেয় চূড়ান্ত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ সাপেক্ষে, আনুমানিক বাজার মুল্যের ভিত্তিতে উহার জন্য প্রদেয় সাময়িক ক্ষতিপুরণ নির্ধারণ করিবেন।

৮। **অধিগ্রহণ কৃত সম্পত্তির দখল।**— (১) ধারা ৭ এর অধীন সাময়িক ক্ষতিপুরণ নির্ধারণ করিবার পর উহা ধারা ৬

এর অধীন নির্ধারিত দাবীদারগণকে তাহাদের স্বত্ত্ব ও অংশ অনুযায়ী উক্ত সম্পত্তির দখল গ্রহণের পূর্বে জেলা প্রশাসক সাময়িক ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদেয় সম্পূর্ণ অর্থ প্রদান করিবেন এবং অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি দখল করিতে পারিবেন।

(২) ধারা ৬ এর অধীন নির্ধারিত দাবীদারগণ তাহাদের স্বত্ব ও অংশ অনুযায়ী সাময়িক ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করিতে না চাহিলে বা ক্ষতিপূরণ গ্রহণের জন্য কোন দাবীদারগণ পাওয়া না গেলে বা দাবীদারগণের স্ব স্ব অংশ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ বা বিরোধ থাকিলে, ক্ষতিপূরণের অর্থ তাহাদের নামে প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাবে জমা করিয়া, জেলা প্রশাসক অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি দখল করিতে পারিবেন।

(৩) উপ ধারা (১)এর অধীন প্রদত্ত বা উপদারা (২) এর অধীন জমাকৃত ক্ষতিপূরণ এই আইনের অধীন আরবীট্রেটর কর্তৃক ক্ষতিপূরণ বা দাবীদারদের স্বত্ব বা অধিকার নির্ধারণ ক্ষুন্ন করিবে না।

(৪) এই দারার অধীন কোন সম্পত্তি দখলের ব্যাপারে কোন প্রতিবন্ধকতা দেখা দিলে উহা অপসারণের জন্য জেলা প্রশাসক প্রয়োজনবোধে বলপ্রয়োগের আদেশ দিতে পারিবেন।

৯। অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি সরকারে ন্যস্ত।– (১) অধিগ্রহনকৃত সম্পত্তির সাময়িক ক্ষতিপূরণ প্রদান করা বা, ক্ষেত্রমত, সরকারী ট্রেজারীতে ক্ষতিপূরণের অর্থ জমা হওয়ার সংগে সংগে উক্ত সম্পত্তি দায়মুক্ত অবস্থায় সরকারে ন্যস্ত হইবে এবং উক্ত সম্পত্তিতে সম্পত্তির মালিক বা অন্য কোন ব্যক্তির সর্বপ্রকার স্বত্ব বা দাবী বিলুপ্ত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন সম্পত্তি সরকারে ন্যস্ত হওয়ার তারিখ হইতে সাত দিনের মধ্যে সম্পত্তি সংক্রান্ত অধিগ্রহণের আদেশ, সম্পত্তির বিবরণ উহা সরকারে ন্যস্ত হওয়ার তারিখ জনসাধারণের জ্ঞতার্থে সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিতে হইবে।

১০। অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আপীল।– কোন সম্পত্তি ধারা ৪ এর অধীন অধিগ্রহণের কারণে কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে, অধিগ্রহণ আদেশ জারী হইবার দশ দিনের মধ্যে তিনি সরকারের নিকট অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারিবেন এবং সরকার আপীলকারীকে শুনানীর সুযোগ দেওয়ার পর আপীলের উপর সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন এবং সরকারের এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

১১। চূড়ান্ত ক্ষতিপূরণ।– এই আইনের অধীন অধিগ্রহণকৃত কোন সম্পত্তি সরকারে ন্যস্ত হইবার পর হইতে তিন মাসের মধ্যে জেলা প্রশাসক উক্ত সম্পত্তির চূড়ান্ত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করিবেন।

১২। চূড়ান্ত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের বিবেচ্য বিষয়।– (১) এই আইনের অধীনে অধিগ্রহণকৃত কোন সম্পত্তির চূড়ান্ত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ করার সময় জেলা প্রশাসক নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিবেন, যথাঃ–

(ক) অধিগ্রহণ করার সময় সম্পত্তির বাজার দরঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বাজার দর নির্ধারণের সময় জেলা প্রশাসক একই ধরনের এবং একই পারিপার্শ্বিক সুবিধাযুক্ত সম্পত্তির বিগত বার মাসের গড়পড়তা মূল্য বিবেচনা করিবেন,

(খ) অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির দখল করার সময় উহার উপর যে ফসল বা গাছ পালা ছিল তাহা নষ্ট হওয়া জনিতকারণে ক্ষতি,

(গ) অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি দখল করার সময় উহাকে অন্য সম্পত্তি হইতে পৃথককরণজনিত কারণে ক্ষতি,

ঘ) অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি দখল করার সময় সাধিত কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি বা কোন উপার্জনের উপায়ের ক্ষতি,

(ঙ) সম্পত্তি অধিগ্রহণের ফলে বাধ্যতামুলকভাবে আবাসস্থল বা কর্মস্থল স্থানান্তরের জন্য যুক্তি সংগত খরচ।

(২) অধিগ্রহনকৃত সম্পত্তির জন্য জেলা প্রশাসক উপধারা (১) (ক) এ উল্লিখিত বাজারদরের উপর অতিরিক্ত শতকরা ২৫ ভাগ ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন।

১৩। ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবেচ্য বিষয় নয়।– এই আইনের অধীন অধিগ্রহণকৃত কোন সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধরণ করার সময় জেলা প্রশাসক নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিবেন, যথাঃ–

(ক) অধিগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা তারতম্য,

(খ) অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি স্বার্থ রহিয়াছে এমন কোন ব্যক্তির সম্পত্তি হস্তান্তরে অনীহা,

(গ) যে পরিমাণ ক্ষতির কারণে কোন বেসরকারী লোকের বিরুদ্ধে কোন মামলা করা যায় না,

(ঘ) অধিগ্রহণের কারণে অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির মূল্য বৃদ্ধি,

(ঙ) অধিগ্রহণের আদেশ জারীর পর জেলা প্রশাসকের অনুমোদন ব্যতীত অধিগ্রহনকৃত সম্পত্তির কোন পরিবর্তন, উন্নয়ন, বা অন্য কোন বিলিবন্দোজ।

১৪। চূড়ান্ত ক্ষতিপুরণ নির্ধারণের ভিত্তিতে ক্ষতিপুরণের বকেয়া পাওনা প্রদান।– (১) অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি চূড়ান্ত ক্ষতিপুরণ নির্ধারণ করার পর চৌদ্দ দিনের মধ্যে জেলা প্রশাসক ধারা ৬ এর অধীন নির্ধারিত দাবীদারগনকে তাহাদের স্বত্ব ও অংশ অনুযায় চূড়ান্ত ক্ষতিপুরণের অর্থ, ধারা ৮ এরঅধীন বা ক্ষেত্রমত, সরকারী ট্রেজারীতে জমাকৃত অর্থ বাদ দিয়া, প্রদান করিবেন।

(২) অধিগ্রহণকৃতসম্পত্তির দাবীদারগণ কোন কারণে ক্ষতিপুরন গ্রহণ করিতে না চাহিলে বা উক্ত সম্পত্তির কোন দাবীদারকে পাওয়া না গেলে, জেলা প্রশাসক ক্ষতিপুরণের অর্থ তাহাদের নামে সরকারী ট্রেজারীতে জমা রাখিবেন।

(৩) ধারা ৬ এর অধীনে নির্ধারীত দাবীদারগণের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি ক্ষতিপুরণের পরিমান সম্পর্কে আপত্তিসহকারে ক্ষতিপুরণের অর্থ গ্রহন করিতে পারিবে এবং আপত্তি ব্যতিরেকে ক্ষতিপুরণ গ্রহণকারী কোন দাবীদার ধারা ১৮ এর অধীন কোন আবেদন করিতে পারিবেন না।

১৫। কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষতিপুরণ আদায়।– যদি প্রাপ্য অর্থের অতিরিক্ত ক্ষতি পুরন প্রদান করা হয় অথবা যদি প্রকৃত মালিক বা দাবীদার ব্যতীত অন্য ব্যক্তিকে ক্ষতিপুরণ প্রদান করা হয়, তাহা হইলে ঐরূপ অতিরিক্ত অথবা ভুলক্রমে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের টাকা সরকারী দাবী (public demand) হিসাবে আদায় করা যাইবে।

১৬। অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির ব্যবহার।– এই আইনের অধীন অধিগ্রহণকৃত কোন সম্পত্তি যে উদ্দেশ্যে অধিগ্রহণ করা হইয়াছে উহা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাইবে না।

১৭। আরবীট্রেটর নিয়োগ।– এই আইনের প্রয়োজনে সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উহাতে উল্লিখিত এলাকার জন্যসাব জজ পদমর্যাদার নীচে নয় এমন একজন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে আরবীট্রেটর নিয়োগ করিবে।

১৮। আরবীট্রেটরের নিকট দরখাস্ত।– অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তিতে স্বার্থ রহিয়াছে এমন যে কোন ব্যক্তি জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষতিপুরন গ্রহণ বা আপত্তিসহকারে গ্রহন করিয়া থাকিলে উহা সংশোধনের জন্য চূড়ান্ত ক্ষতিপুরণ প্রদান বা ক্ষেত্রমত, সরকারী ট্রেজারীতে জমা করার তারিখ হইতে পয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে আরবীট্রেটরের নিকট দরখাস্ত করিতে পারিবেন।

১৯। শুনানীর নোটিশ।– আরবীট্রেটর ধারা ১৮ এর অধীন দরখাস্ত পাওয়ার পর শুনানীর তারিখ উল্লেখ করিয়া উক্ত তারিখে তাহার আদালতে উপস্থিত হওয়ার জন্য নিম্নরিখিত ব্যক্তিবর্গের নোটিশ জারী করিবেন যথাঃ-

(ক) দরখাস্তকারী,

(খ) আপত্তিতে স্বার্থ রহিয়াছে এমন সকল ব্যক্তি, এবং

(গ) জেলা প্রশাসক।

২০। মামলার আওতা।– আরবীট্রেটরের নিকট দায়েরকৃত সকল মামলার আওতা দরখাস্তে উল্লিখিত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের স্বার্থ বিবেচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে।

২১। আরবীট্রেটর ধারা ১২ ও ১৩ দ্বারা পরিচালিত হইবেন।– এই আইনের অধীনে অধিগ্রহণকৃত কোন সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে আরবীট্রেটর ধারা ১২ ও ১৩ এর বিধানাবলী দ্বারা পরিচালিত হইবেন।

২২। আরবীট্রেটরের রোয়েদাদ।– (১) ধারা ১৮ এর অধীন দরখাস্তের উপর আরবীট্রেটর এবং রোয়েদাদ লিখিতভাবে প্রদত্ত হইবে এবং উহাতে আরবী ট্রেটর দস্তখত করিবেন এবং ধারা ২১ এর বিধান অনুযায়ী ধার্যকৃত ক্ষতিপুরণের পরিমাণ, উহা ধার্য করার যুক্তিসহ রোয়েদাদে উল্লেখ করিতে হইবে।

(২) আরবীট্রেটর কর্তৃক ধার্যকৃত ক্ষতিপুরণের পরিমান জেলা প্রশাসক কর্তৃক ধার্যকৃত ক্ষতিপুরণের পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হইলে, আরবীট্রেশন আপীল ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে, যতদিন পর্যন্ত ঐ পরিমাণ ক্ষতিপুরণ প্রদান করা না হয় ততদিন প্রতি বৎসরের জন্য শতকরা ১০ ভাগ হারে অতিরিক্ত ক্ষতিপুরণ প্রদান করিতে হইবে।

(৩) প্রত্যেক রোয়েদাদে আরবীট্রেশন কার্যধারা বাবদ খরচের পরিমান এবং উহা কাহার দ্বারা কি পরিমাণ বহন করা হইবে তাহাও উলেখ করিতে হইবে।

(৪) প্রত্যেক রোয়েদাদ (Code of civil Proecdure, 1908 (Act v 1908)এর Section 2(2) এর অথ্যাধীনে একটি ডিক্রী এবং রোয়েদাদের যৌক্তিকতা সম্পর্কিত বিবরণ উক্ত code এর section 2(9) এর অর্থাধীনে একটি রায় বলিয়া গণ্য হইবে।

২৩। আরবীট্রেটরের রোয়েদাদের বিরুদ্ধে আপীল।– (১) আরবীট্রেটরের রোয়েদাদের বিরুদ্ধেউপ-ধারা (২) অনুযায়ী গঠিত আরবীট্রেশন আপীল ট্রাইব্যুনালে আপীল করা যাইবে।

(২) সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপনদ্বারা, উহাতে উল্লিখিত এলাকার জন্য এক বা একাধিক এক-সদস্য বিশিষ্ট আরবীট্রেশন আপীল ট্রাইব্যুনাল গঠন করিবে।

(৩) জেলা জজ হিসাবে কর্মরত ছিলেন অথবা আছেন এমন ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে সরকার আপীল ট্রাইব্যুনাল গঠন করিবে।

(৪) আপীল ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে

(৫) আপীল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ আরবীট্রেটর কর্তৃক ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হইলে, যতদিন পর্যন্ত ঐ পরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করা না হয়, ততদিন প্রতি বৎসর শতকরা ১০ বাগ হারে অতিরিক্ত ক্ষতি পুরণ প্রদান করিতে হইবে।

২৪। Act X to 1940 প্রযোজ্য নহে।– এই আইনের অধীন আরবী ট্রেশনের ক্ষেত্রে Arbitration Act, 1940 (Xof1940) প্রযোজ্য হইবে না।

২৫। জেলা প্রশাসক এবং আরবীট্রেটরের দেওয়ানী আদালতের কতিপয় ক্ষমতা।– এই আইনের অধীন কোন তদন্ত অথবা মামলার শুনানীকালে, জেলা প্রশাসক এবং আরবী ট্রেটরের নিম্নবর্ণিত বিষয়াবলী সম্পর্কে Code of civil procedure, 1908 (Act v of 1908) কর্তৃক দেওয়ানী আদালতের উপর যে ক্ষমতা অর্পিত আছে সেই ক্ষমতা থাকিবে, যথাঃ-

(ক) কোন ব্যক্তির উপর সমন জারী করা, তাহাকে হাজির করা এবং শপথ গ্রহণপূর্বক তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করা,

(খ) কোন রেকর্ড অথবা দলিল উপস্থাপিত করিবার জন্য কোন ব্যক্তিকে বাধ্যকরা,

(গ) এফিডেভিটের মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণ করা,

(ঘ) সাক্ষ্য গ্রহণ করার জন্য কমিশন নিয়োগ করা,

(ঙ) কোন অফিস অথবা আদালত হইতে কোন সরকারী রেকর্ড তলব করা।

২৬। প্রবেশ এবং পরিদর্শনের ক্ষমতা।– কোন সম্পত্তি অধিগ্রহণকৃত অথবা অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ নির্ধাণের ব্যাপারে অথবা এই আইনের অধীন কোন আদেশ কার্যকর করার নিমিত্ত জেলা প্রশাসক অথবা তাহার নিকট হইতে সাধারণভাবে অথবা বিশেষভাবে ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন অফিসার বা কর্মচারী-

(ক) কোন সম্পত্তিতে প্রবেশ করিতে এবং উহা জরিপ করিতে অথবা উহার লেভেল লইতে পারিবেন,

(খ) যে কোন সম্পত্তি অথবা উহাতে অবস্থিত যে কোনকিছু থাকিলে উহা পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

(গ) কোন সম্পত্তি পরিমাণ করিতে ও উহার সীমানা নির্ধারণ করিতে এবং উহার প্ল্যান এবং উহাতে অভীষ্ঠ কাজের প্রস্তাবিত লাইন তৈয়ার করিতে পারিবেন,

(ঘ) চিহ্ন স্থাপন করিয়া এবংগর্ত খুড়িয়া অনুরুপ লেভেল, সীমানা এবং লাইন চিহ্নিত করিতে পারিবেন এবং যে ক্ষেত্রে জরিপ কাজ সম্পাদন করা, লেভেল লওয়া এবং সীমানা ও লাইন চিহ্নিত করা সম্ভব নয়, সে ক্ষেত্রে কোন দন্ডায়মান ফসল, গাছ অথবা জংগল যে কোন অংশকাটিয়া পরিস্কার করিতে পারিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কমপক্ষে বাহাত্তর ঘন্টা পূর্বে লিখিত নোটিশের মাধ্যমে কোন সম্পত্তিতে প্রবেশের ইচ্ছা প্রকাশ না করিয়া কোন ব্যক্তি উক্ত সম্পত্তির দখলদারের বিনা অনুমতিতে উহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

(২) জেলা প্রশাসক অথবা উপ-ধারা (১) এর অধীনে তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন অফিসার বা কর্মচারী কোন সম্পত্তিতে প্রবেশ করিবার সময় ঐ সম্পত্তিতে সম্ভাব্য সকল ক্ষতি বাবদ ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন অথবা প্রদান করিবার প্রস্তাব করিবেন, এবং উক্তরূপ প্রদত্ত অথবা প্রস্তাবিত ক্ষতিপূরণের পর্যাপ্ততা সম্বন্ধে কোন আপত্তি থাকিলে তৎসম্পর্কে জেলা প্রশাসকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

২৭। **সংবাদ সংগ্রহ করার ক্ষমতা।**— জেলা প্রশাসক কোন সম্পত্তি অধিগ্রহণ করার অথবা উহার জন্য ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করার ব্যাপারে, উক্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত কোন তথ্য কোন নির্দিষ্ট অফিসার অথবা কর্তৃপক্ষকে প্রদান করার জন্য যে কোন ব্যক্তিকে লিখিতভাবে নির্দেশ দিতে পারিবেন।

২৮। নোটিশ এবং আদেশ জারী।- (১) এই আইনে ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে, এই আইনের অধীন জারী অথবা প্রদানের জন্য অভীষ্ট নোটিশ বা আদেশ উহাতে উল্লিখিত ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করিয়া জারী বা প্রদান করিতে হইবে।

(২) যে ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তিকে পাওয়া না যায় কিংবা নোটিশ বা আদেশটি হস্তান্তর করা না যায় সেক্ষেত্রে উক্ত পরিবারের কোন সাবালক পুরুষ সদস্যের নিকট প্রদান করিয়া বা উক্তরূপ কোন সদস্য পাওয়া না গেলে, উক্ত ব্যক্তির সর্বশেষ জ্ঞাত বাসস্থান বা কর্মস্থলের কোন প্রকাশ স্থানে আটিয়া বা লটকাইয়া দিয়া নোটিশ বা আদেশটি জারী করিতে হইবে এবং সংগে সংগে উক্ত নোটিশ বা আদেশের একটি কপি অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি বা উহার নিকটস্থ কোন প্রকাশ্য স্থান এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ এবং পৌরসভার কার্যালয়ের কোন প্রকাশ্যে স্থানে আটিয়া বা লটকাইয়া দিয়া জারী করিতে হইবে, এবং উক্তরূপ জারী সম্পর্কে জারী কারকের প্রত্যয়ন জারীর ব্যাপারে যথেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া গণ হইবে।

২৯। **শাস্তি।**— যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীনে প্রদত্ত কোন আদেশ লংঘন করেন বা লংঘন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন বা লংঘন করার বা লংঘন করার উদ্যোগে ইন্ধন যোগান কিংবা কোন ব্যক্তিকে এই আইন অনুযায়ী বা এই আইনের অধীন অনুমোদিত তাহার কোনা কার্য সম্পাদনের ইচ্ছাকৃতভাবে বাধা দেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ছয় মাস কারাদন্ড বা অনধিক এক হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

৩০। **ষ্ট্যাম্প ডিউটি এবংফিস প্রদান মওকুফ।**— এই আইনের অধীন প্রদত্ত রোয়েদাদের জন্য কোন ষ্ট্যাম্প ডিউটি লাগিবে না এবং উক্ত রোয়েদাদের অধীন কোন স্বার্থের দাবীদারকে উহার অনুলিপির জন্য কোন ফিস দিতে হইবে না।

৩১। **সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ।**— এই আইন বা তদধীন প্রণীত কোন বিধির অধীন সরল বিশ্বাসে সম্পাদিত বা সম্পাদনের জন্য অভীষ্ট কোনকাজের জন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা রুজু বা অন্য কোন আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

৩২। **আদালতের এক্তিয়ারের উপর বিধিনিষেধ।**— এই আইনে ভিনরূপ কিছু না থাকিলে, এই আইনের অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ বাগৃহীত কোন কার্যক্রমের বিরুদ্ধে কোন আদালত কোন মামলা বা দরখাস্ত গ্রহণ করিতে পারিবে না, এবং এই আইনের অধীন বা এই আইন হইতে প্রাপ্ত ক্ষমতা বলে গৃহীত বা গৃহীতব্য কোন কার্যক্রম সম্পর্কে কোন আদালত কোন প্রকার নিষেধাজ্ঞা জারী করিতে পারিবে না।

৩৩। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**— (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পুরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষ করিয়া, এবং উপরিউক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতা ক্ষুন্ন না করিয়া, অনুরূপ বিধিতে নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন বিষয়ে বিধান করা যাইতে পারে, যথাঃ-

(ক) অধিগ্রহণকৃত কোন সম্পত্তি দখল গ্রহণের ব্যাপারে অনুসরণীয় পদ্ধতি,

(খ) আরবিটেটর এবং আরবীট্রেশন আপীলট্রাইব্যুন্যালসমূহ অনসরণীয় পদ্ধতি।

সম্পত্তি জরুরী অধিগ্রহন বিধিমালা, ১৯৮৯

১। সংক্ষিপ্ত শিরনাম।– এই বিধিমালা সম্পত্তি জরুরী অধিগ্রহণ বিধিমালা, ১৯৮৯ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা– বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,

(ক) "আইন" অর্থ সম্পত্তি জরুরী অধিগ্রহণ আইন, ১৯৮৯ এবং

(খ) "জেলা পশাসক" অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক এবং জেলা প্রশাসকের প্রদত্ত ক্ষমতাও দায়িত্ব পালনের জন্য জেলা প্রশাসক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য যে কোন কর্মকর্তকে বুঝাইবে,

(গ) "ধারা" অত্র আইনের কোন ধারা,

(ঘ) "ফরম" অর্থ এই বিধিসমুহে সংলগ্ন ফরমকে বুঝায়।

৩। অধিগ্রহণ কার্যক্রম।– আইনের অধীন সম্পত্তি অধিগ্রহণের প্রত্যেক প্রস্তাবের জন্য পৃথক কাযক্রম গ্রহন করিতে হইবে

৪। অধিগ্রহণ আদেশ।– ধারা ৪ এর অধীন অধিগ্রহণ আদেশ ফরম 'ক'তে জারী করা হইবে।

৫। অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির দাবীদারকে শুনানীর সযোগ প্রদান।– ধারা ৫ এর বিধান অনুসারে অধিগ্রহণের আদেশ জারী হইবার পর যাহারা অধিগ্রহনকৃত সম্পত্তিতে স্বত্ত বা অংশ দাবী করেন তাহাদিগকে তাহাদের দাবীর স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপনের ও শুনানীর সুযোগ দানের উদ্দেশ্যে একটি তারিখ নির্ধারণ করিয়া "খ" ফরমে একটি নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

৬। সাময়িক ক্ষতিপুরণ গ্রহণের নির্দেশ সম্বলিত নোটিশ।– অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির জন্য যাহারা স্বার্থ সম্পন্ন ব্যক্তিবলিয়া নির্ধারিত হইবেন এবং উক্ত সম্পত্তির জন্য যাহাদিগকে সাময়িক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে তাহাদিগকে সাময়িক ক্ষতিপুরণের টাকা গ্রহণের নির্দেশ সম্বলিত একটি নোটিম ফরম 'গ'তে প্রদান করিতে হইবে।

৭। অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি সরকারে ন্যস্ত হওয়ার ঘোষণা।– ধারা ৯ এর অধীন যে সকল অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি সরকারে ন্যস্ত হয়, সেই সকল সম্পত্তি সরকারে ন্যস্ত হওয়া সম্পর্কে একটি ঘোষণা জনসাধানের জ্ঞাতার্থে উক্তরূপ ন্যস্ত হওয়ার সাতদিনের মধ্যে সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিতে হইবে

৮। আদেশ ও নোটিশ জারীর পদ্ধতি।– এই বিধিমালার অধীন যে কোন আদেশ বা নোটিশ ধারা ২৮ এর বিধান অনুসারে জারী করিতে হইবে।

৯। সাময়িক ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের বিবেচ্য বিষয়।– ধারা ৭ এর অধীন সাময়িক ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের সময় ধারা ১২(১) এ বিধৃত বিষয়গুলিরও যথাসম্ভব বিবেচনা করা যাইবে।

১০। অধিগ্রহণকৃত ভবন ইত্যাদি বাজার দর নির্ধারণের প্রক্রিয়া।– অধিগ্রহণকৃত পাকা অথবা কাঁচা ভবন, হাউনি বা দেয়াল ঘেরা অংগনের বাজার দর নির্ধারণের ক্ষেত্রে গনপূর্ত বিভাগকে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সহিত আলোচনা করিয়া উহার নির্মাণ ব্যয়, ভূমি উন্নয়ন ব্যয় এবং উহার অবক্ষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া উক্ত বাজার দর নির্ধারণ করিতে হইবে।

১১। অধিগ্রহণকৃত অব্যবহৃত সম্পত্তি।– এই আইনের অধীনে জেলা প্রশাসক বিভিন্ন প্রত্যাশী সংস্থার জন্য সম্পত্তি অধিগ্রহন এবং ভূমির ব্যবহারের ধরনের ব্যাপারে সরকারকে একটি বাৎসরিক বিবৃতি পেশ করিবেন। এই বিবৃতি বৎসরের ৩০ সেপ্টেম্বর তারিখের মধ্যে পেশ করিতে হইবে।

ফরম – ক

(৪ বিধি দ্রষ্টব্য)

সম্পত্তি অধিগ্রহণ আদেশ

যেহেতু প্লাবন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট বন্যা ও জলোচ্ছাস নিয়ন্ত্রণকল্পে/নদী ভাংগন রোধকল্পে স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি অতঃপর তফসিল ভুক্ত সম্পত্তি বলিয়া উল্লেখিত জরুরী ভিত্তিতে অধিগ্রহন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়,

সেহেতু নিম্ন স্বাক্ষরকারী সরকারের নির্দেশ ক্রমে/ পূর্বানুমোদনক্রমে সম্পত্তি জরুরী অধিগ্রহণ আইন ১৯৮৯ (১৯৮৯ সালের ৯ নং আইন) এর ধারা ৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে তফসিলভুক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করিলাম।

২। তফসিলভুক্ত সম্পত্তিতে যাহারা কোন স্বত্ব বা অধিকার দাবী করেন তাহাদিগকে এতদ্বারা নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে যে, তাহাদের স্বত্বের বিবরণ, তাহাদের দাবীর স্বপক্ষে যুক্তিসহ সম্পত্তিতে তাহাদের অংশের পরিমান উল্লেখ-পূর্বক নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট দরখাস্ত দাখিল করিবেন।

৩। অনুচ্ছেদ ২এ উল্লেখিত স্বত্ব বা অধিকারের বিবরণ এই আদেশ জারীর তারিখ হইতে দশদিনের মধ্যে উক্ত দাবীদার কর্তৃক বা লিখিতভাবে তাহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন প্রতিনিধির মাধ্যমে লিখিতভাবে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট দাখিল করিতে হইবে।

তফসিল

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	মৌজারনাম ওজে, এল নম্বর	খতিয়ান নম্বর	দাগ নম্বর ও জমির পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬

তারিখঃ

জেলা প্রশাসক
——— জেলা

ফরম – খ

(বিধি – ৫ দ্রষ্টব্য)

অধিগ্রহণ কেস নং .....

শুনানীর নোটিশ

প্রাপকঃ ———

আপনার ——— তারিখের দরখাস্তের প্রেক্ষিতে জানানো যাইতেছে যে, আগামী ——— তারিখে বেলা ——— ঘটিকায় আমার দপ্তরে অধিগ্রহণের জন্য মৌজা নং ——— দাগনং ——— এবং ——— খতিয়ানের সম্পত্তিতে আপনার স্বত্ব বা অংশের দাবী প্রমাণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট দলিলপত্রসহ আপনি নিজে অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত/নিযুক্ত প্রতিনিধি মারফত হাজির হইবেন।

তারিখঃ———

জেলা প্রশাসক
——— জেলা

ফরম – গ

(বিধি ৬ দ্রষ্টব্য)

অধিগ্রহণ কেস নং .....

সাময়িক ক্ষতিপূরণের নোটিশ

প্রাপকঃ

সম্পত্তি জরুরী অধিগ্রহণ আইন, ১৯৮৯ এর ৮ ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা আপনাকে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত অধিগ্রহণ কেসে আপনাকে স্বার্থ সম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়া বিবেচনা করা হইয়াছে এবং আমার মতে নিম্নলিখিত হারে আপনাকে সাময়িক ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে।

প্রতি একর জমির ক্ষতিপূরণ ——— টাকা হিসাবে মোট টাকা ——— ঘরবাড়ীর ক্ষতিপূরণ ——— টাকা হিসাবে মোট টাকা ——— অন্যান্য সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ ——— টাকা হিসাবে মোট টাকা ———

সর্বমোট টাকা

আপনাকে প্রদেয় টাকা ——— আপনি ব্যক্তিগতভাবে অথবা আপনার নিযুক্ত প্রতিনিধির মারফত আমার নিটক উপস্থি হইয়া ——— তারিখে গ্রহণ করিবেন।

তারিখঃ———

জেলা প্রশাসক

———জেলা

ফরম – ঘ

(বিধি ৭ দ্রষ্টব্য)

অধিগ্রহন কেস নং.....

অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি সরকারে ন্যস্ত হওয়ার বিজ্ঞাপন

যেহেতু নিম্ন তফসিলভুক্ত ভূমি সম্পত্তি অধিগ্রহন আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সালের ৯ নং আইন) এর ধারা ৪ এর অধীনে অধিগ্রহণের জন্য ——— তারিখে ——— নং আদেশ জারী হইয়াছে, এবং যেহেতু উক্ত আইনের ধারা ৮ এর অধীন উক্ত সম্পত্তি বাবদ সাময়িক ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে বা ক্ষেত্র বিশেষ জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত দাবীদারদের নামে প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাবে জমা করা হইয়াছে,

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি ——— তারিখে দায়মুক্ত অবস্থায় সরকারে ন্যস্ত হইয়াছে এবং উক্ত সম্পত্তির মালিক বা অন্য কোন ব্যক্তির সর্ব প্রকার স্বত্ব বা দাবী বিলুপ্ত হইয়াছে,

যেহেতু উক্ত আইনের ধারা ৯(২) এর বিধান মোতাবেক উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহনের আদেশ, উক্ত সম্পত্তির বিবরণ ও উহার সরকারে ন্যস্ত হওয়ার তারিখ জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হইল।

তফসিল

অধিগ্রহণ আদেশ ———

অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি সরকারে ন্যস্ত হওয়ার তারিখ ———

সম্পত্তির বিবরণঃ

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	মৌজার নাম ওজে, এল, নম্বর	খতিয়ান নম্বর	দাগ নম্বর ও জমির পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫

তৃতীয় ভাগ

১৯৮৮ সনের ২৬ নং আইন

অস্থাবর সম্পত্তি হুকুমদখলকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু অস্থাবর সম্পত্তি হুকুমদখলকল্পে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়

যেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল–

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রবর্তন।– (১) এই আইন অস্থাবর সম্পত্তি হুকুম দখল আইন, ১৯৮৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ১৭ই কার্তিক, ১৩৯৪ নং মোতাবেক ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৮৭ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। সংজ্ঞা।– বিষয় অথবা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই আইনে–

(ক) "অস্থাবর সম্পত্তি" বলিতে যে কোন স্থল যান বা জলযান অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(খ) "ডেপুটি কমিশনার" বলিতে অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার এবং এই অধ্যাদেশের দ্বারা বা অধীনে ডেপুটি কমিশনারকে প্রদত্ত কোন ক্ষমতা প্রয়োগের উপর অর্পিত কোন দায়িত্ব পালনের জন্য, ডেপুটি কমিশনারের নিকট হইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত তাহার অধীনস্ত অন্য কোন কর্মকর্তা অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

(গ) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি,

(ঘ) "মালিক" বলিতে দখলদার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩। অস্থাবর সম্পত্তি হুকুমদখল।– (১) কোন অস্থাবর সম্পত্তি সরকারী কাজে বা জনস্বার্থে স্বল্প কালীন সময়ের জন্য আবশ্যক হইলে, ডেপুটি কমিশনার, লিখিত আদেশ দ্বারা, উক্ত সম্পত্তি হুকুমদখল করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রত্যেক আদেশ হুকুমদখলকৃত সম্পত্তির মালিককে ব্যক্তিগতভাবে প্রদান করিয়া জারী করিতে হইবে, তবে যদি উক্ত মালিক আদেশটি গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন, উক্ত মালিককে তাহার সর্বশেষ ঠিকানায় পাওয়া যায় তাহা হইলে আদেশটি উক্ত মালিকের অধীনস্থ কোন কর্মচারী বা উক্ত মালিকের সহিত বসবাসরত তাঁহার পরিবারের কোন প্রাপ্ত বয়স্ক সদস্যকে প্রদান করিয়া বা উক্ত মালিকের বাসগৃহ বা ব্যবসা বা কর্মস্থলের কোন প্রকাশ্য স্থানে আঁটিয়া দিয়া জারী করা যাইবে।

৪। ক্ষতিপূরণ।– কোন অস্থাবর সম্পত্তি এই আইনের অধীন হুকুমদখল করা হইলে, উক্ত সম্পত্তির মালিককে উহার জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে এবং এই ক্ষতিপূরণ বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্ণীত ও প্রদেয় হইবে।

৫। হুকুমদখলকৃত সম্পত্তির মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ।– এই আইনের অধীন কোন অস্থাবর সম্পত্তি হুকুমদখলকৃত থাকাকালে উহার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষনের জন্য ডেপুটি কমিশনার দায়ী থাকিবেন এবং উক্ত সময়ে সচরাচর ব্যবহার জনিত কারণ ছাড়া অন্য কোন কারণে, উক্ত সম্পত্তির ক্ষতি হইলে উহার জন্য উক্ত সম্পত্তির মালিককে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে এবং এই ক্ষতিপূরণ বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্ণীত ও প্রদেয় হইবে।

৬। দন্ড।– কোন ব্যক্তি এই আইন বা বিধির অধীনে প্রদত্ত কোন আদেশ লংঘন করিলে, বা উক্ত আদেশ কার্যকর করার ব্যাপারে কোন বাধা দান করিলে, তিনি ৩ মাস পর্যন্ত কারাদন্ডে বা তিন হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থ দন্ডে বা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

৭। হুকুমদখল আদেশ কার্যকরকরণ।— এই আইনের অধীন প্রদত্ত আদেশদ্বারা হুকুমদখলকৃত কোন অস্থাবর সম্পত্তির মালিক উক্ত আদেশ অনুযায়ী সম্পত্তির দখল বুঝাইয়া দিতে অস্বীকার করিলে, বা উক্ত মালিক বা অন্য কোন ব্যক্তি উক্ত সম্পত্তির দখল গ্রহণের ব্যাপারে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিলে ডেপুটি কমিশনার প্রয়োজনীয় বল প্রয়োগে উক্ত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৮।দায়মুক্তি।— এই আইন বাবিধির অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কিছুর জন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা চলিবে না।

৯।আদালতেরএখতিয়ারহীনতা।— এই আইন বা বিধির অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ বা গৃহীত কোন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোন আদলতে কোন প্রকার মোকদ্দমা দায়ের বা আরজী পেশ করা যাইবে না। এবং কোন আদালত উক্ত রূপ কোন আদেশ বা ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন প্রকার নিষেধাজ্ঞা জারি করিতে পারিবে না।

১০। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।— সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১১। রহিতকরণ ও হেফাজত।— (১) অস্থাবর সম্পত্তি হুকুমদখল, অধ্যাদেশ ১৯৮৭ (অধ্যাদেশ নং ১৮, ১৯৮৭) এতদ্বারা রহিত করা হইল

(২) অনুরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত অধ্যাদেশ এর অধীনকৃত কোন কাজকর্ম, গৃহীত কোন ব্যবস্থা বা কার্যধারা এই আইনের অধীনকৃত বা গৃহীত বলিয়া গণ্য হইবে।